[৭] তিনি সূর্য্যকে আজ্ঞা দিলে তাহার উদয় হয়
না তারাগণকেও তিনি থাম করিয়া বন্ধ করেন।
[৮] তিনি একাকী স্বর্গ মেলান ও সমুদ্রের ঢেউর
উপর গতি করেন। [৯] তিনি শাকিদায়ি বায়ু
ও গ্রীষ্ম ও দক্ষিণদিগের মেঘ সৃষ্টি করেন। [১০]
তিনি অচিন্তনীয় মহাকার্য্য এবং অসঙ্খ্যাশ্চার্য্য
ক্রিয়া করেন। [১১] দেখ তিনি আমার নিকট
দিয়া যান কিন্তু তাঁহাকে আমি দেখিতে পাই না
তিনি আমার নিকট হইয়া যান কিন্তু আমি তা
হা জ্ঞাত নহি। [১২] দেখ তিনি লইয়া যান
এবং ফিরিয়া দিতে তাঁহাকে কেটা কহিবে তুমি
কি করিতেছ এ কথা তাঁহাকে কে কহিবে। [১৩]
ঈশ্বর আপন ক্রোধ সম্বরণ না করিলে অহঙ্কারি
সহায়েরা তাঁহার নীচে হেঁট হয়। [১৪] অতএব
আমি কেমন করিয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিব এবং
আমার বাক্য বাছিয়া তাঁহার সহিত কেমন করিয়া
কহিব। [১৫] আমি যদি ধার্ম্মিক হইতাম তথা
পি তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দিতাম না কিন্তু আমার বি
চারকর্ত্তার নিকটে মিনতি করিতাম। [১৬] যদি
আমি নিবেদন করিলে তিনি প্রত্যুত্তর দিতেন তবে
যে আমার কথা শুনিতেন তাহাতে আমি আস্থা
করিতাম না। [১৭] কেননা তিনি মহাঝড়ে আ
মাকে ভাঙ্গেন তিনি অকারণ আমার ক্ষত অনেক
করেন। [১৮] তিনি আমার নিশ্বাস টানিতে দে
ন না কিন্তু আমাকে তিক্ততাতে পূর্ণ করেন।
[১৯] বলের কথা যদি কহি তবে তিনিই বলবান্
বিচার করণের কথাও যদি কহি তবে আমার সা
ক্ষী হবে কে। [২০] আমি আপনাকে যদি নির্দ্দো
ষী বলি তবে আমার আপনার মুখ আমার
দোষের প্রমাণ দিবে। [২১] আমি সাধু বটে
আমি কি আপনার মন জানি না কিন্তু আপনার
প্রাণকে আমি ঘৃণা করি। [২২] এ বড় অসম্ভব
এক কথা অতএব যে তিনি সাধুকে ও দুষ্টকে সং
হার করেন এ কথা আমি কহিয়াছি। [২৩] ক্ষয়া
যদি হঠাৎ প্রহার করে তবে তিনি নির্দ্দোষের প
রীক্ষা দেখিয়া হাসিবেন। [২৪] দুষ্টেরদের হাতে
পৃথিবী দেওয়া গিয়াছে তিনি তাহার বিচারক
র্ত্তারদের মুখ ঢাকেন তাহা যদি না হয় তবে তি
নি কোথায় ও কেটা। [২৫] সম্প্রতি আমার
দিন ডাকহইতেও বেগগামী তাহারা উড়িয়া যায়
তাহারা মঙ্গলের দেখা পায় না। [২৬] বেগগা
মি জাহাজ এবং শীকার ধরিতে উদ্যত বেগগামি
উৎক্রোশ পক্ষির মত তাহারা গতও হইয়াছে।
[২৭] আমি আপন দুঃখের কথা কহা ছাড়িব
আমি আপন মনের ভার ত্যাগ করিয়া শান্ত হইব
[২৮] এমন কথা আমি যদি কহি তথাপি আমি
আপন সকল দুঃখেতে ভীত হইয়াছি তুমি আ
মাকে নিরপরাধী জানিবা না এই আমি জানি।
[২৯] আমি যদি পাপী হই তবে কেন বৃথা শ্রম
করি। [৩০] আমি যদি বরফের জলে আপন গা
ধুই ও আপনার হাত বড় পরিষ্কার করি। [৩১]
তথাপি আমাকে তুমি খাতে ডুবাইবা আমার
আপন বস্ত্র আমাকে ঘৃণা করিবে। [৩২] কেননা
তিনি আমার মত মনুষ্য নহেন যে আমি তাঁহাকে
প্রত্যুত্তর দিব যে আমরা বিচারের কারণ এক
স্থানে আসিব। [৩৩] এবং মধ্যস্থ কেহ নাই
যে উভয়েয় উপরে হাত দিতে পারে। [৩৪]
তিনি আপনার দণ্ড আমার উপরহইতে লউন
ও তদ্বিষয়ক ভয় আমাকে ভীত না করুক। [৩৫]
তখন আমি কহিব এবং তাঁহাকে ভয় করিব না
কিন্তু আমার এমন দশা নাই।

১০ পর্ব্ব।

[১] আমার আত্মা আমার প্রাণেতে পরিশ্রান্ত
আছে আপনার দুঃখের কথার ভার আমি আ
পনার উপরহইতে লড়াইব না আমি আপনার
প্রাণের তিক্ততায় কহিব। [২] আমি ঈশ্বরকে ইহা
কহিব আমার অপরাধের দণ্ডের আজ্ঞা দিও না
আপনি কি কারণ আমার সহিত বিরোধ করিতে
ছেন তাহা আমার প্রতি কহুন। [৩] জোর করা
এবং আপনার হস্তকৃত ক্রিয়া তুচ্ছ করা এবং দু
ষ্টেরদের পরামর্শে প্রসন্ন হওয়া কি তোমার কর্ত্ত
ব্য। [৪] তোমার চক্ষু কি চর্ম্মচক্ষু তোমার দৃষ্টি
কি মনুষ্যের দৃষ্টির মত। [৫] তোমার দিন কি ম
নুষ্যের দিনের ন্যায় তোমার বৎসর কি মনুষ্যের
কালের মত [৬] যে তুমি আমার অযাথার্থ্য অনু
সন্ধান করিতেছ ও আমার পাপের অন্বেষণ করি
তেছ। [৭] আমি যে পাপাচারী নহি ও যে তো
মার হাতহইতে কেহ মুক্ত করিতে পারে না ই
হা তুমি জ্ঞাত আছ। [৮] তোমার হাত আমার
সৃষ্টি করিয়াছে এবং আমার চতুর্দ্দিগও নির্ম্মাণ
করিয়াছে তাহা করিয়াও তুমি আমাকে নষ্ট ক
রিতেছ। [৯] আমি মিনতি করি মনে কর যে তু
মি মৃত্তিকার ন্যায় আমাকে করিয়াছ এবং পুন
র্ব্বার আমাকে ধূলা করিবা। [১০] যেমন দুগ্ধ
দোহা যায় তেমন কি আমাকে তুমি দোহ নাই
এবং যেমন ছানা যমান যায় তেমন কি আমাকে
যমাও নাই। [১১] আমাকে তুমি ছাল ও মাং
সাচ্ছাদিত করিয়াছ এবং আমাকে অস্থি ও শি
রাতে বেষ্টিত করিয়াছ। [১২] আমাকে তুমি
প্রাণ ও অনুগ্রহ দিয়াছ এবং তোমার দৃষ্টিকরণ
আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। [১৩] তুমি আ
পনার চিত্তে যাহা গুপ্ত করিয়াছ তাহা তোমার
সহিত এই সকল আমি জানি। [১৪] আমি পাপ
করিলে তুমি আমাকে তত্ত্ব করিতেছ এবং আ

মার অযাথার্থ্যমোচন করিবা না। [১৫] যদি
আমি পাপ করি তবে হায় আমার এবং যদি
ধার্ম্মিক হই তবেও আমি আপন মস্তক তুলিব
না আমি লজ্জাতে পূর্ণ অতএব আমার দুঃখের
উপরে দৃষ্টি কর কেননা তাহা বাড়িতেছে। [১৬]
যেমন সিংহকে শিকার করে তেমন আমাকে তু
মি শিকার করিতেছ আমার বিপরীতে তুমি আপ
নাকে আশ্চর্য্যবান দেখাইতেছ। [১৭] আমার
বিপরীতে তুমি নূতন সাক্ষী উপস্থিত করিতেছ ও
আপনার ক্রোধ আমার উপর বাড়াইতেছ উত্ত
রং অভাগ্য ও যুদ্ধ আমার বিপরীতে আছে।
[১৮] আমাকে কি কারণ গর্ভহইতে বাহির করি
য়াছ আহা যদি আমি প্রাণত্যাগ করিতাম এবং
কেহ আমাকে নয়নে দেখিতে পাইত না [১৯]
তবে হওয়ার পূর্ব্বে আমি যেমন তেমন পুনর্ব্বার
হইতাম ও গর্ভহইতেই কবরে বহা যাইতাম।
[২০] আমার দিন কি অল্প নয় অতএব সেস্থান
হইতে আমি আর ফিরিব না [২১] এমত অন্ধ
কার ও মৃত্যুর ছায়ার দেশ মূর্ত্তিমন্ত অন্ধকারের
মত অন্ধকার ও মৃত্যুর ছায়াময় অব্যবস্থিত দেশ
এবং আলো অন্ধকারের মত যে দেশে আছে
[২২] আমার সেই দেশে যাওনের পূর্ব্বে ক্ষান্ত
হও আমার কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাওনের জন্যে আ
নাকে ছাড়িয়া দেও।

১১ পর্ব্ব।

[১] তৎপরে নয়ামতীয় সোফর প্রত্যুত্তর করি
য়া বলিল [২] অনেক কথার প্রত্যুত্তর কি দিতে
হইবে না ও মুখর লোককে কি নির্দ্দোষী বলিতে
হবে। [৩] তোমার দর্পকথাতে লোকেরা কি
চুপ করিবে ও তুমি নিন্দা করিলে কেহ তোমাকে
কি লজ্জিত করিবে না। [৪] তুমি কহিয়াছ যে
আমার কথা শুদ্ধ আমি তোমার দৃষ্টিতে নির্ম্মল
হইয়াছি। [৫] আহা কিন্তু ঈশ্বর যদি কহিবেন
এবং তোমার বিরুদ্ধে আপন মুখ খুলিবেন [৬]
এবং যে বিদ্যা অব্যক্ত আছে সে বিদ্যা ব্যক্ত বি
দ্যার দ্বিগুণ ইহা যদি ঈশ্বর তোমাকে জানান
তবে জান যে তোমার অযথার্থাচরণের উচিত
ফল দিতে ঈশ্বর ক্ষমা করেন। [৭] তুমি অনুস
ন্ধানের দ্বারা কি ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিতে পারিবা
সর্ব্বাধ্যক্ষের সকল তত্ত্ব কি তুমি পাইতে পার।
[৮] তাহা স্বর্গের মত উচ্চ তুমি তাহার কি করি
তে পারিবা তাহা নরকহইতে গম্ভীর তুমি তাহার
কি জানিতে পার। [৯] তাহার পরিমাণ পৃথি
বীহইতে দীর্ঘ এবং সমুদ্রহইতেও প্রস্থ। [১০]
তিনি যদি ছেদন করেন কিম্বা বন্ধ করেন কিম্বা
একত্র করেন তবে কেটা তাঁহাকে নিষেধ করিতে
পারে। [১১] যেহেতুক তিনি প্রতারক মানুষকে
জানেন তিনি অযাথার্থ্য দেখেন তবে তিনি কি
বিবেচনা করিবেন না। [১২] অবস্তু মনুষ্য বন
গর্দ্দভের শাবকের মত জন্মিয়াও জ্ঞানবান খ্যাত
হইতে চাহে। [১৩] তুমি যদি আপনার হৃদয়
প্রস্তুত কর ও তাহার প্রতি আপনার হস্ত বিস্তার
কর। [১৪] তোমার হস্তস্থিত অযাথার্থ্য যদি দূর
কর এবং অযাথার্থ্য তোমার নিবাসে যদি বাস
করিতে না দেও [১৫] তবে তোমার মুখ নি
ষ্কলঙ্ক তুলিবা তুমি স্থির হইবা ও ভয় করিবা না।
[১৬] যেহেতুক তোমাতে তোমার পরিশ্রম বি
স্মৃত হইবে তাহা গত স্রোতোজলের মত তুমি স্ম
রণ করিবা। [১৭] তোমার পরমায়ুঃ মধ্যাহ্নহই
তে নির্ম্মল হইবে তুমি তেজস্বান হইবা তুমি প্র
ভাতের মতও হইবা। [১৮] প্রত্যাশা আছে সে
কারণ তুমি শরণ লইয়াছ তুমি আপনার চতুর্দ্দি
গে খনন করিয়া নিরাপদে শয়ন করিবা। [১৯]
তুমি শয়ন করিলে কেহ তোমাকে ভীত করিবে
না বরং অনেকে তোমার গোচরে নিবেদন করি
বে। [২০] কিন্তু দুষ্টেরদের চক্ষুর ক্ষয় হইবে
তাহারা বাঁচিবে না তাহারদের ভরসাই প্রাণ
ত্যাগ হবে।

১২ পর্ব্ব।

[১] তখন আয়োব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল
[২] তোমরাই লোক বটে তোমারদের মরণে
জ্ঞান মরিবে ইহার সন্দেহ নাই। [৩] কিন্তু যে
মন তোমরা বুদ্ধিমান তেমন আমিও আমি তো
মারদিগহইতে ছোট নই এপ্রকার বাক্য কে না
জানে। [৪] যে জন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনাকা
রী তাঁহাহইতে উত্তরপ্রাপ্ত অথচ আপনার বন্ধু
কর্ত্তৃক নিন্দিত কোন ব্যক্তির মত আমি হইয়াছি
শুদ্ধ সাধু লোক পরিহসিত হইয়াছে। [৫] পিচ
লিয়া পড়িতে উদ্যত জন সুখি মনুষ্যের দৃষ্টিতে
তুচ্ছীকৃত প্রদীপের মত আছে। [৬] চোরের
বসতি ভাগ্যবান আছে এবং যাহারা প্রভুকে
ক্রুদ্ধ করে তাহারা নিরাপদে থাকে তাহারদের
হাতে ঈশ্বর ধন পাওয়ান।

[৭] কিন্তু সম্প্রতি পশুরদিগকে জিজ্ঞাসা কর
এবং তাহারা তোমাকে শিক্ষাইবে ও শূন্যের
পক্ষিরদিগকে জিজ্ঞাসা কর এবং তাহারা তোমা
কে জানাইবে। [৮] কিম্বা পৃথিবীকে কহ এবং
সে তোমাকে উপদেশ করিবে ও সমুদ্রের মৎস্যে
রা তোমার নিকটে জানাইবে। [৯] সর্ব্ব জীবের
প্রাণ ও সকল মানুষের নিশ্বাস যাঁহার হাতে আ
ছে [১০] এমন যে যিহুহ তাঁহার হাত যে ইহা
করিয়াছে এ সকলেতে ইহা কে না জানে। [১১]
কর্ণ কি কথার পরীক্ষা করে না ও মুখের তালু
য়া কি খাদ্যের পরীক্ষা করে না। [১২] বৃদ্ধ মা

নুষেতে জ্ঞান থাকে এবং দীর্ঘায়ুতে বুদ্ধি আছে। [১৩] তাঁহার কাছে জ্ঞান ও বল আছে তাঁহার পরামর্শ ও বুদ্ধিও আছে। [১৪] দেখ তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তাহা পুনর্ব্বার উদ্গুম্বিত হয় না তিনি মানুষকে বদ্ধ করিলে আর মোচন হয় না। [১৫] তিনি জল বদ্ধ করিলে তাহা শুষ্ক হইয়া যায় তিনি তাহা পাঠাইলে তাহা পৃথিবীকে উল্টিয়া দেয়। [১৬] বল ও জ্ঞান তাঁহার ভ্রান্ত ও ভ্রামক তাঁহার। [১৭] তিনি মন্ত্রিরদিগকে নষ্ট করিয়া লইয়া যান ও বিচারকর্ত্তারদিগকে উন্মত্ত করেন। [১৮] তিনি রাজারদের বন্ধন মোচন করেন ও পটুকা দিয়া তাহারদের কোমর বাঁধেন। [১৯] তিনি মহালোকেরদিগকে নষ্ট করিয়া লইয়া যান ও বলবানেরদিগকে উল্টিয়া দেন। [২০] তিনি বিশ্বাস্যেরদের বাক্য স্থানান্তর করেন ও বৃদ্ধ লোকেরদের বিদ্যা লোপ করেন। [২১] তিনি কর্ত্তারদের উপরে নিন্দা ঢালেন ও বলবানেরদিগকে দুর্ব্বল করেন। [২২] তিনি অন্ধকারে অপ্রকাশিত বস্তু প্রকাশ করেন এবং মৃত্যুর ছায়াও প্রকাশ করেন। [২৩] তিনি জাতিরদিগকে বাড়ান তৎপরে বিনাশ করেন তিনি জাতিরদিগকে বিস্তার করেন এবং পুনর্ব্বার খাটো করেন। [২৪] তিনি পৃথিবীস্থ মহালোকেরদের হৃদয় অপহরণ করেন তিনি তাহারদিগকে অপথ অরণ্যে ভ্রমণ করান। [২৫] তাহারা আলো না পাইয়া অন্ধকারে হাতড়িয়া২ যায় তাহারদিগকে মত্তের মত তিনি টলটল করান।

১৩ পর্ব্ব।

[১] দেখ এ সকল আমার চক্ষুঃ দেখিয়াছে এবং আমার কর্ণ তাহাও শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে। [২] তোমরা যাহা জান তাহা আমিও জানি আমি তোমারদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহি। [৩] অবশ্য আমি শর্ব্বশক্তিমানকে কহিতাম ও আমি ঈশ্বরের সহিত বিচার করিতে চাহিতাম। [৪] কিন্তু তোমরা সকলে মিথ্যা বাক্য রচনাকারক তোমরা সকল অকর্ম্মণ্য চিকিৎসক। [৫] তোমরা একান্ত চুপ করিয়া থাকিলে তাহা তোমারদের জ্ঞানসূচক ক্রিয়া। [৬] আমার বাক্য শুন এবং আমার ওষ্ঠাধরের প্রত্যুত্তরে অবধান কর। [৭] তোমরা কি প্রভুর নিমিত্তে অযথার্থ কথা কহিবা তোমরা কি তাঁহার জন্যে কপট কথা কহিবা। [৮] তোমরা কি তাঁহার মুখাবলোকন করিবা তোমরা প্রভুর কারণ কি বিবাদ করিবা। [৯] তিনি যে তোমারদের সকল বিচার করেন এই কি তোমারদের মঙ্গল যেমন মানুষ মানুষকে বিদ্রূপ করে তোমরা কি তেমন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবা। [১০] তোমরা গুপ্তে মুখাপেক্ষা করিলে তিনি তোমারদিগকে অবশ্য দণ্ড দিবেন। [১১] তাঁহার মহত্ত্ব কি তোমারদিগকে ত্রস্ত করিবে না তদ্বিষয়ক ভয় কি তোমারদের উপরে পড়িবে না। [১২] তোমারদের স্মরণীয় উপদেশ ভস্মের ন্যায় এবং তোমারদের প্রতুলতা মৃত্তিকার রাশিমাত্র। [১৩] চুপ কর ও কথনের কারণ আমাকে ছাড়িয়া দেও পরে আমার যাহা হউক।

[১৪] আমি কি কারণ আপন মাংস আপন দন্তে লই ও আপন প্রাণ আপন হস্তে থুই। [১৫] তিনি যদি আমাকে হত্যা করেন তথাপি তাঁহাতে বিশ্বাস করিব ও আপনার পক্ষ তাঁহার গোচরে স্থির করিব। [১৬] তিনিই আমার রক্ষক হইবেন কিন্তু কাপ্পনিক তাঁহার নিকটে আসিতে পাইবে না। [১৭] আমার কথা যত্নে শ্রবণ কর আমার বাক্য তোমারদের শ্রবণে আইসুক। [১৮] এখন দেখ আমি আপন মোকদ্দমা প্রস্তুত করিয়াছি আমি জানি যে আমি নির্দোষী হইব। [১৯] আমার সহিত কে বাদানুবাদ করিবে যেহেতুক তখন যদি আমি চুপ করি তবে মরিব। [২০] কেবল আমার প্রতি এই দুই কার্য্য করিও না তখন তোমার গোচর হইতে লুক্কায়িত হইব না [২১] তোমার হস্ত আমা হইতে সরাও তোমার ভয় আমাকে ভীত না করুক। [২২] তখন ডাক এবং আমি উত্তর দিব কিম্বা কথা কহ এবং আমি প্রত্যুত্তর করিব। [২৩] আমার অযাথার্থ্য ও পাপ কত আছে আমার দোষ ও আমার পাপ আমাকে জানাও। [২৪] তোমার মুখ কি কারণ লুকাইতেছ ও আমাকে তোমার শত্রু করিয়া জানিতেছ। [২৫] তুমি কি শীর্ণ পত্র ভাঙ্গিবা তুমি কি শুষ্ক নাড়া তাড়িয়া দিবা। [২৬] আমার বিরুদ্ধে তুমি তিক্ত কথা লিখিতেছ আমার যৌবনাবস্থায় অযথার্থতার ফলভাগী আমাকে করিতেছ। [২৭] আমার পা তুমি নিগড়ে বদ্ধ করিতেছ আমার চলনের বহু বিচার তুমি করিতেছ। [২৮] আমার পদচিহ্ন তুমি লক্ষ করিতেছ আমি জীর্ণ বস্ত্রের মত ও কীটকুট্টিত বস্ত্রের ন্যায় ক্ষীণ আছি।

১৪ পর্ব্ব।

[১] স্ত্রীলোকের গর্ভজাত মানুষের আয়ুঃ অপ্প ও দুঃখময়। [২] সে পুষ্পের ন্যায় প্রফুল্ল হয় পরে কাটা যায় সে ভস্মের ন্যায় উড়িয়া যায় ও থাকে না। [৩] তুমি কি এমত ব্যক্তির প্রতি চক্ষুরুন্মীলন করিবাও আমাকে তোমার সহিত বিচারে আনিবা। [৪] অপরিষ্কার বস্তু হইতে কে পরিষ্কার উৎপন্ন করিতে পারে কেহ পারে না। [৫] তাহারদিগের সীমা নিরূপিত হইয়াছে তাহার মাসের সংখ্যা তোমার সহিত আছে তা

হার অলঙ্ঘনীয় সীমা তুমি নিরূপণ করিয়াছ।
[৬] অতএব তাহার বিশ্রাম প্রাপ্ত্যর্থে তাহার
দিন পূর্ণ হওয়াপর্য্যন্ত তাহাকে কোন বেতনজী
বির মত ছাড়িয়া যাও।

[৭] বৃক্ষ কাটা গেলে তাহার পল্লব ও নূতন
শাখোদ্ভব হইবার আশা থাকে। [৮] তাহার
শিকড় মৃত্তিকান্তর্গত হইলে ও তাহার মুড়া মৃত্তিকা
তে মরিলেও তথাচ জলের গন্ধ পাইয়া তাহা পল্ল
বিত হইবে ও উদ্যানের মত শাখা বৃদ্ধি করিবে।
[৯] কিন্তু নর মরিলে তাহার ক্ষয় হয় মনুষ্য প্রা
ণত্যাগ করিয়া কোথায় যায়। [১০] যেমন সমু
দ্রহইতে জল যায় এবং নদী শুষ্কা হইয়া যেমত
মরিয়া যায় [১১] তদ্রূপ মনুষ্য মহাশয়নে যায়
এবং যেপর্য্যন্ত স্বর্গ আর থাকে না সেপর্য্যন্ত পুন
রুত্থিত হয় না। [১২] তাহারা চৈতন্য পাইবে
না তাহারা নিদ্রাহইতে জাগৃতও হইবে না।
[১৩] আহা যদি তুমি কবরে আমাকে লুকাইবা
তোমার ক্রোধ গত হওয়াপর্য্যন্ত আমাকে লুকা
ইবা যদি আমার কাল নিরূপণ করিয়া আমাকে
মনে করিবা। [১৪] মনুষ্য মরিয়া কি পুনঃ বাঁচি
বে আমার রূপান্তর হওয়াপর্য্যন্ত আমার পরমা
য়ুর সকল দিন আমি প্রতীক্ষা করিব। [১৫] তুমি
ডাকিলে আমি উত্তর দিব তুমি আপনার হস্তকৃ
তের প্রতি দয়া করিবা।

[১৬] যেহেতুক এখন আমার পাদবিন্যাস তু
মি গণনা করিতেছ তুমি কি আমার পাপের চৌ
কি দিবা না। [১৭] অতএব তুমি মোহর ছাপা
থৈলায় আমার দোষ বান্ধিয়াছ ও আমার ঘা
ইট শিলাই করিতেছ। [১৮] পর্ব্বতও পড়িয়া
অবশ্য আলিয়া যায় ও পাষাণ আপনার স্থান
হইতে অন্যত্র ক্ষিপ্ত হয়। [১৯] জল পাথর খা
ইয়া ফেলে ধূলাহইতে বর্দ্ধিত বস্তু ভাসিয়া যায়
তুমি মনুষ্যের অপেক্ষিতেরও ক্ষয় করিতেছ।
[২০] তাহাকে তুমি অশেষরূপে জয় করিতেছ
তাহাতে সে যায় তুমি তাহার মূর্ত্ত্যন্তর করিয়া তা
হাকে বিদায় করিতেছ। [২১] তাহার পুত্রেরা
যশঃ পাইলে সে জানে না তাহারদের অপচয়
হইলেও সে তাহা জানে না। [২২] কিন্তু তাহার
উপরিস্থিত মাংস দুঃখ পাইবে ও তাহার মধ্য
স্থিত প্রাণও রোদন করিবে।

১৫ পর্ব্ব।

[১] তখন এলিফাজ তেমানী প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিল। [২] জ্ঞানবান জন কি বায়ুরূপ জ্ঞানের
প্রত্যুত্তর করিবে ও পূর্ব্বীয় বায়ুতে আপনার পেট
পূর্ণ করিবে। [৩] নিরর্থক কথার ও নিষ্ফল বা
ক্যের সহিত তিনি কি বিবাদ করিবেন। [৪] তু
মি ভয় ত্যাগ করিয়াছ ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রার্থনা
করণ ত্যাগ করিয়াছ। [৫] যেহেতুক তোমার
মুখ তোমার অযাথার্থ্য প্রকাশ করিতেছে তুমি
ধূর্ত্তের ওষ্ঠাধর মনোনীত করিয়াছ। [৬] তো
মার আপনার মুখেতে তোমার অপরাধ নিশ্চয়
করা যায় এবং আমার মুখেতে নহে তোমার আ
পনার ওষ্ঠাধর তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ দেয়।
[৭] তুমি কি প্রথমজাত মনুষ্য গিরিসৃষ্টির পূর্ব্বে
কি তোমার সৃষ্টি ছিল। [৮] তুমি কি ঈশ্বরের
অপ্রকাশিত বাক্য শুনিয়াছ তোমাব্যতিরিক্ত কি
কেহ জ্ঞানবান নহে। [৯] আমারদের অজ্ঞাত
তুমি কি জান আমারদের অনবগত বিষয়ে কি তো
মার বুদ্ধি আছে। [১০] পাকাচুলবিশিষ্ট এবং
অতিবৃদ্ধ তোমার পিতাপেক্ষা বৃদ্ধেরা আমার
দের সঙ্গে আছে। [১১] প্রভুর সান্ত্বনা তোমার
প্রতি কি ক্ষুদ্র তোমার কাছে কি কিছু অব্যক্ত জ্ঞান
আছে। [১২] তোমার অন্তঃকরণ কেন তোমাকে
ভ্রান্ত করে তোমার চক্ষু কি দেখিয়া মিট্‌মিট
করে। [১৩] যে তুমি প্রভুর বিপরীতে আপন
আত্মাকে গর্ব্বিত করিতেছ ও তোমার মুখে এমন
বাক্যস্খলন হয়। [১৪] মানুষ কি যে সে পবিত্র
হইবে এবং স্ত্রীর গর্ভজাত কি যে সে আপনাকে
ধার্ম্মিক করিয়া মানিবে। [১৫] দেখ তিনি আ
পনার পুণ্যবান লোকেতে কিছু বিশ্বাস করেন না
তাঁহার দৃষ্টিতে স্বর্গও নির্ম্মল নহে। [১৬] তবে
কি পুনঃ জলপানের ন্যায় অযাথার্থ্যপায়ি মনু
ষ্যজাতি ততোধিক গর্হণীয় ও মলিন নয়।

[১৭] তোমাকে আমি জানাইব কথা শুন যা
হারদের পিতৃপিতামহেরদের ব্যতিরেকে পৃথিবী
অন্য কাহাকে দেওয়া যায় নাই [১৮] এবং
তাহারদের মধ্যে অন্য কেহ গমন করিল না
[১৯] জ্ঞানি লোকেরদের ঐ পিতৃপরম্পরা অ
বধি বিদ্বানেরা যাহা কহিয়াছে এবং গুপ্ত না
রাখিয়াছে সে কথা আমি প্রকাশ করিব। [২০]
দুষ্ট লোক আপন আয়ুর সমস্ত দিনে আপনা
কে পীড়া দেয় তাহার বৎসরের সংখ্যা উপদ্রব
কারির নিকটে গুপ্ত আছে। [২১] তাহার কর্ণে
ভয়ানক শব্দ আছে তাহার সুদশাকালে নাশক
তাহার উপরে আসিবে। [২২] তাহার এ প্র
ত্যয় নয় যে আপনি অন্ধকারহইতে ফিরিয়া আ
সিবে করবাল তাহার অপেক্ষা করে। [২৩]
তাহা কোথায় এ কথা কহিয়া সে ভক্ষ্য অন্বেষণ
করিতে বেড়ায় সে জানে যে অন্ধকারের দিন তা
হার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে। [২৪] দুঃখ
ও যন্ত্রণা তাহাকে ভীত করিবে এবং যেমন যুদ্ধ
করিতে উদ্যত কোন রাজা পরাভব করে তেমন
তাহাকে পরাভব করিবে। [২৫] কেননা প্রভুর
বিরুদ্ধে সে হাত বাড়ায় এবং সর্ব্বাধ্যক্ষের বি

রুদ্ধে আপনাকে বলবান করে। [২৬] সে তাঁ
হার গলার উপরে তাঁহার ঢালের ফুলের উপরেই
দৌড়ে। [২৭] কেননা সে আপনার বর্দ্ধমান
মাংসেতে আপন মুখ আচ্ছাদিত করে ও আপ
নার পঞ্জরে মাংসের নুদি করে। [২৮] সে কাঁ
থড়া নগরে ও পলাতকেরদের কাঁথড়া ঘরে বাস
করে। [২৯] সে জন ধনবান হইবে না তা
হার সম্পত্তি সম্পূর্ণও থাকিবে না ও পৃথিবীতেই
সে চিরস্থায়ী হইবে না। [৩০] অন্ধকারহইতে
সে বাহির হবে না অগ্নিশিখা তাহার কোমল
ডাল শুকাইবে সে জন আপন মুখের নিশ্বাসে
উড়িয়া যাবে। [৩১] যে জন ভ্রান্ত সে শূন্যতায়
বিশ্বাস না করুক কেননা শূন্যতাই তাহার ফল
হইবে। [৩২] তাহা স্বকালের পূর্ব্বে পূর্ণ হবে
তাহার ডাল সতেজ থাকিবে না। [৩৩] যেমন
দ্রাক্ষালতার অপক্ব ফল ঝরে ও যেমন জিতবৃ
ক্ষের ফুল ঝরিয়া পড়ে তেমন তাহার হবে। [৩৪]
কেননা কাপটনিকেরদের মণ্ডলী শূন্য হবে ও
অগ্নি উৎকোচব্যবহারবিশিষ্ট বসতি নাশ করি
বে। [৩৫] তাহারা শ্রমরূপ গর্ভধারণ করিয়াছে
ও শূন্যতা প্রসব হইবে এবং তাহারদের উদরে
প্রতারণা প্রস্তুত করা যায়।

১৬ পর্ব্ব।

[১] অতঃপরে আয়োব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল।
[২] এ প্রকার অনেক কথা আমি শুনিয়াছি তো
মারা সকল দুঃখদায়ক সান্ত্বনাকারী আছ।
[৩] অনর্থক বাক্যের কি শেষ নাই তোমাকে প্র
ত্যুত্তর করিতে কে সাহস দেয়। [৪] আমিও তো
মারদের মত কহিতে পারি তোমারদের প্রাণ যদি
আমার প্রাণের মত হইত তবে তোমারদের বি
রুদ্ধে আমি কথা সঞ্চয় করিতে পারিতাম ও তো
মারদের প্রতি আমি মাথা লাড়িতে পারিতাম।
[৫] কিন্তু আমি আপন মুখ দিয়া তোমারদিগকে
সবল করিতাম এবং আমার ওষ্ঠাধরের লাড়
নেতে তোমারদের দুঃখের শান্তি হইত। [৬]
আমি কথা কহিলে আমার শোক নিবৃত্ত হয় না
এবং চুপ করিলেও আমার কিছু সুখ নাই।
[৭] কিন্তু এখন তাহা আমাকে বহু ক্লান্ত করিয়া
ছে আমার সকল সভা তুমি শূন্য করিয়াছ। [৮]
আমাকে তুমি কোঁকড়াতে পূর্ণ করিয়াছ সেই
আমার প্রতিকুল এক সাক্ষী আমার কৃশতা উঠি
য়া সাক্ষী হইয়া আমার প্রত্যক্ষে প্রমাণ দেয়।
[৯] তিনি আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলেন ও আ
মার প্রতি দন্ত কিড়িমিড়ি করেন আমার শত্রু আ
মার উপরে চক্ষুস্তীক্ষ্ণ করে। [১০] লোকেরা
আমাকে দেখিয়া মুখব্যাদান করিয়া অপমানপূ
র্ব্বক আমার গালে চড় মারিয়াছে তাহারা আ
মার উপরে আপনারদের অভিলাষ পূর্ণ করিয়া
ছে। [১১] প্রভু আমাকে অযাথার্থিকেরদের
প্রতি সমর্পণ করিয়াছেন ও অযাথার্থিকেরদের
হস্তে আমাকে অর্পণ করিয়াছেন। [১২] আ
মি সুখে ছিলাম কিন্তু আমাকে তিনি ভাঙ্গিয়া
ফেলিয়াছেন তিনি আমার গলা ধরিয়া ঝাঁকরি
য়া আমাকে খান২ করিয়াছেন তিনি আমাকে
আপনার নিশানের কারণ রাখিয়াছেন। [১৩]
তাঁহার ধনুর্দ্ধরেরা আমাকে বেষ্টন করিতেছে তি
নি দয়া না করিয়া আমার কমর বিদ্ধ করেন তি
নি মৃত্তিকায় আমার পিত্তি ঢালেন। [১৪] তি
নি ভাঙ্গার উপর ভাঙ্গা করিয়া আমাকে ভাঙ্গি
তেছেন তিনি বলবানের মত আমার উপরে দৌ
ড়িতেছেন। [১৫] আমার গায় আমি চট পরি
লাম এবং ধূলায় আপনার শৃঙ্গ অপরিষ্কৃত করি
লাম। [১৬] ক্রন্দনেতে আমার মুখ মলিন হই
য়াছে ও মৃত্যুর ছায়া আমার চক্ষুর পাতার উপরে
আছে।
[১৭] আমার হাতে যে কিছু দোষ তাহার ফ
লেতে এ সকল নয় আমার প্রার্থনা ও নির্ম্মলা।
[১৮] হে পৃথিবি আমার রক্ত ঢাকিও না আমার
আর্ত্তনাদ কোথাও স্থান না পাউক। [১৯] এখন
দেখ আমার সাক্ষী স্বর্গে আছেন আমার যাহা
হইয়াছে তাহা উপরে লিখিত আছে। [২০]
আমার বন্ধুরা আমাকে ঘৃণা করে বটে কিন্তু আ
মার চক্ষুহইতে ঈশ্বরের প্রতি অশ্রুপাত হয়।
[২১] আহা যেমন কেহ আপনার বন্ধুর সহিত
জিজ্ঞাসাবাদ করে তেমন যদি ঈশ্বরের সহিত
কেহ করিতে পারিত। [২২] যেহেতুক আমার
অল্পায়ুঃগতে যে পথে গেলে পুনর্ব্বার ফিরিয়া
না আইসে সে পথে আমি যাইব।

১৭ পর্ব্ব।

[১] আমার প্রাণ ক্ষীণ হইয়াছে আমার দিন
ছিন্ন হইয়াছে আমার কারণ কবর প্রস্তুত আছে।
[২] আমার নিকটে কি নিন্দক নাই তাহারদের
ক্রোধজনক ক্রিয়া আমার চক্ষু কি বিচার করে
না। [৩] এখন তোমার নিকটে আমার এক
জামিন থাকুক কে আমার হাতেতে হাত দিবে।
[৪] যেহেতুক বুদ্ধিহইতে তাহারদের অন্তঃকরণ
তুমি গোপন করিয়াছ অতএব তাহারদের উন্নতি
তুমি করিবা না। [৫] যে জন আপনার বন্ধুকে
মিথ্যা স্তব করে তাহার সন্তানেরদের চক্ষু ক্ষীণ
হবে। [৬] তিনি আমাকে লোকেরদের ইতি
হাসস্বরূপ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বকালে তাহার
দের সম্মুখে আমি খঞ্জরি ছিলাম। [৭] আমার
চক্ষুঃ শোকেতে আচ্ছন্ন আছে ও আমার স
র্ব্বাঙ্গ ছায়ার মত আছে। [৮] যাথার্থিক লো

কেরা তাহাতে চমৎকৃত হইল এবং কাপ্পনিকের
বিপরীতে নিষ্পাপী উঠিবে। [৯] ধার্ম্মিক
লোক আপনার পথে চলিয়া যাইবে ও যাহার
পরিস্কৃত হাত সে উত্তরোত্তর প্রবল হইবে। [১০]
কিন্তু তোমরা সকলে এখন ফির এবং আইস যে
হেতুক তোমারদের মধ্যে এক জ্ঞানবান মানুষ
কে আমি দেখি না। [১১] আমার দিন বহিয়া
যায় আমি যাহা ভাবি তাহা অর্থাৎ আমার ম
নের চিন্তা বৃথা হয়। [১২] তাহারা রাত্রিকে দিন
করে ও অন্ধকারের নিমিত্তে আলো অল্পকাল থা
কে। [১৩] আমি যদি প্রতীক্ষা করি তবে কবরই
আমার গৃহ আমি আপনার আসন অন্ধকারে
পাতিয়াছি। [১৪] আমি ক্লেদকে কহিয়াছি যে
তুমি আমার পিতা এবং কীটকে তুমি আমার মা
তা ও ভগিনী। [১৫] এখন আমার ভরসা কো
থায় আমার ভরসা কে দেখিতে পাইবে। [১৬]
তাহা নরকের গভীরতায় পড়িবে তাহা আমার
সহিত ধূলায় একত্র হইয়া শুইবে।

১৮ পর্ব্ব ।

[১] অপর বিল্‌দাদ সুখী প্রত্যুত্তর করিয়া ব
লিল [২] তুমি কখন আপনার বাক্যের শেষ ক
রিবা আমারদিগকে বুঝিতে দেও তার পর আম
রা কহিব। [৩] আমরা কি কারণ তোমার কাছে
পশুবম্মান্য তোমার গোচরে আমরা কি কারণ নী
চের ন্যায় মান্য [৪] সে ক্রুদ্ধ হইয়া আপনাকে
ছিন্ন করে তোমার কারণ কি পৃথিবী ত্যাগ করা
যাইবে কিম্বা আপন স্থানহইতে কি পর্ব্বত লড়ান
যাইবে। [৫] দুষ্টের দীপ্তি নির্ব্বাণ হইবে এবং
তাহার অগ্নির উকা তেজোযুক্ত হইবে না। [৬]
তাহার তাম্বুতে দীপ্তি অন্ধকার হইবে তাহার প্র
দীপ নির্ব্বাণ করা যাইবে। [৭] তাহার বলের
পদবিক্ষেপ খাটো করা যাইবে তাহার পরামর্শ
তাহাকে নিপাত করিবে। [৮] যেহেতুক সে
আপনার পায়েতে জালে ক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং
ফাঁদের উপর বেড়াইতেছে। [৯] তাহার গুড়
মুড়া কলে ধরিবে এবং ডাকাইতেরা তাহাকে
জয় করিবে। [১০] তাহার কারণ মৃত্তিকাতে
পাঁশ গুপ্ত আছে তাহার পথে ফাঁদ গুপ্ত আছে।
[১১] ত্রাস চতুর্দ্দিগে তাহাকে ধরে তাহা তাহার
পদাশ্রয়েতে তাহাকে তাড়িয়া দিবে। [১২]
তাহার বল ক্ষুধাতে গ্রস্ত হইয়াছে ও তাহার পা
র্শ্বে বিনাশ থাকিবে। [১৩] তাহা তাহার চর্ম্মের
সৌন্দর্য্য খাইয়া ফেলে মৃত্যুর প্রথমজাত তাহার
বল খাইবে। [১৪] তাহার সাহস তাহার তা
ম্বুহইতে উৎপাটিত হবে তাহা অতিভয়ের রাজার
কাছে তাহাকে পাঠাইবে। [১৫] তাহার তা
ম্বুতে তাহা বাস করিবে কেননা সে তাম্বু তাহার
নহে তাহার বসতিতে গন্ধক ছিটান যাইবে।
[১৬] নীচে তাহার শিকড় শুষ্ক হইবে এবং উ
পরেও তাহার ফল ছিন্ন হইবে। [১৭] পৃথি
বীহইতে তাহার স্মরণার্থ চিহ্ন লোপ হইবে এবং
রথ্যাতে তাহার নাম থাকিবে না। [১৮] তা
হারা তাহাকে আলোহইতে অন্ধকারে দেখিয়া
দিবে এবং সংসারহইতে তাহাকে তাড়িয়া দিবে।
[১৯] তাহার লোকেরদের মধ্যে তাহার পুত্র কি
ভ্রাতুষ্পুত্র থাকিবে না তাহার নিবাসে কেহ থা
কিবে না। [২০] যেমন অতীত লোক শঙ্কিত
ছিল সেমত ভবিষ্যল্লোক তাহার দশাতে চমৎ
কৃত হইবে। [২১] দেখ দুষ্টের বসতি এরূপ
যে জন ঈশ্বরকে জানে না তাহার স্থান এই।

১৯ পর্ব্ব ।

[১] তৎপরে আয়োব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল।
[২] কত কালপর্য্যন্ত আমার মন ক্লিষ্ট করিবা ও
কথার দ্বারা আমাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবা। [৩]
এখন দশবার আমাকে তোমরা ভৎর্সনা করি
য়াছ তোমারদের ইহাতে কি লজ্জা নাই যে তো
মরা আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়াছ। [৪] কিন্তু
যদি নিতান্ত আমার ভ্রম হইয়া থাকে তবে সে
আমারি আছে। [৫] তোমরা যদি আমার বি
রুদ্ধে আপনারদিগকে বড় কর ও যদি আমার
অপমানার্থে আমার বিপরীতবাদী হও। [৬]
তবে জান যে ঈশ্বর আমাকে উল্‌টিয়াছেন ও আ
মাকে আপন জালে বেষ্টন করিয়াছেন। [৭]
দেখ আমি অন্যায়েতে আর্ত্তনাদ করি কিন্তু আ
মার কথা কেহ শুনে না আমি অতিচীৎকার
করি কিন্তু বিচার পাই না। [৮] আমার পথে
তিনি এমন বেড়া দিয়াছেন যে আমি তাহা লঙ্ঘি
তে পারি না এবং আমার পথে অন্ধকারও করি
য়াছেন। [৯] তিনি আমার গৌরবের হানি
করিয়াছেন ও আমার মাথার মুকুট অপহরণ
করিয়াছেন। [১০] তিনি চতুর্দ্দিগে আমারে
বিনাশ করিয়াছেন তাহাতে আমি গিয়াছি তি
নি আমার ভরসা বৃক্ষের মত ছেদন করিয়াছেন।
[১১] আমার বিরুদ্ধে তিনি আপন ক্রোধ জ্বা
লাইয়াছেন তিনি আপনার শত্রুর মত আমাকে
গণনা করিয়াছেন। [১২] তাহার সৈন্য একত্র
হইয়া আমার বিরুদ্ধে আপনারদের পথ বাঁধে
এবং আমার তাম্বুর চতুর্দ্দিগে তাহারা আপনা
রদের রাউটি ফেলে। [১৩] তিনি আমার জ্ঞা
তিরদিগকে আমাহইতে দূর করিয়াছেন আ
মার পরিচিত লোকেরা নিতান্ত অপরিচিতেরদের
মত হইয়াছে। [১৪] আমার কুটুম্বেরা গত হই
য়াছে ও আমার মিত্রেরা আমাকে বিস্মৃত হই
য়াছে। [১৫] আমার গৃহের লোকেরা ও আ

ম্বার দাসীরা আমাকে অন্যদেশীয়ের মত জানে
আমি তাহারদের দৃষ্টিতে বিদেশী হইয়াছি।
[১৬] আমি আপনার দাসকে ডাকিলাম কিন্তু
সে উত্তর দিল না আমি তাহাকে আপন মুখে
কাকুতি করিলাম। [১৭] আমি আপনার ঔর
সপুত্রের বিষয়ে আপন ভার্য্যার নিকটে প্রার্থনা
করিলেও আমার নিশ্বাস তাহার প্রতি গর্হিত ছিল।
[১৮] ক্ষুদ্র বালকেরাও আমাকে নিন্দা করিল
আমি উঠিলে তাহারা আমার বিপরীতে কথা
কহে।

[১৯] আমার প্রিয় সখা আমাকে ঘৃণা করি
য়াছে আমার প্রিয়েরা আমার বিপরীতে ফিরি
য়াছে। [২০] আমার চর্ম্ম ও আমার মাংস
আমার অস্থিতে লাগিয়া থাকে আমি আপন
দন্তের চর্ম্মমাত্র লইয়া বাঁচিয়াছি। [২১] হে
আমার বন্ধুরা আমাকে দয়া কর যেহেতুক ঈশ্ব
রের হস্ত আমাকে স্পর্শ করিয়াছে। [২২]
প্রভুর মত কেন আমার নিগ্রহ কর আমার
মাংস খাইয়া তোমরা তৃপ্ত কেন না হও। [২৩]
আহা যদি আমার বাক্য লেখা যাইত যদি
পুস্তকে ছাপা হইত। [২৪] যদি পাষাণে
লৌহ কলম ও সীসাতে লিখিত হইয়া নিত্য থা
কিত। [২৫] কেননা আমি জানি যে আমার
মুক্তিদ জীবৎ আছেন এবং শেষ দিনে পৃথিবী
তে দণ্ডাইবেন। [২৬] আমার চর্ম্মেরও যদি
ক্ষয় হয় তথাচ আমি শরীরবিশিষ্ট হইয়া ঈশ্বর
কে দেখিতে পাইব। [২৭] আমার অন্তর্ব্বর্ত্তি
বস্তুর ক্ষয় যদি আমার মধ্যেও হয় তথাচ আমি
আপনার নিমিত্তে তাঁহাকে দেখিব আমার চক্ষুঃ
তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিবে এবং অন্য কাহার
নহে। [২৮] তোমারদের ইহা কহা উচিত হয়
যে বাক্যের মূল তাঁহার মধ্যে পাওয়া যায় অত
এব কেন তাহার বিপক্ষতা করি। [২৯] করবা
লে তোমরা ভয় কর কেননা ন্যায় আছে তোমা
রদের ইহা জানিবার জন্যে ক্রোধ করবালেতে
শাস্তি প্রস্তুত করায়।

২০ পর্ব্ব।

[১] পরে সোফর নআমতী প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিল। [২] এহেতুক আমার মানস উত্তর দি
তে আমাকে প্রবৃত্ত করে এবং এহেতুক আমি
শীঘ্র করি। [৩] আমার অপমানরূপ শাস্তি আ
মি শুনিয়াছি আমার জ্ঞানাত্মা আমাকে প্রত্যু
ত্তর করায়। [৪] দুরাচারেরদের হর্ষ কিঞ্চিৎ
কাল থাকে ও কাল্পনিকেরদের আনন্দ একপলক
মাত্র রহে। [৫] পূর্ব্বকালাবধি পৃথিবীতে মনু
ষ্যস্থাপনাবধি তুমি কি ইহা জান না। [৬] তা
হার মহত্ত্ব যদি স্বর্গপর্য্যন্ত উঠে ও তাহার মস্তক
যদি গগণস্পর্শ করে। [৭] তবেও সে আপনার
বিষ্ঠার ন্যায় নষ্ট হবে যাহারা তাহাকে দেখে
তাহারা বলিবে যে সে কোথায়। [৮] সে
স্বপ্নের মত উড়িবে ও পাওয়া যাইবে না রাত্রিতে
দৃষ্টির মত সে তাড়িয়া দেওয়া যাইবে। [৯]
যে চক্ষুঃ তাহাকে দেখিয়াছে সে আর তাহাকে
দেখিবে না ও তাহার স্থান তাহাকে আর দেখি
বে না। [১০] দরিদ্রেরদের সন্তোষ করিতে তা
হার সন্তান চেষ্টা করিবে এবং তাহার হস্তও তা
হারদের অপহৃত বস্তু ফিরিয়া দিবে। [১১] তা
হার যৌবনাবস্থার কার্য্যেতে তাহার অস্থি পূর্ণ
আছে তাহা তাহার সহিত ধূলায় শুইবে। [১২]
কুক্রিয়া যদি তাহার মুখে মিষ্ট লাগে তাহার
জিহ্বার নীচে যদি সে তাহা লুকায়। [১৩]
যদি দয়া করিয়া তাহা না ছাড়ে ও মুখের তালু
য়ায় তাহা যদি রুদ্ধ করে। [১৪] তথাপি তা
হার উদরে তাহার আহার পিত্ত করা যাইবে তা
হার অন্তরে তাহা সর্পের গরল হবে। [১৫] সে
ধন গিলিয়াছে বটে কিন্তু তাহা বমি করিবে তা
হার পেটহইতে ঈশ্বর তাহার উদ্ধার করাইবেন।
[১৬] সে সর্পের হলাহল চুষিবে বিষধরের জি
হ্বা তাহাকে হত্যা করিবে। [১৭] নদী ও বন্যা
ও মধু ও নবনীতের স্রোতঃ সে দেখিতে পাইবে
না। [১৮] সে আপন শ্রমের বেতন ফিরিয়া
দিবে ও তাহা গিলিবে না যেমন তাহার ধন
তেমন তাহার নিশা করা যাইবে সে আনন্দ
পাইবে না। [১৯] যেহেতুক সে দরিদ্র লোকে
রদের উপদ্রব করিয়াছে ও তাহারদিগকে ত্যাগ
করিয়াছে সে যে গৃহ নির্ম্মাণ করে নাই তাহাও
বলেতে লইয়াছে। [২০] অবশ্য সে আপনার
পেটেতে শান্তি অনুভব করিবে না [২১] তাহার
ইষ্ট বস্তুর কিছু সে রাখিবে না অতএব তাহার
ধন কেহ অনুসন্ধান করিবে না। [২২] তাহার
উন্নতির কালে তাহার দুর্গতি হবে প্রত্যেক দুষ্ট জ
নের হাত তাহার উপরে পড়িবে। [২৩] সে যখন
উদর পূর্ণ করিতে লাগিবে তখন ঈশ্বর আপন
ক্রোধাগ্নি তাহার উপরে প্রেরণ করিবেন তাহার
ভোজন কালে তিনি তাহার উপরে তাহা বর্ষাই
বেন। [২৪] সে লৌহাস্ত্র ছাড়িয়া পলাইলেও
পিত্তলের ধনুক তাহাকে ভেদ করিবে। [২৫] তা
হার অঙ্গহইতে তাহা বহিরাকৃষ্ট হইল তাহা তে
জস্কর হইয়া তাহার পিত্তহইতে বাহির হয় মহা
ভয় তাহাকে ধরিয়াছে। [২৬] সকল অন্ধ
কার তাহার গুপ্ত স্থানে গুপ্ত হইবে তুষাগ্নি তাহা
কে খাইবে তাহার বাটীর যে জন অবশিষ্ট থা
কে তাহারও অভাগ্য হইবে। [২৭] এবং স্বর্গ
তাহার অযাথার্থ্য প্রকাশ করিবে তাহার বিপ

স্নীতে পৃথিবী উঠিবে। [২৮] তাহার বংশের
ফল যাইবে তাহার ক্রোধের দিনে তাহা বহিয়া
যাবে। [২৯] ঈশ্বরহইতে দুরাচার মানুষের
ভাগ্য এই ও প্রভুতে তাহার নিরূপিত অধিকার
এই।

২১ পর্ব্ব।

[১] অতঃপরে আয়োব প্রত্যুত্তর করিয়া বলি
ল। [২] আমার বাক্য যত্নে শুনহ তোমরা এই
অনুগ্রহ কর। [৩] আমাকে কহিতে দেও তার
পর পরিহাস কর। [৪] আমার কাতরোক্তি কি
মনুষ্যের প্রতি যদি এমন হইত তবে আমার আ
ত্মা কেন ভাবিত না হইবে। [৫] আমাকে দেখি
য়া চমৎকৃত হও এবং তোমার মুখে হাত দেও।
[৬] আমি যখন স্মরণ করি তখন চমৎকৃত হই ও
আমার কলেবরেও কম্পন ধরে। [৭] দুরাচার
লোক কাল কাটে বৃদ্ধ হয় বড় পরাক্রান্ত হয়।
[৮] তাহারদের সন্তান তাহারদের সম্মুখে তাহা
রদের সহিত ও তাহারদের দৃষ্টিতে তাহারদের
উৎপন্ন সন্তান চিরকাল বাস করে। [৯] তাহার
দের বাড়ী ভয়হইতে রক্ষিত হইয়াছে ও ঈশ্বরের
দণ্ড তাহারদের উপরে নাই। [১০] তাহারদের
আঁড়িয়া সঙ্গম করে ও বীর্য্যস্খলন করে না তাহার
দের গরু গাভিণ হইয়া গর্ভপাত করে না। [১১]
তাহারা বালকেরদিগকে পালের মত বাহির করে
ও তাহারদের সন্তানেরা নৃত্য করে। [১২] তা
হারা তবল ও বীণা বাজায় অর্গলের বাজনে তা
হারা হৃষ্ট হয়। [১৩] তাহারা ধনের উপভো
গেতে কাল যাপন করে পরে এক নিমেষে কবরে
পোতা যায়। [১৪] তাহারা প্রভুকে কহে আ
মারদিগহইতে দূর হও আমরা তোমার পথজ্ঞা
নেচ্ছা করি না। [১৫] সর্ব্বশক্তিমান কে তাঁ
হার সেবা করিলে ও তাঁহার কাছে প্রার্থনা করি
লে আমারদের কি লাভ হইবে। [১৬] দেখ
তাহারদের ভাগ্য তাহারদের হস্তগত নাই দুরা
চারের পরামর্শ আমাহইতে অন্তর আছে।
[১৭] দুষ্টেরদের প্রদীপ কতবার নির্ব্বাণ হয় তা
হারদের বিনাশ তাহারদের উপরে কতবার আ
সিবে। [১৮] তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্যামোহ বাঁ
টেন তাহারা বায়ুসম্মুখস্থ ভুষির ন্যায় হয়।
[১৯] তাহার সন্তানেরদের কারণ ঈশ্বর তাহার
অযথার্থ সঞ্চয় করেন তিনি তাহাকেই দিবেন
এবং সেও তাহা জানিবে। [২০] সে নিজ চক্ষু
তে আপন বিনাশ দেখিবে সে সর্ব্বশক্তিমা
নের ক্রোধ পান করিবে। [২১] তাহার মাসের
পরিমাণ যদি মধ্যে কাটা যায় তবে সে আপনি
গেলে আপন বাটীর কারণ কি ভাবনা করে।
[২২] ঈশ্বর মহালোকেরদের বিচার করেন অত
এব তাঁহাকেও কি কেহ জ্ঞান শিক্ষাইবে। [২৩]
এক জন সম্পূর্ণ বলে এবং বিশ্রাম ও কুশলপ্রাপ্ত
হইয়া মরে। [২৪] তাহার স্তন দুগ্ধপূর্ণ ও তা
হার অস্থি মজ্জাপূর্ণ। [২৫] অন্য কেহ প্রাণে
তিক্ত হইয়া ও সুখে ভোজন না পাইয়া মরে।
[২৬] এই দুই জন ধূলায় একি মত শয়ন করিবে
ও কীট তাহারদিগকে ঢাকিবে। [২৭] দেখ
তোমারদের মনে কি আছে ও আমার বিপরীতে
তোমরা যাহা২ মন্ত্রণা করিয়াছ তাহা আমি জানি
[২৮] কেননা তোমরা কহ যে অধ্যক্ষেরা কো
থায় ও দুরাচারের বসতির তাম্বু কোথায়। [২৯]
পথিকেরদিগকে তোমরা কি জিজ্ঞাসা কর নাই
তাহারদের চিহ্ন তোমরা কি মান না। [৩০]
কেননা নাশের দিনের জন্যে দুরাচার রাখা যায়
সে ক্রোধের দিনে আনীত হইবে। [৩১] তা
হার গোচরে কে তাহার ক্রিয়া বলিবে সে যাহা
করিয়াছে তাহার প্রতিফল কে দিবে। [৩২]
তথাচ সে কবরে আনা যাইবে এবং কবরের
স্থানে থাকিবে। [৩৩] ক্ষেত্রের ঢেলা তাহার
প্রতি মিষ্ট হইবে যেমন অসঙ্খ্য লোক তাহার
অগ্রে গিয়াছে তেমন সকলে আকৃষ্ট হইয়া তা
হার পশ্চাৎ যাইবে। [৩৪] তবে তোমারদের
উত্তরে ভ্রান্তি থাকিলে আমাকে কেমনে বৃথা সা
ন্ত্বনা কর।

২২ পর্ব্ব।

[১] পরে এলীফাজ তেমানী প্রত্যুত্তর করি
য়া বলিল। [২] বিদ্বান লোক যেমত আপ
নার প্রতি ফলদায়ক হইতে পারে মনুষ্য কি
তদ্রূপ প্রভুর প্রতি ফলদায়ক হইতে পারে। [৩]
তোমার সম্পূর্ণধর্ম্ম হওয়াতে কি সর্ব্বশক্তিমানের
কিছু সুখ তুমি আপন পথ শুদ্ধ করিলে কি তা
হাতে তাঁহার কিছু লাভ। [৪] তোমাবিষয়ক
ভয়প্রযুক্ত কি তিনি তোমাকে অনুযোগ করিবেন
তিনি কি তোমার সহিত মোকদ্দমা করিবেন। [৫]
তোমার কুক্রিয়া কি অনেক নয় ও তোমার অযা
থার্থ্য কি অসংখ্য নয়। [৬] যেহেতুক তুমি
অকারণ আপন ভ্রাতার নিকটহইতে বন্ধক লই
য়াছ এবং উলঙ্গের বস্ত্র অপহরণ করিয়াছ। [৭]
তুমি তৃষিতেরদিগকে জলপান করিতে দেও নাই
ও ক্ষুধিতেরদিগকে খাদ্য দেও নাই। [৮] কিন্তু
বলবান মনুষ্য পৃথিবীর অধিকারপ্রাপ্ত হইয়া
ছে এবং সম্মানিত লোক তাহাতে বসতি করিল।
[৯] তুমি বিধবারদিগকে রিক্তহস্তে বিদায় করি
য়াছ এবং পিতৃহীনেরদের ভুজ ভাঙ্গা গেল
[১০] সেপ্রযুক্ত তোমার চতুর্দ্দিগে ফাঁদ থাকে
এবং অকস্মাৎ ভয় তোমাকে ব্যাকুল করে। [১১]
কিম্বা তুমি যে দেখিতে না পাও এমন অন্ধকার

অথবা অনেক জল তোমাকে ঢাকে। [১২]
ঈশ্বর কি স্বর্গের ঊর্দ্ধতায় নহেন তারার ঊর্দ্ধতাও
দেখ তাহারা কত উচ্চ। [১৩] তথাপি তুমি
কহিতেছ ঈশ্বর কেমন করিয়া জানেন তিনি কি
কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দিয়া দৃষ্টি করিয়া বিচার করিতে পা
রেন। [১৪] তাঁহার না দেখনের কারণ ঘোর
মেঘ তাঁহার আবরণ আছে এবং তিনি স্বর্গের
সীমায় ভ্রমণ করিতেছেন। [১৫] যে দুষ্ট লোক
কালের অবস্থাহইতে ছেদিত হইয়াছে যাহার
দের মূল বন্যাতে ভাসিয়া গিয়াছে। [১৬] যা
হারা ঈশ্বরকে কহিয়াছে যে আমারদের নিকট
হইতে যাও এবং সর্ব্বশক্তিমান আমারদের কা
রণ কি করিতে পারেন। [১৭] এমন দুষ্ট লো
কেরা যে প্রাচীন পথে গিয়াছিল সেই পথের
ঠেকানা কি তুমি করিয়াছ। [১৮] তথাপি তি
নি তাহারদের গৃহ উত্তম দ্রব্যেতে পূর্ণ করিয়া
ছেন কিন্তু দুরাচারেরদের পরামর্শ আমার নি
কটহইতে দূর আছে। [১৯] ধার্ম্মিকেরা দেখি
য়া হাঁসিবে নিরপরাধিরা তাহারদিগকে পরি
হাস করিবে। [২০] যেহেতুক আমারদের সং
স্থান উচ্ছিন্ন হয় নাই কিন্তু তাহারদের অবশিষ্ট
দ্রব্য অগ্নি নাশ করিয়াছে। [২১] তাঁহার সহিত
পরিচিত হইয়া শান্ত হও তাহা হইলে তোমার
দের মঙ্গল হইবেক। [২২] আমি প্রার্থনা
করি যে তাঁহার মুখহইতে ব্যবস্থা গ্রহণ কর এবং
তাঁহার কথা আপনার অন্তঃকরণে রাখ। [২৩]
তুমি সর্ব্বশক্তিমানের নিকট ফিরিয়া গেলে উদ্ধা
স্থিত হইবা তোমার বসতির নিকটহইতে অযা
থার্থ্য দূর করিবা। [২৪] তাহা হইলে ধূলার
ন্যায় স্বর্ণের সঞ্চয় করিবা এবং নদীর প্রস্তরের
ন্যায় ওফীরের স্বর্ণ সঞ্চয় করিবা। [২৫] সর্ব্ব
শক্তিমান তোমার আশ্রয় হবেন ও তোমার
যথেষ্ট রূপা হবে। [২৬] কেননা তাহা হইলে
সর্ব্বশক্তিমানেতে তোমার সন্তোষ হইবে এবং
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ তুমি আপনার মুখ তুলিয়া তাঁ
হার নিকট প্রার্থনা করিবা। [২৭] ও তিনি
তোমার বাক্য শ্রবণ করিবেন ও তুমি আপন মা
নত পূর্ণ করিবা। [২৮] তুমি কার্য্যের আজ্ঞা
করিলে তাহা তোমার প্রতি স্থির করা যাবে
এবং তোমার পথে আলো প্রকাশ হইবেক।
[২৯] অন্যেরা অধঃক্ষিপ্ত হইলে তুমি কহিবা
উত্তোলন আছে এবং তিনি নম্র জনের পরিত্রাণ
করিবেন। [৩০] তিনি নিরপরাধির উপদ্বীপ
রক্ষা ও উদ্ধার করিবেন এবং তাহা তোমার হা
তের নির্ম্মলতাতে উদ্ধৃত আছে।

২৩ পর্ব্ব।

[১] অপর আয়োব প্রত্যুত্তর করিয়া কহিল।
[২] অদ্যাই আমার বিলাপ তিক্ত আছে আ
মার পীড়া আমার কোঁকানহইতেও ভারি। [৩]
তাঁহার নিকটে যে আসিতে পারি এমত তাঁহার
উদ্দেশ পাইবার উপায় যদি আমি জানি। [৪]
তাহা হইলে আমি আপন মোকদ্দমা তাঁহার নি
কটে উপস্থিত করিব এবং হেতুবাদেতে আপন
মুখ পূর্ণ করিব। [৫] তিনি আমাকে যে কথা
প্রত্যুত্তর করিবেন তাহা আমি জানিব তিনি আ
মাকে যাহা কহিবেন তাহা বুঝিব। [৬] তিনি
কি আপন মহাপরাক্রমেতে আমার সহিত উত্ত
রপ্রত্যুত্তর করিবেন তাহা নয় কিন্তু তিনি আমা
কে সবল করিবেন। [৭] সেখানে যাথার্থিক
তাঁহার সহিত বিবাদ করিতে পারে তাহাতে আ
মি সর্ব্বথা আমার বিচারকর্ত্তাহইতে উদ্ধারপ্রা
প্ত হইব। [৮] দেখ আমি অগ্রে২ যাই কিন্তু তি
নি সেখানে নহেন এবং পশ্চাৎ২ ও কিন্তু তাঁহা
কে দেখিতে পাই না। [৯] বামদিগে তাঁহার
কর্ম্মকরণ স্থানে যাই কিন্তু তাঁহার দর্শন পাই না
তিনি দক্ষিণদিগে আপনাকে এমন গোপন করেন
যে তাঁহাকে দেখিতে পাই না। [১০] কিন্তু আ
মার গন্তব্য পথ তিনি জানেন তিনি আমার পরী
ক্ষা করিলে আমি স্বর্ণের মত উত্তীর্ণ হইব [১১]
আমার পদ তাঁহার পদবিক্ষেপের অনুগামী ছিল
তাঁহার পথ আমি পালন করিয়াছি এবং তাহা
ত্যাগ করি নাই। [১২] তাঁহার ওষ্ঠনির্গত আ
জ্ঞাহইতে আমি বিচলিত হই নাই আমি আপন
আবশ্যক খাদ্য দ্রব্যহইতে তাঁহার মুখের কথা
অধিক মান্য জ্ঞান করিয়াছি। [১৩] কিন্তু তিনি
একমনা ও কে তাঁহাকে ফিরাইতে পারে ও তাঁহার
মন যাহা বাঞ্ছা করে তাহাই তিনি করেন। [১৪]
কেননা আমার নিমিত্তে যাহা নিরূপিত আছে
তাহা তিনি সিদ্ধ করেন এবং এপ্রকার অনেক
কর্ম্ম তাঁহার সহিত আছে। [১৫] অতএব তাঁ
হার সাক্ষাৎকারে আমি ব্যাকুল আছি যখন বি
বেচনা করি তখন তাঁহাতে ভয় করি। [১৬]
কেননা ঈশ্বর আমার অন্তঃকরণ কোমল করেন
এবং সর্ব্বশক্তিমান আমাকে ব্যাকুল করান।
[১৭] যেহেতুক আমি অন্ধকারের সম্মুখে উচ্ছিন্ন
হই নাই এবং আমার মুখ তিনি অন্ধকারেতে
ঢাকেন নাই।

২৪ পর্ব্ব।

[১] কাল সর্ব্বশক্তিমানের অগোচর নয় অত
এব যাহারা তাঁহাকে জানে তাহারা কেন তাঁহার
সময় দেখে না। [২] কেহ২ ভূমিচিহ্ন স্থানান্তর
করে তাহারা বলেতে মেষাদি পাল হরণ করিয়া
তাহা ভক্ষণ করে। [৩] তাহারা পিতৃহীনের
গর্দ্দভ তাড়িয়া দেয় তাহারা বিধবার দুগ্ধ বন্ধ

কের নিমিত্তে লয়। [৪] তাহারা দরিদ্রকে পথ
হইতে ফিরায় পৃথিবীর দরিদ্র লোকেরা একত্র
লুক্কায়িত থাকে [৫] দেখ যেমন অরণ্যে বন্য
গর্দ্দভেরা তেমন তাহারা লুণ্ঠিত বস্তুর কারণ প্রত্যূ
ষে গাত্রোত্থান করিয়া স্ব২ কার্য্যেতে যায়। [৬]
অরণ্য তাহারদের ও তাহারদের সন্তানেরদের
কারণ ভক্ষ্য উৎপন্ন করে। তাহারা ক্ষেত্রে আ
পন২ শস্যচ্ছেদন করে এবং দুরাচারেরদের দ্রা
ক্ষা চয়ন করে। [৭] তাহারা উলঙ্গেরদিগকে
এমন বস্ত্ররহিত শয়ন করায় যে শীতকালে তাহা
রদের কিছু আচ্ছাদন থাকে না। [৮] তাহা
রা পর্ব্বতে বৃষ্টিতে ভিজে এবং আশ্রয়ের অভাব
প্রযুক্ত পর্ব্বতে আশ্রয় করে। [৯] তাহারা মা
তৃস্তনহইতে পিতৃহীনকে কাড়িয়া লয় এবং দরি
দ্রেরদের বন্ধক লয়। [১০] তাহারা বস্ত্র বিনা
তাহাকে উলঙ্গ ভ্রমণ করায় এবং ক্ষুধিতেরদের
শস্যগুচ্ছা কাড়িয়া লয়। [১১] তাহারা আপ
নারদের প্রাচীরের মধ্যে তৈল পাড়ায় এবং দ্রা
ক্ষাযন্ত্র পীড়ায় তথাপি তৃষ্ণাতে ব্যাকুল হয়। [১২]
শহরের মধ্যে মনুষ্যেরা কোঁকায় এবং ক্ষতবি
ক্ষত জনেরদের প্রাণ চেঁচায় কিন্তু তাহারদের
অজ্ঞানদোষ ঈশ্বর বলেন না। [১৩] তাহার
দীপ্তির প্রতিকূলাচারিরদের মধ্যে তাহার পথ তা
হারা জানে না তাহার মার্গে তাহারা থাকে
না। [১৪] রজনী প্রভাত হইলে হত্যাকর্ত্তা
উঠিয়া দরিদ্রকে ও নির্ধন লোককে হত্যা করে
এবং রাত্রিতে তস্করের ন্যায় ব্যাপার করে। [১৫]
পারদারিকের চক্ষু সন্ধ্যাকালাপেক্ষা করে সে
কহে যে কাহারো চক্ষুঃ আমাকে দেখিবে না
এবং মুখের রূপান্তর করে। [১৬] যে২ ঘর আ
পনারদের নিমিত্তে দিনে ঠেকানা করিয়াছে অন্ধ
কার হইলে সেই ঘরে তাহারা সিঁদ দেয় তাহা
রা আলো জানে না। [১৭] কেননা প্রাতঃকাল
তাহারদের প্রতি মৃত্যুচ্ছায়ার ন্যায় কেহ তাহার
দিগকে চিনিলে তাহারা মৃত্যুর ছায়ার ভয়গ্রস্ত
হয়। [১৮] তাহারা স্রোতোজলের ন্যায় বে
গগামী তাহারদের অংশ পৃথিবীতেই শাপগ্রস্ত
সে দ্রাক্ষাক্ষেত্রের পথ দেখে না। [১৯] শুস্ক
তা ও গ্রীষ্ম বরফের জলের নাশ করে সেপ্রকারে
কবর পাপি লোকেরদিগকে নাশ করে। [২০]
জরায়ু তাহাকে বিস্মৃত হইবে কীট আনন্দেতে
তাহাকে খাইবে সে আর কখন স্মরণে আসিবে
না এবং দুষ্টতা বৃক্ষের ন্যায় ভাঙ্গা যাইবে। [২১]
সে জন অসূতবতা বন্ধ্যা স্ত্রীর প্রতি কঠিন ব্যবহার
করে ও বিধবার হিত করে না। [২২] সে আপ
নার বলেতে বলবানকেও আকর্ষণ করে সে উঠি
লে কেহ আপনার প্রাণেতে নিঃসন্দিগ্ধ নয়।
[২৩] সে যে আশ্রয় করে তাহাতে থাকিতে পা
ইলেও তাহারদের পথের উপর তাঁহার দৃষ্টি আ
ছে। [২৪] তাহারা অল্প কালের নিমিত্তে উন্ন
তি পায় কিন্তু গত হইল এবং দীনতাপ্রাপ্ত হইল
তাহারা অন্য সকলের মত পথহইতে অপহৃত
হইল এবং শস্যের শিশের আগার ন্যায় ছেদন
করা যায়। [২৫] এমন যদি না হয় তবে আ
মাকে মিথ্যাবাদী কে করিবে ও আমার কথা নি
রর্থক কে করিবে।

২৫ পর্ব্ব।

[১] অতঃপর বিলদাদ সুখী প্রত্যুত্তর করিয়া
বলিল। [২] শাসনপদ ও ভয় তাঁহার তিনি
আপন উচ্চ স্থানে থাকিয়া শান্তি করেন। [৩]
তাঁহার সৈন্যের কি সংখ্যা আছে এবং তাঁহার
দীপ্তি কাহার উপর উদয় না হয়। [৪] অত
এব ঈশ্বরের নিকটে মনুষ্য কিরূপে ধার্ম্মিক গ
ণন করা যায় এবং স্ত্রীজাত কিরূপে নির্ম্মল হই
তে পারে। [৫] চন্দ্রপর্য্যন্তই দেখ ও তাহার
দীপ্তি নাই এবং তারারা তাঁহার দৃষ্টিতে নির্ম্মল
নয়। [৬] তবে কি পুনঃ কীটরূপ মনুষ্য এবং
কীটরূপ মনুষ্যের সন্তান।

২৬ পর্ব্ব।

[১] অপর আয়োব প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল।
[২] নির্ব্বল লোকের উপকার তুমি কিরূপে
করিয়াছ অবল ভুজের রক্ষা তুমি কিরূপে করি
য়াছ। [৩] বিদ্যাহীন জনকে তুমি কি প্রকার
পরামর্শ দিয়াছ বস্তুর স্বরূপ তুমি কিমতে যথে
ষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছ। [৪] তুমি কাহাকে
কথা কহিয়াছ তোমার নিকটহইতে কাহার আ
ত্মা নির্গত হয়। [৫] জল এবং তন্নিবাসিরদের
নীচে অচেতন দ্রব্য সৃষ্টি করা যায় তাঁহার সম্মুখে
নরক অনাবৃত [৬] এবং বিনাশের কিছু আবরণ
থাকে না। [৭] তিনি শূন্য স্থানের উপর উত্তর
দিগ্ বিস্তীর্ণ করেন এবং অবস্তুর উপরে পৃথিবী
কে স্থাপন করেন। [৮] তিনি ঘোর মেঘের
জল বদ্ধ করিয়া রাখেন এবং মেঘ তাহাতে ছিন্ন
হয় না তিনি আপন সিংহাসনের মুখ ফিরাইয়া
রাখেন [৯] এবং তাহার উপর আপন মেঘ বি
স্তীর্ণ করেন। [১০] দিবারাত্রির শেষ যেপর্য্যন্ত
না হয় সেপর্য্যন্ত তিনি জলের পরিসীমা করিয়া
ছেন। [১১] তাহার অনুযোগেতে স্বর্গস্তম্ভ কম্প
মান এবং চমৎকৃত হয়। [১২] তিনি স্বপরাক্র
মেতে সমুদ্রকে দ্বিভাগ করেন এবং আপনার বু
দ্ধিতে অহঙ্কারিরদিগকে ভেদ করেন। [১৩]
তিনি আপনার আত্মাতে স্বর্গ অলঙ্কৃত করিয়া
ছেন তাঁহার হস্ত বক্র সর্পের সৃষ্টি করিয়াছে।
[১৪] দেখ এই তাঁহার কার্য্যের কতক কিন্তু তাঁ

হার বিষয়ে কত অল্প শুনা যায় তথাপি তাঁহার
পরাক্রমসূচক মেঘধ্বনি কে বুঝিতে পারে।

২৭ পর্ব্ব।

[১] আরো আয়োব আপনার বাক্যের প্র
স্তাবে এই২ কহিলেন। [২] আমার বিচার
অপহরণ করিয়াছেন যে ঈশ্বর এবং আমার প্রা
ণের ক্লেশ দিয়াছেন যে সর্ব্বশক্তিমান তিনি
যদি জীবৎ হন। [৩] তবে যত দিন শ্বাস আ
মাতে থাকে এবং আমার নাসিকায় ঈশ্বরদত্ত
প্রাণ থাকে। [৪] তত দিন আমার ওষ্ঠ দুষ্ট
কথা কহিবে না এবং আমার জিহ্বা প্রতারণা
কথা কহিবে না। [৫] ইহা না হউক যে আমি
তোমারদিগকে ধার্ম্মিক কহি আমি যাবৎ না মরি
তাবৎ আপন সরলতা ত্যাগ করিব না। [৬]
আমার ধর্ম্ম আমি শক্ত করিয়া ধরিব ও তাহা
ছাড়িব না আমি যত দিন বাঁচি তত দিন আমার
অন্তঃকরণ আমাকে ভৎর্সনা করিবে না। [৭]
আমার শত্রুরা দুষ্টের মত হউক যে জন আমার
বিপরীতে উঠে সে ধার্ম্মিকের ন্যায় হউক। [৮]
কেননা কাল্পনিক ধনের লাভ করিলেও ঈশ্বর
তাহার প্রাণ অপহরণকরণের সময়ে তাহার ভ
রসা কি। [৯] তাহার উপরে ক্লেশ পড়িলে
কি ঈশ্বর তাহার আর্ত্তনাদ শুনিবেন। [১০]
সে কি সর্ব্বশক্তিমানেতে সন্তুষ্ট হবে সে কি নি
ত্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। [১১] আ
মি ঈশ্বরের হস্তদ্বারা তোমাকে উপদেশ করিব
সর্ব্বশক্তিমানের সহবর্ত্তী যাহা আছে তাহা আ
মি গোপনে রাখিব না। [১২] দেখ তোমরা
আপনারা সকলেই তাহা দেখিয়াছ তবে কেন
তোমরা সর্ব্বথা এই মত অবস্তু। [১৩] ঈশ্বরের
নিকটে দুষ্ট জনের এই অংশ এবং উপদ্রাবকে
রা যে অধিকার সর্ব্বশক্তিমানের নিকটহইতে
পাইবে তাহা এই। [১৪] তাহার সন্তানের
বাহুল্য হইলে তাহা করবালের নিমিত্তে এবং
তাহার অপত্যেরা ভক্ষ্যেতে তৃপ্ত হবে না। [১৫]
তাহার যাহারা অবশিষ্ট থাকে তাহারা মৃত্যুতে
পোতা যাইবে এবং তাহার বিধবারা ক্রন্দন
করিবে না। [১৬] সে ধূলার ন্যায় রূপা সঞ্চয়
করিলেও এবং মৃত্তিকার ন্যায় বস্ত্র প্রস্তুত করিলে
ও [১৭] সে তাহা প্রস্তুত করে বটে কিন্তু যাথা
র্থিক তাহা পরিবে এবং নিরপরাধী রূপার বি
ভাগ করিয়া লইবে। [১৮] তিনি প্রজাপতির ন্যায়
এবং ক্ষেত্রের রক্ষকের কুঁড়িয়ার ন্যায় আপন ঘর
করেন। [১৯] ধনবান্ মানুষ শয়ন করে কিন্তু
সংগৃহীত হইবেক না সে আপন চক্ষুরুন্মীলন
করে এবং স্থায়ী নয়। [২০] আশঙ্কা জলের
মত তাহাকে ধরে রাত্রিতে ঝড় তাহাকে অপহ
রণ করে। [২১] পূর্ব্বীয় বায়ু তাহাকে উড়াইয়া
ফেলে ও সে যায় এবং ঝড়ের মত তাহাকে তা
হার স্থানহইতে বিক্ষেপ করে। [২২] কেননা
ঈশ্বর ক্ষমা না করিয়া তাহার উপর ক্ষেপ করি
লেন তাহার বড় বাঞ্ছা যে তাঁহার হাতহইতে
পলায়ন করে। [২৩] মনুষ্যেরা তাহার প্রতি
হাততালি দিবে এবং তাহার স্থানহইতে তাহা
কে ধিক্কার দিয়া বাহির করিবে।

২৮ পর্ব্ব।

[১] অবশ্য রূপার আকর আছে এবং স্বর্ণ
নির্ম্মল করণের স্থান আছে। [২] লৌহ পৃথি
বীহইতে উদ্ধৃত এবং পিত্তল প্রস্তরহইতে দ্রুব হয়
[৩] সে অন্ধকারের পরিসীমা করে এবং সক
লের সীমার অনুসন্ধান করে সে অন্ধকারস্থ প্রস্ত
রের ও মৃত্যুচ্ছায়াবৃত দ্রব্যেরও অনুসন্ধান করে।
[৪] বন্যা পর্ব্বতের অধোহইতে বাহির হইয়া
ছে তাহা পাদেতে বিস্মৃত হইয়াছে তাহা শুষ্ক
হইয়াছে তাহা মানুষেরদের নিকটহইতে স্থানা
ন্তরীকৃত হইয়াছে। [৫] মৃত্তিকাহইতে অন্ন
উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহার অধোহইতে
অগ্নির মত তেজস্কর দ্রব্য উদ্ধৃত হয়। [৬] তা
হার প্রস্তর নীলমণির স্থান এবং তাহার স্বর্ণময়
ধূলা আছে। [৭] সেখানে সকল পক্ষির
অজ্ঞাত পথ আছে এবং গৃধ্রু চক্ষুর অগোচর পথ
আছে। [৮] সিংহের বাচ্চা সে পথ দিয়া
যায় নাই এবং দুরন্ত সিংহ তাহার নিকট দিয়া
যায় নাই। [৯] সে আপন হাত বাহির করি
য়া পর্ব্বতের উপর রাখে সে পর্ব্বতেরদিগকে
সমূলোৎপাটন করে। [১০] সে পর্ব্বতের
মধ্যে নদী খনন করে এবং তাহার চক্ষু প্রতিপ্র
কার বহুমূল্য দ্রব্য দর্শন করে। [১১] সে বন্যা
এমত বদ্ধ করে যে তাহা উথলিয়া যায় না এবং
অপ্রকাশিত বস্তু দীপ্তিতে আনে। [১২] কিন্তু
বিদ্যা কোথা পাওয়া যাইবে ও বুদ্ধির স্থান কো
থায়। [১৩] মনুষ্য তাহার মূল্য জানে না তাহা
জীবতেরদের দেশে পাওয়া যায় না। [১৪]
গম্ভীর স্থান বলে তাহা আমাতে নয় সমুদ্র বলে তা
হা আমাতে নয়। [১৫] তাহা নির্ম্মল স্বর্ণেতে
পাওয়া যাইবে না এবং তাহার মূল্য রূপাতেও
করা যাইবেক না। [১৬] ওফীরের স্বর্ণেতে
কি বহুমূল্য মাণিক্যেতে কিম্বা নীলমণিতে তা
হার মূল্য হইবে না। [১৭] স্বর্ণ এবং স্ফটিক
তাহার তুল্য হইবেক না তাহার পরিবর্ত্তে উত্তম
স্বর্ণের অলঙ্কার দেওয়া যাইবে না। [১৮] স্বর্ণ
কিম্বা মুক্তার কথা কহা যাবে না কেননা বিদ্যার
মূল্য পদ্মরাগের মূল্যাপেক্ষা অধিক। [১৯] কূ
শদেশীয় মধুমণি তত্তুল্য নয় ও নির্ম্মল স্বর্ণেতে তাহা

র মূল্য হইতে পারিবে না। [২০] অতএব বিদ্যা সকল প্রাণিরদের চক্ষুর অগোচর হইয়া [২১] এবং শূন্যের পক্ষির অদৃষ্ট হইয়াও কোথাহইতে আইসে ও বুদ্ধির স্থান কোথায়। [২২] বিনাশ ও মৃত্যু কহে যে আমরা কর্ণেতে তাহার কীর্ত্তি শুনিয়াছি। [২৩] ঈশ্বর তাহার পথ জানেন তিনি তাহার স্থান জানেন। [২৪] কেননা বায়ুর ভারনিরূপণকরণের নিমিত্তে তিনি পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত দৃষ্টি করেন এবং স্বর্গের নীচে সর্ব্বত্র দেখেন। [২৫] এবং তিনি পরিমাণদ্বারা জলের তৌল করেন। [২৬] তিনি যখন বৃষ্টির আজ্ঞা করিলেন এবং বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনের পথ নিরূপণ করিলেন। [২৭] তখন তিনি তাহা দেখিলেন ও জানাইলেন এবং প্রস্তুত করিলেন ও তাহার অনুসন্ধান করিলেন। [২৮] এবং মনুষ্যকে তিনি কহিলেন যে দেখ ঈশ্বরবিষয়ক ভয়ই বিদ্যা এবং কুক্রিয়াত্যাগই বুদ্ধি।

২৯ পর্ব্ব।

[১] আয়োব আপন কথার প্রসঙ্গে আরো কহিলেন। [২] যখন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করিলেন। [৩] যখন তাঁহার প্রদীপ আমার মস্তকের উপর দীপ্তি করিল ও যখন তাঁহার আলোদ্বারা আমি অন্ধকারের পথ দিয়া গমন করিলাম [৪] সেং গত মাসে আমার যে অবস্থা ছিল আহা এক্ষণে যদি আমার তদবস্থা হইত। [৫] যখন সর্ব্বশক্তিমান্ আমার নিকটে ছিলেন ও আমার সন্তানেরা আমার চতুর্দ্দিগে ছিল। [৬] যখন আমি নবনীতে আপন পাদবিক্ষেপের স্থান লেপন করিলাম এবং পর্ব্বত আমার নিমিত্তে তৈলের নদী বহাইল। [৭] যখন আমি নগরের মধ্যদিয়া নগরদ্বারে গেলাম যখন আমি রথ্যাতে আপন আসন প্রস্তুত করিলাম। [৮] যে সময়ে যুবারা আমাকে দেখিয়া আপনারদিগকে লুকাইল এবং বৃদ্ধেরা উঠিয়া দণ্ডায়মান হইল। [৯] ও অধ্যক্ষেরা কথা কহা ত্যাগ করিয়া আপনারদের মুখের উপর হস্ত দিল। [১০] কুলীনেরা নীরব হইয়া থাকিল তাহারদের জিহ্বা তাহারদের মুখের তালুয়াতে সংলগ্ন হইল। [১১] কর্ণ আমার কথা শুনিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিল চক্ষু আমাকে দৃষ্টি করিয়া আমার বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিল। [১২] যেহেতুক আমি চীৎকারি দরিদ্র ও পিতৃহীন ও উপকারহীনকে উদ্ধার করিলাম। [১৩] মুমূর্ষুর আশীর্ব্বাদ আমার উপর পড়িল এবং আমি বিধবার অন্তঃকরণকে আনন্দপ্রযুক্ত গান করাইলাম। [১৪] আমি ধর্ম্ম পরিধান করিলাম তাহা আমার বস্ত্র ছিল আমার ন্যায়করণই রাজবস্ত্র ও মুকুট ছিল। [১৫] আমি অন্ধেরদের চক্ষু ও খঞ্জেরদের পাদ ছিলাম। [১৬] আমি দরিদ্রের পিতা ছিলাম এবং যে মোকদ্দমা আমি জানিলাম না তাহার অনুসন্ধান করিলাম। [১৭] আমি দুষ্টেরদের কসের দন্ত ভগ্ন করিলাম এবং হৃত বস্তু তাহার দন্তের মধ্যহইতে আকর্ষণ করিয়া উদ্ধার করিলাম। [১৮] তখন আমি বলিলাম যে আমি আপন বাসাতে মরিব আমার দিন বালির ন্যায় বর্দ্ধিত হইবে। [১৯] আমার শিকড় জলের নিকটে বিস্তৃত ছিল শিশির সমস্ত রাত্রি আমার ডালেতে থাকিল। [২০] আমার গৌরব আমাতে তেজস্বী ছিল এবং আমার ধনুক আমার হস্তেতে পুনর্নূতন করা গেল। [২১] আমার বাক্যেতে লোকেরা কর্ণ পাতিল এবং প্রতীক্ষা করিল ও আমি পরামর্শ দিলে চুপ করিয়া থাকিল। [২২] আমার বাক্যানন্তর তাহারা উত্তর দিল না ও আমার কথা তাহারদের উপর বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিল। [২৩] যেমন বৃষ্টির প্রতীক্ষা করে তেমন আমার প্রতীক্ষা করিল শেষ বৃষ্টির ন্যায় যেমন মুখব্যাদান করা যায় তেমন মুখ বিস্তার করিল। [২৪] আমি তাহারদিগকে পরিহাস করিলেও তাহারা তাহাতে প্রত্যয় করিল না এবং আমার মুখের প্রসন্নতা তাহারা অধঃক্ষেপ করিল না। [২৫] আমি তাহারদের পথ মনোনীত করিয়া প্রধানের ন্যায় বসিলাম এবং যেমন রাজা সৈন্যেতে থাকে ও যেমন সান্ত্বনাকর্ত্তা শোকান্বিত লোকেরদের মধ্যে থাকে তেমন আমি তাহারদের মধ্যে ছিলাম।

৩০ পর্ব্ব।

[১] কিন্তু এখন যাহারা আমাহইতে যুবা যাহারদের পিতারদিগকে আমি আপনার পালের কুকুরেরদের সহিত রাখিতে অবজ্ঞা করিতাম তাহারা আমাকে নিন্দা করে। [২] যাহারদের মধ্যে বৃদ্ধাবস্থাও নষ্ট হইয়াছে তাহারদের ভুজবলেতে আমার কি ফল। [৩] তাহারা দরিদ্রতা ও ভক্ষ্যাভাবপ্রযুক্ত পূর্ব্বকালে শূন্য ও নির্জন বনে পলাইয়া একাকী রহিয়া [৪] ঝাড়ের কাছে মালোক শাক ও রত্মা গাছের শিকড় ভক্ষ্যের কারণ কাটিত। [৫] যেমন লোক চোরের পাছেং ডাকে তেমন তাহারদের পাছেং ডাকিত। [৬] নদীকূলে লুকাইবার স্থানে মৃত্তিকা ও পর্ব্বতের গুহায় থাকিবার নিমিত্তে তাহারা মানুষেরদের নিকটহইতে তাড়িয়া দেওয়া যাইত। [৭] তাহারা ঝোড়ের মধ্যে চীৎকার করিত তাহারা খরলের বনে একত্র হইত। [৮] তাহারা মুর্খ ও নীচ লোকেরদের পুত্র তাহারা মৃত্তিকাহইতেই নীচ। [৯] এখন আমি তাহারদের গানের বিষয় হই

স্থাছি আমি তাহারদের কৌতুক কথা। [১০]
তাহারা আমাকে ঘৃণা করে তাহারা আমাহই
তে দূর যায় আমার মুখে তাহারা থুতু দিতে
ভয় করে না। [১১] তিনি আমার বন্ধন মুক্ত
করিয়াছেন ও আমাকে দুঃখ দিয়াছেন সেহে
তুক তাহারাও আমার মুখরূপ লাগাম ছাড়িয়া
দিয়াছে। [১২] বালকেরা আমার দক্ষিণ ভা
গে উঠে এবং আমার পা ঠেলিয়া দেয় এবং আ
মাকে দেখিয়া আপনারদের কদাচার বাড়ায়।
[১৩] তাহারা আমার পথ নষ্ট করে তাহারা
আমার অভাগ্য বাড়ায় তাহারদের বিপরীতাচ
রণে আমার উপকারী কেহ নয়। [১৪] বড় ভা
ঙ্গনের ন্যায় তাহারা আইল বিনাশের কালে তা
হারা স্রোতের মত দৌড়িয়া আইল। [১৫]
ত্রাসেরা আপনারদিগকে আমার উপরে ফিরা
ইল তাহারা বায়ুর মত আমার গৌরবের অনু
ধাবন করে মেঘের মত আমার মঙ্গল যায়। [১৬]
এখন আমার প্রাণ আপ নিদ্রুব হইয়াছে দুঃখের
দিন আমাকে ধরিয়াছে। [১৭] রাত্রিতে আমার
মধ্যস্থ অস্থি বিদ্ধ করা যায় ও আমার শিরার স্বা
স্থ্য নাই। [১৮] প্রবল রোগেতে আমার বস্ত্র বি
বর্ণ হইয়াছে আমার জামার গিরিবানের মত সে
আমাকে বান্ধে। [১৯] আমাকে তিনি পঙ্কে
ফেলিয়াছেন আমি ধূলা ও ভস্মের ন্যায় হইয়া
ছি। [২০] আমি তোমাকে ডাকিয়াছি তুমি প্র
ত্যুত্তর দেও নাই আমি দাঁড়াইয়া আছি কিন্তু
তুমি মান না। [২১] আমার প্রতি তুমি নির্দ্দয়
হইতেছ তোমার ভুজবলেতে তুমি আপনাকে
আমার বিরুদ্ধে করিতেছ। [২২] তুমি আমাকে
উঠাইয়াছ তুমি আমাকে বায়ূপরি আরোহণ
করাইয়াছ আমাকে তুমি নিতান্ত চূর্ণ করিয়া ফে
লিয়াছ। [২৩] আমি জানি যে সকল জীবতের
দের কারণ যে ঘর নিরূপিত আছে তাহাতে তু
মি আমাকে আনিবা। [২৪] তাহারা যদি তাঁ
হার কৃত বিনাশে চেঁচায় তবেও তিনি কবরপ
র্য্যন্ত হাত বাড়াইবেন না। [২৫] যাহার দুঃখ
উপস্থিত ছিল আমি কি তাহার বিষয়ে ক্রন্দন
করি নাই দরিদ্রের বিষয়ে আমার মন কি শোকা
ন্বিত ছিল না। [২৬] আমি মঙ্গলের অপেক্ষা
করিলে দুর্গতি আইল আলোর অপেক্ষা করি
লেই তৎক্ষণে অন্ধকার আইল। [২৭] আমার
আঁত জ্বলিল ও তাহার শান্তি ছিল না আমার দু
রবস্থা আমার অগ্রবর্ত্তিনী হইল। [২৮] আমি
ব্যাকুল হইয়া সূর্য্যবিহীনে বেড়াইলাম আমি
উঠিয়া মণ্ডলীতে চেঁচাইলাম। [২৯] আমি না
গেরদের ভাই ও ভূতম পেঁচার সখা। [৩০]
আমার উপরিস্থ চর্ম্ম কালো হইয়াছে আমার
অস্থি তাপেতে দগ্ধ হইল। [৩১] আমার বি
ণাই হাহাকার হইয়াছে ও আমার অর্গলই ক্র
ন্দনের স্বর হইয়াছে।

৩১ পর্ব্ব।

[১] আপনার চক্ষুর সহিত আমি নিয়ম করি
য়াছিলাম তবে যুবতীকে কেন মনে করিব। [২]
কেননা ঊর্দ্ধহইতে ঈশ্বরের সহিত লম্পটের কি
অংশ ও ঊর্দ্ধহইতে সর্ব্বশক্তিমানের সহিত অ
ধার্ম্মিকের কি অধিকার। [৩] দুরাচারের বি
নাশ কি হইবে না এবং কুকর্ম্মিরদের চমৎকার
শাস্তি কি হইবে না। [৪] তিনি কি আমার গতি
দেখেন না আমার পাদবিক্ষেপ তিনি কি গণনা
করেন না। [৫] যদি আমার পদ শীঘ্র দৌড়ে
আমি যদি মিথ্যা কথা কহি। [৬] তবে আমার
তৌল প্রকৃত তুলেতে হউক আমার শুদ্ধতা ঈশ্ব
রও জানুন। [৭] আমার গমন যদি পথছাড়া
হইয়া থাকে আমার অন্তঃকরণ যদি আমার চ
ক্ষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকে কিছু কলঙ্ক যদি আ
মার হস্তে লাগিয়া থাকে। [৮] তবে আমি বু
নিলে অন্য ভক্ষণ করুক এবং আমার উৎপন্ন উৎ
পাটিত হউক। [৯] আমার হৃদয় যদি স্ত্রীতে ভ্রান্ত
হইয়া থাকে আমার প্রতিবাসির দ্বারের নিকটে
যদি আমি লুকাইয়া থাকি। [১০] তবে আমার
ভার্য্যা অন্যের কারণ পিষুক অন্য লোকেরাও তা
হার উপর হেঁট হউক। [১১] কেননা এই অতি
বড় অপরাধ বিচারকর্ত্তারদের দণ্ডনীয় দোষ।
[১২] এবং সংহারপর্য্যন্ত নাশক ও আমার স
কল ধনখাদক অগ্নি এই। [১৩] আমার দাস ও
দাসী আমার নামে নালিশ করিলে তাহারদের
মোকদ্দমা যদি তুচ্ছ করিয়া থাকি। [১৪] তবে
ঈশ্বর উঠিলে আমি কি করিব এবং তিনি দেখি
তে আইলে আমি কি উত্তর দিব। [১৫] যিনি
আমাকে গর্ভে নির্ম্মাণ করিলেন তিনি কি তাহা
কে নির্ম্মাণ করেন নাই ও এক কি আমারদিগ
কে গর্ভে প্রস্তুত করেন নাই। [১৬] আমি যদি
দরিদ্রেরদের কাম্য বস্তুর আটক করিয়া থাকি
কিম্বা বিধবার আকাঙ্ক্ষিত না করিয়া থাকি।
[১৭] আমার আহার যদি আমি একা খাইয়া
থাকি ও পিতৃহীন যদি তাহার কিছু খাইতে
না পাইয়া থাকে। [১৮] যেহেতুক আমার
বালককালাবধি সে যেমন পিতার নিকটে তে
মন আমারও নিকটে প্রতিপালিত ছিল এবং
আমার মাতার গর্ভহইতে ভূমিষ্ঠ কালাবধি আ
মি বিধবাকে প্রতিপালন করিলাম। [১৯] ব
স্ত্রের অভাবেতে যদি আমি কাহাকে মরিতে
দেখিয়া থাকি ও দরিদ্রকে অনাচ্ছাদিত দে
খিলে। [২০] যদি তাহার কমর আমাকে বর

না দিয়া থাকে কিম্বা আমার মেষের লোমেতে
উত্তপ্ত করা না গিয়া থাকে। [২১] আমি দ্বারে
আপনার পরাক্রম দেখিয়া যদি পিতৃহীনের বি
পরীতে হাত লঠাইয়া থাকি। [২২] তবে স্কন্ধ
হইতে আমার ভুজ পড়ুক আমার ভুজও সন্ধি
চ্যুত হইয়া পড়ুক। [২৩] যেহেতুক ঈশ্বরের
ভাঞ্জন আমার কাছে ভয়দায়ক ছিল ও তাঁহার
মহত্ত্ব দেখিয়া আমি সহিতে পারিলাম না।
[২৪] আমি যদি স্বর্ণকে আত্মার ভরসার বিষয়
করিয়া থাকি কিম্বা তুমি আমার আশ্রয় এই
কথা উত্তম স্বর্ণকে যদি কহিয়া থাকি। [২৫]
আমার সম্পদ বড় ও আমার হাত অনেক পাই
য়াছে এইহেতুক যদি আমি আনন্দিত হইয়া
থাকি। [২৬] তেজস্কর হওয়া কালে যদি সূর্য্যকে
দেখিলে কিম্বা সুন্দর গম রিতে চন্দ্রকে দেখি
লে। [২৭] যদি আমার মন গুপ্তে ভ্রান্ত হইয়া
থাকে কিম্বা আমার মুখ আমার হাতকে চুম্বন
করিয়া থাকে। [২৮] এইও বিচারককর্ত্তৃক দণ্ড
নীয় অধর্ম্ম হইত যেহেতুক তাহা হইলে সর্ব্বো
পরিস্থ ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করিতাম। [২৯] আমি
আপন বৈরির ভঞ্জনে যদি আনন্দিত হইয়া থা
কি কিম্বা তাহার বিনাশ হইলে হৃষ্ট হইয়া থা
কি। [৩০] কিম্বা তাহার প্রাণকে শাপ দিতে
ইচ্ছা করিয়া আপনার মুখকে যদি পাপ করি
তে দিয়া থাকি। [৩১] আহা তাহার খাওয়া
নেতে তৃপ্ত না হইয়া উঠিল কে যদি আমার বা
টীর লোক এই কথা না কহিয়া থাকে। [৩২]
যেহেতুক বিদেশী রাস্তাতে রাত্রিতে যে না থা
কে এই নিমিত্তে আমি পাথিকের জন্যে আপনার
দ্বার খোলা রাখিয়াছি। [৩৩] আমি আপন
অধর্ম্ম বক্ষঃস্থলে লুকাইয়া যদি আদমের মত আ
মার পাপ ঢাকিয়া থাকি। [৩৪] কি আমি বড়
জনতাকে ভয় করিয়া কিম্বা অন্যান্য বংশের
দের তুচ্ছ করণেতে ভীত হইয়া চুপ করিয়া থা
কিলাম এবং দ্বারহইতে গেলাম না। [৩৫]
আহা যদি কেহ আমার কথা শুনিবে দেখ এই
আমার ইচ্ছা যে সর্ব্বশক্তিমান্ আমাকে উত্তর
দেন ও আমার বিপক্ষ আমার মোকদ্দমা পুস্ত
কে লেখেন। [৩৬] অবশ্য আমি তাহা স্কন্ধে
ধারণ করিব আমি আপন মুকুটের মত তাহা আ
মার গায়ে বাঁধিব। [৩৭] তবে আমার পাদবি
ক্ষেপের সংখ্যা তাহাকে জানাইব আমি অধ্য
ক্ষের মত তাঁহার নিকটে যাইব। [৩৮] আ
মার ভূমি যদি আমার প্রতিকূলে চেঁচায় তাহার
সীরলী যদি ক্রন্দন করে। [৩৯] আমি যদি খ
রচ না করিয়া তাহার ফল খাইয়া থাকি কিম্বা
তাহার কর্ত্তার প্রাণ মারিয়া থাকি। [৪০] তবে
গোমের স্থানে কণ্টক এবং যবের স্থানে দুর্গন্ধ
বন উৎপন্ন হউক। আয়োবের বাক্য সাঙ্গ হ
ইল।

৩২ পর্ব্ব ।

[১] আয়োব আপনাকে আপনার দৃষ্টিতে
ধার্ম্মিক করিয়া মাননপ্রযুক্ত এ তিন জন তাহার
প্রত্যুত্তর করা ত্যাগ করিল। [২] তখন রামবং
শের মধ্যে বুজীয় বারাকেলের পুত্র এলীহুর
ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল আয়োব ঈশ্বরহইতে আপ
নাকে ধার্ম্মিক করিয়া মানিয়াছিল অতএব তাহার
উপর তাঁহার ক্রোধ প্রজ্বলিত ছিল। [৩] তা
হার তিন বন্ধুও আয়োবকে প্রত্যুত্তর করিতে না
পারিয়া তাহাকে দোষী করিয়াছিল অতএব তা
হারদের উপরিও তাহার ক্রোধ প্রজ্বলিত ছিল।
[৪] তখন তাহারদের বয়ঃক্রম তাহার বয়সহই
তে অধিক হওয়াতে এলীহু আয়োবের বাক্যের
শেষপর্য্যন্ত রহিল। [৫] এ তিন জনের মুখে প্র
ত্যুত্তর নাই ইহা দেখিয়া এলীহুর ক্রোধ প্রজ্ব
লিত হইল। [৬] পরে বুজীয় বারাকেলের পুত্র
এলীহু প্রত্যুত্তর করিয়া বলিল আমি যুবা তোম
রা বড় বৃদ্ধ অতএব আমি ভীত হইয়া আপনার
মনস্থ কহিতে ভয় করিলাম। [৭] আমি কহি
লাম বৃদ্ধাবস্থা বলিবে এবং অনেক বৎসর জ্ঞান
প্রকাশ করিবে। [৮] অবশ্য মানুষের মধ্যে আ
ত্মা আছে এবং সর্ব্বশক্তিমানের আবেশ তা
হারদিগকে জ্ঞান দেয়। [৯] মহালোক সর্ব্বদা
জ্ঞানবান নয় বৃদ্ধেরা নিত্য বিচার বুঝে না।
[১০] সেহেতুক আমি কহিলাম যে আমার কথা
শুন আমিও আপন মনস্থ কহিব। [১১] তো
মারদের বচনের প্রতীক্ষা আমি করিলাম তোম
রা যেকালে বিচার করিতেছিলা তৎকালে আমি
তোমারদের হেতুবাদ শুনিলাম। [১২] তোমা
রদের বাণী আমি বিবেচনা করিলাম এবং দেখ
আয়োবের দোষনিশ্চায়ক ও তাহার কথার প্রত্যু
ত্তরকারী তোমারদের মধ্যে কেহ নাই। [১৩] আ
মরা জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছি পাছে তোমরা এই কথা
কহ প্রভু তাহাকে খাটো করিয়াছেন মানুষ
নহে। [১৪] আমার বিরুদ্ধে সে কথা কহে
নাই এবং তোমারদের মত কথা কহিয়া আ
মি তাহাকে প্রত্যুত্তর দিব না। [১৫] তাহারা
বিস্মিত হইল তাহারা প্রত্যুত্তর আর দিল না তা
হারা কথাকহন ত্যাগ করিল। [১৬] আমি
প্রতীক্ষা করিলাম কিন্তু কেহ বলিল না তাহারা
দাঁড়াইয়া থাকিল আর প্রত্যুত্তর দিল না। [১৭]
তাহাতে আমি বলিলাম আমিও প্রত্যুত্তর দিব
আমিও আমার মনস্থ জানাইব। [১৮] কেন
না আমি বচনেতে পূর্ণ আমার অন্তরস্থ আত্মা

আমাকে প্রবৃত্ত করায়। [১৯] দেখ আমার
পেট বদ্ধ দ্রাক্ষারসের ন্যায় তাহা নূতন কুপার
মত ফাটিতে উদ্যত। [২০] আমি স্বাস্থ্য পাই
বার কারণ বলিব আমি ওষ্ঠাধর খুলিয়া প্রত্যুত্তর
করিব। [২১] আমি মানুষের মুখাপেক্ষা করিব
না আমি মনুষ্যকে স্তব করিব না। [২২] আমি
স্তব করিতে জানি না অল্পকাল পরে আমার সৃ
ষ্টিকর্ত্তা আমাকে লইয়া যাইবেন।

৩৩ পর্ব্ব।

[১] অতএব হে আয়োব অনুগ্রহ করিয়া আ
মার বাক্য শুন আমার কথা তোমার কর্ণগোচরে
আইসুক। [২] দেখ এখন আমি আপন মুখ
খুলিয়াছি আমার মুখস্থ জিহ্বা কথা কহিয়াছে।
[৩] আমার অন্তঃকরণের সরলতাহইতে আমার
বচন হবে আমার ওষ্ঠাধর নির্ম্মল জ্ঞানও ব
লিবে। [৪] প্রভুর আত্মা আমাকে নির্ম্মাণ ক
রিয়াছে ও সর্ব্বশক্তিমানের শ্বাস আমাকে জীয়া
ইয়াছে। [৫] আমাকে যদি প্রত্যুত্তর দিতে
পার তবে দণ্ডায়মান হইয়া আপন বাক্য বিন্যাস
কর। [৬] দেখ তোমার বাক্যানুসারে আমি
প্রভুর প্রতিনিধি আমিও মৃত্তিকাহইতে নির্ম্মিত আ
ছি। [৭] মদ্বিষয়ক ভয় তোমাকে ভীত করিবে
না আমার হস্ত তোমার উপর ভারী হইবে না।
[৮] আমি আজ্ঞালঙ্ঘন বিনা নির্ম্মল আছি আ
মি নিষ্পাপ আছি আমার অধর্ম্ম নাই। [৯]
দেখ আমার অপবাদ করিতে তিনি কারণ অন্বে
ষণ করেন আমাকে তিনি আপন শত্রুজ্ঞান ক
রেন। [১০] আমার পা তিনি নিগড়ে বদ্ধ করেন
আমার সকল পথে তিনি চৌকি করেন। [১১]
এই২ কথা আমার কর্ণগোচরে তুমি কহিয়াছ
তোমার এই বচন আমি শুনিয়াছি। [১২] দেখ
ইহাতে তুমি যথার্থবাদী নও আমি তোমাকে
প্রত্যুত্তর দিই যে ঈশ্বর মনুষ্যহইতে বড়। [১৩]
তুমি কেন তাঁহার সহিত হেতুবাদ করিতেছ কে
ননা তিনি আপনার বাক্যের হেতু কহেন না।
[১৪] প্রভু একবার দুইবারই কহেন কিন্তু তাঁহা
কে কেহ মানে না। [১৫] মনুষ্য সুষুপ্ত হইলে
শয্যার উপরে নিদ্রাগত হইলে [১৬] তিনি মা
নুষকে তাহার কর্ম্মহইতে ফিরাইতে ও মনুষ্যহ
ইতে অহঙ্কার গুপ্ত করিতে রাত্রির স্বপ্নদর্শনে তা
হারদের কর্ণ খুলেন। [১৭] এবং মোহর ছাপা
রূপে উপদেশ ছাপা করেন। [১৮] তিনি গর্ত্ত
হইতে তাহার প্রাণ ও অস্ত্রহইতে তাহার জীবন
রক্ষা করেন। [১৯] সে আপন শয্যাতে এমন
ব্যথিত ও তাহার অস্থিসমুহ এমত অতিশয় ব্য
থিত হয় [২০] যে তাহার প্রাণ আহার ঘৃণা
করে ও তাহার মন সুভক্ষ্য ভালবাসে না। [২১]
তাহার মাংসের এমন ক্ষয় হইয়াছে যে তাহা
দেখা যায় না ও তাহার অদৃষ্ট অস্থি দৃষ্ট হয়।
[২২] তাহার প্রাণ কবরের ও তাহার জীবন
নাশকেরদের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। [২৩] ধর্ম্ম
ক্রিয়া দেখাইতে মধ্যস্থ অথচ সহস্রের মধ্যে
উত্তম এক জন প্রেরিত তাহার সহিত যদি থাকে।
[২৪] তবে তাহাকে কৃপা করিয়া তিনি বলেন
যে কবরে নামনহইতে তাহাকে মুক্ত কর আমি
প্রায়শ্চিত্ত পাইয়াছি। [২৫] তাহার মাংস বা
লকের মাংসের ন্যায় তাজা হইবে সে পুনর্ব্বার
আপন যুবাকাল পাইবে। [২৬] সে ঈশ্বরের
নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার প্রতি দয়ালু
হইবেন এবং সে হৃষ্ট হইয়া তাঁহার মুখ দেখি
বে কেননা তাঁহার ধর্ম্ম তিনি মানুষকে দিবেন।
[২৭] তিনি মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং
আমি পাপ করিয়াছি ও প্রকৃত যাহা তাহার অন্য
থা করিয়াছি এবং তাহাতে আমার লাভ ছিল না
[২৮] এই কথা যদি কেহ কহে তবে তিনি কবরে
নামনহইতে তাহার প্রাণ মুক্ত করিবেন এবং
তাহার আত্মা আলো দেখিবে। [২৯] দেখ
জীবতেরদের দীপ্তিতে দ্যোতিত হইবার কারণ
কবরহইতে মনুষ্যের প্রাণ ফিরাইতে [৩০] প্রভু
মনুষ্যের প্রতি এ সকল পুনঃ২ করেন। [৩১]
হে আয়োব শুন অবধান কর চুপ কর তখন
আমি কহিব। [৩২] যদি তোমার কহিবার কি
ছু থাকে তবে আমাকে প্রত্যুত্তর কর কহ যেহে
তুক তোমাকে আমি ধার্ম্মিক করিতে চাহি।
[৩৩] যদি কথা না থাকে তবে আমার বচন
শুন চুপ কর এবং আমি তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা
ইব।

৩৪ পর্ব্ব।

[১] এলীহু প্রত্যুত্তর করিয়া আর২ও বলিল।
[২] হে বিজ্ঞেরা আমার বাক্য শুন হে জ্ঞানবানে
রা আমার কথায় অবধান কর। [৩] কেননা যে
মন তালুয়া ভক্ষ্য দ্রব্যের বিচার করে তেমন কর্ণ
কথার বিচার করে। [৪] আমরা বিচার মনো
নীত করি যাহা ভাল তাহা জানি। [৫] কেননা
আয়োব কহিয়াছে যে আমি ধার্ম্মিক আমার
বিচার ঈশ্বর দূর করিয়াছেন। [৬] আমি কি আ
পনার উপযুক্তের বিপরীতে মিথ্যা কথা কহিব
আমার দোষবিনা আমার ক্ষত অপ্রতিকার্য্য আ
ছে। [৭] জলপানের ন্যায় পরিহাসপানকর্ত্তা
ও কুকর্ম্মকারদের সহচারি। [৮] এবং দুষ্ট লো
কেরদের অনুগামি যে আয়োব তাহার মত কে।
[৯] যেহেতুক সে কহিয়াছে যে ঈশ্বরে সন্তোষ
পাওয়াতে মনুষ্যের কি লাভ। [১০] অতএব
হে বুদ্ধিমানেরা আমার কথা শুন প্রভুহইতে কু

ক্রিয়াকরণ দূর হউক ও সর্ব্বশক্তিমানহইতে অধর্ম্মকরণও দূর হউক। [১১] যেহেতুক মনুষ্যের কার্য্যের সমুচিত ফল তিনি তাহাকে দিবেন এবং প্রতিজনকে আপন২ ক্রিয়ানুযায়ি ফল ভোগ করাইবেন। [১২] অবশ্য ঈশ্বর দোষ করিবেন না সর্ব্বশক্তিমান্ অন্যায় করিবেন না। [১৩] কে তাঁহাকে পৃথিবীর উপর পদার্পিত করিল ও সকল সংসারের নিরূপণ কে করিয়াছে। [১৪] তিনি যদি মানুষেরদের প্রতি মন দেন এবং তাঁহার আত্মা ও নিশ্বাস আপনার স্থানে সংগ্রহ করেন। [১৫] তবে সকল প্রাণী একইবারে মরিবে ও মানুষ ধূলায় আরবার লীন হবে। [১৬] তোমারদের বুদ্ধি যদি থাকে তবে ইহা শুন আমার বচনের শব্দ শুন। [১৭] যে নীতি ঘৃণা করে সে কি কর্ত্তৃত্ব করিবে যে ধার্ম্মিকত্তম তুমি কি তাহার দোষ বলিবা। [১৮] রাজাকে হে দুষ্ট কিম্বা অধ্যক্ষকে হে দুরাচার ইহা কথন কি উচিত। [১৯] যদি নয় তবে যিনি রাজারদের মুখাপেক্ষা করেন না ও ধনবানকে দরিদ্রহইতে ভাল বাসেন না তাঁহাকে সে কথা কহা পুনঃ কত অনুচিত কেননা উভয় তাঁহার হস্তকৃত। [২০] তাহারা এক নিমেষে মরে মধ্যরাত্রিতে লোকও অস্থির হইবে ও বহিয়া যাইবে এবং বলবানেরা হস্তবিনা দূর করা যাইবে। [২১] কেননা মানুষের পথের উপর তাঁহার চক্ষুর দৃষ্টি তিনি তাহার সকল গতি দেখেন। [২২] এমন অন্ধকার কি মৃত্যুর ছায়া নাই যে তাহাতে পাপিরা লুকাইতে পারে। [২৩] কেননা তিনি মানুষের উপর এমন অধিক ভার দিবেন না যে প্রভুর সহিত সে মোকদ্দমা করিতে পারে। [২৪] তিনি অসংখ্য পরাক্রান্ত লোককে খণ্ড২ করিবেন এবং তাহারদের স্থানে অন্যেরদিগকে স্থাপন করিবেন। [২৫] অতএব তিনি তাহারদের ক্রিয়া জানেন তিনি রজনীতে তাহারদিগকে এমন উল্টিয়া দেন যে তাহাতে তাহারা নষ্ট হয়। [২৬] তিনি অন্যেরদের সাক্ষাৎকারে তাহারদিগকে দুরাচারের মত মারেন। [২৭] কেননা তাহারা তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছে ও তাঁহার কোন পথ জানে নাই। [২৮] তাহাতে তাহারা দরিদ্রেরদের চেঁচান তাঁহার নিকটপর্য্যন্ত পঁহুছায় ও তিনি দুঃখিরদের চেচাঁন শুনেন। [২৯] কেননা তিনি যদি সুখ দেন তবে কে ব্যামোহ দিতে পারে এবং লোকেরা পাছে ফাঁদে ধরা যায় এই জন্যে কাল্পনিকের কর্ত্তৃত্ব না করণের কারণ [৩০] সমুহ দেশীয় লোকেরদের কিম্বা কেবল এক জনের প্রতিকূলে বা হউক তিনি মুখ লুকাইলে কে তাঁহার দর্শন পাইতে পারে। [৩১] যেহেতুক আমি শাস্তি পাইয়াছি আমি আর পাপ করিব না [৩২] আমি যাহা দেখি না তাহা আমাকে শিক্ষাও যদি আমি পাপ করিয়া থাকি তবে আমি আর করিব না প্রভুকে ইহা কহা অবশ্য কর্ত্তব্য। [৩৩] কি তোমার ইচ্ছার মত নিষ্পত্তি হইবে তুমি ইচ্ছা করিলে বা না করিলে তিনি ক্রিয়ার ফল দিবেন কিন্তু আমি নাই সেহেতুক তুমি যাহা জান তাহা কহ। [৩৪] বুদ্ধিমান লোক আমাকে কহুক ও জ্ঞানবানেরা আমার কথা শুনুক। [৩৫] আয়োব অজ্ঞান কথা কহিয়াছে তাহার বাক্য বুদ্ধিবহির্ভূত আছে। [৩৬] অধার্ম্মিকেরদের পক্ষে আয়োব যে প্রত্যুত্তর করিয়াছে তৎপ্রযুক্ত আমার ইচ্ছা আছে যে তাহার পরীক্ষা শেষপর্য্যন্ত হয়। [৩৭] কেননা সে আপন দোষের উপরি আজ্ঞাতিক্রম করে সে আমারদের মধ্যে হাততালি দেয় ও প্রভুর বিরুদ্ধে অনেক কথা কহে।

৩৫ পর্ব্ব ।

[১] এলীহু আর২ কহিয়া বলিলেন। [২] আমার ধর্ম্ম প্রভুর ধর্ম্মহইতে অধিক তোমার ইহা কহা প্রকৃত তুমি কি ইহা জ্ঞান করিতেছ। [৩] কেননা তুমি কহিয়াছ যে আমার পাপমোচন হইলে তোমার কি লাভালাভ এবং আমারও কি প্রাপ্তি। [৪] তোমার সহিত তোমার বন্ধুরদের বচনের প্রত্যুত্তর আমি দিব। [৫] স্বর্গের দিগে দৃষ্টি করিয়া দেখ এবং তোমাহইতে উচ্চতর মেঘও দেখ। [৬] তুমি যদি পাপ কর তবে তাঁহার বিরুদ্ধে তুমি কি কর তোমার পাপ অনেক হইলেও তুমি তাঁহার কি কর। [৭] তুমি ধার্ম্মিক হইলে তাঁহাকে কি দিতেছ তোমার হাত হইতে তিনি কি পাইবেন। [৮] তোমার কুক্রিয়াতে তোমার মত মানুষেরা হিংসিত হইতে পারে ও তোমার ধর্ম্মেতে তোমার মত মানুষের লাভ হইতে পারে। [৯] জোরকরণদ্বারা তাহারা লোককে চীৎকার করায় তাহারা বলবানের ভুজপ্রযুক্ত চেঁচায়। [১০] কিন্তু কেহ কহে না যে রাত্রিতে গানদাতা ও আমারদিগকে পশুহইতে অধিক শিক্ষাদাতা [১১] ও আমারদিগকে শূন্যের পক্ষিহইতে অধিক জ্ঞানদায়ি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর কোথায়। [১২] দুরাচারেরদের অহঙ্কারপ্রযুক্ত তাহারা সেখানে চেচাঁয় কিন্তু কেহ শুনে না। [১৩] অবশ্য প্রভু নিরর্থক কথা শুনিবেন না সর্ব্বশক্তিমান্ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবেন না। [১৪] আমি তাঁহাকে দেখিতে পাইব না তুমি এই কথা কহিলেও তোমার মোকদ্দমা তাঁহার গোচরে আছে অতএব তাঁহার অপেক্ষা কর। [১৫] কিন্তু এখন তাহা না হওয়াপ্রযুক্ত তিনি ক্রোধে আসিয়াছেন কিন্তু সে

অতিশয়রূপে তাহা জানে না। [১৬] অতএব
আয়োব বৃথা মুখ খুলেন এবং অনেক অজ্ঞান
কথা কহেন।

৩৬ পর্ব্ব।

[১] এলীহু আরও কহিল। [২] আমার
কিছু কথা সহ তবে যে ঈশ্বরের পক্ষে আমার
আর২ বচন আছে ইহা তোমাকে জানাইব।
[৩] আমি আপন জ্ঞান দূরহইতে আনিব এবং
আমার নির্ম্মাণকর্ত্তাই ধর্ম্মস্বরূপএই প্রস্তাব করিব।
[৪] কেননা আমার কথা মিথ্যা হবে না যিনি
জ্ঞানেতে পরিপূর্ণ তিনি তোমার সহিত। [৫]
দেখ প্রভু শক্তিমান্ তথাপি কাহাকে তুচ্ছ ক
রেন না তিনি বলেতে ও বুদ্ধিতে শক্তিমান্ আ
ছেন। [৬] তিনি দুষ্টেরদের প্রাণ রাখেন না
তিনি দরিদ্রেরদের বিচার করিয়া উপযুক্ত ন্যায়
করিবেন। [৭] তিনি ধার্ম্মিকহইতে চক্ষু লুকান
না কিন্তু সে দৃষ্টি সিংহাসনস্থ রাজারদের প্রতি
ও হয়। [৮] তিনি তাহারদিগকে নিত্য রক্ষা
করেন ও তাহারা নামলুব্ধ হয়। [৯] তাহারা
শৃঙ্খলেতে বদ্ধ কিম্বা দুঃখরজ্জুতে ধৃত হইলেও
তাহারদের ক্রিয়া ও তাহারা যে আজ্ঞালঙ্ঘন
করিয়াছে তাহা তিনি তাহারদিগকে দেখান।
[১০] তিনি হিতোপদেশ গ্রহণ করিতে তাহার
দের কর্ণ খুলেন ও তাহারদিগকে পাপত্যাগ ক
রিতে অজ্ঞা দেন। [১১] তাহারা যদি শুনিয়া
তাঁহার সেবা করে তবে তাহারা সৌভাগ্যেতে
দিন কাটাইবে ও সুখেতে তাহারদের বৎসর
ক্ষেপণ করিবে। [১২] কিন্তু তাহারা যদি না
শুনে তবে অস্ত্রাঘাতে হত হইবে ও জ্ঞানরহিত
হইয়া মরিবে। [১৩] কিন্তু যাহারা মনে কাপ্ট্য
নিক তাহারা ক্রোধসঞ্চয় করে তিনি তাহারদি
গকে যখন বাঁধেন তখনও তাহারা চেঁচায় না।
[১৪] তাহারা যৌবনাবস্থাতে মরিবে তাহারদের
প্রাণ অশুচিরদের মধ্যে আছে। [১৫] বিরুদ্ধ
দশায় তিনি দুঃখিরদিগকে নিস্তার করেন এবং
অন্যায় পাওনকালে তাহারদের কর্ণ খুলেন।
[১৬] তাহাও করিলে তিনি আঁটো স্থানহইতে
এমন পরিসর স্থানে সরাইতেন যে সেখানে দুর্গ
তি নাই ও তোমার মেজের উপরিস্থ দ্রব্য তৈলে
তে পূর্ণ হইত। [১৭] কিন্তু এখন তুমি দুষ্টের
দের বিচার পূর্ণ করিয়াছ কিন্তু প্রকৃত ন্যায় ও বি
চার তোমার ধর্ত্তব্য হয়। [১৮] ক্রোধ আছে
এইহেতুক সাবধান হও পাছে তিনি একাঘাতে
তোমাকে নাশ করেন তাহা হইলে অনেক প্রায়
শ্চিত্তেতে তোমার মোচন হইতে পারিবে না।
[১৯] তিনি কি তোমার ধন মানিবেন তাহা নয়
স্বর্ণ কিম্বা রূপা কিম্বা পরাক্রমের সকল বাহুল্য
হইলেও তাহা মানিবেন না। [২০] আপনার
দের স্থানহইতে লোকেরা যে কালে লাড়ান যায়
সেই রাত্রিকাল ইস্ছা করিও না। [২১] সাবধান
হও পাপ পালন করিও না যেহেতুক দুঃখহইতে
ইহা বরং তুমি ইচ্ছা করিয়াছ। [২২] কেননা
প্রভু আপনার পরাক্রমেতে সর্ব্বোপরিস্থ আ
ছেন তাঁহার মত কে শিক্ষা করায়। [২৩] কে
তাঁহার পথ আজ্ঞা করিয়াছে তুমি পাপ করি
য়াছ এ কথা তাহাকে কে কহিতে পারে। [২৪]
তাঁহার যে ক্রিয়া মনুষ্যেরা দেখে সে ক্রিয়ার প্র
শংসা করিতে মনে করে। [২৫] সকলে তাহা
দেখে মানুষ দূরহইতে তাহা দৃষ্টি করিতে পা
রে। [২৬] দেখ প্রভু মহান্ এবং আমরা তাঁ
হাকে জানি না তাঁহার বৎসরের সংখ্যার অনু
সন্ধান পাওয়া যায় না। [২৭] যে জলের ফো
টা মেঘে ক্ষরে ও মনুষ্যের উপর মন্দ২ বৃষ্টির
দ্বারা অনেক পাত করে [২৮] সে বৃষ্টির ফোটা
তিনি ক্ষুদ্র করেন সে মেঘেরা তদুৎপাদক বাষ্পা
নুসারে জল বৃষ্টি করে। [২৯] মেঘের বিস্তার
ও তাঁহার তাম্বুর শব্দ কেহ কি বুঝিতে পারে।
[৩০] দেখ তিনি তাহার উপর দীপ্তি বিস্তার ক
রেন এবং সমুদ্রের তলা ঢাকেন। [৩১] দেখ
তৎকরণক তিনি লোকেরদের বিচার করেন তি
নি অনেক ভক্ষ্য দেন। [৩২] তিনি মেঘেতে
দীপ্তি ঢাকেন ও ব্যবধান মেঘেতে তাহার প্র
কাশ না হইতে আজ্ঞা দেন। [৩৩] তাহার
শব্দ তাহার বিষয়ে জানায় পশু ও কুজ্ঝটিকার
বিষয়ে জানায়।

৩৭ পর্ব্ব।

[১] ইহাতেও আমার হৃদয় কাঁপে ও স্থানা
ন্তর হয়। [২] তাঁহার বাক্যের শব্দ ও তাঁহার
মুখহইতে যে ধ্বনি বাহির হয় তাহা মনোযোগ
করিয়া শুন। [৩] তিনি সকল স্বর্গের নীচে তা
হা প্রেরণ করেন তিনি আপন বিদ্যুৎকে পৃথি
বীর সীমাপর্য্যন্তও প্রেরণ করেন। [৪] তাহার
পরে শব্দ শুনা যায় তিনি আপন উত্তমত্বের শ
ব্দেতে মেঘধ্বনি করান যখন তাহা শুনা যায় ত
খন তিনি তাহা বারণ করিবেন না। [৫] প্রভু
আপন রবেতে আশ্চর্য্য মেঘগর্জ্জন করেন আম
রা বুদ্ধিতে যাহা ধারণ করিতে পারি না এমত
মহাক্রিয়া তিনি করেন। [৬] কেননা তুমি পৃ
থিবীর উপরে হও এই কথা তিনি বরফকে ব
লেন এবং আপন পরাক্রমের ঝড় বৃষ্টিকেও
সেই মত কহেন। [৭] তিনি সকল লোকের হাত
বদ্ধ করেন যে সকল লোক তাহার কর্ম্ম জানে।
[৮] তৎকালে জন্তুরা আপনারদের গুপ্ত স্থানে
যায় ও আপনারদের বাসায় থাকে। [৯] দক্ষিণ

হইতে ঝড় এবং উত্তরদিগহইতে আলো আই
সে। [১০] *প্রভুর নিশ্বাসেতে নীহার উৎপন্ন
হয় ও জলের দীর্ঘতা খাটো হইয়া যায়। [১১]
তিনি জল বর্ষাইতে২ ঘন মেঘকে দুর্ব্বল করেন
আপন তেজস্কর মেঘ তিনি উড়াইয়া ফেলেন।
[১২] সকল সংসারের মুখে তাঁহার আজ্ঞা পৃ
থিবীতে পূর্ণ করিবার কারণ তাঁহার পরামর্শে
তে সে সকল ঘূরিয়া যায়। [১৩] দণ্ডের কারণ
কিম্বা তাহার দেশের কারণ কিম্বা দয়ার কারণ
তিনি সে সকলকে আসিতে আজ্ঞা দেন। [১৪]
হে আয়োব ইহা শুন স্থির হইয়া প্রভুর আশ্চর্য্য
কর্ম্ম বিচার কর। [১৫] ঈশ্বর যে সময়ে তাহা
নিরূপণ করিলেন এবং আপন মেঘের দীপ্তি প্র
কাশ করিলেন তুমি কি তাহা জান। [১৬] মে
ঘের সুসমহওয়া অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার এই
আশ্চর্য্য ক্রিয়া তুমি কি জ্ঞাত আছ। [১৭] তি
নি দক্ষিণ বায়ুতে পৃথিবীকে সুস্থির করিলে তো
মার বস্ত্র কেমন করিয়া তপ্ত হইয়াছে তুমি কি
ইহা জান। [১৮] শক্ত ও সাঁচুয়া আর্শির ন্যায়
যে আকাশ তুমি কি তাহার সঙ্গে তাহা মেলাই
য়াছ। [১৯] তাঁহাকে আমারদের যাহা কহি
তে হয় তাহা আমারদিগকে জানাও যেহেতুক
আমরা অন্ধকারময় হওয়াপ্রযুক্ত শব্দ বিন্যাস ক
রিতে পারি না। [২০] আমি যে কথা কহি ইহা
কি তাঁহাকে কহিতে হবে যদি কেহ কথা কহে
তবে সে গ্রাস করা যাইবে। [২১] এখন লো
কেরা মেঘস্থ মহাতেজস্কর আলো দেখে না
কিন্তু বায়ু মেঘের মধ্য দিয়া যাইয়া তাহা পরি
ষ্কার করে। [২২] উত্তর দিগহইতে নির্ম্মল কাল
আইসে ঈশ্বরের স্থানে ভয়দায়ি ঐশ্বর্য্য আছে।
[২৩] শর্ব্বশক্তিমানের প্রকার আমরা বুঝিতে
পারি না তিনি পরাক্রম ও বিচার ও অনেক প্র
কৃত ন্যায়েতে উত্তম তিনি দুঃখ দিবেন না। [২৪]
সে কারণেতে মনুষ্যেরা তাঁহাকে ভয় করে যাহা
রা জ্ঞানবান তাহারদের মধ্যে তিনি কাহাকেও
আদর করেন না।

৩৮ পর্ব্ব।

[১] অনন্তর ঘূর্ণ বায়ুহইতে য়িহুহ স্বয়ং আ
য়োবকে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন। [২] এই কে
যে অজ্ঞান কথাকথনেতে বুদ্ধিকে অন্ধকারময়
করে। [৩] এখন মনুষ্যের মত কমরবন্ধি কর
আমি জিজ্ঞাসা করিব তুমি আমাকে উত্তর দেও।
[৪] যখন আমি পৃথিবীর মুল স্থাপন করিয়া
ছিলাম তখন তুমি কোথায় ছিলা তোমার বুদ্ধি
যদি থাকে তবে কহ। [৫] যখন প্রত্যূষের তারা
একত্র হইয়া গান করিল এবং ঈশ্বরের সকল পু
ত্রেরা আনন্দধ্বনি করিল [৬] তখন তাহার পরি
মাণ কে করিল যদি তোমার জ্ঞান থাকে তবে
কহ [৭] তাহার উপর কে দড়ি ধরিল তাহার ভি
ত্তিমুল কোন বস্তুর উপর বসান গিয়াছে ও কে
তাহার কোণার প্রস্তর বসাইল। [৮] যখন
গর্ভহইতে বাহির হবার ন্যায় সমুদ্র প্রকাশিত
ছিল। [৯] যখন আমি মেঘকে তাহার বস্ত্র ও
ঘোর কুজ্ঝটিকাকে তাহার পেটিবন্ধন করিলাম।
[১০] এবং তাহার কারণ আমার নিরূপিত স্থান
খনন করিলাম এবং হুড়কা ও কপাট করিলাম।
[১১] এবং এপর্য্যন্ত তুমি আসিতে পাইবা কিন্তু
অধিক নহে এখানে তোমার গর্ব্বিত ঢেউ থাকি
বে এ কথা যখন আমি কহিলাম তখন তাহা ক
পাট দিয়া কে রুদ্ধ করিল। [১২] তোমার দি
নাবধি কি তুমি প্রভাতের আজ্ঞা দিয়াছ [১৩]
এবং দুষ্টেরা তাহাহইতে ঝাড়া যাওনের নি
মিত্তে পৃথিবীর সীমা ধরিবার কারণ তুমি কি
অরুণোদয়কে আপন স্থান জানাইয়াছ। [১৪]
যেমন মৃত্তিকা মুদ্রাতে মুদ্রিত হয় তেমন তাহা
অন্যরূপ হইয়াছে এবং তাহারা বস্ত্রের মত
দাঁড়ায়। [১৫] দুষ্টহইতে তাহারদের দীপ্তি
নিবারিত আছে এবং উচ্চ ভুজ ভাঙ্গা যাইবে।
[১৬] তুমি কি সমুদ্রের উৎসহইতে প্রবেশ করি
য়াছ তুমি কি গাম্ভীর্য্যের বিবেচনা করিতে গি
য়াছ। [১৭] মৃত্যুর দ্বার কি তোমার নিমিত্তে
খোলা গিয়াছে মৃত্যুর ছায়ায় দ্বার তুমি কি
দেখিয়াছ। [১৮] তুমি কি পৃথিবীর বিস্তার
জানিতে পাইয়াছ যদি এই সকল জ্ঞাত আছ
তবে কহ। [১৯] দীপ্তি কোথায় বসতি করে
এবং অন্ধকারের স্থান কোথায়। [২০] যে
তুমি তাহার সকল সীমাপর্য্যন্ত তাহা লইবা ও
তাহার ঘরের পথ জানাইবা। [২১] তো
মার তখন জাত হওয়াতে এবং তোমার অনেক
বয়স হওয়াতে কি তুমি তাহা জ্ঞাত আছ। [২২]
তুমি কি বরফের ভাণ্ডারে গিয়াছ [২৩] কিম্বা বি
রুদ্ধ কালের কারণ এবং সংগ্রাম ও যুদ্ধের দি
নের কারণ যে শিলা আমি বৃষ্টির নিমিত্তে রা
খিয়াছি তাহার ভাণ্ডার কি তুমি দেখিয়াছ।
[২৪] যখন পূর্ব্বীয় বাতাস পৃথিবীতে দীপ্ত ছা
ড়িয়া দেয় তখন দীপ্তি কি প্রকার ছিন্নভিন্ন হয়।
[২৫] পৃথিবীর নরশূন্য স্থানে এবং নির্জ্জন বনে
*নির্জ্জন স্থান ও কানন তৃপ্ত করিতে [২৬] বৃক্ষের
কোমল মঞ্জরিও বাড়াইতে বন্যার যাওয়ার পথ
[২৭] ও মেঘধ্বনির সহচর বিদ্যুতের পথ কে ক
রিয়াছে। [২৮] কি বৃষ্টির পিতা আছে এবং
শিশিরের বিন্দুকে কে জন্ম দিয়াছে। [২৯] নী
হার কাহার গর্ভহইতে বাহির হইল ও আকা
শের হিমানীর কে জন্ম দিয়াছে। [৩০] জল পা

ধরের মত হইয়া যায় এবং গভীরের মুখ যমিয়া
যায় । [৩১] গ্রীষ্মের ফলদায়ি গুণ তুমি কি বোধ
করিতে পার কিম্বা হিমের বন্ধ তুমি কি খুলিতে
পার । [৩২ তুমি কি মৃত্যুদায়ি বায়ু তাহার কা
লে আনিতে পার কিম্বা শাঁকিদায়ক বায়ু ও তা
হার পুত্রগণকে তুমি কি আনিতে পার । [৩৩]
তুমি কি স্বর্গের ব্যবস্থা জ্ঞাত আছ পৃথিবীতে তা
হার কর্ত্তৃত্ত্ব কি তুমি নিরূপণ করিতেপার । [৩৪]
বহু জলাচ্ছাদিত হইবার কারণ তুমি কি মেঘপ
র্য্যন্ত আপন রব উঠাইতে. পার । [৩৫] তুমি
কি বিদ্যুৎকে এমন পাঠাইতে পার যে তাহারা
আসিয়া তোমাকে কহিবে যে আমরা এই আ
ছি । [৩৬] অন্তরে জ্ঞান ও হৃদয়ে বুদ্ধি কে দি
য়াছে । [৩৭] জ্ঞানেতে মেঘের গণনা কে ক
রিতে পারে [৩৮] কি যখন ধূলা শক্ত হইয়া
যায় ও ঢেলা যোড়া লাগে তখন কে স্বর্গের জল
ধর বাঁধিতে পারে । [৩৯] তুমি কি সিংহের
কারণ শিকার ধরিবা কিম্বা সিংহের বাচ্চারা য
খন আপনারদের বাসায় বসে এবং আপনার
দের গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া থাকে [৪০] তখন
তুমি কি তাহারদিগকে তৃপ্ত করিতে পার । [৪১]
কাকের আহার কে যোগায় যখন তাহার বাচ্চা
ভক্ষ্যের জন্যে প্রভুর স্থানে চেঁচায় তাহারা আ
হার না পাইয়া ভ্রমণে যায় ।

৩৯ পর্ব্ব ।

[১] পর্ব্বতের বন্য ছাগলের প্রসবকাল তুমি কি
জ্ঞাত আছ কিম্বা হরিণের প্রসবকাল তুমি কি নিরূ
পণ করিতে পার । [২] তাহারা কত মাস গর্ভে
ধরে ও তাহারদের প্রসবকাল কখন হয় তুমি কি
জ্ঞাত আছ । [৩] তাহারা হেঁট হয় বাচ্চা প্রসব
করে তাহারা আপন২ যন্ত্রণা বাহিরে ক্ষেপ
করে । [৪] তাহারদের শাবক হৃষ্টপুষ্ট হয় তা
হারা শস্য খাইতে২ বাড়ে তাহারা প্রস্থান করে
এবং পুনঃ তাহারদের নিকটে আইসে না । [৫]
আলয়ের নিমিত্তে যাহাকে আমি বন দিয়াছি ও
যাহার নিবাস মরুস্থানে আছে [৬] এমন যে বন
গাধা তাহাকে কে মেলা পাঠাইয়াছে বনগাধার
বন্ধন কে খুলিয়াছে । [৭] সে শহরের শব্দ নি
ন্দা করে সে চালকেরদের শব্দ মানে না । [৮]
পর্ব্বতশ্রেণী তাহার চরাণ স্থান সে প্রত্যেক তা
জা বস্তু চেষ্টা করে । [৯] গণ্ডার কি তোমার
সেবা করিবে সে কি তোমার হাড়ঙ্গে থাকিবে ।
[১০] তুমি কি যোত দিয়া গণ্ডারকে হালের সী
রে বান্ধিতে পারিবা সে কি তোমার পশ্চাৎ২ হই
য়া মাঠের চাস দিবে । [১১] তাহার বল বড় হও
য়াতে কি তুমি তাহাতে নিশ্বাস করিবা তোমার
কর্ম্ম কি তাহার কাছে সমর্পণ করিবা । [১২] তু
মি কি বিশ্বাস করিবা যে সে তোমার বীজ আনি
বে ও তোমার গোলায় একত্র করিবে । [১৩] তু
মি কি ময়ূরকে সুন্দর পাখা দিয়াছ [১৪] এবং
ডিম্ব মৃত্তিকায় ত্যাগকারি ও ধূলায় তাহা তপ্তকারি
[১৫] এবং পায়ে তাহা ভাঙ্গিতে পারে কিম্বা বন
জন্তু তাহা দলাইতে পারে ইহা বিস্মরণকারি খু
সীদা পক্ষির পাখা ও পাখনি কি তুমি দিয়াছ ।
[১৬] তাহার শাবকেরা তাহার নিজের না হই
লে যেমন করিত তেমন আপন সন্তানেরদের
প্রতি তাহার মন নির্দয় হইয়াছে তাহার কর্ম্ম বৃথা
ও ভয়রহিত । [১৭] যেহেতুক তাহার জ্ঞান ঈশ্বর
লোপ করিয়াছেন ও তাহাকে বুদ্ধি দেন নাই ।
[১৮] সে যে কালে উচ্চেতে উঠে সে কালে ঘো
ড়া ও সোআরকে তুচ্ছ করে । [১৯] তুমি কি
ঘোড়াকে বল দিয়াছ তাহার গলায় তুমি কি মে
ঘধ্বনি পরাইয়াছ । [২০] তুমি কি পঙ্গপাল
ফড়িঙ্গের ন্যায় তাহাকে ভয়ার্ত্ত করাইতে পার
তাহার নাসিকার ছিদ্রের সৌন্দর্য্য ভয়দায়ী আ
ছে । [২১] সে মাটে আঁছড়ায় ও আপনার
বলে হৃষ্ট হইয়াছে সসজ্জ লোকেরদের সহিত
সে দেখা করিতে যায় । [২২] সে ভয়েতে পরি
হাস করে ও ভয় দেখে না এবং করবালের মুখ
হইতে ফিরে না । [২৩] তরকোষ ও ঝিকমিকি
করবাল ও ঢাল তাহার গায় খরু২ করে । [২৪]
সে সাহস ও ক্রোধেতে ভূমিকে গ্রাস করে এবং
এই তূরীর শব্দ ইহা প্রত্যয় করে না । [২৫] সেই
তূরীর শব্দ শুনিলে হাঁ২ বলে সে বহুদূর থাকি
য়াও সমরের গন্ধ পায় এবং সেনাপতিরদের
নাদ ও স্বর শুনে । [২৬] বাজ দক্ষিণদিগে আ
পন ডেনা বিস্তার করণসময়ে কি তোমার বুদ্ধি
তে উড়ে । [২৭] গৃধ্রুপক্ষী কি তোমার আজ্ঞায়
উঠে ও আপন বাসা অত্যুচ্চ স্থলে করে । [২৮]
সে পর্ব্বতের উপরে বাস করে এবং পর্ব্বতের চূ
ড়ায় ও দুর্গম স্থানে থাকে । [২৯] সেখানহই
তে সে আহার চেষ্টা করে তাহার চক্ষু অনেক
দূর দেখে । [৩০] তাহার বাচ্চারা রক্ত চুষে
ও যেখানে মরা সেখানে সে ।

৪০ পর্ব্ব ।

[১] য়িহুহ আয়োবকে প্রত্যুত্তর করিয়া আর২
ও বলিলেন । [২] শর্ব্বশক্তিমানের সহিত বি
রোধ করা কি জ্ঞানের কার্য্য যে জন ঈশ্বরের
সহিত বাদানুবাদ করে সে তাঁহার উত্তর দিউক ।
[৩] তখন আয়োব য়িহুহকে বলিল । [৪]
দেখ আমি ছার তোমাকে কি প্রত্যুত্তর করিব
আমি আপনার মুখে হস্ত দিব । [৫] একবার
আমি কহিয়াছি কিন্তু প্রত্যুত্তর করিব না দুইবার
ও কহিয়াছি কিন্তু পুনর্ব্বার বলিব না । [৬]

অতঃপরে য়িহুহ ঘূর্ণ বাতাসে থাকিয়া আয়োবকে প্রত্যুত্তর করিয়া বলিলেন। [৭] এখন মানুষের মত কমরবন্ধ কর তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করিব আমাকে জানাও। [৮] তুমি কি আমার বিচার অনর্থক করিবা তুমি কি আপনাকে যাথার্থিক করণার্থে আমাকে দোষী করিবা। [৯] তোমার ভুজ কি প্রভুর ভুজের মত তুমি কি তাঁহার মত মেঘধ্বনি করিতে পার। [১০] তুমি মহত্ত্বেতে ও উত্তমতাতে আপনাকে বিভূষিত কর সৌন্দর্য্য ও গৌরব পরিধান কর। [১১] তোমার ক্রোধ ছাড়িয়া দেও প্রত্যেক অহঙ্কারিকে দেখিয়া খাটো কর। [১২] প্রত্যেক অহঙ্কারিকে দেখ এবং তাহাকে চূর্ণ কর দুষ্টেরদিগকে আপনারদের স্থানে দলাও। [১৩] তাহারদিগকে ধূলায় লুকাইয়া রাখ তাহারদের মুখ গুপ্ত স্থানে বাঁধ। [১৪] তাহা করিলে আমি তোমার নিকটে স্বীকার করিব যে তুমি আপনার হস্তেতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবা। [১৫] আমি তোমার সহিত যে বেহেমোত সৃষ্টি করিয়াছি তাহাকে দেখ সে পশু গরুর মত ঘাস খায়। [১৬] দেখ তাহার কমরে তাহার বল তাহার উদরের নাভিতে তাহার পরাক্রম। [১৭] তাহার লাঙ্গল আরেজ বৃক্ষের মত লড়ে তাহার অণ্ডকোষের শিরা যোড়া হইয়াছে। [১৮] তাহার অস্থি পিত্তলের খণ্ডের মত তাহার অস্থি লোহার দণ্ডের মত। [১৯] সে প্রভুর সৃষ্টির প্রধান আছে কিন্তু যিনি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি তাহাকে করবাল দিয়া হত্যা করিতে পারেন। [২০] মাঠের সকল পশুর খেলার স্থানরূপ পর্ব্বত তাহার ভক্ষ্য উৎপন্ন করে [২১] সে ছায়াদায়ক বৃক্ষের তলে ও নলবনে ও বিলের মধ্যে শয়ন করে। [২২] ছায়াদায়ক বৃক্ষ আপন ছায়াতে তাহাকে ঢাকে নদীর বাইসি বৃক্ষ তাহার চতুর্দ্দিগে থাকে। [২৩] দেখ সে নদীকে পান করে তথাচ শীঘ্র করে না সে সাহস করে যে য়রদন নদী মুখে আকর্ষণ করিতে পারে। [২৪] সে চক্ষুতে তাহা ধরে তাহার নাক ফাঁদ ভেদ করিয়া যায়।

৪১ পর্ব্ব।

[১] তুমি কি বর্শিতে লিবিয়াতানকে উঠাইতে পার কিম্বা রজ্জুতে তাহার জিহ্বা কি বিন্ধিতে পার। [২] তুমি কি তাহার নাকে বর্শি দিতে পার তুমি কি কাঁটা দিয়া তাহার থুতি গাঁথিতে পার। [৩] সে কি তোমার কাছে প্রার্থনা করিবে সে কি তোমাকে কোমল বচন বলিবে। [৪] সে কি তোমার সহিত বন্দোবস্ত করিবে তুমি কি আপনার নিত্য দাস হইবার কারণ তাহাকে লইবা। [৫] যেমন পক্ষির সহিত খেলে তেমন কি তাহার সহিত খেলিবা তুমি কি যুবতীরদের কৌতুকের কারণ তাহাকে বান্ধিবা। [৬] তোমার সখাগণ কি তাহাকে ভোজন করিবে তাহারা কি মহাজনেরদের মধ্যে তাহাকে বাঁটিয়া দিবে। [৭] তাহার চর্ম্ম কি খোঁচাতে কিম্বা তাহার মাথা টেঁটাতে পূর্ণ করিতে পার। [৮] তোমার হাত তাহার উপর রাখ সংগ্রাম মনে করিয়া পুনর্ব্বার এমন করিও না। [৯] দেখ তাহাতে ভরসা মিথ্যা তাহার দর্শনমাত্রেতে মনুষ্য কি নিরাশ হবে না। [১০] তাহাকে উঠাইতে কাহারো সাহস নাই তবে আমার সাক্ষাৎ কে দাঁড়াইতে পারে। [১১] আমার অগ্রগামী কে যে আমি তাহার শোধ দি স্বর্গের নীচে সকল স্থানে যত আছে তাহাই আমার। [১২] তাহার অঙ্গ ও তাহার বল ও তাহার শোভাকর মানান আমি গুপ্ত করিব না। [১৩] তাহার বস্ত্রের মুখ কে দেখিতে পারে কে দোহারা লাগাম লইয়া তাহার নিকটে যাইতে পারে। [১৪] তাহার মুখের দ্বার কে খুলিতে পারে তাহার দন্ত চতুর্দ্দিগে ভয়ঙ্কর আছে। [১৫] তাহার আঁইষই তাহার অহঙ্কার তাহা মোহরে ছাপা যাইবার মত বন্ধ আছে। [১৬] তাহা এমত গাঁথা আছে যে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না। [১৭] তাহা পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে তাহা বড় লাগিয়াছে তাহা ভিন্ন হইতে পারিবে না। [১৮] তাহার হাঁচিতে দীপ্তির প্রকাশ হয় তাহার নয়ন প্রভাতের চক্ষুর পাতার ন্যায়। [১৯] তাহার মুখহইতে প্রজ্বলিত প্রদীপ বাহির হয় ও অগ্নির উল্কা নির্গত হয়। [২০] যেমন হাঁড়ি কি কড়াইহইতে তেমন তাহার নাসিকাহইতে ধূম বাহির হয়। [২১] তাহার নিশ্বাসেতে অঙ্গার প্রজ্বলিত হয় ও তাহার মুখহইতে অগ্নিশিখা বাহির হয়। [২২] তাহার গলায় বল বাস করে তাহার সম্মুখে বিনাশ নৃত্য করে। [২৩] তাহার মাংসের পর্দ্দা পরস্পর যুক্ত হয় তাহারা শক্ত ও চালিত হইতে পারে না। [২৪] তাহার হৃৎপিণ্ড পাথরের ন্যায় শক্ত তাহা জাঁতার নামো পাটের মত। [২৫] সে যদি আপনাকে উঠায় তবে বলবানেরা পলায় তাহারা উৎপাতপ্রযুক্ত ভয়াকুল হইয়াছে। [২৬] তাহাকে স্পর্শ করিলে তলোয়ার কিম্বা বর্শা কিম্বা বাণ কিম্বা পিত্তলের সাঁজোয়া অখণ্ড থাকে না। [২৭] সে লোহাকে নাড়ার ন্যায় জ্ঞান করে ও পিত্তলকে পচা কাষ্ঠের মত মানে। [২৮] ধনুকের বাণ তাহাকে খেদাইতে পারে না ফিঙ্গের পাথর তাহার নিকটে নাড়ারূপ হইয়াছে। [২৯] সে নাড়ার ন্যায় বাণকে মানে ও তলোয়ারের ঝাঁ

জেতে হাসে। [৩০] তীক্ষ্ণ প্রস্তর তাহার নীচে
থাকে সে তীক্ষ্ণ বস্তু কর্দ্দমের উপর ছড়াইয়া
দেয়। [৩১] গভীরকে সে হাঁড়ির জলের মত
ফুটায় এবং ঔষধের হাঁড়ির ন্যায় সমুদ্রকে ফুটা
য়। [৩২] তাহার পশ্চাৎ পথ চকং করে কেহ
তাহা দেখিতে গাম্ভীর্য্যকে পক্ক কেশের ন্যায়
জ্ঞান করে। [৩৩] ভয়রহিত যে নির্ম্মিত হইয়া
ছে এমন কেহ তাহার তুল্য পৃথিবীতে নাই।
[৩৪] সে সকল উচ্চ বস্তু দেখে সে অহঙ্কারের
সন্তানেরদের রাজা।

৪২ পর্ব্ব।

[১] তৎপরে আয়োব য়িহুহকে প্রত্যুত্তর করি
য়া বলিল। [২] আমি জানি যে তুমি সকলি
করিতে শক্ত আছ ও কোন মানস তোমার অগো
চর নাই। [৩] সে কে যে জ্ঞানরহিত হইয়া পরা
মর্শ গুপ্ত করে অতএব আমি যাহা বুঝিলাম না
যে অত্যাশ্চর্য্য কথা জানিলাম না তাহা কহিয়া
ছি। [৪] এখন আমি কহি শুন তোমাকে আমি
জিজ্ঞাসা করি আমাকে জানাও। [৫] কর্ণের শ্র
বণের দ্বারা তোমার বিষয়ে আমি শুনিতে পাই
য়াছি বটে কিন্তু এখন আমার চক্ষু তোমাকে
দেখে। [৬] সেহেতুক আমি আপনাকে ঘৃণা
করি এবং ধূলায় ও ভস্মেতে বসিয়া অনুতাপ
করি।

[৭] য়িহুহ আয়োবকে এ কথা কহিলে পরে
য়িহুহ এলীফজ তেমানীকে বলিলেন আমার কো
প তোমার ও তোমার দুই বন্ধুর উপরে প্রজ্বলিত
হইয়াছে যেহেতুক যেমন আমার দাস আয়োব
কহিয়াছে তেমন তোমরা আমার বিষয়ে প্রকৃত
কহ নাই। [৮] এখন আপনং কাছে সাতটা
গরু ও সাতটা মেষ লইয়া আমার দাস আয়ো
বের নিকটে যাইয়া আপনারদের জন্যে হোম
কর পরে আমার দাস আয়োব তোমারদের
জন্যে প্রার্থনা করিবে কেননা আমি তাহাকে গ্র
হণ করিব পাছে আমার দাস আয়োবের মত
আমার বিষয়ে প্রকৃত কথা না কহাপ্রযুক্ত আমি
তোমারদের অজ্ঞান ক্রিয়ানুযায়ি ফল তোমার
দিগকে দি।

[৯] তখন তেমানী এলীফজ ও শূখী বিলদদ ও
নঅমাতী সোফর যাইয়া যেমন য়িহুহ তাহারদি
গকে কহিয়াছিলেন তেমন করিল। [১০] তা
হাতে য়িহুহ আয়োবকে গ্রহণ করিলেন এবং আ
য়োবের যে সম্পদ পূর্ব্বে ছিল য়িহুহ সে সক
লের দ্বিগুণ করিলেন। যখন আয়োব আপন
মিত্রেরদের কারণ প্রার্থনা করিল তখন য়িহুহ আ
য়োবের দুর্দ্দশা ফিরাইলেন।

[১১] তখন তাহার ভ্রাতারা ও ভগিনীরা ও
পূর্ব্ব পরিচিতেরা আসিয়া তাহার সহিত তাহার
বাটীতে ভোজন করিল এবং তাহার সহিত ক্রন্দন
করিল ও যে সকল আপদ য়িহুহ তাহার উপর ঘ
টাইয়াছিলেন তদ্ধেতুক তাহাকে সান্ত্বনা করিল
এবং প্রত্যেক জন তাহাকে এক মুদ্রা ও স্বর্ণের
এক কুণ্ডল দিল। [১২] এবং য়িহুহ আয়োবের
শেষাবস্থায় তাহার প্রথমাবস্থাহইতে অধিক ম
ঙ্গল দিলেন ও তাহার চতুর্দ্দশ সহস্র মেষ ও
ছয় সহস্র উষ্ট্র ও এক সহস্র যোড়া বলদ ও
এক সহস্র গর্দ্দভ ছিল। [১৩] এবং তাহার
সাত পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। [১৪] তাহার
জ্যেষ্ঠার নাম য়িমীমাহ্ দ্বিতীয়ার নাম কিসীআহ্
ও তৃতীয়ার নাম কেরেণহপূক রাখিল। [১৫]
সে সকল দেশে আয়োবের কন্যারদের ন্যায়
রূপবতী কোন স্ত্রী ছিল না এবং তাহারদের পি
তা তাহারদের ভ্রাতারদের সহিত তাহারদিগকে
অধিকার দিল।

[১৬] ইহার পরে আয়োব এক শত চল্লিশ
বৎসর বাঁচিয়া আপন পুত্র পৌত্রাদি চারি পুরুষ
পর্য্যন্ত দেখিল [১৭] পরে আয়োব বৃদ্ধ ও আয়ু
তে সম্পূর্ণ হইয়া পঞ্চত্ব পাইল।

দাউদের গীত।

১ প্রথম গীত।

[১] যে জন অধার্ম্মিকেরদের পরামর্শে যায় না
ও পাপি লোকেরদের পথে দাঁড়ায় না ও নিন্দ
কেরদের আসনে বসে না। [২] কিন্তু য়িহুহের
শাস্ত্রে সন্তোষ পায় এবং তাঁহার শাস্ত্রে দিবারাত্রি
ধ্যান করে সে জন ধন্য। [৩] যে বৃক্ষ সজল
নদীর নিকটে রোপিত ও স্বকালে ফল ফলে ও
তাহার পাতা ম্লান হয় না সে জন সে বৃক্ষের
মত সে যাহা করে তাহাতে বর্দ্ধমান হবে। [৪]
অধার্ম্মিকেরদের এমন গতি নয় কিন্তু তাহারা বা
তাসে উড্ডীয়মান ভূষির মত। [৫] অতএব অধা

র্ম্মিকেরা বিচারে ও পাপিরা ধার্ম্মিকেরদের মণ্ড
লীতে দাঁড়াইতে পারিবে না। [৬] কেননা য়ি
হুহ ধার্ম্মিকেরদের পথ জানেন কিন্তু অধার্ম্মিকের
দের পথের নাশ হবে।

২ গীত।

[১] অন্যদেশীয়েরা কেন বিবাদ করে ও লো
কেরা কেন নিরর্থক চিন্তা করে। [২] য়িহুহের ও
তাঁহার অভিষিক্তের বিপরীতে পৃথিবীর রাজারা
আপনারদিগকে প্রবর্ত্ত করিল এবং কর্ত্তারা পর
স্পর মন্ত্রণা করিয়া কহিল। [৩] আইস আম
রা তাহারদের বন্ধন ছিন্ন করি ও তাহারদের
রজ্জু আপনারদিগহইতে দূরে ক্ষেপ করি। [৪]
যিনি স্বর্গবাসী তিনি হাসিবেন ঈশ্বর তাহারদিগ
কে পরিহাস করিবেন। [৫] তখন তিনি ক্রোধে
তাহারদিগকে কহিবেন ও আপন মহাকোপে তা
হারদিগকে মনস্তাপিত করিবেন। [৬] তথাপি
আমি স্বকৃত রাজাকে আপনার পবিত্র পর্ব্বত সী
ওনোপরি স্থাপন করিয়াছি। [৭] আমি নিয়ম
প্রকাশ করিব য়িহুহ আমাকে কহিয়াছেন যে তু
মি আমার পুত্র আজি আমি তোমাকে জন্মাইয়া
ছি। [৮] আমার স্থানে যাচ্ঞা কর এবং তো
মার অধিকারের নিমিত্তে আমি অন্যদেশীয়েরদি
গকে ও তোমার রাজ্যের কারণ পৃথিবীর সীমা
দিব। [৯] তুমি তাহারদিগকে লৌহ দণ্ডদ্বারা
প্রহার করিবা ও কুম্ভকারের পাত্রের ন্যায় তাহার
দিগকে চূর্ণ করিবা। [১০] অতএব হে রাজারা
তোমরা বুদ্ধিমান হও হে পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা
রা তোমরা উপদিষ্ট হও। [১১] ভয়েতে য়িহু
হের সেবা কর ও কম্পনেতে আনন্দ কর। [১২]
পুত্রকে চুম্বন কর পাছে তিনি ক্রোধান্বিত হন
ও তাঁহার ক্রোধ কিঞ্চিন্মাত্র জ্বলিলে সে পথহই
তে তোমারদের বিনাশ হয় যাহারা তাঁহাতে বি
শ্বাস করে তাহারা ধন্য।

৩ গীত।

আপন পুত্র আবশালোমহইতে পলায়নকা
লে দাউদের রচিত এক গীত এই।

[১] হে য়িহুহ আমার দুঃখদায়িরা কেমন ব
র্দ্ধিত হইয়াছে আমার বিপরীতাচারিরা অনেক।
[২] আমার আত্মার বিষয়ে অনেকে বলে যে
ঈশ্বরেতে তাহার পরিত্রাণ নাই। সেলা। [৩]
হে য়িহুহ তুমি আমার রক্ষার্থ ঢাল ও আমার
গৌরব ও আমার মস্তকোত্তোলনকর্ত্তা। [৪]
আমি উচ্চৈঃস্বরে য়িহুহের নিকটে নিবেদন করি
লাম এবং তিনি আপন পবিত্র পর্ব্বতে থাকিয়া
আমার কথা শুনিলেন। [৫] সেলা। আমি
শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম অনন্তরে আমি উঠি
লাম যেহেতুক য়িহুহ আমাকে রক্ষা করিলেন।
[৬] অযুত২ লোক আমার বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিগে
সজ্জিত হইলেও আমি ভয় করিব না। [৭] হে
য়িহুহ উঠ হে আমার ঈশ্বর আমাকে ত্রাণ কর
যেহেতুক তুমি আমার সকল শত্রুরদিগকে চপে
টাঘাত করিয়াছ তুমি অধার্ম্মিকেরদের দন্ত ভাঙ্গি
য়াছ। [৮] পরিত্রাণ য়িহুহের ক্রিয়া তোমার
লোকের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ। সেলা।

৪ গীত।

নিগীনোত যন্ত্রেতে প্রধান বাদকের কারণ দা
উদের এক গীত এই।

[১] হে আমার ধর্ম্মের ঈশ্বর আমার প্রার্থনা
কালে আমার কথা শুন আমি যখন দুঃখে ছিলাম
তখন তুমি আমাকে বর্দ্ধিত করিয়াছ অনুগ্রহ করি
য়া আমার প্রার্থনা শুন। [২] হে মানুষেরদের
সন্তানেরা তোমরা কতকাল আমার গৌরবের
অপমান করিবা কতকাল অনর্থক ক্রিয়া ভাল বা
সিবা এবং মিথ্যা কথা কহিতে চেষ্টা করিবা।
[৩] সেলা। জান যে য়িহুহ পুণ্যবান ব্যক্তিকে
ভিন্ন করিয়া আপনার নিমিত্তে রাখিয়াছেন আ
মি প্রার্থনা করিলে য়িহুহ আমার কথা শুনি
বেন। [৪] ভয়ান্বিত হও পাপ করিও না আ
পন শয্যাতে ধ্যান করিয়া চুপ করিয়া থাক। [৫]
সেলা। ধর্ম্মরূপ নিবেদন কর ও য়িহুহেতে বি
শ্বাস কর। [৬] অনেকে বলে যে আমারদের ম
ঙ্গল কে করিবে হে য়িহুহ আপনার মুখ আমার
দের প্রতি প্রসন্ন করুন। [৭] শস্য ও দ্রাক্ষারসের
বাহুল্যসময়ে যে আনন্দ হয় সে আনন্দহইতে
অধিক আনন্দ আমার মনে তুমি দিয়াছ। [৮]
আমি শান্তিতে শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব
কেননা হে য়িহুহ কেবল তুমি নিরাপদে আমা
কে বাস করাইতেছ।

৫ গীত।

নিখীলোত যন্ত্রেতে প্রধান বাদ্যকারির নিমি
ত্তে দাউদের এক গীত এই।

[১] হে য়িহুহ আমার কথা শুন আমার ধ্যা
নেতে মনোযোগ কর। [২] হে আমার রাজা
ও আমার ঈশ্বর আমার আর্ত্তস্বর শুন কেননা
আমি তোমার স্থানে প্রার্থনা করিব। [৩]
হে য়িহুহ তুমি প্রাতঃকালে আমার রব শুনিবা
প্রাতে আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করিব ও
ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিব। [৪] কেননা তুমি পাপেতে
তুষ্ট প্রভু নও কুক্রিয়া তোমার সহিত বাস করিবে
না। [৫] অজ্ঞানেরা তোমার সাক্ষাৎ দাঁড়াইতে
পারিবে না তুমি সকল কুক্রিয়াকর্ত্তারদিগকে ঘৃণা
করিতেছ। [৬] মিথ্যাবক্তারদিগকে তুমি সংহার
করিবা ঘাতক ও কপট লোকেরদিগকে য়িহুহ ঘৃ
ণা করিবেন। [৭] কিন্তু আমি তোমার বহু

অনুগ্রহেতে তোমার মন্দিরে প্রবেশ করিব তো
মার ভয়েতে তোমার পবিত্র মন্দিরের অভিমুখে
আমি ভজনা করিব। [৮] আমার শত্রুহেতুক
তুমি আপন ধর্ম্মেতে আমাকে পথ দর্শাও তো
মার পথ আমার সম্মুখে সোজা কর। [৯] যে
হেতুক যথার্থ বাক্য তাহারদের মুখে নাই তা
হারদের অন্তর দুষ্টতামাত্র তাহারদের নলিই আ
দুলা কবর তাহারা জিহ্বাতে শ্লাঘা করে। [১০]
হে ঈশ্বর তাহারদিগকে নষ্ট কর তাহারা আপ
নারদের পরামর্শহইতে পতিত হউক তাহারদের
অনেক দোষে তাহারদিগকে অধঃক্ষেপ কর যে
হেতুক তাহারা তোমার প্রতি অতিক্রম করিয়া
ছে। [১১] তোমার শরণাগতেরা আনন্দিত হ
উক তাহারা সদাকাল উল্লসিত হউক যেহেতুক
তুমি তাহারদিগকে রক্ষা করিতেছ তোমার নাম
প্রেমকারিরা তোমাতে হৃষ্ট হউক। [১২] কেননা
হে যিহুহ তুমি ধার্ম্মিকেরদিগকে আশীর্ব্বাদ দি
বা যেমন ঢালেতে তেমন অনুগ্রহেতে তুমি তা
হাকে আবৃত করিবা।

৬ গীত।

নিগীনোত যন্ত্রেতে শিমীনীত স্বরে শ্রেষ্ঠ জ
নের নিমিত্তে দাউদের এক গীত এই।

[১] হে যিহুহ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অনুযোগ
করিও না এবং প্রজ্বলিত ক্রোধেতে আমাকে শা
স্তি দিও না। [২] হে যিহুহ আমাকে দয়া কর
কেননা আমি দুর্ব্বল হে যিহুহ আমাকে সুস্থ
কর কেননা আমার অস্থি থর২ করে। [৩] আ
মার প্রাণ অতিব্যাকুল আছে হে যিহুহ কত
কালপর্য্যন্ত। [৪] হে যিহুহ ফির আমার প্রাণ
মুক্ত কর তোমার কৃপাতে আমাকে ত্রাণ কর।
[৫] যেহেতুক মৃত্যুতে তোমার স্মরণ নাই কব
রে তোমার প্রশংসা কে করিবে। [৬] আমার
কোঁকানেতে আমি শ্রান্ত হইয়াছি আমি সমস্ত
রাত্রিতে আপনার শয্যা ভাসাই আমি অশ্রুতে
আপন শয্যা সিক্ত করি। [৭] শোকেতে আ
মার চক্ষুঃ ক্ষীণ হইয়াছে তাহা আমার সকল শ
ত্রুহেতুক জরা হইয়া গিয়াছে। [৮] হে সকল
কুকর্ত্তারা তোমরা আমাহইতে দূর হও কেননা
যিহুহ আমার ক্রন্দনশব্দ শুনিয়াছেন। [৯] যি
হুহ আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন যিহুহ আমার
নিবেদন গ্রহণ করিবেন। [১০] আমার সক
শত্রুরা লজ্জিত ও অতিব্যাকুলিত হউক তাহারা
পুনর্ব্বার আসিয়া হঠাৎ লজ্জিত হউক।

৭ গীত।

বেন্যামিনীয় কুশের কথার বিষয়ে দাউদ যে
শিগায়োন যিহুহের কাছে গাইলেন সে গীত
এই।

[১] হে যিহুহ আমার ঈশ্বর তোমাতে আমার
ভরসা আমার সকল নিগ্রহকর্ত্তারদিগহইতে আ
মাকে ত্রাণ কর ও আমাকে নিস্তার কর [২]
পাছে তারকহীন হওয়াসময়ে সে সিংহের মত
আমার প্রাণকে চিরিয়া ফেলে। [৩] হে যিহুহ
আমার ঈশ্বর আমি যদি এমত করিয়া থাকি যদি
অধর্ম্ম আমার হাতে হইয়া থাকে যে জন আমার
সহিত নির্ব্বিরোধ হইল [৪] তাহার মন্দ যদি
আমি করিয়া থাকি বরং যে জন আমার অকারণ
শত্রু হইল তাহাকেও আমি মুক্ত করিয়াছি [৫]
তবে শত্রু আমার প্রাণের নিগ্রহ করিয়া ধরুক ও
মৃত্তিকায় আমার প্রাণ দলাউক ও আমার সম্ভ্রম
ধূলায় ক্ষেপ করাউক। সেলা। [৬] হে যিহুহ
ক্রোধেতে উঠ আমার শত্রুরদের কোপ করণহে
তুক দণ্ডায়মান হও যে নিষ্পত্তি তুমি করিয়াছ তা
হাতে আমার কারণ জাগৃত হও [৭] তাহাতে
লোকসমূহ তোমাকে বেষ্টন করিবে অতএব তা
হারদের জন্যে উচ্চ স্থানে প্রত্যাগমন কর। [৮]
যিহুহ লোকেরদের বিচার করিবেন হে যিহুহ
আমার ধর্ম্ম ও সাধুশীলতানুসারে আমার বি
চার কর। [৯] দুষ্ট লোকেরদের দুষ্টতার শেষ
হউক কিন্তু ধার্ম্মিকেরদিগকে স্থির কর যেহেতুক
ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর হৃদয় ও অন্তঃকরণের বিচার ক
রেন। [১০] শুদ্ধান্তঃকরণের তারক ঈশ্বরই আ
মার ঢাল। [১১] ঈশ্বর ধার্ম্মিকেরদের বিচার
কর্ত্তা ঈশ্বর প্রতিদিন দুষ্টেরদের প্রতি কুপিত।
[১২] যদি তাহারা পরাবৃত্ত না হয় তবে তিনি
আপনার করবালে শান দিবেন তিনি আপনার
ধনুকে চড়া দিয়া প্রস্তুত করিয়াছেন। [১৩] তি
নি সংহারাস্ত্র তাহার কারণ প্রস্তুত করিয়াছেন
বিপক্ষেরদের বিপরীতে তিনি আপন বাণ নিক্ষে
পিত করিয়াছেন। [১৪] দেখ সে অধর্ম্ম প্রসূয়
মান যেহেতুক সে দ্বেষরূপ গর্ভধারণ করিয়াছে
ও মিথ্যাত্ব প্রসব করিয়াছে। [১৫] সে জন গর্ত্ত
খনন করিয়াছে ও তাহা খুদিয়াছে সে যে খাত
করিয়াছিল তাহাতে পতিত হইয়াছে। [১৬] তা
হার কুসন্ধান উঠিয়া তাহার মাথার উপরে ফিরি
য়া যাইবে ও তাহার দৌরাত্ম্য তাহার শিরে প
ড়িবে। [১৭] যিহুহের কথানুযায়ী আমি তাঁ
হার স্তব করিব ও সর্ব্বোপরিস্থ যিহুহের নামেতে
গীত গাইব।

৮ গীত।

গিত্তীত যন্ত্রেতে প্রধান বাদ্যকর্ত্তার কারণ দাউ
দের এক গীত এই।

[১] হে যিহুহ আমারদের ঈশ্বর তোমার নাম
সকল পৃথিবীতে কিবা উত্তম তুমি আপনার গৌ
রব স্বর্গহইতেও উচ্চ করিয়াছ। [২] শত্রুও প্রাত

হিংসকের দমনের নিমিত্তে তোমার শত্রুহেতুক
তুমি বালক ও স্তনাপোষ্য বালকেরদের মুখহই
তে বল নিরূপণ করিয়াছ। [৩] তোমার অঙ্গু
লীকৃত স্বর্গ অর্থাৎ তোমাতে নিরূপিত চন্দ্র ও তা
রা যখন আমি দেখি তখন বিচার করি যে মনুষ্য
কি যে তাহাকে তুমি মনে কর ও মানুষের সন্তান
কি যে তুমি তাহার দর্শনার্থে আইস। [৪]
তুমি দূতেরদিগহইতে অল্প ক্ষুদ্র তাহাকে করি
য়াছ এবং সম্ভ্রম ও গৌরবরূপ মুকুট তাহার মস্ত
কে দিয়াছ। [৫] তুমি আপন হস্তকৃত সকলের
উপর তাহাকে কর্ত্তৃত্ব দিয়াছ [৬] তুমি তাহার চর
ণের নীচে সকল করিয়াছ। [৭] অর্থাৎ সকল
মেষ ও গরু ও মাঠের পশু [৮] ও শূন্যের পক্ষী ও
সমুদ্রের মৎস্য ও সমুদ্রচর ইত্যাদি। [৯] হে য়ি
হুহ আমারদের ঈশ্বর সকল পৃথিবীতে তোমার
নাম কিবা উত্তম।

৯ গীত।

মূতলবেনেতে প্রধান বাদ্যকারির কারণ দাউ
দের এক গীত এই।

[১] হে য়িহুহ আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত
তোমার স্তব করিব আমি তোমার সকল আশ্চর্য্য
ক্রিয়ার বর্ণনা করিব। [২] আমি হৃষ্ট হইয়া
তোমাতে উল্লসিত হইব হে সর্ব্বাধ্যক্ষ তোমার
নামে আমি গীত গাইব। [৩] আমার শত্রুরা
যখন পরাঙ্মুখ হয় তখন পড়িবে ও তোমার
গোচরে নষ্ট হইবে। [৪] কেননা তুমি আমার
বিচার ও মোকদ্দমা করিয়াছ প্রকৃত বিচার সদা
করত তুমি সিংহাসনের উপর বসিয়াছ। [৫]
তুমি অন্যদেশীয়েরদিগকে ধমকাইয়াছ দুষ্টের
দিগকে তুমি সংহার করিয়াছ এবং তাহারদের
নাম সমূলে কাটিয়া ফেলিয়াছ। [৬] ওরে শত্রু
বিনাশকরণের পূর্ণ শেষ হইল তুমি নগর নষ্ট
করিয়াছ তাহারদের সহিত তাহারদের স্মরণও
লুপ্ত হইয়াছ। [৭] য়িহুহ সদাকাল থাকিবেন
তিনি বিচারের কারণ আপন সিংহাসন প্রস্তুত
করিয়াছেন। [৮] তিনি ধর্ম্মেতে জগতের বিচার
করিবেন তিনি ন্যায়েতে লোকেরদের সমুচিত
ফল দিবেন। [৯] য়িহুহ উপদ্রুত লোকের
দের আশ্রয় হইবেন বিরুদ্ধদশায় তিনি তাহার
দের আশ্রয় হইবেন। [১০] এবং যাহারা তো
মার নাম জানে তাহারা তোমাতে বিশ্বাস করি
বে কেননা হে য়িহুহ যাহারা তোমাকে চেষ্টা
করে তাহারদিগকে তুমি কখন ত্যাগ কর নাই।
[১১] স্যিওনবাসি য়িহুহের নিকটে গীত গাও
তাঁহার ক্রিয়া অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে প্রকাশ
কর। [১২] কেননা বধাপরাধানুসন্ধানকরণকা
লে তিনি তাহারদের স্মরণ করেন তিনি দুঃখিত
লোকেরদের আর্ত্তনাদ বিস্মরণ করেন না। [১৩]
হে য়িহুহ আমাকে তুমি কৃপা কর হে মৃত্যুর দ্বার
হইতে আমাকে উত্থাপনকারি আমার ঘৃণাক
র্ত্তারদিগহইতে আমি যে দুঃখ পাই তুমি তাহা
দেখ [১৪] যে আমি তোমার সকল প্রশংসা সী
ওনের কন্যার বাটীতে করি তোমাকর্ত্তৃক ত্রাণে
আমি উল্লসিত হইব। [১৫] অন্যদেশীয়েরা
আপনারদের কৃত খাতেতে ডুবিয়াছে যে জাল
তাহারা গুপ্তে পাতিয়াছে তাহাতে তাহারদের
পা ধরা গিয়াছে। [১৬] য়িহুহ যে বিচার ক
রেন তাহাতে তিনি জানা যান পাপি লোক
আপন হাতের ক্রিয়াতে ধৃত হইয়াছে। হিগা
য়োন। সেলা। [১৭] দুষ্টেরা এবং ঈশ্বরবিস্মরণ
কারি সকল অন্যদেশীয়েরা নরকে ফেলা যাই
বে। [১৮] কেননা দরিদ্র সদাকাল বিস্মৃত হই
বে না গরীবের ভরসা সর্ব্বদা বৃথা হইবে না।
[১৯] হে য়িহুহ উঠ মানুষ জয়ী না হউক অন্য
দেশীয়েরদের বিচার তোমার গোচরে হউক।
[২০] হে য়িহুহ তাহারদের ভয় জন্মাও যে
অন্যদেশীয়েরা জানে যে আপনারা মনুষ্যমাত্র।
সেলা।

১০ গীত।

[১] হে য়িহুহ তুমি কেন দূরে দাড়াইতেছ দু
র্দ্দশাকালে কি কারণ গুপ্ত রহিতেছ। [২] দুষ্ট
জন আপন অহঙ্কারপ্রযুক্ত গরীবকে নিগ্রহ করে
তাহারা যে কুসন্ধান করিয়াছে তাহাতে ধরা যা
উক। [৩] দুষ্ট জন আপনার মনোরথের বি
ষয়ে দর্প কথা কহে এবং য়িহুহেতে ঘৃণিত লো
ভিরদিগকে আশীর্ব্বাদ করে। [৪] দুষ্ট ব্যক্তি আ
পনার মুখের অহঙ্কারেতে ঈশ্বরের অন্বেষণ করে
না ঈশ্বর তাহার কোন মানসে নহেন। [৫] তা
হার পথ নিত্য দুঃখদায়ী আছে তোমার বিচার
তাহার দৃষ্টিহইতে অত্যুচ্চ তাহার সকল শত্রুর
দিগকে সে তুচ্ছ করে। [৬] সে অন্তঃকরণে
বলিয়াছে আমি চালিত হইব না আমার দুর্দ্দশা
কখন হবে না। [৭] তাহার মুখ শাপ ও ফাকি
ও কপটেতে পূর্ণ তাহার জিহ্বার নীচে হিংসা
ও অধর্ম্ম থাকে। [৮] সে গ্রামের গুপ্ত স্থানে
বসে সে অপ্রকাশ স্থানে নির্দ্দোষিকে হত্যা
করে তাহার চক্ষু গরীবের বিপরীতে গুপ্ত থাকে।
[৯] যেমন সিংহ আপনার বাসায় বসে তেমন
সে গুতে২ থাকে সে গরীবকে ধরিতে গুতে থাকে
সে গরীবকে জালে বদ্ধ করিয়া ধরে। [১০]
সে গুড়ি মারে সে আপনাকে এমন সঙ্কুচিত
করে যে গরীব লোক তাহার বলেতে পড়ে।
[১১] সে মনে২ বলিয়াছে যে ঈশ্বর বিস্মরণ
করিয়াছেন তিনি মুখ লুকান তিনি কখন দেখি

রেন না। [১২] হে প্রভো উঠ হে ঈশ্বর তো
মার হাত উঠাও দরিদ্র লোককে বিস্মরণ করি
ও না। [১৩] দুষ্ট জন কেন ঈশ্বরকে তুচ্ছ করে
সে মনে২ বলিয়াছে সে তুমি কারণ জিজ্ঞাসা করি
বা না। [১৪] তুমি দেখিয়াছ কেননা হিংসা ও
দ্বেষের প্রতিফল দেওনের নিমিত্তে তুমি তাহা দে
খিতেছ দরিদ্র আপনার প্রাণ তোমার কাছে সম
র্পণ করে তুমি পিতৃহীনের উপকারী হইয়াছ।
[১৫] দুরাচার ও দুষ্ট লোকেরদের হাত ভাঙ্গি
য়া ফেল তাহার দুষ্টতা যেপর্য্যন্ত আর না পাও
সেপর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান কর। [১৬] য়িহুহ
সদাসর্ব্বক্ষণে রাজা হন তাঁহার দেশহইতে অন্য
দেশীয়েরদের নাশ হইল। [১৭] হে য়িহুহ তু
মি নম্র লোকেরদের বাঞ্ছার কথা শুনিয়াছ তুমি
তাহারদের অন্তঃকরণ প্রস্তুত করিবা। [১৮] তু
মি আপন কর্ণ পাতিবা যে পৃথিবীর মানুষেরা
আর উপদ্রব না করে তুমি পিতৃহীন ও দুঃখি লো
কেরদের বিচার করিবা।

১১ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের কারণ দাউদের এক গীত।

[১] আমি য়িহুহেতে প্রত্যাশা করি পক্ষির মত
আপন পর্ব্বতে উড় এ কথা আমার প্রাণকে কেন
কহ। [২] কেননা দেখ দুষ্ট লোক ধনুকে গুণ
দিয়াছে তাহারা সরলান্তঃকরণ লোকেরদের গায়
গুপ্তে বিক্ষেপ করিতে গুণের উপরে বাণ প্রস্তুত
করিয়াছে। [৩] ব্যবস্থিত বস্তু যদি নষ্ট হয় তবে
ধার্ম্মিক লোক কি করিবে। [৪] য়িহুহ আপন
পবিত্র মন্দিরে আছেন য়িহুহের সিংহাসন স্বর্গে
আছে তাঁহার চক্ষু দেখে তাঁহার চক্ষুর পাতা
মানুষের সন্তানেরদের বিচার করে। [৫] য়ি
হুহ ধার্ম্মিকেরদের বিচার করেন কিন্তু তাঁহার
মন দুষ্টকে ও দুরাচারকে ঘৃণা করে। [৬] দুষ্ট
লোকেরদের উপর তিনি ফাঁদ ও অগ্নি ও গন্ধক
ও প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি করিবেন এই তাহারদের পে
য়ালার ভাগ হইবে। [৭] সেহেতুক ধর্ম্মস্বরূপ
য়িহুহ ধর্ম্ম প্রেম করেন তাঁহার মুখ সরল লো
কেরদিগকে দেখে।

১২ গীত।

প্রধান বাদ্যকারির কারণ শিমীনীতে দাউদের
এক গীত।

[১] হে য়িহুহ উপকার কর কেননা ধার্ম্মিক
লোকেরদের ক্ষয় হইয়াছে মানুষেরদের সন্তা
নেরদের মধ্যহইতে বিশ্বস্ত লোকেরদের ক্ষয় হই
য়াছে। [২] তাহারা প্রত্যেক জন আপন প্রতি
বাসির সহিত নিরর্থক কথা কহে তাহারা মিথ্যা
ওষ্ঠাধরেতে ও দ্বিধা মনেতে কথা কহে। [৩]
আমরা আপন জিহ্বাতে জয় করিব আমারদের
ওষ্ঠাধর আমারদের নিজেরই আমারদের কর্ত্তা
কে [৪] এ বাক্যবাদি মিথ্যা স্তাবক সকল ওষ্ঠা
ধর ও যে জিহ্বা অহঙ্কার কথা কহে তাহা য়িহুহ
ছেদন করিবেন। [৫] য়িহুহ কহেন দরিদ্র লো
কেরদের নাশেতে ও দীন লোকেরদের কোঁকান
প্রযুক্ত আমি এখন উঠিব। যে জন তাহাকে
তুচ্ছ করে তাহাহইতে আমি তাহাকে রক্ষা ক
রিব। [৬] য়িহুহের বাক্য শুদ্ধ মৃত্তিকার আক
রে সাতবার পরীক্ষিত রূপার মত। [৭] হে য়ি
হুহ তুমি তাহারদিগকে এই লোকেরদিগহইতে
সদাকাল রক্ষা করিব। [৮] যখন দুরাচার লো
কেরদের উন্নতি হয় তখন দুষ্টেরা প্রতিদিগে বে
ড়ায়।

১৩ গীত।

প্রধান বাদ্যকারের কারণ দাউদের এক গীত
এই।

[১] হে য়িহুহ আমাকে কত কাল বিস্মরণ ক
রিবা কি সদাকাল তোমার মুখ কত কাল আমা
হইতে গুপ্ত করিবা। [২] আমি কত কাল নিত্য
অন্তঃকরণে দুঃখিত হইয়া আপনার মনে২ পরা
মর্শ করিব আমার বৈরী কত কাল আমার উপরি
উচ্ছ্রিত হইয়া থাকিবে। [৩] হে য়িহুহ আমার
ঈশ্বর দেখ আমার কথা শুন আমার চক্ষু দীপ্তি
মান কর পাছে মরণরূপ নিদ্রাতে আমি নিদ্রা
যাই। [৪] পাছে আমার শত্রু বলে যে আমি
তাহাকে জয় করিয়াছি পাছে আমি চালিত হই
লে আমার দুঃখদাতারা আনন্দিত হয়। [৫]
কিন্তু আমি তোমার কৃপায় প্রত্যাশা করিয়াছি
তোমাকর্ত্তৃক ত্রাণে আমার মন হৃষ্ট হইবে। [৬]
য়িহুহের প্রতি আমি গীত গাইব যেহেতুক তিনি
আমাকে ফল দিয়াছেন।

১৪ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের কারণ দাউদের এক
গীত।

[১] অজ্ঞান আপন মনে২ কহিয়াছে যে ঈশ্বর
নাই তাহারা নষ্ট তাহারা নিন্দ্য ক্রিয়া কহিয়াছে
কেহ সুক্রিয়া করে না। [২] কেহ বুঝে কি না
কেহ ঈশ্বরের অন্বেষণ করে কি না ইহা দেখিতে
য়িহুহ স্বর্গে থাকিয়া মানুষের সন্তানেরদের উ
পর দৃষ্টিপাত করিলেন। [৩] তাহারা সকল
বিমার্গগামী তাহারা সকল একসঙ্গে নিষ্ফল হই
য়াছে কেহ সুক্রিয়া করে না এক জনও না।
[৪] রুটি খাওনের মত আমার লোকভক্ষণকারি
অথচ য়িহুহের নিকট অপ্রার্থনাকারি সকল কু
ক্রিয়াকর্ত্তারদের কি কিছু জ্ঞান নাই। [৫]
সেখানে তাহারা বড় ভয়ান্বিত ছিল কেননা ঈ
শ্বর ধার্ম্মিক লোকেরদের মধ্যে থাকেন। [৬]

তোমরা গরীবের পরামর্শ সলজ্জ করাইয়াছ কে
ননা য়িহুহ তাহার আশ্রয়। [৭] আহা যদি
য়িশরাএলের ত্রাণ সীওনহইতে আগত হইত য
খন য়িহুহ আপনার লোকেরদের বন্দিভাব ফি
রান তখন য়অাকুব আনন্দিত হইবে ও য়িশরা
এল হৃষ্ট হইবে।

১৫ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] হে য়িহুহ তোমার তাম্বুতে কে রহিবে
তোমার পবিত্র পর্ব্বতে কে বাস করিবে। [২]
যে জন সাধু আচরণ ও প্রকৃত ক্রিয়া করে ও ম
নের সহিত সত্য কথা কহে। [৩] যে জন জি
হ্বাতে গ্লানি করে না এবং প্রতিবাসির হিংসা কি
ম্বা অপবাদ করে না। [৪] যাহার সম্মুখে অ
ধর্ম্মি লোক অবজ্ঞ ত হয় কিন্তু যাহারা য়িহুহকে
ভয় করে তাহারদিগকে সম্ভ্রম করে এবং আপন
ক্ষতিতে শপথ করিয়াও ফিরে না। [৫] সুদের
কারণ ঋণ দেয় না ও নির্দ্দোষিরদের হিংসা ক
রিতে উৎকোচগ্রহণ করে না সেই জন। [৬]
যে জন এ সকল কার্য্য করে সে কখন চালিত হই
বে না।

১৬ গীত।

দাউদের মিক্তাম।

[১] হে প্রভো আমাকে রক্ষা কর যেহেতুক
তোমাতে আমার ভরসা। [২] হে আমার আ
ত্মন তুমি য়িহুহকে ইহা কহিয়াছ যে তুমি আ
মার ঈশ্বর আমার ধর্ম্ম তোমাপর্য্যন্ত ব্যাপে না।
[৩] কিন্তু পৃথিবীতে যে পুণ্যবান তাহারদিগপ
র্য্যন্ত ব্যাপে এবং যাহারদিগেতে আমার সকল
সন্তোষ সে উত্তম লোকেরদিগপর্য্যন্ত ব্যাপে। [৪]
যাহারা হঠাৎ অন্য দেবের সেবা করে তাহার
দের দুঃখবৃদ্ধি হইবে। তাহারদের রক্তময় পা
নীয় বস্তু আমি নিবেদন করিব না তাহারদের
নামও আমার ওষ্ঠাধরে লইব না। [৫] য়িহুহ
আমার অধিকার ও পেয়ালার ভাগ তুমি আমার
অংশ স্থির করিতেছ। [৬] আমার নিমিত্তে
রজ্জু বিলক্ষণ স্থানে পড়িয়াছে আমার দিব্য অধি
কার আছে। [৭] আমার পরামর্শদাতা য়িহুহ
কে আমি ধন্য করিয়া কহিব আমার অন্তর রা
ত্রিতেও আমাকে উপদেশ করে। [৮] য়িহুহ
কে আমি আপন সম্মুখে সদা রাখিয়াছি তিনি
আমার দক্ষিণে আছেন সেহেতুক আমি চালি
ত হইব না। [৯] অতএব আমার অন্তঃকরণ
আনন্দিত এবং আমার গৌরব প্রফুল্ল আমার
কলেবরও ভরসা করিয়া বাস করিবে। [১০]
কেননা তুমি নরকে আমার আত্মাকে ছাড়িবা
না তোমার ধার্ম্মিককে তুমি ক্ষয় দেখিতে দিবা
না। [১১] তুমি জীবনের পথ আমাকে দেখা
ইবা তোমার সম্মুখে পূর্ণ আনন্দ ও তোমার দ
ক্ষিণে অনন্ত সুখ আছে।

১৭ গীত।

দাউদের এক প্রার্থনা।

[১] হে য়িহুহ যাহা প্রকৃত তাহাতে অবধান
করুন আমার আর্ত্তস্বর শুনুন আমার যে প্রার্থ
না মিথ্যাবাদি ওষ্ঠাধরহইতে নির্গত হয় না তা
হা শুনুন। [২] আমার নিষ্পত্তি তোমার সা
ক্ষাৎহইতে নির্গত হউক। যাহা প্রকৃত তাহাতে
তোমার চক্ষুঃ দৃষ্টি করুক। [৩] তুমি আমার
অন্তঃকরণ বিবেচনা করিয়াছ তুমি রাত্রিতে আ
মার সহিত দেখা করিয়াছ আমার পরীক্ষা করি
য়া তুমি কিছু পাইবা না আমি নিয়ম করিয়াছি
যে আমার মুখ লঙ্ঘিবে না। [৪] মানুষের কা
র্য্যের বিষয়ে তোমার ওষ্ঠাধরের কথার দ্বারা
আমি নাশকের পথেতে চৌকি দিয়াছি। [৫]
তোমার পথে আমার পাদবিক্ষেপ স্থির করিয়া
রাখ যে আমার পাদ বিচলিত না হয়। [৬]
তোমার নিকটে আমি প্রার্থনা করিয়াছি কেননা
হে ঈশ্বর তুমি আমার কথা শুনিবা অবধান করি
য়া আমার কথা শুন। [৭] যাহারা মারিতে
উঠে তাহারদিগহইতে আপন শরণাগতেরদিগ
কে নিজ দক্ষিণ বাহুবলেতে ত্রাণকারি তুমি আ
পন আশ্চর্য্য দয়া দেখাও। [৮] আপনার চ
ক্ষুর তারার ন্যায় আমাকে রক্ষা কর আপনার
পাখার ছায়ায় আমাকে রক্ষা কর। [৯] যে
দুষ্টেরা আমার উপদ্রব করে আমার যে নিতান্ত
শত্রু আমাকে ঘিরিয়া থাকে তাহারদিগহইতে
আমাকে রক্ষা কর। [১০] তাহারা আপনার
দের চরবিতে পরিবেষ্টিত তাহারা মুখ দিয়া অহ
ঙ্কার কথা কহে। [১১] তাহারা এখন আমার
দিগকে আমারদের গমনাগমনে বেষ্টন করে তা
হারা আপন চক্ষুঃ মৃত্তিকার দিগে রাখিয়াছে।
[১২] যেমন সিংহ আপনার শিকার ধরিতে উ
দ্যত ও যেমন যুবা সিংহ ওতে বসে তেমন তাহা
রা। [১৩] হে য়িহুহ উঠ তাহাকে বধ কর তা
হাকে অধঃপতিত কর যে দুষ্টেরা তোমার কর
বালস্বরূপ হয় তাহারদিগহইতে আমার প্রাণ
রক্ষা কর। [১৪] হে য়িহুহ যাহারদের সুখ
সম্পত্তি এ পরমায়ুতে আছে যাহারদের পেট তু
মি আপন গুপ্ত ধনেতে পূর্ণ করিতেছ তোমার হ
স্তরূপ এ মনুষ্যেরদিগহইতে এ জগতের মনুষ্যের
দিগহইতেই আমাকে রক্ষা কর। তাহারা সন্তা
নেতে পূর্ণ ও আপনারদের অবশিষ্ট ধন আপ
নারদের বালকেরদের কারণ ছাড়িয়া যায়
[১৫] কিন্তু আমি ধর্ম্মে তোমার মুখ দেখিব আ

মি তোমার আকারাকৃত হইয়া সচেতন হওয়া
কালে পরিতুষ্ট হইব।

১৮ গীত।

প্রধান বাদ্যকারের কারণ যে দিন য়িহুহ আ
পন দাস দাউদকে তাহার সকল শত্রু এবং শাউ
লের হাতহইতে উদ্ধার করিলেন সে দিনে য়িহু
হের সে দাস দাউদ যে গীতের কথা য়িহুহকে
কহিল তাহা এই তৎকালে সে বলিল।

[১] হে য়িহুহ আমার বল আমি তোমাকে
প্রেম করিব। [২] য়িহুহ আমার পর্ব্বত ও আ
মার গড় ও আমার তারক ও আমার ঈশ্বর ও আ
মার বল ও যে আশ্রয়ে আমার বিশ্বাস তাহা ও
আমার ঢাল ও আমার ত্রাণের শৃঙ্গ ও আমার
উচ্চ গড়। [৩] আমি স্তবযোগ্য য়িহুহের কাছে
নিবেদন করিব তাহা করিলে আমার শত্রুদিগ
হইতে রক্ষা পাইব। [৪] মরণরূপ দুঃখ আমাকে
বেষ্টন করিল দুষ্ট লোকরূপ বন্যা আমাকে ভয়
দেখাইল [৫] নরকের যন্ত্রণা আমাকে বেষ্টন ক
রিল মৃত্যুর রজ্জু আমার চতুর্দ্দিগে ছিল। [৬] আ
মার দুঃখের কালে আমি য়িহুহের কাছে প্রার্থনা
করিলাম ও আমার ঈশ্বরের প্রতি চেঁচাইলাম।
তিনি আমার কথা আপনার আলয়ে থাকিয়া শু
নিলেন এবং আমার চেঁচান তাঁহার স্থানে তাঁ
হার কর্ণগোচরেই উপস্থিত হইল। [৭] তখন
তিনি ক্রুদ্ধ হইলে পৃথিবী লড়িল ও কাঁপিল পর্ব্ব
তের মূলও লড়িল ও কাঁপিল। [৮] ধূম তাঁহার
নাকের ছিদ্রহইতে বাহির হইল তাঁহার মুখহ
ইতে নির্গত আগুন খাইয়া ফেলিল তাহাতে অ
ঙ্গার প্রজ্বলিত হইল। [৯] তিনি স্বর্গকে নত
করিয়া নামিলেন ও অন্ধকার তাঁহার পদতলে
ছিল। [১০] তিনি কিরূবারোহণ করিয়া উড়ি
লেন তিনি বাতাসের পাখায় উড়িলেন। [১১]
তিনি অন্ধকারকে আপনার অপ্রকাশ স্থান করি
লেন তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ পরদা ঘোর জল ও গগ
ণের ঘোর মেঘ। [১২] তাঁহার অগ্রগামি তে
জেতে তাঁহার ঘোর মেঘ ও শিল ও অগ্নির অ
ঙ্গার চলিয়া গেল। [১৩] য়িহুহ স্বর্গহইতে
মেঘধ্বনি করিলেন ও সর্ব্বাধ্যক্ষ আপনার রব ও
শিল ও অগ্নির অঙ্গার প্রকাশ করিলেন। [১৪]
তিনি আপনার বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহারদিগ
কে ছিন্নভিন্ন করিলেন তিনি বিদ্যুদ্দ্বারা তাহারদি
গকে পলায়ন করাইলেন। [১৫] তৎকালে জ
লের ধারা দেখা গেল তোমার ধমকানেতে জগ
তের মূল প্রকাশিত হইল হে য়িহুহ তোমার
নিশ্বাসের বায়ুতে এই সকল হইল। [১৬] তিনি
উপরহইতে দূত পাঠাইয়া আমাকে লইলেন তি
নি আমাকে অনেক জলহইতে টানিয়া লইলেন।
[১৭] তিনি আমাকে আমার বলবান শত্রুহইতে
নিস্তার করিলেন ও যাহারা আমাকে ঘৃণা করিল
তাহারদিগহইতেও যেহেতুক তাহারা আমাহই
তেও বলবান ছিল। [১৮] আমার দুঃখের স
ময়ে তাহারা আমার নামে দুঃখ দিতে আসিয়া
ছিল কিন্তু য়িহুহ আমার অবলম্বন ছিলেন।
[১৯] তিনি আমাকে এক প্রশস্ত স্থানে আনি
লেন তিনি আমাকে ত্রাণ করিলেন যেহেতুক তাঁ
হার সন্তোষ আমাতে ছিল। [২০] য়িহুহ আ
মাকে আমার ধর্ম্মানুসারে ফল দিলেন আমার
হাতের নির্ম্মলতানুসারে আমাকে ফল দিলেন।
[২১] যেহেতুক আমি য়িহুহের পথ প্রতিপালন
করিয়াছি এবং দুষ্টতঃ আমার ঈশ্বরকে ত্যাগ করি
নাই [২২] তাঁহার শাস্ত্রোক্ত দণ্ড আমার গোচরে
ছিল তাঁহার বিধি আমি আপনহইতে দূর করি
নাই। [২৩] আমি তাঁহার গোচরে সাধুও ছি
লাম ও আপন অধর্ম্মহইতে আপনাকে রক্ষা
করিয়াছি। [২৪] অতএব আমার ধর্ম্মানুসারে
য়িহুহ আমাকে প্রতিফল দিয়াছেন তাঁহার গোচ
রে আমার হস্তের যে নির্ম্মলতা তদনুযায়িও প্রতি
ফল দিয়াছেন [২৫] দয়ালুরদের প্রতি তুমি আ
পনাকে দয়ালুরূপে প্রকাশ করিবা তুমি সাধুর
প্রতি আপনাকে সাধুরূপে প্রকাশ করিবা। [২৬]
নির্ম্মলেরদের প্রতি তুমি নির্ম্মলাচরণ করিবা ও
গোঁয়ারের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিবা। [২৭] যে
হেতুক তুমি দুঃখি লোকেরদিগকে ত্রাণ করিবা
কিন্তু অহঙ্কারদৃষ্টি তুমি খাটো করিবা। [২৮]
তুমি আমার প্রদীপ জ্বালাইবা য়িহুহ আমার
ঈশ্বর আমার অন্ধকারকে দীপ্তমান করিবেন।
[২৯] যেহেতুক তদ্দ্বারা আমি সৈন্যের মধ্য দিয়া
দৌড়িয়া ভাঙ্গিয়াছি আমার ঈশ্বরদ্বারা আমি ল
ম্ফ দিয়া ভিত্ত্যুল্লংঘন করিয়াছি। [৩০] ঈশ্বরই
তাঁহার পথ সম্পূর্ণ য়িহুহের কথা পরীক্ষিতা হইয়া
ছে যে লোক তাঁহার উপর বিশ্বাস করে তিনি সে
সকলের ঢাল। [৩১] কেননা য়িহুহব্যতিরেকে
ঈশ্বর কে আমারদের ঈশ্বরবিনা পর্ব্বত বা কে।
[৩২] ঈশ্বর আমার কমর বল দিয়া বাঁধেন ও
আমার পথ সম্পূর্ণ করেন। [৩৩] তিনি আমার
পা হরিণের পায়ের মত করেন এবং আমাকে
আমার উচ্চ স্থানে স্থাপিত করেন। [৩৪] তিনি
আমার হাতকে এমত রণ করিতে শিক্ষা করান
যে ইস্পাতের ধনুক আমার ভুজেতে ভাঙ্গা যায়।
[৩৫] তোমার ত্রাণরূপ ঢালও তুমি আমাকে দি
য়াছ ও তোমার দাক্ষিণ হাত আমাকে ধরিয়া রা
খিয়াছে ও তোমার মৃদুতা আমাকে বড় করিয়া
ছে। [৩৬] আমার নীচে তুমি আমার পাদবি
ন্যাস স্থান বাড়াইয়াছ তাহাতে আমার পদ বি

স্খলিত হয় নাই। [৩৭] আমি আপন শত্রুর
দের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহারদিগকে ধরিয়াছি
আমি তাহারদিগকে সংহার না করিয়া ফিরি
নাই। [৩৮] আমি তাহারদিগকে এমন প্রহার
করিয়াছি যে তাহারা পুনর্ব্বার উঠিতে পারিল না
তাহারা আমার পদতলে পতিত হইয়াছে। [৩৯]
কেননা তুমি রণকরণের নিমিত্তে বলেতে আমার
কোমর বাঁধিয়াছ তুমি আমার বৈরিরদিগকে আ
মার নীচে হেঁট করিয়াছ। [৪০] আমার শত্রুর
দের গলা তুমি আমাকে দিয়াছ যে আমি আ
পন ঘৃণাকারিরদিগকে সংহার করি। [৪১]
তাহারা চেঁচাইল কিন্তু ত্রাণ করিতে কেহ ছিল
না যিহুহের কাছেই বটে কিন্তু তিনি উত্তর দি
লেন না। [৪২] তখন আমি তাহারদিগকে বা
য়ুর সম্মুখস্থ ধূলার ন্যায় চূর্ণ করিলাম আমি তা
হারদিগকে গলির কাদার মত বাহির করিয়া ফে
লিলাম। [৪৩] তুমি আমাকে লোকেরদের বি
রোধহইতে পরিত্রাণ করিয়াছ ও আমাকে অন্য
দেশীয়েরদের কর্ত্তা করিয়াছ আমাতে অজ্ঞাত
এক জাতীয় লোকেরা আমার সেবা করিবে।
[৪৪] তাহারা আমার বিষয়ে শুনিবামাত্রে আ
মার আজ্ঞাবর্ত্তী হইবে অন্যদেশীয়েরা আমার
নিকটে আপনারদিগকে খাটো করিয়া জানিবে।
[৪৫] বিদেশিরা ম্লান হইবে এবং আপনার
দের কারাগারেও ভয় করিবে। [৪৬] যিহুহ স
চেতন আছেন আমার পর্ব্বত ধন্য আমার ত্রাতা
ঈশ্বর মহিমাযুক্ত হউন। [৪৭] ঈশ্বর স্বয়ং আ
মার প্রতিবৈর করেন ও তিনি লোকেরদিগকে আ
মার নীচে পরাজিত করেন। [৪৮] তিনি আমার
শত্রুরগণহইতে আমাকে পরিত্রাণ করেন আ
মার বিরুদ্ধে যাহারা উঠে তাহারদিগহইতে তুমি
আমাকে ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছ তুমি আমাকে দুরাত্মা
লোকহইতে ত্রাণ করিয়াছ। [৪৯] সেইহেতুক
হে যিহুহ আমি অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে তো
মার নামে ধন্যবাদ করিব। এবং তোমার না
মের উদ্দেশে আমি স্তব গাইব। [৫০] তিনি স্ব
কৃত রাজার বড় উদ্ধারকারী ও স্বকর্ত্তৃক অভিষিক্ত
দাউদ ও তাহার সন্তানেরদের প্রতি সদাকাল কৃ
পাকারী।

১৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাউদের এক গীত।

[১] স্বর্গ ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করে এবং
আকাশ তাঁহার হস্তকৃত ক্রিয়া দেখায়। [২]
দিন দিনকে কথা কহে রাত্রি রাত্রির প্রতি জ্ঞান প্র
কাশ করে। [৩] এমন কোন বাক্য কিম্বা ভাষা
নাই যে তাহাতে তাহারদের প্রসঙ্গ অশ্রুত। [৪]
তাহারদের রজ্জু সকল পৃথিবীতে গিয়াছে ও
তাহারদের কথা সংসারের সীমাপর্য্যন্ত ব্যাপি
য়াছে। [৫] তাহারদের মধ্যে তিনি সূর্য্যের এক
তাম্বু স্থাপন করিয়াছেন সে আপন উপরিস্থ কুঠ
রিহইতে আগমনকারি বরের মত ও বলবান মা
নুষ পণের নিমিত্তে দৌড়াদৌড়িতে যেমত আনন্দ
করে সেমত আনন্দ করে। [৬] তাহার যাত্রা
স্বর্গের সীমাহইতে ও তাহার ভ্রমণ অন্য সীমা
পর্য্যন্ত তাহার তাপহইতে কোন বস্তু গুপ্ত নাই।
[৭] যিহুহের শাস্ত্র সম্পূর্ণ ও মনঃপরাবর্ত্তক যি
হুহের প্রমাণবাক্য স্থির ও অজ্ঞানিরদের জ্ঞানদা
য়ক। [৮] যিহুহের বিধি যথার্থ ও অন্তঃকর
ণের আনন্দদায়ী যিহুহের আজ্ঞা নির্ম্মলা ও চক্ষুর
প্রকাশকারিণী। [৯] যিহুহের ভয় পবিত্র ও
সদাকালস্থায়ি যিহুহের শাস্ত্রোক্ত দণ্ড সত্য ও সর্ব্ব
তোভাবে প্রকৃত। [১০] স্বর্ণ এবং অতিনির্ম্মল
স্বর্ণহইতেও এষণীয় মধু এবং মধুর চাকহইতেও
মিষ্ট। [১১] তাহার দ্বারা তোমার দাস উপ
দিষ্ট হয় ও তাহার মাননেতে মহাফল। [১২]
আপনার ভ্রমকে বুঝিতে পারে আমার গুপ্ত পা
পহইতে আমাকে পবিত্র কর। [১৩] তোমার
দাসকেও সাহসেতে কৃত পাপহইতে রক্ষা কর
তাহা আমার উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে না পাউক
তাহা হইলে আমি সাধু হইব এবং আমি অনেক
পাপে নিরপরাধী হইব। [১৪] হে যিহুহ আ
মার বল ও আমার মুক্তিদ আমার মুখের কথা
ও অন্তঃকরণের চিন্তা তোমার গোচরে গ্রাহ্য
হউক।

২০ গীত।

প্রধান বাদ্যকরের জন্যে দাউদের এক গীত।

[১] দুর্দ্দশাকালে যিহুহ তোমার কথা শুনুন
য়াকুবের ঈশ্বরের নাম তোমাকে রক্ষা করুক।
[২] তিনি আপন ধর্ম্মস্থানহইতে উপকার পাঠা
ইয়া দিউন ও সীওনহইতে তোমাকে রক্ষা করুন।
[৩] তোমার সকল দান স্মরণ করুন ও তোমার
আহুতি ভস্ম করুন। সেলা। [৪] তোমার
অন্তঃকরণের ইচ্ছানুসারে তোমাকে দিউন ও তো
মার পরামর্শ পূর্ণ করুন। [৫] তোমাকর্ত্তৃক
ত্রাণে আমরা আনন্দিত হইব আমারদের ঈশ্ব
রের নামে আমরা ধ্বজ উঠাইব যিহুহ তোমার
সকল প্রার্থনা সম্পূর্ণ করুন। [৬] এখন আমি
জানি যে যিহুহ আপন অভিষিক্তের ত্রাণ করি
বেন এবং আপন স্বর্গে থাকিয়া তাহাকে উত্তর
দিবেন ও আপন দক্ষিণ হাতের তারক বলেতে
উদ্ধার করিবেন। [৭] কেহ২ রথে বিশ্বাস করে
কেহ২ অশ্বে বিশ্বাস করে কিন্তু আমরা আমার
দের ঈশ্বর যিহুহের নাম স্মরণ করিব। [৮]
তাহারা অধঃপাতিত হইয়াছে ও পড়িয়াছে কিন্তু

আমরা উঠিয়াছি ও দণ্ডায়মান আছি। [৯]
হে য়িহুহ নিস্তার কর আমারদের চেঁচানদিনে
রাজা আমারদের কথা শুনুন।

২১ গীত।

প্রধান বাদ্যকরের কারণ দাউদের এক গীত।
[১] হে য়িহুহ তোমার পরাক্রমে রাজা হৃষ্ট
হইবে তোমার ত্রাণে সে কেমন উল্লসিত হইবে।
[২] তুমি তাহার মনের বাঞ্ছিত তাহাকে দিয়াছ
তাহার ওষ্ঠাধরেতে প্রার্থিত বিষয় দিতে তুমি
অসম্মত নও। সেলা। [৩] তুমি আগে হইয়া
তাহাকে মঙ্গলরূপ বর দিয়াছ নির্ম্মল স্বর্ণের এক
মুকুট তাহার মাথায় তুমি দিয়াছ। [৪] সে আ
য়ুঃ তোমার নিকট প্রার্থনা করিল এবং তুমি তা
হাকে দীর্ঘায়ুঃ সর্ব্বদাস্থায়িত্বই দিয়াছ। [৫]
তোমার দত্ত ত্রাণে তাহার বড় গৌরব হইয়াছে
তুমি সম্ভ্রম ও সৌন্দর্য্য তাহাকে দিয়াছ। [৬]
কেননা তুমি তাহাকে নিত্য মহাবরপ্রাপ্ত করিয়াছ
তোমার মুখপ্রসন্নতাতে তাহাকে আনন্দিত করি
য়াছ। [৭] কেননা রাজা য়িহুহেতে ভরসা করে
ও সর্ব্বাধ্যক্ষের দয়াতে সে চালিত হইবে না।
[৮] তোমার হাত তোমার সকল শত্রুরদের উদ্দেশ
পাইবে যাহারা তোমাকে ঘৃণা করে তাহারদিগ
কে তোমার দক্ষিণ হাত পাইবে। [৯] তুমি আ
পন ক্রোধপ্রকাশকালে তাহারদিগকে অগ্নিময়
তন্দূরের ন্যায় করিবা য়িহুহ আপন ক্রোধে তা
হারদিগকে গ্রাস করিবেন এবং অগ্নি তাহারদিগ
কে খাইয়া ফেলিবে। [১০] তুমি তাহারদের
ফল পৃথিবীতে নষ্ট করিবা ও তাহারদের বংশ
মানুষের সন্তানেরদের মধ্যহইতে নষ্ট করিবা।
[১১] কেননা তাহারা তোমার প্রতি দুশ্চিন্তা করি
য়াছে তাহারা যে হিংসা পূর্ণ করিতে পারে না
এমন হিংসা মনে করিয়াছে। [১২] অতএব তু
মি তাহারদের পৃষ্ঠ আপন প্রতি ফিরাইবা তুমি
তাহারদের গোচরে আপন ধনুর্গুণের উপরে
বাণ প্রস্তুত করিবা। [১৩] হে য়িহুহ তুমি আ
পনার বলে মহত্তম হও তাহাতে আমরা গীত গা
ইব ও তোমার সামর্থ্যের স্তব করিব।

২২ গীত।

আয়েলেত শহরে প্রধান বাদ্যকারকের কারণ
দাউদের এক গীত।
[১] হে আমার ঈশ্বর হে আমার ঈশ্বর আ
মাকে কেন ত্যাগ করিয়াছ আমার ত্রাণকরণহ
ইতে ও আমার আর্ত্তনাদহইতে অতিদূর কেন
হও। [২] হে আমার ঈশ্বর আমি দিনে ডা
কি কিন্তু তুমি শুন না রাত্রিতেও আমি নিঃশব্দ
থাকি না। [৩] কিন্তু হে য়িশরাএলের স্তবনি
বাসি তুমিই ধর্ম্ম। [৪] আমারদের পিতৃগণ
তোমাতে ভরসা রাখিল ও তুমি তাহারদের পরি
ত্রাণ করিয়াছ। [৫] তাহারা তোমার কাছে প্রা
র্থনা করিয়াছে ও তুমি তাহারদের উদ্ধার করি
লা তাহারা তোমার উপর বিশ্বাস করিয়া নিরাশ
হইল না। [৬] কিন্তু আমি কীট আমি মানুষ
নই মানুষের নিন্দার পাত্র এবং লোকেতে তুচ্ছী
কৃত। [৭] যাহারা আমাকে দেখে সে সকলে
আমাকে পরিহাস করে তাহারা ওষ্ঠাধর বাহির
করিয়া ভেঙ্গায় ও মাথা নাড়ে। [৮] সে য়ি
হুহেতে আশ্রয় করিয়া ভাবিল যে তিনি তাহাকে
পরিত্রাণ করিবেন তিনি তাহাতে সন্তোষ পাওন
প্রযুক্ত তাহাকে নিস্তার করুন। [৯] তুমি গর্ভ
হইতে আমাকে লইয়াছ আমি আপনার মা
তার স্তনাবলম্বী যখন ছিলাম তখনও তুমি আ
মার বিশ্বাসজনক ছিলা। [১০] গর্ভহইতে আ
মি তোমার উপর ফেলা গেলাম আমার মাতার
উদরস্থ হওনাবধি তুমি আমার ঈশ্বর। [১১]
আমাহইতে দূর হইও না কেননা বিপদ নিকট
আছে কেননা উপকারী আর কেহ নাই। [১২]
অনেক আঁড়িয়া আমাকে ঘিরিয়াছে বাশানের
বলবান আঁড়িয়া আমার চতুর্দ্দিগে থাকিল।
[১৩] তাহারা দুরন্ত ও গর্জ্জনকারি সিংহের
ন্যায় আমার উপর মুখ মেলিয়াছে। [১৪]
আমি জলের মত ঢালা গিয়াছি আমার সকল
অস্থি খসিয়া গেল আমার হৃদয় মোমের মত
তাহা আমার উদরে গলিয়া গিয়াছে। [১৫] আ
মার বল খোলার ন্যায় শুকিয়া গিয়াছে আমার
জিহ্বা আমার মুখে জড়িয়া ধরে তুমি মৃত্যুর ধূ
লায় আমাকে আনিয়াছ। [১৬] কুকুরেরা আ
মাকে বেষ্টন করে দুরাচারের জনতা আমার
চতুর্দ্দিগে আছে তাহারা আমার হাত ও আ
মার পা বিন্ধিল। [১৭] আমি আপনার সকল
অস্থি গণনা করিতে পারি তাহারা আমার উপ
রে দৃষ্টি করে ও বিস্মিত হইয়া দেখে। [১৮]
তাহারা আপনারদের মধ্যে আমার বস্ত্র ভাগ
করিল এবং আমার কুর্ত্তির কারণ গুলিবাঁট করিল।
[১৯] হে য়িহুহ তুমি আমাহইতে দূর হইও না
হে আমার বল আমার উপকার করিতে শীঘ্র
আইস। [২০] তলোয়ারহইতে আমার প্রাণ
রক্ষা কর আমার একা প্রাণকে কুকুরের পরাক্র
মহইতে রক্ষা কর। [২১] সিংহেরদের মুখহ
ইতে আমাকে রক্ষা কর আমি গাণ্ডারের খড়্গে
পড়িলেও তৎকালে তুমি আমার প্রার্থনা শুনি
য়াছ। [২২] তোমার নাম আমার ভ্রাতারদি
গকে আমি কহিব সভার মধ্যে তোমার প্রশং
সা আমি করিব। [২৩] হে য়িহুহভয়কারিরা
তোমরা তাঁহার স্তব কর হে য়াকুবের সন্তানেরা

তোমরা তাঁহার সকল গৌরব প্রকাশ কর হে য়িশরাএলের সকল বংশ্যেরা তাঁহার সাক্ষাৎ ভীত হও। [২৪] যেহেতুক তিনি দুঃখিত লোকেরদের দুঃখ তুচ্ছ করিলেন না এবং ঘৃণাও করিলেন না এবং তাহাহইতে মুখ লুকান নাই যখন সে চেঁচাইল তখন তিনি তাহা শুনিলেন। [২৫] বড় সভার মধ্যে তোমার প্রশংসা আমি করিব যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তাহারদের গোচরে আমি আপন মানসি দিব। [২৬] মৃদু লোকেরা খাইয়া পরিতুষ্ট হইবে যাহারা য়িহুহের অন্বেষণ করে তাহারা স্তব করিবে তোমারদের অন্তঃকরণ সদাকাল চেতন হইবে। [২৭] পৃথিবীর সকল সীমান্তেরা মনে করিয়া য়িহুহের প্রতি ফিরিবে অন্যদেশীয়েরদের সকল বংশ তাঁহার সাক্ষাৎ ভজনা করিবে। [২৮] যেহেতুক রাজ্য য়িহুহের তিনি সর্ব্বদেশীয় লোকেরদের মধ্যে কর্ত্তৃত্বকারী। [২৯] পৃথিবীতে যাহারদের প্রকাণ্ডকায় তাহারা সকলে খাইয়া পূজা করিবে যাহারা ধূলায় নামে সে সকলে তাঁহার সাক্ষাৎ প্রণাম করিবে এবং কেহ আপনার প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না। [৩০] এক বংশ তাঁহার সেবা করিবে তাহা য়িহুহের নিজ গোষ্ঠী বিখ্যাত হইবে। [৩১] তাহারা আসিয়া ভবিষ্যল্লোকেরদিগকে তাঁহার ধর্ম্ম কহিবে যে তিনি ইহা কহিয়াছেন।

২৩ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] য়িহুহ আমার রক্ষক আমার কিছুর অভাব হইবে না। [২] তিনি তৃণযুক্তমাঠে আমাকে শোয়ান ও স্থির জলের নিকট আমাকে চরাণ। [৩] তিনি আমার প্রাণ ফিরিয়া আনেন এবং আপনার নামের জন্যে আমাকে ধর্ম্ম পথে চালান। [৪] আমি যখন মৃত্যুর ছায়ারূপ তলিতে গমন করি তখনও আপদ্ভয় করিব না কেননা তুমি আমার সহিত তোমার পাঁচনি এবং তোমার লাঠি আমাকে সান্ত্বনা করে। [৫] তুমি আমার সম্মুখে আমার শত্রুরদের দৃষ্টিতে ভোজ সাজাইয়াছ তুমি আমার মস্তকে তৈল মাখাইয়াছ আমার পেয়ালা তুমি পরিপূর্ণ করিয়াছ। [৬] আমার সকল পরমায়ুঃ দাতৃত্ব ও দয়া অবশ্য আমার পাছে২ যাইবে এবং আমি য়িহুহের ঘরে সদাকাল বাস করিব।

২৪ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] পৃথিবী ও তাহার সম্পত্তি এবং সংসার ও যাহারা তাহাতে বাস করে এই সকল য়িহুহের। [২] তিনি তাহার মূল সমুদ্রের উপর বসাইয়াছেন ও বন্যার উপর তাহা স্থির করিয়াছেন। [৩] য়িহুহের পর্ব্বতের উপর কে যাইবে তাঁহার ধর্ম্মস্থানে কে দাঁড়াইতে পাইবে। [৪] যাহার হাত পরিষ্কৃত যে জন নির্ম্মলান্তঃকরণ যে জন শূন্যতায় মন না উঠাইয়াছে ও প্রবঞ্চনা করিয়া দিব্য না করিয়াছে। [৫] সে জন য়িহুহহইতে বর পাইবে ও তাহার ত্রাণের ঈশ্বরহইতে ধর্ম্মও পাইবে। [৬] যে লোক তাঁহার অন্বেষণ করে হে য়আকুব যাহারা তোমার মুখান্বেষণ করে তাহারদের গোষ্ঠী এই। সেলা। [৭] হে দ্বার তোমারদের মাথা উঠাও হে অক্ষয় কপাট তোমরা উত্থিত হও এবং মহিমবান রাজা প্রবেশ করিবেন। [৮] মহিমবান রাজা কে শক্তিমান পরাক্রান্ত য়িহুহ রণেতে বলবান য়িহুহই তিনি। [৯] হে দ্বার তোমারদের মাথা উঠাও হে অক্ষয় কপাট তোমরা উত্থিত হও এবং মহিমবান রাজা প্রবেশ করিবেন। [১০] এ মহিমবান রাজা কে সৈন্যের য়িহুহই মহিমবান রাজা। সেলা।

২৫ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] হে য়িহুহ তোমার প্রতি আমি আপনার মন উঠাই। [২] হে আমার ঈশ্বর আমি তোমাতে ভরসা করিয়াছি আমাকে লজ্জা পাইতে দিও না আমার শত্রুরা আমার উপর দর্প না করুক। [৩] তোমার প্রতীক্ষাকারিরা লজ্জিত না হউক যাহারা অকারণ পাপ করে তাহারদের লজ্জা হউক। [৪] হে য়িহুহ তোমার পথ আমাকে জানাও তোমার পথে চলিতে আমাকে শিক্ষা করাও। [৫] আমাকে তোমার সত্যতায় গতি করাও এবং আমাকে শিক্ষা করাও কেননা তুমি আমার ত্রাণকারি ঈশ্বর সমস্ত দিন আমি তোমার প্রতীক্ষা করি। [৬] হে য়িহুহ তুমি আপনার দয়া ও স্নেহ স্মরণ কর যেহেতুক তাহা প্রথমাবধি হইল। [৭] আমার যৌবনাবস্থার পাপ ও আমার ঘাইট মনে রাখিও না হে য়িহুহ আপনার অনুগ্রহেতে এবং দাতৃত্বানুসারে আমাকে স্মরণ কর। [৮] য়িহুহ দাতা ও ধর্ম্মস্বরূপ সেইহেতুক তিনি পাপি লোকেরদিগকে আপনার পথ শিক্ষাইবেন। [৯] তিনি নম্র লোকেরদিগকে বিচারের পথ দেখাইবেন তিনি নম্র লোকেরদিগকে আপনার পথ শিক্ষাইবেন [১০] যাহারা য়িহুহের নিয়ম ও তাঁহার প্রমাণ কথা প্রতিপালন করে তাহারদের প্রতি তাঁহার সকল পথ দয়া ও সত্যতা। [১১] হে য়িহুহ আপন নামপ্রযুক্ত আমার পাপ মাফ কর কেন না সে পাপ বড়। [১২] য়িহুহেতে ভয়কারি

জন কে সে জন যে পথ মনোনীত করিবে তাহা
কে তিনি সে পথ শিক্ষা করাইবেন। [১৩] তা
হার প্রাণ সুখে বাস করিবে তাহার সন্তান দে
শাধিকার পাইবে [১৪] যাহারা য়িহুহকে ভয়
করে তাহারদের সহিত তাঁহার গূঢ় বাক্য আছে
তিনি আপনার নিয়ম তাহারদিগকে জানাই
বেন। [১৫] আমার চক্ষুর্দৃষ্টি সদা য়িহুহের প্র
তি কেননা তিনি জালহইতে আমার পা মুক্ত করি
বেন। [১৬] তুমি আমার প্রতি মুখ ফিরাইয়া
আমাকে দয়া কর যেহেতুক আমি অনাথ ও
দুঃখী। [১৭] আমার অন্তঃকরণের দুঃখ বাড়িয়া
ছে দুর্গতিহইতে আমার প্রাণ মুক্ত কর। [১৮]
আমার দুঃখ ও যন্ত্রণা দেখ ও আমার সকল
পাপ মাফ কর। [১৯] আমার শত্রুরদিগকে
দেখ কেননা তাহারা বাড়িয়াছে তাহারা আমা
কে নির্দ্দয় ঘৃণাতে ঘৃণা করে। [২০] আমার প্রাণ
রক্ষা কর ও আমাকে নিস্তার কর আমাকে ল
জ্জিত হইতে দিও না যেহেতুক তোমাতে আমি
ভরসা রাখি। [২১] সাধুতা ও সরলতা আমা
কে রক্ষা করুক কেননা আমি তোমার প্রতীক্ষা
করি। [২২] হে ঈশ্বর য়িশ্রোএলকে তাহার স
কল দুঃখহইতে মুক্ত কর।

২৬ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] হে য়িহুহ আমার বিচার কর যেহেতুক
আমি আপনার সরলতাতে আচরণ করিয়াছি
আমি য়িহুহেতে বিশ্বাস করিয়াছি আমার স্খলন
হইবে না। [২] হে য়িহুহ আমার বিচার কর
ও আমার পরীক্ষা লও আমার অন্তর ও আমার
অন্তঃকরণের পরীক্ষা কর। [৩] কেননা তো
মার স্নেহ আমার গোচরে আমি তোমার সত্য
তাতে আচরণ করিয়াছি। [৪] আমি অবস্তু লো
কেরদের সহিত বসি নাই আমি কাপটিকের
দের সহিত প্রবেশ করিব না। [৫] আমি কুক্রি
য়াকর্ত্তারদের সভা ঘৃণা করিয়াছি আমি কাপুরু
ষেরদের সহিত বসিব না। [৬] আমি নিরপরা
ধিত্বে হাত ধুইব সেমত হে য়িহুহ তোমার যজ্ঞ
বেদি আমি প্রদক্ষিণ করিব [৭] যে আমি ধন্য
বাদ করিয়া ঘোষণা করি ও তোমার সকল আ
শ্চর্য্য কার্য্য কহি। [৮] হে য়িহুহ তোমার বাস
গৃহ এবং তোমার মাহাত্ম্যের তাম্বুর স্থানে আমি
প্রেম করিয়াছি। [৯] যে পাপি লোকেরদের
হস্তে হিংসা এবং তাহারদের দক্ষিণ হস্ত ঘুষে
তে পূর্ণ এমন লোকেরদের সহিত আমার আত্মা
কে সংগ্রহ করিও না। [১০] ও আমার জীবন
ঘাতকেরদের সহিত সংগ্রহ করিও না। [১১]
কিন্তু আমি আপনার সরলতায় চলিব আমাকে
মুক্ত কর এবং দয়া কর। [১২] আমার পা সম
স্থলে দাঁড়াইতেছে আমি সভার মধ্যে য়িহুহের
প্রশংসা করিব।

২৭ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] য়িহুহ আমার দীপ্তি ও আমার ত্রাণ আ
মি কাহাকে ভয় করিব য়িহুহ আমার জীবনের
সামর্থ্য আমি কাহাকে ভয় করিব। [২] কাপু
রুষেরা আমার ঘৃণাকারিরা ও আমার শত্রুরাই
যখন আমার মাংস খাইতে আমার নিকটে আ
ইল তখন তাহারা উছোট খাইল ও পড়িল।
[৩] যদি সেনাগণ আমার সম্মুখে ছাউনি করে
তবেও আমার অন্তঃকরণ ভয় করিবে না যদি সং
গ্রাম আমার বিরুদ্ধে উঠে তবে ইহাতে আমি
বিশ্বাস পাই। [৪] য়িহুহের সৌন্দর্য্য দেখি
বার এবং তাঁহার মন্দিরে জিজ্ঞাসা করিবার কা
রণ আমার সকল পরমায়ুঃপর্য্যন্ত য়িহুহের ঘরে
বাসকরণরূপ এক প্রার্থনা আমি য়িহুহের কাছে
করিয়াছি এখনও তাহার চেষ্টা করিব। [৫]
কেননা তিনি দুর্দ্দশাকালে আমাকে আপন আ
বাসে লুকাইয়া রাখিবেন তিনি আমাকে আপন
তাম্বুর গোপনীয় স্থানে গুপ্ত করিবেন তিনি পর্ব্ব
তের উপর আমাকে স্থাপিত করিবেন। [৬]
এখনও আমার চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুরদিগহইতে তি
নি আমার মাথা উচ্চ করাইবেন আমি তাঁহার
পবিত্র তাম্বুতে আনন্দরূপ নৈবেদ্য করিব আমি
গাইব আমি য়িহুহের উদ্দেশে সুন্দররূপে গা
ইব। [৭] আমি যখন ডাকি তখন আমার কথা
শুন হে য়িহুহ আমাকে দয়া করিয়া শুন। [৮]
আমার মুখান্বেষণ কর তুমি ইহা কহিলে আ
মার অন্তঃকরণ তোমাকে বলে যে হে য়িহুহ আ
মি তোমার মুখান্বেষণ করিব। [৯] তোমার মুখ
আমাহইতে গুপ্ত রাখিও না ক্রোধে আপন দা
সকে ত্যাগ করিও না তুমি আমার উপকারী হি
লা আমাকে ত্যাগ করিও না হে আমার ত্রাণের
ঈশ্বর আমাকে ছাড়িয়া দিও না। [১০] আমার
পিতা ও মাতা আমাকে ত্যাগ করিলে য়িহুহ আ
মাকে উঠাইয়া লন। [১১] হে য়িহুহ তোমার
পথ আমাকে শিক্ষা করাও আমার শত্রুহেতুক
আমাকে সোজা পথ দেখাও আমার শত্রুর ই
চ্ছাতে আমাকে সমর্পণ করিও না। [১২] কেন
না মিথ্যা শাক্ষিরা ও যাহারা নির্দ্দয়তাতে বিশ্বা
স করে এমন লোকেরাও আমার প্রতিকূলে উঠি
য়াছে। [১৩] জীবৎ লোকেরদের দেশে য়িহু
হের অনুগ্রহ দেখিতে যদি আমি না বিশ্বাস করি
তাম তবে ম্লান হইতাম। [১৪] য়িহুহের প্রতী
ক্ষা কর দৃঢ়চিত্ত হও এবং তিনি তোমারদের

অন্তঃকরণ দৃঢ় করিবেন অতএব য়িহুহের প্রতী
ক্ষা কর।

২৮ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] হে আমার পর্ব্বত য়িহুহ আমি চেঁচাইয়া
বলিব আমার প্রতি চুপ করিও না পাছে তুমি
আমার প্রতি চুপ করিলে যাহারা গভীরেতে না
মে আমি তাহারদের মত হই। [২] যখন আ
মি তোমার প্রতি প্রার্থনা করি যখন তোমার প
বিত্র স্থানের প্রতি আমি হস্তবিস্তার করি তখন
আমার প্রার্থনার কথা শুন। [৩] আমাকে দু
রাচার লোকেরদের সহিত টানিয়া ফেলিও না
এবং যাহারা আপন প্রতিবাসিরদের সহিত কু
শল কথা কহে কিন্তু অন্তঃকরণে দুষ্টতা রাখে
এই কুক্রিয়াকর্ত্তারদের সহিত বা আমাকে টানি
য়া দূর করিও না। [৪] তাহারদের ক্রিয়া ও কু
চেষ্টানুসারে তাহারদিগকে ফল দেও তাহার
দের হস্তকৃত ক্রিয়ার প্রতিফল দেও তাহারদের উ
চিত ফল দেও। [৫] কেননা তাহারা য়িহুহের
কার্য্য ও তাঁহার হস্তকৃত ক্রিয়া মানে না সেহে
তুক তিনি তাহারদিগকে বিনাশ করিবেন ও আর
বার উদ্ধুস্থন করিবেন না। [৬] য়িহুহ ধন্য কে
ননা তিনি আমার প্রার্থনারব শুনিয়াছেন। [৭]
য়িহুহ আমার বল ও আমার ঢাল আমার অন্তঃ
করণের ভরসা তাঁহাতে আছে অতএব আমি উ
পকার পাইয়াছি। সেপ্রযুক্ত আমার মন হৃষ্ট
আছে ও আমি আপন গীতে তাঁহার প্রশংসা
করিব। [৮] য়িহুহ তাহারদের বল ও তিনি আ
পনার অভিষিক্তের ত্রাণকারি বল। [৯] আপন
লোকেরদের পরিত্রাণ কর ও আপন অধিকারে
আশীর্ব্বাদ দেও তাহারদিগকে প্রতিপালন কর
এবং সদাকালে উঠাও।

২৯ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] হে পরাক্রান্ত লোকেরা য়িহুহকে দেও
য়িহুহের মহিমা এবং বলের প্রশংসা কর। [২]
য়িহুহকে তাঁহার নামের উপযুক্ত মহিমা দেও ধ
র্ম্মের সৌন্দর্য্যে য়িহুহের ভজনা কর। [৩] য়িহু
হের শব্দ জলের উপর আছে মহিমযুক্ত প্রভু
মেঘের ধ্বনি করেন য়িহুহ অনেক জলের উপর
আছেন। [৪] য়িহুহের শব্দ পরাক্রান্ত য়িহুহের
রব মহত্ত্বেতে পূর্ণ আছে। [৫] য়িহুহের ধ্বনি
আরেজ বৃক্ষ ভাঙ্গে য়িহুহ লিবানোনের আরেজ
বৃক্ষ ভাঙ্গেন। [৬] তিনি তাহারদিগকে বাছু
রের মত লাফ দেওয়ান লিবানোন ও শরিওন
কে রীম পশুর বাচ্চার ন্যায় লাফ দেওয়ান। [৭]
য়িহুহের রব অগ্নির শিখা বহুধা করে। [৮] য়ি
হুহের শব্দ অরণ্যকে কম্পমান করে য়িহুহ কা
দেশ অরণ্য কম্পমান করেন। [৯] য়িহুহের রব
হরিণীরদিগকে প্রসব করায় ও বনকে অনাবৃত
করে এবং তাঁহার মন্দিরে সকলে তাঁহার মহি
মার কথা কহে। [১০] য়িহুহ বন্যার উপর ব
সেন য়িহুহই সদাকাল রাজা হইয়া বসেন।
[১১] য়িহুহ আপনার লোকেরদিগকে বল দি
বেন য়িহুহ আপন লোকেরদিগকে শান্তিবর দি
বেন।

৩০ গীত।

মন্দির প্রতিষ্ঠাসময়ে যে গীতের গান হইয়া ছিল সে গীত এই।

[১] হে য়িহুহ আমি তোমাকে বড় করিয়া মা
নিব কেননা আমাকে তুমি উঠাইয়াছ এবং আ
মার শত্রুরদিগকে আমার উপর আনন্দ করিতে
দেও নাই। [২] হে য়িহুহ আমার ঈশ্বর আ
মি তোমার প্রতি প্রার্থনা করিয়াছি তুমি আমা
কে সুস্থ করিয়াছ। [৩] হে য়িহুহ কবরহইতে
তুমি আমার প্রাণ উঠাইয়াছ তুমি আমাকে বাঁ
চাইয়া রাখিয়াছ যে আমি খাতে না নামি।
[৪] হে পুণ্যবানেরা য়িহুহের প্রতি গীত গাও
তাঁহার ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া স্তুতি কর। [৫] কে
ননা তাঁহার ক্রোধ এক নিমেষমাত্রস্থায়ী তাঁহার
অনুগ্রহেতেই জীবন আছে ক্রন্দন এক রাত্রি
থাকিতে পারে প্রাতে আনন্দ আইসে। [৬]
আমি সুদশাকালে কহিলাম যে আমি কখন লা
ড়িত হইব না। [৭] হে য়িহুহ তুমি অনুগ্রহ
করিয়া আমার পর্ব্বত এমন স্থির করিয়াছিলা তু
মি মুখ লুকাইলে আমি কাতর হইলাম। [৮]
হে য়িহুহ আমি তোমার স্থানে প্রার্থনা করিব
আমি য়িহুহের কাছে বিনতি করিব। [৯] আ
মি খাতে পড়িলে আমার রক্তেতে কি লাভ ধূলা
কি তোমাকে স্তব করিবে তাহা কি তোমার সত্য
তা প্রকাশ করিবে। [১০] হে য়িহুহ অবধান
করিয়া আমাকে দয়া কর হে য়িহুহ আমার উ
পকারী হও। [১১] তুমি এই নিমিত্তে আমার
রোদনকে বাদ্য করিয়াছ তুমি আমার চট খুলি
য়া আমার কোমরেতে আনন্দ বাঁধিয়াছ [১২]
যে আমার গৌরব তোমার কাছে স্তুতিগান
করে ও চুপ না করে হে য়িহুহ আমার ঈশ্বর আ
মি সদাকাল তোমার স্তব করিব।

৩১ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাউদের এক গীত।

[১] হে য়িহুহ তোমাতে আমার ভরসা আমা
কে কোন কালে লজ্জিত হইতে দিও না তোমার
ধর্ম্মে আমাকে উদ্ধার কর। [২] আমার কথায়

অবধান কর আমাকে শীঘ্র মুক্ত কর আমার নি
মিত্তে শক্ত পর্ব্বত হও ও আমার রক্ষাকরণের
আশ্রয় হও। [৩] তুমি আমার পর্ব্বত ও আ
মার গড় অতএব তোমার নামের জন্যে আমাকে
চালাও ও পথ দেখাও। [৪] যে জাল তাহারা
আমাকে ধরণের জন্যে গুপ্তে পাতিয়াছে তাহা
হইতে আমাকে উদ্ধার কর কেননা তুমি আমার
সামর্থ্য। [৫] আমি আপনার আত্মা তোমার
নিকটে সমর্পণ করি হে য়িহুহ সত্যতার প্রভু আ
মাকে তুমি মুক্ত করিয়াছ। [৬] যাহারা বৃথা
অনর্থক ক্রিয়া মানে তাহারদিগকে আমি ঘৃণা
করিয়াছি ও য়িহুহেতে ভরসা রাখিয়াছি। [৭]
তোমার দয়ায় আমি উল্লাস ও আনন্দ করিব কে
ননা তমি আমার দুঃখ দেখিয়াছ আমার প্রাণ
দুর্দ্দশাকালে তুমি জানিয়াছ। [৮] ও আমার
শত্রুরদের হাতে আমাকে বদ্ধ কর নাই আমার
পা তুমি প্রশস্ত স্থানে স্থাপিত করিয়াছ। [৯]
হে য়িহুহ আমাকে দয়া কর কেননা আমি দুর্গ
তিতে পড়িয়াছি। [১০] শোকেতে আমার চক্ষুঃ
ক্ষয় হইয়াছে আমার আত্মা ও আমার উদরও
সেমত ক্ষীণ হইয়াছে। শোকেতে আমার প্রাণ
যায় ও কোঁকাইতে২ আমার পরমায়ুঃ যায় আ
মার পাপেতে আমার বলের ক্ষয় হইয়াছে এবং
আমার অস্থি জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। [১১] আমার
সকল শত্রুরদের মধ্যে এবং আমার প্রতিবাসির
দের কাছে আমি নিন্দিত ছিলাম যাহারদের স
হিত আমার পরিচয় ছিল তাহারদের প্রতি আমি
ভয়ানক হইলাম যাহারা বাহিরে আমাকে দে
খিল তাহারা আমাহইতে দূরে গেল। [১২]
আমি বিস্মৃত মৃত মনুষ্যের মত বিস্মৃত ছিলাম
আমি ভগ্ন পাত্রের মত। [১৩] কেননা আমি
অনেক লোকের নিন্দা শুনিয়াছি চতুর্দ্দিগে ভয়
ছিল যে কালে তাহারা আমার বিষয়ে পরামর্শ
করিতেছিল তৎকালে তাহারা আমার প্রাণ লই
তে যুক্তি করিল। [১৪] কিন্তু হে য়িহুহ তোমা
তেই আমার ভরসা আমি কহিয়াছি যে তুমি
আমার ঈশ্বর। [১৫] আমার আয়ুর্গতি তো
মার হাতে আছে আমাকে আমার শত্রু ও নিগ্রহ
কারিরদেরহইতে ত্রাণ কর। [১৬] আপনার
মুখ আপনার দাসের প্রতি প্রসন্ন কর ও কৃপা ক
রিয়া আমাকে ত্রাণ কর। [১৭] হে য়িহুহ আ
মাকে লজ্জিত হইতে দিও না কেননা তোমার
স্থানে নিবেদন করিয়াছি দুষ্টেরা লজ্জিত হউক
এবং পরলোকে নীরব থাকুক। [১৮] যাহা
রা পুণ্যবানেরদের বিপরীতে তচ্ছ ও অহঙ্কার
করিয়া মর্ম্মান্তিক বাক্য কহে সে মিথ্যাবাদি ওষ্ঠা
ধর নীরব হউক। [১৯] যাহারা তোমাকে ভয়
করে ও যাহারা মানুষেরদের সন্তানেরদের আ
গে তোমাতে ভরসা রাখিয়াছে তাহারদের কা
রণ তুমি যাহা প্রস্তুত করিয়াছ সে মঙ্গল কি অতি
বড়। [২০] তুমি আপন সম্মুখে অপ্রকাশ স্থা
নে অহঙ্কারি লোকহইতে তাহারদিগকে রক্ষা
করিবা তুমি তাম্বুতে তাহারদিগকে ঝগড়াউ জি
হ্বাহইতে রক্ষা করিবা। [২১] য়িহুহ ধন্য কে
ননা তিনি দৃঢ় নগরে আমার প্রতি আশ্চর্য্য দয়া
করিয়াছেন। [২২] আমার হঠাৎ কথনকালে
আমি বলিলাম যে আমি তোমার দৃষ্টিবহিষ্কৃ
ত হইয়াছি যখন তোমার কাছে প্রার্থনা করি
লাম তখন তুমি আমার প্রার্থনার কথা অবশ্য
শুনিয়াছ। [২৩] হে য়িহুহের সকল পুণ্যবানে
রা তোমরা তাঁহাকে প্রেম কর য়িহুহ বিশ্বস্ত লো
কেরদিগকে রক্ষা করেন ও অহঙ্কারকর্ত্তারদিগ
কে অনেক সমুচিত ফল দেন। [২৪] হে য়িহু
হেতে ভরসাকারিরা তোমরা সকলে সাহসবান
হও তাহাতে তিনি তোমারদের অন্তঃকরণ বল
বান করিবেন।

৩২ গীত।

দাউদের মাস্কিল।

[১] যাহার অপরাধক্ষমা হইয়াছে যাহার
পাপ আচ্ছাদিত আছে সে জন ধন্য। [২] য
হার পাপ য়িহুহ ধরেন না যাহার অন্তঃকরণে
বঞ্চনা নাই সে জন ধন্য। [৩] আমি যতক্ষণ কি
ছু না কহিলাম ততক্ষণ আমার সমস্ত দিন ক্রন্দন
করণেতে আমার অস্থি জীর্ণ হইয়া গেল। [৪]
কেননা দিবারাত্রি তোমার হাত আমার উপর
ভারি ছিল আমার রস বিকৃত হইয়া গ্রীষ্মকা
লীন শুষ্কতাই হইল। সেলা। [৫] তোমার
কাছে আমি আপন পাপ স্বীকার করিলাম ও
আপনার অপরাধ ঢাকিলাম না আমি কহিলাম
যে য়িহুহের নিকটে আমি আপন ত্রুটি স্বীকার
করিব এবং তুমি আমার পাপের অধর্ম্ম ক্ষমা
করিয়াছ। সেলা। [৬] এইপ্রযুক্ত প্রত্যেক পু
ণ্যবান লোক যে কালে তোমার উদ্দেশ পাইতে
পারে সে কালে তোমার স্থানে প্রার্থনা করিবে
অবশ্য মহাজলপ্লাবনকালে তাহারা তাহাকে
স্পর্শ করিবে না। [৭] তুমি আমার গোপনের
স্থান আমাকে দুঃখহইতে রক্ষা কর তমি উদ্ধার
বিষয়ক স্তবেতে আমাকে বেষ্টন করিবা। সেলা।
[৮] তোমাকে আমি জ্ঞান দিব ও তোমার
গন্তব্য পথ তোমাকে দেখাইব আমি আপন
চক্ষুর দৃষ্টিতে তোমাকে যুক্তি দিব। [৯] তো
মার উপরে না পড়নের নিমিত্তে যাহার মুখ লা
গাম ও বাগডোরেতে সমাহিত করণের আব
শ্যক এমন যে অবোধ অশ্ব ও অশ্বতর তুমি তা

হারদের মত হইও না। [১০] দুষ্ট লোকের
দের অনেক দুঃখ হইবে কিন্তু যাহারা য়িহুহে
তে বিশ্বাস করে তাহারদের চতুর্দ্দিগে কৃপা থা
কিবে। [১১] হে ধার্ম্মিকেরা য়িহুহেতে হৃষ্ট হও
হে সদন্তঃকরণেরা তোমরা সকলে আনন্দিত হও।

৩৩ গীত।

[১] হে ধার্ম্মিকেরা তোমরা য়িহুহের উদ্দেশে
আনন্দধ্বনি কর যেহেতুক সরলান্তঃকরণেরদের
স্তব করা শোভাকর। [২] বীণা ও নেবেলবা
দ্যেতে য়িহুহের স্তব কর দশতার যন্ত্র বাজাইয়া
তাঁহার নিকট গীত গাও। [৩] তাঁহার উদ্দেশে
নূতন গীত গাও সুন্দররূপে অতিশয় শব্দে তাঁ
হার উদ্দেশে বাজাও। [৪] যেহেতুক য়িহুহের
কথা প্রকৃত তাঁহার সকল কার্য্য সত্যতাতে করা
গিয়াছে। [৫] তিনি ধর্ম্ম ও ন্যায় ভাল বাসেন
পৃথিবী য়িহুহের কৃপাতে পূর্ণা। [৬] য়িহু
হের কথাতে স্বর্গ সৃষ্ট হইল ও তাহারদের সকল
সেনাগণ তাঁহার মুখের নিশ্বাসেতে সৃষ্ট হইল।
[৭] তিনি সমুদ্রের জল রাশি করিয়া একত্র করেন
তিনি গাম্ভীর্য্য আপনার সম্পত্তির মধ্যে রাখিতে
ছেন। [৮] পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকেরা য়িহুহকে
ভয় করুক সকল জগন্নিবাসিরা তাঁহাকে ভয় করু
ক। [৯] যেহেতুক তাঁহার বাক্যেতে তাহার সৃ
ষ্টি হইল ও তাঁহার আজ্ঞাতে তাহা স্থির হইল।
[১০] য়িহুহ অন্যদেশীয়েরদের পরামর্শ বৃথা
করেন তিনি লোকেরদের অভিপ্রায় নিষ্ফল ক
রেন। [১১] য়িহুহের পরামর্শ সদাকাল স্থির তাঁ
হার অন্তঃকরণের অভিপ্রায় লোকস্থিতিপর্য্যন্ত।
[১২] যে দেশীয় লোকেরদের ঈশ্বর য়িহুহই ও
যে লোকেরদিগকে তিনি আপন অধিকারের
জন্য মনোনীত করিয়াছেন সে লোকেরা ধন্য।
[১৩] য়িহুহ স্বর্গে থাকিয়া দৃষ্টি করেন তিনি মা
নুষের সকল সন্তানেরদিগকে দেখেন। [১৪]
আপনার বসতি স্থানহইতে তিনি পৃথিবীর স
কল গৃহস্থেরদের প্রতি দৃষ্টি করেন। [১৫] তিনি
একিরূপ তাহারদের অন্তঃকরণ সৃষ্টি করেন তি
নি তাহারদের সকল কার্য্য বিবেচনা করেন।
[১৬] অনেক সৈন্যেতে রাজার রক্ষা নাই অনেক
পরাক্রমেতেও পরাক্রান্তের উদ্ধার হইবে না।
[১৭] রক্ষার কারণ অশ্ব বৃথা তাহার বড় বলে
তে সে কাহারো ত্রাণ করিবে না। [১৮] দেখ
যাহারা য়িহুহকে ভয় করে যাহারা তাঁহার অনু
গ্রহে ভরসা রাখে তাহারদের আত্মাকে মৃত্যুহই
তে নিস্তার করিতে ও তাহারদিগকে দুর্ভিক্ষে রক্ষা
করিতে তাহারদের উপরে তাঁহার দৃষ্টি আছে।
[১৯] আমারদের আত্মা য়িহুহের প্রতীক্ষা করে
তিনি আমারদের উপকারী ও আমারদের ঢাল।
[২০] আমারদের মনের হর্ষ তাঁহাতে আছে যে
হেতুক আমরা তাঁহার পবিত্র নামে ভরসা রা
খি। [২১] হে য়িহুহ যেমন তোমাতে আমরা
ভরসা রাখিয়াছি তেমন আমারদের উপর তো
মার দয়া হউক।

৩৪ গীত।

দাউদ আবিমেলেকের সম্মুখে আচারান্তর
করিলে সে যখন তাহাকে দূর করিয়া দিল ও সে
প্রস্থান করিল সে কালে তাঁহার রচিত এক গীত
এই।

[১] আমি সর্ব্বকাল য়িহুহের প্রশংসা করিব
তাঁহার স্তুতি আমার মুখে সদা হইবে। [২]
য়িহুহেতে আমার মন উল্লসিত হইবে মৃদু লো
কেরা তাহা শুনিয়া হৃষ্ট হইবে। [৩] আ
মার সহিত য়িহুহের মহিমা প্রকাশ কর আম
রা একত্র তাঁহার নামের প্রশংসা করি। [৪]
আমি য়িহুহের অন্বেষণ করিলাম এবং তিনি আ
মার কথা শুনিয়া আমার সকল ভয়হইতে আ
মাকে পরিত্রাণ করিলেন। [৫] তাহারা তাঁ
হার উপরে দৃষ্টি করিয়া দীপ্তিমান করা গেল
এবং তাহারদের মুখ লজ্জিত হইল না। [৬]
এ দরিদ্র মিনতি করিল ও য়িহুহ শুনিয়া তাহার স
কল দুঃখহইতে তাহাকে উদ্ধার করিলেন। [৭]
যাহারা য়িহুহকে ভয় করে তাহারদের চতুর্দ্দিগে
তাঁহার দূতেরা ছাউনি করে ও তাহারদের উদ্ধার
করে। [৮] য়িহুহই দাতা ইহা চাকিয়া দেখ
যে জন তাঁহার উপরে ভরসা রাখে সে জন ধন্য।
[৯] হে য়িহুহের পুণ্যবান লোকেরা তোমরা তাঁ
হাকে ভয় কর তাঁহাতে ভয়কারিরদের কিছুর অ
ভাব নাই। [১০] সিংহশাবকেরা খাদ্যহীন ও ক্ষু
ধিত হয় কিন্তু য়িহুহান্বেষিরদের মঙ্গলের অভাব
কিছু হইবে না। [১১] হে শিশুরা আইস
আমার কথায় অবধান কর তোমারদিগকে আ
মি য়িহুহবিষয়ক ভয় শিক্ষাইব। [১২] জীব
নাকাঙ্ক্ষী ও মঙ্গল দেখিবার কারণ দীর্ঘায়ুরিচ্ছা
কারী কে। [১৩] তোমার জিহ্বা মন্দকথনহইতে
ও তোমার ওষ্ঠাধর প্রবঞ্চনা কথনহইতে নিবৃত্ত
কর। [১৪] কুক্রিয়া ত্যাগ কর ও সৎকর্ম্ম কর
কুশল চেষ্টা কর ও তাহার অতিশয় অনুসন্ধান
কর। [১৫] য়িহুহের চক্ষুর দৃষ্টি ধার্ম্মিকেরদের
উপরে ও তাঁহার কর্ণ তাহারদের বিনতির প্রতি
খোলা আছে। [১৬] পৃথিবীহইতে কুক্রিয়াক
র্ত্তারদের নাম লোপ করিবার কারণ য়িহুহের
মুখ তাহারদের প্রতিকূলে আছে। [১৭] ধার্ম্মি
কেরা ডাকে ও য়িহুহ শুনেন ও তাহারদিগকে স
কল দুঃখহইতে নিস্তার করেন। [১৮] য়িহুহ
ভগ্নান্তঃকরণেরদের নিকটে আছেন ও চূর্ণমানস

লোকেরদিগকে ত্রাণ করেন। [১৯] ধার্ম্মিক লো
কেরদের অনেক দুঃখ বটে কিন্তু য়িহুহ সে সকল
হইতে তাহাকে উদ্ধার করেন। [২০] তিনি তা
হার অস্থিসকলের এমত রক্ষা করেন যে তাহার
একটীও ভাঙ্গা যায় না। [২১] দুস্ট লোকের
দিগকে আপদে মারিয়া ফেলিবে এবং ধার্ম্মিকের
দিগকে যাহারা ঘৃণা করে তাহারা অনাথ হইবে
[২২] য়িহুহ আপনার দাসের আত্মাকে মুক্ত
করিবেন ও যাহারা তাঁহার উপরে ভরসা রাখে
তাহারা অনাথ হইবে না।

৩৫ গীত।

[১] হে য়িহুহ যাহারা আমার সহিত বিরোধ
করে তাহারদের সহিত তুমি বিরোধ কর ও আ
মার প্রতিযোদ্ধারদের সহিত যুদ্ধ কর। [২]
ঢাল ও চর্ম্ম ধর ও আমার উপকার করিতে উঠ।
[৩] করবাল নিষ্কোষ করিয়া আমার নিগ্রহকা
রিরদের পথ রোধ কর আমার আত্মাকে কহ
যে আমি তোমার ত্রাণ। [৪] যাহারা আমার
প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করে তাহারা লজ্জিত ও
ব্যাকুল হউক যাহারা আমার হিংসা চিন্তা করে
তাহারা পরাবৃত্ত হউক ও লজ্জাচ্ছাদিত হউক।
[৫] তাহারা বাতাসের সম্মুখস্থ ভুষির মত হউক
য়িহুহের দূত তাহারদিগকে দূরীভূত করুক। [৬]
তাহারদের পথ অন্ধকারময় ও পিছল হউক ও
য়িহুহের দূত তাহারদের নিগ্রহ করুক। [৭]
যেহেতুক তাহারা অকারণ আমার প্রাণ ধরিতে
যে খাত খনন করিয়াছিল সে খাতে তাহারা
অকারণে আমার জন্যে জাল পাতিয়াছে। [৮]
অকস্মাৎ বিনাশ তাহার উপরে আইসুক ও তা
হার গুপ্তে রাখা জালে তাহার নিজ পা ধরা যা
উক সেই প্রমাদে সে আপনি পড়ুক। [৯] এবং
আমার মন য়িহুহেতে হৃষ্ট হইবে ও তজ্জাত
ত্রাণেতে আনন্দিত হইবে। [১০] আমার অস্থি
সকল বলিবে হে দরিদ্রাপেক্ষা বলবান জনহইতে
এবং যে জন তাহার উপর জোর করে সে জন
হইতে দরিদ্র ও অনাস্তিকের নিস্তারকারক য়িহুহ
তোমার তুল্য কে। [১১] মিথ্যা সাক্ষিরা উ
ঠিল এবং যাহা আমি জানি নাই তাহা আমার
বিষয়ে সাক্ষ্য দিল। [১২] তাহারা আমার প্রা
ণনাশের জন্যে সুক্রিয়ার পরিবর্ত্তে আমার মন্দ
করিল [১৩] কিন্তু তাহারা পীড়িত হইলে আমার
বস্ত্র চট ছিল আমি উপবাসকরণেতে আপনার
প্রাণকে খাটো করিলাম ও আমার প্রার্থনা আ
মার বক্ষস্থলে ফিরিয়া পড়িল। [১৪] আমার স
খার কিম্বা ভ্রাতার প্রতি যেমন করি তেমন তাহার
প্রতি আমি আচরণ করিলাম কেহ আপনার মা
তাহেতুক যেমন শোকান্বিত হয় তেমন তাহাহে
তুক আমি শোকান্বিত হইয়া হেঁট হইলাম।
[১৫] কিন্তু আমার দুর্দ্দশাকালে তাহারা আ
নন্দ করিল ও একত্র হইয়া আইল কাপুরুষেরাও
আমার বিপরীতে একত্র আইল কিন্তু আমি জা
নিলাম না তাহারা চিরিল ও ত্যাগ করিল না।
[১৬] কাল্পনিক নিন্দকেরদের সহিত তাহারা নি
ন্দা করিয়া আমার উপর দন্ত কিড়িমিড়ি করিল।
[১৭] হে য়িহুহ তুমি কত কালপর্য্যন্ত এমন করি
য়া দেখিবা তাহারদের নষ্টতাহইতে আমার প্রা
ণের উদ্ধার কর আমার এই এক প্রাণ সিংহের
দেরহইতে রক্ষা কর। [১৮] আমি মহাসভায়
তোমার স্তব করিব পরাক্রান্ত লোকেরদের মধ্যে
তোমার স্তুতি করিব। [১৯] যাহারা অকারণ
আমার শত্রু তাহারদিগকে আমার উপর উল্ল
সিত হইতে দিও না যাহারা অকারণ আমাকে
ঘৃণা করে তাহারা চক্ষু না ঠারে। [২০] যে
হেতুক তাহারা কুশল কথা কহে না ও যাহারা
দেশে নির্ব্বিরোধরূপে বাস করে তাহারদের
প্রতি প্রবঞ্চনার অনুসন্ধান করে। [২১] তাহা
রা আমার উপর মুখ খুলিয়া বলে বটে ভাল২
আমরা দেখিয়াছি। [২২] হে য়িহুহ তুমি দে
খিয়াছ নীরব হইও না হে ঈশ্বর আমাহইতে
দূর হইও না।

[২৩] হে আমার ঈশ্বর আমার পরমেশ্বর আ
মার বিচার করিতে ও আমার মোকদ্দমা করিতে
সচেতন হও জাগৃত হও। [২৪] হে য়িহুহ আ
মার ঈশ্বর তোমার ধর্ম্মানুসারে আমার বিচার
কর তাহারদিগকে আমার উপর আনন্দ করিতে
দিও না। [২৫] পাছে তাহারা মনে২ বলে যে
ভাল২ এই আমারদের বাঞ্ছিত হইয়াছে পাছে
তাহারা বলে যে আমরা তাহাকে গিলিয়াছি।
[২৬] যাহারা আমার দুঃখ দেখিয়া আনন্দিত
হয় তাহারা এককালে লজ্জিত ও ব্যাকুল হবে
যাহারা আপনারদিগকে আমার উপর বড় করি
য়াছে তাহারা লজ্জাতে ও ব্যাকুলতাতে বস্ত্রান্বিত
হবে। [২৭] যাহারা আমার ধর্ম্মের অনুকূল
হয় তাহারা আনন্দিত ও উল্লসিত হউক। [২৮]
আপন সেবকের কুশল দেখিয়া পরিতুষ্ট য়িহু
হের মাহাত্ম্য হউক তাহারা ইহা সর্ব্বদা কহুক।
[২৯] এবং আমার জিহ্বা তোমার ধর্ম্মের ও
তোমার স্তবের প্রসঙ্গ সমস্ত দিবস করিবে।

৩৬ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে য়িহুহের দাস
দাঊদের এক গীত।

[১] দুষ্ট লোকের অপরাধ আমার মনে এ
কথা কহে যে ঈশ্বরবিষয়ক ভয় তাহার গোচরে
নাই। [২] যেহেতুক তাহার পাপ ঘৃণিতরূপে

প্রকাশ না পায় সেপর্য্যন্ত সে আপন গোচরে আপন প্রশংসা করে। [৩] তাহার মুখের কথা অধর্ম্ম ও প্রতারণা সে জ্ঞান ও সুক্রিয়াকরণ ত্যাগ করিয়াছে। [৪] সে শয্যার উপর শুইয়া অধর্ম্ম চিন্তা করে সে অভদ্র পথে আপনাকে স্থাপিত করিতেছে সে কুক্রিয়া ঘৃণা করে না। [৫] হে য়িহুহ তোমার কৃপা স্বর্গে তোমার সত্যতা গগণস্পর্শিনী [৬] তোমার ধর্ম্ম মহাপর্ব্বতের মত তোমার বিচার বড় গম্ভীর হে য়িহুহ তুমি মানুষ ও জন্তুকে রক্ষা করিতেছ। [৭] হে ঈশ্বর তোমার দয়া কিবাই শ্রেষ্ঠা অতএব মনুষ্যের সন্তানেরা তোমার পাখার ছায়ায় আশ্রয় করে। [৮] তোমার গৃহের উত্তম বস্তুতে তাহারা পরিতুষ্ট হইবে এবং তোমার সুখদায়িনী নদীহইতে তুমি তাহারদিগকে পান করিতে দিবা। [৯] যেহেতুক তোমার কাছে জীবনের উনই ও তোমার দীপ্তিতে আমরা দীপ্তি দেখিতে পাইব। [১০] যাহারা তোমাকে জানে তাহারদিগকে নিত্য কৃপা দান কর এবং সরলান্তঃকরণ লোকেরদের প্রতি আপন ধর্ম্ম স্থির কর। [১১] অহঙ্কারের পা আমার উপর আসিতে দিও না এবং দুরাচারের হাতকে আমাকে স্থানান্তরে করিতে দিও না। [১২] কুক্রিয়াকর্ত্তারা সে স্থানে পড়িয়াছে তাহারা পতিত হইয়াছে এবং উঠিতে পারে না।

৩৭ গীত।

দাউদের গীত।

[১] কুক্রিয়াকর্ত্তাহেতুক বিরক্ত হইও না ও অধর্ম্মকারিপ্রযুক্ত জ্বলিও না। [২] কেননা সে ঘাসের মত শীঘ্র ছিন্ন হইবে ও কোমল তৃণের মত শুকিয়া যাইবে। [৩] য়িহুহেতে ভরসা রাখ ও সুক্রিয়া কর দেশে বাস কর ও অবশ্য প্রতিপালিত হইবা। [৪] য়িহুহেতে সন্তুষ্ট হও এবং তিনি তোমার অন্তঃকরণের বাঞ্ছিত দিবেন। [৫] তোমার গতিক য়িহুহের স্থানে সমর্পণ কর তাঁহাতে বিশ্বাস কর ও তিনি তাহা সিদ্ধ করিবেন। [৬] তিনি তোমার ধর্ম্ম আলোর ন্যায় প্রকাশ করিবেন ও তোমার বিচার মধ্যাহ্নের ন্যায় প্রকাশ করিবেন। [৭] য়িহুহের প্রতি নীরব হও ও ধৈর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার প্রতীক্ষা কর যে জন আপনার আচারে ভাগ্যবান যে জন দুশ্চিন্তা সিদ্ধ করে তাহার বিষয়ে ব্যথিত হইও না। [৮] ক্রোধ ত্যাগ কর চণ্ডকোপ ছাড়িয়া দেও কোন মতে কুক্রিয়া করিতে ব্যগ্র হইও না। [৯] যেহেতুক দুরাচারেরা উচ্ছিন্ন হইবে কিন্তু যাহারা য়িহুহের প্রতীক্ষা করে তাহারা পৃথিবীর অধিকার পাইবে। [১০] কিঞ্চিৎ কাল পরে দুষ্টেরা থাকিবে না তুমি তাহারদের স্থান অনুসন্ধান করিয়াও তাহার উদ্দেশ পাইবা না। [১১] কিন্তু নম্র লোকেরা পৃথিবীর অধিকার পাইবে এবং মহাশান্তিপ্রযুক্ত হৃষ্ট হবে। [১২] দুষ্টেরা ধার্ম্মিকের বিপরীতে চিন্তা করে ও তাহার উপর দন্ত কিড়িমিড়ি করে। [১৩] ঈশ্বর তাহার প্রতি পরিহাস করিবেন যেহেতুক তিনি দেখেন যে তাহার দিন নিকটবর্ত্তী হইতেছে। [১৪] দুঃখি এবং তম্নাস্তি লোকেরদের শরীরে বাণক্ষেপ করিতে ও সদন্তঃকরণ লোকেরদিগকে সংহার করিতে দুরাচার লোক করবাল নিষ্কোষ করে ও ধনুকে গুণ দেয় [১৫] তাহারদের করবাল তাহারদের অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হবে ও তাহারদের ধনুক ভাঙ্গা যাইবে। [১৬] ধার্ম্মিকের অল্প সম্পত্তি অনেক দুরাচার লোকেরদের সম্পত্তিহইতে ভাল। [১৭] যেহেতুক দুষ্টের ভুজ ভাঙ্গা যাইবে কিন্তু য়িহুহ ধার্ম্মিককে ধরিয়া রাখেন। [১৮] য়িহুহ সাধু লোকেরদের কাল জানেন তাহারদের সদাকাল অধিকার হইবে। [১৯] দুর্দ্দশাকালেও তাহারদের লজ্জা হইবে না এবং আকালে তাহারা তৃপ্ত হইবে। [২০] কিন্তু দুরাচারেরদের বিনাশ হইবে য়িহুহের শত্রুরা মেষশাবকের চরবির মত হইবে তাহারা গলিয়া যাইবে তাহারা ধূম হইয়া যাইবে। [২১] পাপী কর্জ্জ লয় ও শোধ দেয় না কিন্তু ধার্ম্মিক দয়ালু ও দাতা। [২২] কেননা তাঁহার আশীঃপ্রাপ্ত লোকেরা পৃথিবীর অধিকার পাইবে কিন্তু তাঁহার শাপগ্রস্তেরা উচ্ছিন্ন হইবে। [২৩] সুমানুষের গতি য়িহুহকর্ত্তৃক নিরূপিত হয় এবং তিনি তাহার পথ ভাল বাসেন। [২৪] যদি কদাচিৎ সে জন পড়ে তথাপি পতিত থাকিবে না যেহেতুক য়িহুহ তাহার হাত ধরেন। [২৫] আমি যুবা ছিলাম এখন বৃদ্ধ হইয়াছি কিন্তু ধার্ম্মিককে পরিত্যক্ত হইতে কিম্বা তাহার সন্তানকে ভক্ষ্য ভিক্ষা করিতে কখন দেখিলাম না। [২৬] সে নিত্য দয়ালু ও ঋণদাতা তাহার সন্তানেরাও আশীঃপ্রাপ্ত হইবে। [২৭] কুক্রিয়া ত্যাগ কর সুক্রিয়া কর ও সদা বাস কর। [২৮] যেহেতুক য়িহুহ প্রকৃত কার্য্যে প্রেম করেন ও আপন পুণ্যবানেরদিগকে ত্যাগ করেন না তাহারদের নিত্য রক্ষা হইয়াছে কিন্তু পাপিরদের বংশ উচ্ছিন্ন হইবে। [২৯] ধার্ম্মিকেরা পৃথিব্যধিকার পাইবে ও সদাকাল তদুপরি বাস করিবে। [৩০] ধার্ম্মিকের মুখ জ্ঞানের কথা বলে ও তাহার জিহ্বা বিচারের কথা কহে। [৩১] ঈশ্বরের শাস্ত্র তাহার অন্তঃকরণে থাকে তাহার পদস্খলন হইবে না। [৩২] দুষ্ট লোক ধার্ম্মিকের প্রতি দৃষ্টি করে ও তাহাকে বধ করিতে চাহে। [৩৩] য়িহুহ তাহার হস্তে তা

হাকে রাখিবেন না ও বিচারে তাহাকে সদোষ
করিবেন না। [৩৪] য়িহুহের প্রতীক্ষা কর তাঁ
হার পথ পালন কর ও দেশাধিকার পাইতে তি
নি তোমার উন্নতি করিবেন দুষ্টেরা উচ্ছিন্ন হইলে
তুমি তাহা দেখিবা। [৩৫] আমি দুষ্টকে বড় দা
ম্ভিক এবং স্বদেশস্থিত বৃক্ষের মত বাড়িতে দেখি
য়াছি। [৩৬] সে গিয়াছে দেখ তাহার উদ্দেশ
নাই আমি অন্বেষণ করিলাম কিন্তু তাহাকে পা
ইলাম না। [৩৭] সাধুকে দেখ সরলের প্রতি
অবলোকন কর যেহেতুক সে জনের শেষ কুশল।
[৩৮] প্রতারকেরা এককালে উচ্ছিন্ন হইবে পাপি
রা শেষে কাটিয়া ফেলা যাইবা। [৩৯] ধার্ম্মিকের
দের ত্রাণ য়িহুহহইতে হয় অমঙ্গল সময়েতে তিনি
তাহারদের বল য়িহুহ তাহারদের উপকার করি
বেন ও উদ্ধার করিবেন তিনি তাহারদিগকে পা
পিরদেরহইতে উদ্ধার করিবেন তিনি তাহারদিগ
কে পাপিরদেরহইতে উদ্ধার করিবেন ও তাহার
দিগকে নিস্তার করিবেন যেহেতুক তাঁহাতে তা
হারদের ভরসা।

৩৮ গীত।

স্মরণার্থ দাউদের এক গীত।

[১] হে য়িহুহ ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে ধমকাইও
না এবং তোমার জ্বলন্ত কোপে আমাকে শাস্তি
দিও না। [২] যেহেতুক তোমার বাণ আমাতে
লাগিয়া থাকে ও তোমার হস্ত আমার উপর ভা
রী করিয়া চাপাইতেছ। [৩] তোমার ক্রোধেতে
আমার মাংসের কিছু স্বাস্থ্য নাই ও আমার পা
পহেতুক আমার অস্থিতে সুখ নাই। [৪] যে
হেতুক আমার অপরাধ আমার মস্তকোপরি গি
য়াছে তাহা ভারি বোঝার মত আমার শক্তিহই
তে অধিক ভারী আছে। [৫] আমার চপলতা
তে আমার ক্ষত দুর্গন্ধ ও গলিত হইয়াছে। [৬]
আমি উদ্বিগ্ন হইয়াছি আমি অতিহেঁট হইয়াছি
সমস্ত দিন আমি দুঃখী হইয়া ভ্রমণ করি। [৭]
যেহেতুক আমার কমর ঘৃণিত রোগেতে পূর্ণ ও
আমার শরীরে স্বাস্থ্য নাই। [৮] আমি দুর্ব্বল ও
অতিভগ্ন হইয়াছি আমার অন্তঃকরণের ব্যাকুল
তাতে আমি আর্ত্তনাদ করিয়াছি। [৯] হে পরমে
শ্বর আমার সকল আশা তোমার গোচরে আছে
এবং আমার কোঁকান তোমার অবিদিত নাই।
[১০] আমার অন্তঃকরণ হাঁপায় আমার বল গি
য়াছে আমার চক্ষুর দৃষ্টিও আমাহইতে গিয়া
ছে। [১১] যাহারা আমাকে প্রেম করে তাহা
রা এবং আমার মিত্রেরা আমার ক্ষত দেখিয়া
দূরে দাঁড়াইতেছে ও আমার প্রতিবাসিরা দূরে
থাকে। [১২] যাহারা আমার প্রাণনাশ করিতে
চেষ্টা করে তাহারা ফাঁদ পাতিয়াছে ও যাহারা
আমার হিংসা করিতে চাহে তাহারা হিংসার
কথা বলে ও সমস্ত দিন মনে২ প্রবঞ্চনা জন্মায়।
[১৩] কিন্তু আমি শ্রবণহীন বধিরের ন্যায় ও বা
ক্যহীন মূকের মত ছিলাম। [১৪] যে জন শুনে
না ও যাহার মুখে প্রত্যুত্তর নাই তাহার মত আ
মি ছিলাম। [১৫] হে য়িহুহ আমি তোমার প্র
তীক্ষা করিয়াছি হে য়িহুহ আমার ঈশ্বর আমাকে
তুমি উত্তর দিবা। [১৬] আমি কহিয়াছি যে
আমার কথা শুন পাছে তাহা নহিলে তাহারা
আমার উপর হৃষ্ট হয় আমার পদস্খলন হওয়া
তে তাহারা অহঙ্কার করিতে লাগিল। [১৭]
যেহেতুক আমি নেংচিয়া চলিতে উদ্যত ছিলাম
এবং আমার দুঃখ নিত্য আমার গোচরে আ
ছে। [১৮] কেননা আমি আপনার অধর্ম্ম প্র
কাশ করিব ও আমার পাপেতে আমি দুঃখিত
হইব। [১৯] আমার শত্রুগণ প্রগল্ভ ও বলবান
যাহারা আমার দোষ কহে তাহারা অনেক।
[২০] যাহারা ভালর পরিবর্ত্তে মন্দ করে তাহা
রা আমার বিপরীতাচারী কেননা আমি সদাচা
রী। [২১] হে য়িহুহ আমাকে ত্যাগ করিও না
হে আমার ঈশ্বর আমাহইতে দূর হইও না হে
আমার ত্রাণকারি পরমেশ্বর আমার উপকার ক
রিতে শীঘ্র আইস।

৩৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা য়িদুতূনের নিমিত্তে
দাউদের এক গীত।

[১] আমি কহিলাম যে আমি আপন পথে সা
বধান হইব পাছে জিহ্বাতে পাপ করি যতক্ষণ দু
ষ্টেরা আমার নিকটে থাকে ততক্ষণ লাগাম দেও
য়ার মত আমি আপন মুখ রাখিল। [২] আমি
নীরব হইয়া বোবার ন্যায় থাকিলাম আমি
ভাল কথাকথনহইতেও চুপ করিলাম ও আমার
শোক উৎপন্ন হইল। [৩] আমার অন্তঃকরণ
আমার মধ্যে উত্তপ্ত ছিল ভাবিতে২ অগ্নি জ্বলি
য়া উঠিল তার পরে আমি জিহ্বাতে কথা কহি
লাম। [৪] হে য়িহুহ আমার শেষকাল ও আ
মার দিনের পরিমাণ যেপর্য্যন্ত ইহা আমাকে জা
নাও যে আমি আপনার অবশিষ্ট আয়ুর সংখ্যা
জানি। [৫] দেখ তুমি আমার কাল প্রাদেশপ্র
মাণ করিয়াছ ও তোমার গোচর আমার আয়ুঃ
কিছু নাই এমন লক্ষণ হইয়াছে অতি সুদশা
কালেও মানুষের গতিক শূন্যতামাত্র এই নিশ্চয়
শেলা। [৬] প্রত্যেক মনুষ্য মিথ্যা তামাসাতে
ভ্রমণ করে সে অকারণ ব্যস্ত হইয়াছে সে ধন
সঞ্চয় করে কিন্তু কে তাহা ভোগ করিবে ইহা জা
নে না। [৭] হে য়িহুহ এখন আমার ভরসা কি
আমার ভরসা তোমাতে। [৮] আমার সকল

অপরাধহইতে আমাকে মুক্ত কর পাগলের নি
ন্দাপাত্র আমাকে করিও না। [৯] আমি বোবা
হইলাম আমি মুখ খুলি নাই যেহেতুক তুমি তা
হা করিয়াছিলা। [১০] তোমাকর্ত্তৃক ক্ষত আ
মাহইতে দূর কর তোমার হাতের প্রহারেতে আ
মার ক্ষয় হইয়াছে। [১১] পাপের নিমিত্তে ধম্
কাইতে২ যখন তুমি মানুষকে শাস্তি দেও তখন
তুমি তাহার সৌন্দর্য্য কীটের ন্যায় নষ্ট কর অব
শ্য প্রত্যেক জন শূন্যতামাত্র সেলা। [১২] হে
য়িহুহ আমার প্রার্থনা শুন আমার বিনতিতে অ
বধান কর আমার চক্ষুর জল দেখিয়া চুপ করিও
না কেননা আমার পিতৃগণের ন্যায় আমি তো
মার নিকটে বিদেশী ও প্রবাসী। [১৩] আমাকে
ছাড়িয়া দেও যে আমার এখানহইতে যাওন ও
আর না থাকনের পূর্ব্বে আমি কিছু বল পাই।

৪০ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাউদের এক গীত।

[১] আমি ধৈর্য্যবান্ হইয়া য়িহুহের প্রতীক্ষা
করিলাম ও তিনি অবধান করিয়া আমার বিনতি
শুনিলেন। [২] ভয়ঙ্কর খাতহইতে ও দহলা কা
দাহইতেই তিনি আমাকে উদ্ধার করিলেন এবং
আমার পা প্রস্তরময় পর্ব্বতের উপর স্থাপন করি
লেন ও আমার গতি সোজা করিলেন। [৩] এবং
তিনি এক নূতন গীত আমার মুখে দিয়াছেন তা
হাই আমারদের ঈশ্বরের স্তুতি। [৪] অনেকে
দেখিবে ও ভীত হইবে ও য়িহুহেতে ভরসা রা
খিবে। [৫] যে মানুষের ভরসা য়িহুহেতে ও
যে জন অহঙ্কারি লোকেরদিগকে ও মিথ্যাবক্তার
দিগকে মানে না সে জন ধন্য হে য়িহুহ আমার
ঈশ্বর তুমি যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছ সে অনেক
ও আমারদের অনুকূল তোমার মানস তোমার
স্থানে গণনা করিতে পারা যায় না আমি যদি তা
হার বর্ণনা করিতে ও বলিতে চাহি তবে তাহা অ
গণনীয়। [৬] বলিদান ও নৈবেদ্য তুমি ইচ্ছা কর
নাই আমার কর্ণ তুমি বিদ্ধ করিয়াছ। [৭] হোম
ও পাপানিমিত্তক বলিদান তুমি চাহ নাই তখন আ
মি বলিলাম দেখ আমি আসিতেছি পুস্তকে আ
মার বিষয়ে লিখিত আছে। [৮] আমি তোমার
ইষ্ট করিতে আইসি হে আমার ঈশ্বর তোমার
শাস্ত্র আমার হৃদয়ে আছে। [৯] আমি মহাস
ভায় ধর্ম্মপ্রকাশ করিয়াছি দেখ আমি কথাকথনে
নিবৃত্ত হই নাই হে য়িহুহ তুমি জ্ঞাত আছ। [১০]
তোমার ধর্ম্ম আমার অন্তঃকরণে আমি ঢাকিয়া
রাখি নাই তোমার সত্যতা ও তোমার ত্রাণ আ
মি কহিয়াছি তোমার কৃপা ও তোমার সত্যতা
বড় সভাতে আমি গুপ্ত রাখি নাই। [১১] হে
য়িহুহ তোমার স্নেহ আমার প্রতি বদ্ধ করিও
না তোমার দয়া ও সত্যতা নিত্য আমাকে রক্ষা
করুক। [১২] যেহেতুক অগণনীয় দুঃখ আমা
কে ঘিরিয়াছে আমার অধর্ম্ম আমাকে এমন ধ
রিয়াছে যে আমি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিতে পারি না
তাহা আমার মাথার চুলহইতেও অধিক অত
এব আমার অন্তঃকরণ ম্লান হইয়াছে। [১৩]
হে য়িহুহ আমাকে পরিত্রাণ করিতে তোমার
সন্তোষ হউক হে য়িহুহ শীঘ্র আমার উপকার
করিতে আইস। [১৪] যাহারা আমার প্রাণ
ধ্বংস করিতে চাহে তাহারা এককালে লজ্জিত
হইবে ও অপ্রতিভ হইবে যাহারা আমার মন্দ
চেষ্টা করে তাহারা বিমুখ হইয়া যাইবে ও অপ
মানিত হইবে। [১৫] যাহারা আমাকে শা
সায় তাহারা আপনারদের লজ্জার ফলেতে
অনাথ হবে। [১৬] যাহারা তোমাকে চেষ্টা
করে তাহারা তোমাতে আনন্দিত ও উল্লসিত
হউক তোমাকর্ত্তৃক ত্রাণপ্রেমকারিরা এ কথা ক
হুক যে য়িহুহের গৌরব হউক। [১৭] আমি
দুঃখী ও দরিদ্র তথাপি পরমেশ্বর আমাকে মনে
করেন তুমি আমার উপকারী ও ত্রাণকর্ত্তা হে
আমার ঈশ্বর বিলম্ব করিও না।

৪১ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের কারণ দাউদের এক গীত
এই।

[১] যে জন দরিদ্র লোকেরদের নিমিত্তে ভা
বনা করে সে জন ধন্য। [২] য়িহুহ দুর্দ্দশাকা
লে তাহার নিস্তার করিবেন য়িহুহ তাহাকে
রক্ষা করিবেন এবং বাঁচাইবেন এবং সে পৃথিবী
তে ধন্য হইবে এবং তুমি তাহার শত্রুরদের ইচ্ছা
তে তাহাকে সমর্পণ করিবা না। [৩] য়িহুহ তা
হার রোগের শয্যায় তাহাকে রক্ষা করিবেন
তুমি তাহার রোগের কালে তাহার শয্যা সোজা
করিবা। [৪] আমি কহিয়াছি হে য়িহুহ আমা
কে দয়া কর আমার আত্মাকে সুস্থ কর যেহে
তুক তোমার বিপরীতে আমি পাপ করিয়াছি।
[৫] সে কখন মরিবে ও তাহার নামের ক্ষয়
কখন হইবে এইরূপে আমার শত্রুরা আমার
বিষয়ে মন্দ কথা কহে। [৬] সে যদি আমাকে
দেখিতে আইসে তবে মিথ্যা কথা কহে তাহার
অন্তঃকরণ আপনার কাছে অধর্ম্ম সঞ্চয় করে
সে বাহিরে গিয়া তাহা কহে। [৭] যাহরা আ
মাকে ঘৃণা করে তাহারা সকলে আমার বিষয়ে
ফুস্২ করে তাহারা আমার বিপরীত হইয়া আ
মার হিংসা চিন্তা করে। [৮] বড় অখ্যাতি তা
হাতে লাগিয়া থাকে সে শুইয়াও আর উঠিবে
না এ কথা তাহারা কহে। [৯] আমি যে মিত্রে
তে বিশ্বাস করিয়াছি সেই আমার বিশ্বাসপাত্র ও

অন্নোপজীবী আমার উপর গুড়মুড়া উঠাইয়া
ছে। [১০] হে যিহুহ আমাকে দয়া কর তাহার
দের প্রতিফল দিবার নিমিত্তে আমাকে উঠাও।
[১১] আমার শত্রু আমার উপর উল্লসিত না হও
য়াতে আমি জানি যে তোমার সন্তোষ আমাতে
আছে। [১২] তুমি আমার সরলতাতে আমা
কে পালন করিতেছ ও সদাকাল আপন গোচরে
আমাকে রাখিতেছ। [১৩] যিহুহ যিশ্রাএলের
ঈশ্বর অনাদি কালাবধি সদাসর্ব্বক্ষণে ধন্য হউন।
আমিন ও আমিন।

৪২ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা কোরখের সন্তা
নেরদের নিমিত্তে মাস্কিল।

[১] যেমন হরিণ নদীর জন্যে হাঁপায় তেমন
হে ঈশ্বর আমার মন তোমার কারণ হাঁপায়।
[২] ঈশ্বরের নিমিত্তে সচেতন ঈশ্বরের নিমিত্তেই
আমার মন তৃষিত আছে আমি কখন আসিয়া
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইব। [৩] তাহারা
যাবৎ সতত আমাকে বলে যে তোমার ঈশ্বর
কোথায় তাবৎ অহোরাত্রে আমার চক্ষুর জল
আমার আহার হইয়াছে। [৪] ইহা মনে করি
য়া আমি আপন মন ঢালিয়া ফেলি যেহেতুক
আমি জনতার সহিত গিয়াছিলাম উল্লাস ও স্তুতি
বাদ করত পর্ব্বপালকেরদিগকে সঙ্গে করিয়া ঈশ্ব
রের গৃহে আমি তাহারদের সহিত গিয়াছিলাম।
[৫] হে আমার মন তুমি কেন নিরাশ হও আ
মার অন্তরে কেন ভাবনা কর। ঈশ্বরের প্রতীক্ষা
কর যেহেতুক তাঁহার মুখের প্রসন্নতাতে যে ত্রাণ
হয় সে ত্রাণেতে আমি তাঁহার প্রশংসা অবশ্য ক
রিব। [৬] হে ঈশ্বর আমার মন আমার মধ্যে
ব্যাকুল হইয়াছে অতএব য়রদন ও খেরমোণী
য়েরদের দেশহইতে মিসআর পর্ব্বতহইতেই আ
মি তোমাকে মনে করিব। [৭] তোমার বন্যার
শব্দেতে গভীর গভীরকে ডাকে তোমার সকল
তরঙ্গ ও ঝড় আমার উপর দিয়া গিয়াছে। [৮]
দিবসে যিহুহ আপন দয়া আজ্ঞা করিবেন ও রা
ত্রিতে তাঁহার গীত আমার সাক্ষাৎ হইবে এবং
আমার প্রাণের ঈশ্বরের নিকটে আমার কামনা
হইবে। [৯] ঈশ্বরকে আমি কহিব হে আমার
পর্ব্বত কি নিমিত্তে আমার বিষয়ে বিস্মৃত হইয়াছ
কি কারণ আমি শত্রুরদের উপদ্রবহেতুক কাতর
হইয়া বেড়াই। [১০] তোমার ঈশ্বর কোথায় এ
কথা সমস্ত দিন কহিতে২ আমার শত্রুরা আমার
অপমানকরণেতে অস্থিগত করবালের মত ব্যথা
দেয়। ১১] হে আমার মন তুমি কেন নিরাশ
আমার অন্তরে কেন ভাবনা কর ঈশ্বরের প্রতীক্ষা
কর যেহেতুক যিনি আমার মুখের প্রফুল্লতা ও
আমার ঈশ্বর তাঁহার প্রশংসা আমি অবশ্য করিব।

৪৩ গীত।

[১] হে ঈশ্বর আমার বিচার কর ও নির্দ্দয় লো
কেরদের সহিত আমার মোকদ্দমা কর প্রতারক
ও অধার্ম্মিক মানুষহইতে আমাকে উদ্ধার কর।
[২] যেহেতুক তুমি আমার বলরূপ ঈশ্বর কি কা
রণ আমাকে দূর করিয়াছ আমার শত্রুরদের উপ
দ্রবেতে আমি কি কারণ দুঃখিত হইয়া ভ্রমণ ক
রি। [৩] তোমার দীপ্তি ও তোমার সত্যতা পাঠা
ইয়া দেও তাহা আমাকে চালাউক ও তোমার
ধর্ম্মপর্ব্বতে ও তোমার পবিত্র স্থানে আমাকে পথ
দেখাউক। [৪] তখন আমি ঈশ্বরের যজ্ঞবে
দির সমীপে যাইব আমার অত্যন্ত উল্লাসরূপ ঈ
শ্বরের নিকটে আমি যাইব হে ঈশ্বর আমার ঈ
শ্বর আমি বীণা বাজাইয়া তোমার স্তব করিব।
[৫] হে আমার মন তুমি কেন নিরাশ হও ও আ
মার অন্তরে কেন ভাবনা কর ঈশ্বরের প্রতীক্ষা
কর যেহেতুক অবশ্য তাঁহার প্রশংসা করিব তি
নি আমার মুখের প্রফুল্লতা ও আমার ঈশ্বর।

৪৪ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা কোরখের সন্তানে
রদের কারণ মাস্কিল।

[১] হে ঈশ্বর আমারদের পিতৃলোকেরদের
কালে আমারদের পূর্ব্বকালেই তুমি যে কার্য্য
করিয়াছ তাহা আমরা কর্ণে শুনিয়াছি [২] এবং
আমারদের পিতৃলোকেরা আমারদিগকে কহি
য়াছে। [৩] তুমি আপন হাতেতে অন্যদেশীয়ের
দিগকে খেদাইয়া তাহারদিগকে স্থাপন করি
য়াছ তুমি লোকেরদিগকে দুঃখ দিয়া প্রক্ষেপ
করিয়াছ। [৪] যেহেতুক তাহারা আপনারদের
তলোয়ারেতে দেশের অধিকার পাইল না এবং
তাহারদের নিজ হাত তাহারদিগকে রক্ষা করিল
না। [৫] কিন্তু তোমার দক্ষিণ হাতেতে ও তো
মার ভুজেতে ও তোমার মুখের প্রসন্নতাতে তা
হারা ত্রাণ পাইল কেনন। তাহারদিগকে তুমি
ভাল বাসিলা। [৬] হে ঈশ্বর তুমি আমার রা
জা য়াকুবের ত্রাণের আজ্ঞা কর তোমার দ্বারা
আমরা আপনারদের বহিরঙ্গেরদিগকে ঠেলিয়া
ফেলিব তোমার নামেতে আপনারদের বিপক্ষে
রদিগকে দলিয়া ফেলিব। [৭] আমি আপন ধ
নকে বিশ্বাস করিব না আমার তলোয়ার আমা
কে তারিবে না। আমারদের শত্রুরদেরহইতে
তুমি আমারদিগকে রক্ষা করিয়াছ যাহারা আ
মারদিগকে ঘৃণা করে তাহারদিগকে তুমি লজ্জিত
করিয়াছ। [৮] আমরা ঈশ্বরকে নিমিত্ত করিয়া
সমস্ত দিন দর্প করি ও তোমার নামের প্রশংসা
সর্ব্বদা করিব। সেলা। [৯] কিন্তু তুমি আমার

দিগকে দূরে করিয়াছ এবং লজ্জিতও করিয়াছ
আমারদের সেনাগণের সহিত তুমি যাও নাই।
[১০] তুমি আমারদের শত্রুরদের সম্মুখে আমা
রদের পৃষ্ঠ ফিরাইয়াছ ও যাহারা আমারদিগ
কে ঘৃণা করে তাহারা আপনারদের কারণ লুঠি
য়া লয়। [১১] তুমি আমারদিগকে খাদ্য মেষ
বৎ করিয়াছ তুমি আমারদিগকে অন্যদেশীয়
লোকেরদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ। [১২] তু
মি বিনামূল্যে আপনার লোকেরদিগকে বিক্রয়
করিয়াছ ও তাহারদের মূল্যেতে আপনার ধনবৃ
দ্ধি কর নাই। [১৩] তুমি আমারদের সকল প্রতি
বাসিরদের নিকটে আমারদিগকে অপমানের হে
তু করিয়াছ আমারদের চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরদের
নিকটে হাস্যাস্পদ ও নিন্দ্য বস্তু করিয়াছ। [১৪]
অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে তুমি আমারদিগকে উ
পকথনীয় করিয়াছ লোকেরদের মধ্যে আমারদি
গকে মাথা নাড়িবার বিষয় করিয়াছ। [১৫]
ভৎর্সনাকারি ও নিন্দকের শব্দপ্রযুক্ত ও শত্রুর
পূর্ব্বহিংসার প্রতিফলদাতার হেতুতে সমস্ত দিন
আমার ব্যাকুলতা আমার গোচরে আছে [১৬]
ও আমার মুখের লজ্জা আমাকে ঢাকিয়াছে।
[১৭] এই সকল আমারদের উপর পড়িয়াছে
বটে কিন্তু তোমাকে আমরা বিস্মরণ করি নাই ও
তোমার নিয়মে কপট করি নাই। [১৮] তুমি না
গেরদের স্থানে আমারদিগকে মারিয়া দুঃখ দি
য়াছ ও মৃত্যুর ছায়াতে আমারদিগকে ঢাকিয়াছ
বটে। [১৯] তথাচ আমারদের অন্তঃকরণ ফিরে
নাই ও আমারদের পা তোমার পথ ছাড়ে নাই।
[২০] আমরা যদি আপনারদের ঈশ্বরের নাম বি
স্মরণ করিয়া থাকি ও যদি অন্য প্রভুর কাছে হাত
পাতিয়া থাকি। [২১] তবে ঈশ্বর কি তাহার বি
চার করিবেন না যেহেতুক তিনি অন্তঃকরণের
গুপ্তভাবজ্ঞাত আছেন। [২২] আমরা তো
মার হেতুতে সমস্ত দিন হত হই আমরা মরণীয়
মেষবৎ গণিত হইয়াছি। [২৩] হে পরমেশ্বর
জাগৃত হও কেন নিদ্রিত হইয়াছ উঠ আমারদিগ
কে নিঃশেষে ত্যাগ করিও না। [২৪] তুমি কি
কারণ আপন মখ ঢাকিতেছ আমারদের দুঃখ
ও আমারদের উপদ্রব কেন বিস্মৃত হও। [২৫]
কেননা আমারদের প্রাণ ধূলিপর্য্যন্ত হেঁট হইয়া
ছে এবং আমারদের পেট মৃত্তিকাতে লাগিয়া
থাকে। [২৬] আমারদের উপকারের নিমিত্তে
উঠ ও আমারদিগকে আপন কৃপাতে মুক্ত কর।

৪৫ গীত।

শোশানিমে প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা কো
রখের সন্তানেরদের কারণ মাস্কল প্রেমবিষয়ক
গীত এই।

[১] আমার অন্তঃকরণ ভাল কথা রচে আমি
রাজার বিষয়ে যে২ কথা রচনা করিয়াছি তাহা
কহিব আমার জিহ্বা দ্রুত লেখকের লেখনী। [২]
তুমি মানুষেরদের সন্তানহইতে সুন্দর তোমার
ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ ঢালা গিয়াছে সেহেতুক ঈশ্বর
তোমাকে নিরবধি আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন। [৩]
হে পরাক্রান্ত আপন গৌরব ও আপন মাহাত্ম্যে
তে উরুদেশে করবাল বন্ধ কর [৪] এবং আপন
গৌরববিশিষ্ট হইয়া সত্য কথা ও নম্রতা ও ধর্ম্মহে
তুক বাহনারোহণ করিয়া ভাগ্যবান হইয়া গতি
কর এবং তোমার দক্ষিণ হাত ভয়ঙ্কর কার্য্য
তোমাকে শিক্ষাইবে। [৫] তোমার বাণ তীক্ষ্ণ
অন্তঃকরণে রাজার শত্রুরা তোমার নীচে পড়িবে।
[৬] হে ঈশ্বর তোমার সিংহাসন সদাসর্ব্বক্ষণে
থাকে তোমার রাজদণ্ড ধর্ম্মরূপ দণ্ড। [৭] ধর্ম্মে
তোমার অনুরাগ ও কুক্রিয়াতে বিরাগ সেপ্রযুক্ত
ঈশ্বর তোমার ঈশ্বরই তোমার সখাগণহইতে
তোমাকে আনন্দতৈলে অধিক অভিষিক্ত করি
য়াছেন। [৮] গন্ধরস ও অগুরু ও দারুচিনি
তে বাসিত তোমার সকল বস্ত্র হস্তিদন্তের অট্টা
লিকাহইতে সুগন্ধি করে তাহাতে তাহারা তোমা
কে আনন্দিত করিয়াছে। [৯] রাজকুমারীরা
তোমার সম্ভ্রান্তা স্ত্রীলোকেরদের মধ্যে ছিল ওফি
রের উত্তম স্বর্ণেতে বিভূষিতা রাণী তোমার দক্ষি
ণে দণ্ডায়মানা হইল। [১০] হে কন্যে তুমি
কথা শুন ও বিবেচনা কর ও অবধান কর আপন
লোককে ও আপন পিতার বাটী বিস্মরণ কর।
[১১] তাহাতে রাজা তোমার সৌন্দর্য্যে বড়ই
ইচ্ছা করিবেন কেননা তিনি তোমার প্রভু ও তাঁ
হার পূজা কর। [১২] সূরের কন্যা উপঢৌকন
হাতে লইয়া সে স্থানে আসিবে লোকেরদের
মধ্যে ধনবানেরা তোমার নিকটে নিবেদন করি
বে। [১৩] রাজকুমারী অন্তরে সর্ব্বতোভাবে তে
জস্বতী তাহার বস্ত্র জরিতে বুনা। [১৪] বুটাদার
বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিতা সে রাজার নিকটে আনীতা
হইবে পশ্চাদ্বর্ত্তিনী তাহার সঙ্গিনী কন্যাগণ তো
মার স্থানে আনীতা হইবে। [১৫] তাহারা হৃষ্টা
ও উল্লসিতা হইয়া আনীতা হইবে এবং রাজার
অট্টালিকায় প্রবেশ করিবে। [১৬] যাহারদিগ
কে সকল পৃথিবীতে অধ্যক্ষ করিতে পারিবা তো
মার পিতৃলোকেরদের স্থানে তোমার এমন স
ন্তান হইবে। [১৭] সকল পুরুষপরম্পরাতে তো
মার নামস্মরণ আমি করাইব কেননা লোকে স
দাসর্ব্বক্ষণে তোমার প্রশংসা করিবে।

৪৬ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে অলামোতে কোর
খের সন্তানেরদের কারণ এক গীত।

"[১] ঈশ্বর আমারদের আশ্রয় ও বল এবং দুর্দ্দশাকালে নিত্য উপস্থিত উপকারী। [২] অতএব পৃথিবী লড়িলে এবং পর্ব্বতেরা সমদ্রের গভীরেতে ক্ষিপ্ত হইলে [৩] তাহার জল বড় ঢেউতে গর্জ্জিলে এবং পর্ব্বতেরা তাহার মহত্ত্বেতে কম্পিলেও আমরা ভয় করিব না সেলা। [৪] এক নদী আছে তাহার স্রোতঃ ঈশ্বরের নগরকে সর্ব্বাধ্যক্ষের বসতির পবিত্র স্থানকেই আনন্দিত করে। [৫] ঈশ্বর সে নগরের মধ্যে আছেন অতএব তাহা চালিত হইবে না ঈশ্বর অতিপ্রত্যূষে তাহার উপকার করিবেন। [৬] অন্যদেশীয়েরা গর্জ্জনতর্জ্জন করিল রাজ্যেরা লড়িল তিনি আপন শব্দ প্রকাশ করিলে পৃথিবী গলিয়া গেল। [৭] সৈন্যের ঈশ্বর আমারদের সহিত আছেন য়অাকুবের ঈশ্বর আমারদের আশ্রয়। সেলা। [৮] আইস য়িহুহের ক্রিয়া দেখ তিনি পৃথিবীতে কেমন উৎপাত করিয়াছেন। [৯] তিনি পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত রণ নিবৃত্তি করেন তিনি ধনুক ভাঙ্গান ও বর্শা কাটিয়া ফেলেন ও অগ্নিতে রথ পোড়াইয়া ফেলেন। [১০] তোমরা চুপ করিয়া জান যে আমিই ঈশ্বর অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে আমি মহিমবান্ হইব পৃথিবীতে আমি মহিমবান্ হইব। [১১] সৈন্যের য়িহুহ আমারদের নিকটে আছেন য়অাকুবের ঈশ্বর আমারদের আশ্রয় সেলা।

৪৭ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা কোরখের সন্তানেরদের কারণ এক গীত এই।

[১] হে সর্ব্ব লোক করতালি দিয়া জয়জয়কার শব্দ করিয়া য়িহুহের স্থানে উচ্চৈঃস্বর কর। [২] কেননা য়িহুহ সর্ব্বাধ্যক্ষ মহাভয়ঙ্কর তিনি সকল পৃথিবীর উপরে মাহারাজ। [৩] তিনি লোকসকলকে জয় করিয়া আমারদের অধীন করিবেন ও অন্যদেশীয়েরদিগকে আমারদের পদতলে করিবেন। [৪] তিনি আমারদের জন্যে আমারদের অধিকার মনোনীত করিবেন অর্থাৎ তাঁহার প্রিয় য়অাকুবের উত্তমতা। সেলা। [৫] ঈশ্বর জয়২কার শব্দকরত উপরে গিয়াছেন য়িহুহ তূরী বাজাইতে২ উপরে গিয়াছেন। [৬] ঈশ্বরের উদ্দেশে গান কর স্তুতিগান কর আমারদের রাজার উদ্দেশে স্তুতিগান কর গান কর। [৭] কেননা ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর রাজা বিবেচনা করিয়া গীত গাও। [৮] ঈশ্বর অন্যদেশীয়েরদের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন ঈশ্বর আপন ধর্ম্মরূপ সিংহাসনের উপরে বসেন। [৯] লোকেরদের অধ্যক্ষেরা অবরাহামের ঈশ্বরের লোকেরদের সহিত একত্র হয় যেহেতুক পৃথিবীর সমস্ত ঢাল ঈশ্বরের তিনি অতিমহত্ত্ববিশিষ্ট।

৪৮ গীত।

কোরখের সন্তানেরদের কারণ গানার্থে এক গীত

[১] আমারদের ঈশ্বরের নগরে তাহার ধর্ম্ম পর্ব্বতেই য়িহুহ মহান্ ও মহাস্তবযোগ্য। [২] বিলক্ষণ স্থানে স্থিত সকল পৃথিবীর আনন্দ সীওনপর্ব্বত উদুত্তরদিগে স্থিত মহারাজের নগর। [৩] তাহার অট্টালিকায় ঈশ্বর আশ্রয়রূপ বিখ্যাত আছেন। [৪] কেননা দেখ রাজারা এক স্থানে আইল তাহারা এক কালে চলিয়া গেল। [৫] তাহারা তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইল তাহারা ব্যস্ত হইয়া শীঘ্র গেল। [৬] সেখানে ভয় ও স্ত্রীর প্রসবকালের ন্যায় ব্যথা তাহারদিগকে ধরিল। [৭] তুমি পূর্ব্বীয় বাতাসে তার্শিশের সকল জাহাজ ভাঙ্গিয়াছ। [৮] আমরা যেমন শুনিয়াছি তেমন সৈন্যের য়িহুহের নগরে আমারদের ঈশ্বরের নগরেই দেখিয়াছি ঈশ্বর তাহা নিরবধি স্থির করিবেন। সেলা। [৯] হে ঈশ্বর আমরা তোমার মন্দিরের মধ্যে থাকিয়া তোমার কৃপা মনে করিয়াছি। [১০] হে ঈশ্বর যেমন তোমার নাম তেমন পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত তোমার স্তব তোমার দক্ষিণ হস্ত ধর্ম্মেতে পূর্ণ। [১১] তোমার নীতি ও দণ্ডকরণেতে সীওন পর্ব্বত আনন্দিত হউক এবং য়িহুদাহের কন্যা হৃষ্টা হউক। [১২] সীওনের সর্ব্বত্র যাও তাহার চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ কর তাহার গড় গণনা কর। [১৩] তাহার পেলাতে মনোযোগ কর ও তাহার অট্টালিকায় বিবেচনা কর যে তোমরা ভবিষ্যল্লোকেরদিগকে তাহা কহিতে পার। [১৪] কেননা এ ঈশ্বর সদাসর্ব্বক্ষণে আমারদের ঈশ্বর তিনি মরণকালপর্য্যন্ত আমারদের পথদর্শক হইবেন।

৪৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকরের দ্বারা কোরখের সন্তানেরদের এক গীত।

[১] হে সকল লোক তোমরা ইহা শুন [২] বড় ও ছোট ধনবান দরিদ্রাদি জগদ্বাসী তোমরা সকল একিমত অবধান কর। [৩] আমার মুখ জ্ঞানকথা কহিবে ও আমার মনের চিন্তা বিদ্যাবিষয়িকা হইবে। [৪] আমি হিতের কথায় অবধান করিব বীণাবাজানেতে আমি আপনার গূঢ় কথা প্রাকাশ করিব। [৫] যাহারা আমাকে বঞ্চনা করে তাহারদের অধর্ম্ম যখন আমাকে বেষ্টন করে তখন সে দুর্দ্দশাদিনে আমি কেন ভয় করিব। [৬] যাহারা আপনারদের সম্পত্তিতে বিশ্বাস করে এবং অনেক ধনে দর্পিত হয়। [৭] তাহারদের মধ্যে কেহ আপন ভাইকে মুক্ত করিতে পারিবে না [৮] যাহাতে সে সদা

কাল বাঁচিবেক ও ক্ষয় না দেখিবেক এমন মুল্য
ঈশ্বরকে দিতে পারিবে না। [৯] যেহেতুক
তাহার আত্মার মুক্তি অমূল্য ও সর্ব্বদা অসাধ্য।
কেননা তিনি দেখিতেছেন যে জ্ঞানবান লোক ম
রিয়া যায় এবং পাগল ও অজ্ঞান লোকেরা নষ্ট
হয়। [১০] তাহারা আপনারদের সামগ্রী ত্যাগ
করিয়া অন্য লোককে দেয়। [১১] তাহারদের
বাটী যে সর্ব্বকাল থাকিবে ও তাহারদের বসতি
অনেক পুরুষ পর্য্যন্ত থাকিবে ইহাই তাহারদের
মনে আছে তাহারা ভূমিতে আপনারদের নাম
রাখে। [১২] মানুষ সম্মানবিশিষ্ট হইয়াও থাকে
না সে নাশ্য পশুরদের ন্যায়। [১৩] তাহারদের
এই পথই তাহারদের উন্মত্ততা তথাপি তাহার
দের সন্তানেরা তাহারদের কথা ভাল বাসে। সে
লা। [১৪] তাহারা মেষেরদের মত পরলোকে
শুইয়া থাকে মৃত্যু তাহারদিগকে খাইয়া ফেলিবে
এবং প্রাতঃকালে ধার্ম্মিকেরা তাহারদের উপর
কর্ত্তৃত্ব করিবে তাহারদের বাটীহইতে পরলোক
পর্যন্ত তাহারদের সৌন্দর্য্য নাশ হইয়া যাইবে।
[১৫] কিন্তু পরলোকের পরাক্রমহইতে ঈশ্বর আ
মার প্রাণকে উদ্ধার করিবেন কেননা আমাকে
তিনি গ্রহণ করিবেন। সেলা। [১৬] যখন কেহ
ধনবান হয় যখন তাহার বাটীর মর্য্যাদা বাড়ে
তখন ভয় করিও না। [১৭] কেননা সে মরণ কা
লে কিছু সঙ্গে লইয়া যাইবে না তাহার সহিত তা
হার মর্য্যাদা যাইবে না। [১৮] সে জীবদ্দশাতে
আপনার প্রাণকে আশীর্ব্বাদ দিয়াছিল ও তুমি
আপনাকে বর্দ্ধমান করিলে লোকেরা তোমার প্র
শংসা করিবে। [১৯] সে আপন পিতৃলোকে যা
ইবে তাহারা দীপ্তি কখন দেখিতে পাইবে না।
[২০] মানুষ ঐশ্বর্য্যবান্ অথচ অবিবেচক হইয়া
নশ্বর পশুরদের মত হয়।

৫০ গীত।

আসাফের এক গীত।

[১] প্রভু ঈশ্বর ঈশ্বরই কহিয়াছেন ও সূর্য্যের
উদয়স্থানহইতে অস্তস্থানপর্যন্ত পৃথিবীকে ডা
কিয়াছেন। [২] সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণ তারূপ সীওন
হইতে ঈশ্বর দীপ্তি করিয়াছেন [৩] আমারদের
ঈশ্বর আসিবেন ও নীরব থাকিবেন না তাহার
অগ্রে আগুন সংহার করিবে ও তাঁহার চতুর্দ্দিগে
মহা ঝড় উপস্থিত হইবে। [৪] তিনি আপন লো
কেরদের বিচার করিতে উপরিস্থ স্বর্গকে ও পৃথি
বীকে ডাকিবেন। [৫] যাহারা বলিদান দিয়া আ
মার সহিত নির্দ্ধারণ করিয়াছে এই আমার পুণ্য
বানেরদিগকে একত্র কর। [৬] এবং স্বর্গ তাহার
ধর্ম্ম প্রকাশ করিবে কেননা ঈশ্বর আপনি বিচার
কর্ত্তা। সেলা। [৭] হে আমার লোকেরা অব
ধান কর এবং আমি কহিব হে য়িশ্রাএল শুন
আমি তোমার বিষয়ে সাক্ষ্য দিব আমি ঈশ্বর তো
মারি ঈশ্বর। [৮] আমার গোচরে নিত্য অবশ্য
কর্ত্তব্য তোমার বলিদানের ও আহুতির বিষয়ে
তোমার দোষ আমি বলিব না। [৯] তোমার
ঘরহইতে আমি আঁড়িয়া লইব না ও তোমার খোঁ
য়াড়হইতে পাঁঠা লইব না। [১০] কেননা বনের
প্রত্যেক পশু ও হাজার পর্ব্বতে থাকা চতুষ্পাদ স
কল আমার। [১১] আমি পর্ব্বতের সকল পক্ষি
রদিগকে জানি ও মাঠের বনপশুরাই আমার।
[১২] আমি ক্ষুধিত হইলে তোমাকে বলিব না
কেননা পৃথিবী ও তাহার সকল সামগ্রী আমার।
[১৩] আমি কি আঁড়িয়ার মাংস খাইব কিম্বা
ছাগলের রক্ত পান করিব। [১৪] ঈশ্বরকে ধন্য
বাদ নিবেদন কর ও তোমার সকল মানিত সর্ব্বা
ধ্যক্ষের নিকটে পূর্ণ কর। [১৫] এবং বিরুদ্ধ
দশাতে আমার নিকটে প্রার্থনা কর আমি তো
মাকে পরিত্রাণ করিব ও তুমি আমার মহিমা প্র
কাশ করিবা। [১৬] কিন্তু দুষ্ট লোককে ঈশ্বর
কহিলেন আমার শাস্ত্র কহিতে ও আমার নির্দ্ধা
রণ মুখে লইতে তোমার কি কার্য্য। [১৭] কে
ননা উপদেশ লইতে তুমি ঘৃণা করিতেছ ও তো
মার পাছে আমার কথা ফেলিয়া দিয়াছ। [১৮]
তুমি চোরকে দেখিয়া তাহার সহিত দৌড়িয়াছ ও
পারদারিকেরদের সহিত অংশী হইয়াছ। [১৯]
তুমি কুকথাকথনেতে মুখ দিয়াছ ও তোমার জি
হ্বা প্রতারণা করে। [২০] তুমি বসিয়া আপনার
ভ্রাতার বিষয়ে মন্দ কথা কহিয়াছ ও আপন মা
তার পুত্রকে নিন্দা করিয়াছ। [২১] তুমি এ স
কল করিলেও আমি চুপ করিয়া থাকিলাম তুমি
ভাবিয়াছ যে আমিই তোমার মত কিন্তু আমি
তোমাকে অনুযোগ করিব ও সে সকল তোমার
সম্মুখে সাজাইয়া থুইব। [২২] হে ঈশ্বরবিস্মার
কেরা তোমরা ইহা বুঝ পাছে আমি তোমারদি
গকে চিরিয়া ফেলি ও ত্রাণকর্ত্তা কেহ নাই। [২৩]
যে জন ধন্যবাদনৈবেদ্য দেয় সে আমার মহিমা
প্রকাশ করে ও যে জন আপনার আচার শুদ্ধ
করে তাহাকে আমি ঈশ্বরকর্ত্তৃক ত্রাণ দেখাইব।

৫১ গীত।

বাতশেবার নিকটে দাউদের যাইবার পরে
যে কালে নাতান আচার্য্য তাহার কাছে আইল
তৎকালে তাহার রচিত এক গীত এই।

[১] হে ঈশ্বর আপনার অতিদয়ার মত আমা
কে কৃপা কর আপনার অনেক স্নেহানুসারে আ
মার অপরাধ মোচন কর। [২] আমার অধর্ম্ম
আমাহইতে নিঃশেষে ধুইয়া ফেল ও আমার
পাতকহইতে আমাকে পরিষ্কার কর। [৩]

কেননা আমি আপনার অপরাধ স্বীকার করি ও
আমার পাপ নিত্য আমার গোচরে আছে।
[৪] তোমার বিরুদ্ধে কেবল তোমার বিরুদ্ধেই
আমি পাপ করিয়াছি ও তোমার গোচরে দোষ
করিয়াছি যে তুমি কথাকথনকালে ধার্ম্মিক হও
এবং বিচারকরণকালে পরিষ্কৃত হও। [৫] দেখ
আমি অধর্ম্মে নির্ম্মিত ছিলাম ও পাপে আমার
মাতা আমাকে গর্ভে ধরিল। [৬] দেখ তুমি অ
ন্তরে সত্যতা ইচ্ছা করিয়াছ ও গুপ্তেতে আমাকে
জ্ঞান বুঝাইবা। [৭] শিলাবৃক্ষ দিয়া আমাকে
শুচি কর তাহা হইলে শুচি হইব আমাকে ধোও
তাহা হইলে আমি বরফহইতেও শুক্লবর্ণ হইব।
[৮] আনন্দদায়ি ও হর্ষদায়ি বাক্য আমাকে শু
নাও যে তোমাতে ভগ্নাস্থি উল্লসিত হয়। [৯]
তোমার মুখ আমার পাপহইতে ফিরাও ও আ
মার সকল অধর্ম্ম মোচন কর। [১০] হে ঈশ্বর
আমাতে নির্ম্মলান্তঃকরণ সৃষ্টি কর ও শুদ্ধাত্মা
আমার মধ্যে পুনর্ব্বার কর। [১১] তোমার সা
ক্ষাৎকারহইতে আমাকে দূর করিও না ও তো
মার ধর্ম্মাত্মা আমাহইতে লইও না। [১২] তো
মার ত্রাণোৎপন্ন আনন্দ আমাকে পুনর্ব্বার দেও
ও তোমার অবাধিত আত্মাতে আমাকে রক্ষা
কর। [১৩] তাহা হইলে আমি অতিক্রামকের
দিগকে তোমার পথ শিক্ষাইব পাপি লোকেরা
তোমার প্রতি ফিরাণ যাইবে। [১৪] হে ঈশ্বর
আমার ত্রাণের ঈশ্বরই বধাপরাধহইতে আমা
কে মুক্ত কর তাহা হইলে আমার জিহ্বা তোমার
ধর্ম্মের কথা উচ্চৈঃস্বরে গাইবে। [১৫] হে প্র
ভুহ আমার ওষ্ঠাধর খোল পরে আমার মুখ
তোমার স্তব করিবে। [১৬] কেননা তুমি বলি
ইচ্ছা কর না নতুবা তাহা দিতাম তুমি আহুতিতে
তুষ্ট নও। [১৭] ঈশ্বরের নৈবেদ্য চূর্ণ আত্মা হে
ঈশ্বর চূর্ণ অন্তঃকরণ তুমি তুচ্ছ করিবা না। [১৮]
তুমি আপনি অনুগ্রহ করিয়া সীওনের মঙ্গল কর
য়িরূশালমের দেওয়াল গাঁথ। [১৯] তখন তুমি
ধর্ম্মরূপ নৈবেদ্য ও আহুতি ও মহাহব্যগ্রহণ ক
রিবা তখন লোকেরা তোমার যজ্ঞবেদির উপরে
ষাঁড়িয়া আহুতি দিবে।

৫২ গীত।

যখন এদোমীয় দোএগ শাউলকে বলিল যে
দাউদ আখিমেলেকের বাটীতে আসিয়াছেন
তৎকালে দাউদের মাস্কিল এই।

[১] হে বিক্রান্ত তুমি কুক্রিয়াকরণেতে কেন
দর্প কথা কহ ঈশ্বরের দয়া নিত্য থাকে। [২]
তোমার জিহ্বা তীক্ষ্ণ ক্ষুরের মত প্রতারণা করি
তেং দোষ জন্মায়। [৩] তুমি সুক্রিয়াপেক্ষা কু
ক্রিয়া ও প্রকৃত কথাপেক্ষা মিথ্যা কথাকথন ভাল
বাসিতেছে। সেলা। [৪] হে প্রবঞ্চক জিহ্বে
তুমি সকল নাশক বাক্য ভাল বাসিতেছ। [৫]
ঈশ্বর তোমাকে একান্তই নষ্ট করিবেন তিনি তো
মাকে দূর করিবেন তোমার তাম্বুহইতে তিনি তো
মাকে টানিয়া ফেলিবেন ও জীবৎ লোকেরদের
দেশহইতে তোমাকে উপাড়িয়া ফেলিবেন। সে
লা। [৬] ধার্ম্মিক লোকেরা দেখিয়া ভীত হই
বে ও তাহার উপর পরিহাস করিবে। [৭] দেখ
যে মানুষ ঈশ্বরকে আপন সামর্থ্য করিয়া মানে
নাই কিন্তু আপনার অনেক ধনে বিশ্বাস করিল
ও আপন দুষ্টতাতে আপনাকে বলবান করিল
সেই মানুষ এ। [৮] কিন্তু ঈশ্বরের মন্দিরে আ
মি তাজা জিতবৃক্ষের মত আমি সদাসর্ব্বক্ষণে ঈশ্ব
রের প্রসাদে বিশ্বাস করি। [৯] আমি সদাকাল
তোমাকে স্তব করিব কেননা তুমি তাহা করিয়াছ
তোমার নামের অপেক্ষা আমি করিব কেননা
তোমার পুণ্যবানেরদের সাক্ষাৎ তাহা ভাল।

৫৩ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে মখালোতে দাউ
দের মাস্কিল।

[১] অজ্ঞান ব্যক্তি মনেং কহিয়াছে যে ঈশ্বর
নাই। তাহারা নষ্ট হইল ও ঘৃণিত অধর্ম্ম করিয়া
ছে সুক্রিয়াকারী কেহ নাই। [২] কেহ জ্ঞানবান
বটে কি না কেহ ঈশ্বরান্বেষক বটে কি না ঈশ্বর
স্বর্গে থাকিয়া ইহা দেখিতে মনুষ্যেরদের সন্তানে
রদের উপর দৃষ্টি করিলেন। [৩] সকলে একত্র
বিপথগামী তাহারা সমস্তই মমল কেহ সুক্রিয়া
করে না এক জনও না। [৪] যাহারা রুটির মত
আমার লোকেরদিগকে খায় সে সকল কুক্রিয়া
কর্ত্তারদের কি কিছু জ্ঞান নাই তাহারা ঈশ্বরের
প্রতি প্রার্থনা করে না। [৫] যেখানে কিছু ভয়
ছিল না সেখানে তাহারা ভীত হইল কেননা তো
মার নিকটে কটককারেরদের অস্থি ঈশ্বর ছড়াই
য়া ফেলিয়াছেন তুমি তাহারদিগকে লজ্জিত করা
ইয়াছ কেননা তাহারদিগকে ঈশ্বর তুচ্ছ করিয়া
ছেন। [৬] আহা য়িশ্রাএলের পরিত্রাণ সীওন
হইতে আইলে কি মঙ্গল ঈশ্বর আপন লোকের
দের বন্দিত্বাবস্থা ফিরাইলে য়আকুব উল্লসিত
হইবে ও য়িশ্রাএল হৃষ্ট।

৫৪ গীত।

দাউদ আমারদের সহিত কি লুকিয়া থাকে
না জিফীরা আসিয়া যে কালে এ কথা বলিল সে
কালে রচিত নিগিনোতে প্রধান বাদ্যকারকের
কারণ জ্ঞান দিবার অর্থে দাউদের গীত এই।

[১] ও হে ঈশ্বর তোমার নামের দ্বারা আমা
কে ত্রাণ কর ও তোমার বলে আমার বিচার
কর। [২] হে ঈশ্বর আমার প্রার্থনায় অবধান

কর আমার মুখের কথা শুন। [৩] কেননা বিদে
শীয়েরা আমার প্রতিকূলে উঠিয়াছে ও দুর্জ্জন
লোকেরা আমার প্রাণানুসন্ধান করে তাহারা ঈশ্ব
রকে গোচরে রাখে না। সেলা। [৪] দেখ ঈশ্বর
আমার উপকারী পরমেশ্বর আমার প্রাণের প্রতি
পালকেরদের মধ্যে আছেন। [৫] তিনি আ
মার শত্রুরদিগকে দুঃখ দিবেন তোমার সত্যতাতে
তাহারদিগকে ছেদন করিয়া ফেল। [৬] আমি
ইচ্ছাপূর্ব্বক নৈবেদ্য তোমার নিকটে করিব হে য়ি
হুহ আমি তোমার নামের প্রশংসা করিব কেননা
তাহা ভাল। [৭] যেহেতুক সমস্ত দুর্গতিহইতে
তিনি আমার প্রাণ উদ্ধার করিয়াছেন ও আমার
শত্রুরদের উপরে আমার চক্ষু দৃষ্টি করিয়াছে।

৫৫ গীত।

নিগীনোতে প্রধান বাদ্যকারের জন্যে দাউ
দের এক গীত এই।

[১] হে ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুন আমার কাম
নাহইতে আপনাকে গুপ্ত করিও না। [২] অব
ধান কর ও আমার কথা শুন শত্রুরদের শব্দেতে
ও দুষ্টেরদের উপদ্রবেতে আমি চিন্তা করণকালে
ক্রন্দন করি ও চেঁচাই কেননা তাহারা আমার উ
পর অপবাদ ফেলে ও ক্রোধে আমার বিপরীত
কর্ম্ম করে [৩] অন্তরে আমার অন্তঃকরণ অতিব্য
থিত আছে মৃত্যুর ভয় আমার উপরে পড়িয়াছে।
[৪] শঙ্কা ও কম্প আমাকে ধরিয়াছে ও মহাত্রাস
আমাকে ঢাকিয়াছে। [৫] তখন আমি বলি
লাম আহা ঘুঘুর ন্যায় আমার পাখা হইলে
আমি উড়িয়া সুখে বসতি করি। [৬] দেখ তাহা
হইলে আমি অনেক দূর যাই আমি অরণ্যে প্র
বাস করি। সেলা। [৭] মহাবাতাস ও ঝড়হই
তে আমি শীঘ্র করিয়া পলাই। [৮] হে য়ি
হুহ তাহারদিগকে নষ্ট কর ও তাহারদের কথা
ভেদ কর যেহেতুক আমি নগরে হিংসা ও ঝগড়া
দেখিয়াছি। [৯] তাহারা দিবারাত্রি প্রাচীরের
উপর দিয়া নগরের চতুর্দ্দিগে বেড়ায় দুষ্টতা ও
দৌরাত্ম্য তাহার মধ্যে থাকে। [১০] পাপাচার
তাহার মধ্যে আছে প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা তাহার
রথ্যাহইতে যায় না। [১১] যে জন আমাকে নি
ন্দা করিল সে জনই শত্রু নয় তাহা হইলে আমি
তাহা সহিতাম ও আমার উপর যে জন দর্পী
হইল সেই আমার ঘৃণাকারী নয় তাহা হইলে
আমি তাহাহইতে লুকিয়া রহিতাম। [১২]
কিন্তু সে জনই তুমি আমার তুল্য এক জন আমার
গুরু ও আমার অতিপরিচিত মিত্র। [১৩] আ
মরা নিভৃতেতে সুখজনক পরামর্শ করিতাম ও
অনেক লোকের সহিত একত্র হইয়া ঈশ্বরের
মন্দিরে যাইতাম। [১৪] মৃত্যু তাহারদিগকে
ধরুক তাহারা পরলোকে জীবৎ নামুক কেননা
তাহারদের গৃহে ও তাহারদের হৃদয়ে দুষ্টতা
আছে। [১৫] আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা ক
রিব ও য়িহুহ আমাকে ত্রাণ করিবেন। [১৬]
সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালে ও মধ্যাহ্নে আমি কামনা
করিব ও চেঁচাইব ও তিনি আমার কথা শুনি
বেন। [১৭] আমার বিপরীতে যে রণ ছিল তা
হাহইতে তিনি কুশলে আমার আত্মাকে মুক্ত
করিয়াছেন কেননা অনেকে আমার সহিত ছি
ল। [১৮] প্রভু শুনিবেন ও তাহারদিগকে ক্লেশ
দিবেন যিনি পূর্ব্বাবধি বর্ত্তমান তিনিই। সেলা।
[১৯] কেননা তাহারদের দশান্তর নাই সেহে
তুক তাহারা ঈশ্বরকে ভয় করে না। [২০] তাঁ
হার সহিত যাহারদের মেল আছে তাহারদের
উপর সে হাত দিয়াছে সে আপনার নিয়মোল্লং
ঘন করিয়াছে। [২১] তাহার মুখের কথা নব
নীতহইতে কোমল কিন্তু অন্তঃকরণে যুদ্ধ তাহার
কথা তৈলহইতে নরম ছিল কিন্তু বাস্তব নিষ্কো
ষিত করবাল। [২২] য়িহুহের উপর তোমার
বোঝা ফেল তিনি তোমাকে ধরিয়া রাখিবেন তি
নি ধার্ম্মিক লোকেরদিগকে চালিত হইতে দিবেন
না। [২৩] হে ঈশ্বর তুমি তাহারদিগকে বিনা
শক খাতেতে নামাইবা দুর্জ্জন ও প্রতারক লো
কেরদের অর্দ্ধায়ুঃ হইবে না কিন্তু আমি তোমা
তে বিশ্বাস করিব।

৫৬ গীত।

পলশ্তীয়েরা যে কালে গাতনগরে দাউদকে
ধরিয়াছিল য়োনত এলেম রিখোকিমে যে জন
প্রধান বাদ্যকারক তাহারি জন্যে দাউদের তৎ
কালে রচিত মিক্তাম এই।

[১] হে ঈশ্বর আমাকে দয়া কর কেননা মানু
ষ আমাকে খাইয়া ফেলিতে চাহে সে সমস্ত দি
নে রণ করিতেং আমার উপদ্রব করে। [২]
আমার শত্রুরা প্রতিদিন আমাকে খাইয়া ফেলি
তে চাহে কেননা হে সর্ব্বাধ্যক্ষ অনেকে আমার
সহিত যুদ্ধ করে। [৩] যখন আমাকে ভয় লাগি
বে তখন আমি তোমাতে বিশ্বাস করিব। [৪]
ঈশ্বরে আমি তাঁহার বাক্য স্তব করিব আমি ঈশ্ব
রে বিশ্বাস করিব আমাকে মানুষ যাহা করিতে
পারে তাহাতে আমি ভয় করিব না। [৫] তা
হারা সমস্ত দিনে আমার কথা ফিরায় আমার
মন্দ যেরূপে করিতে পারে তাহারদের এই সক
ল চিন্তা। [৬] তাহারা একত্র হইয়া গুপ্তে থা
কে তাহারা আমার পদের চিহ্ন লক্ষ করে কেন
না তাহারা আমার প্রাণ মারিতে চাহে। [৭]
তাহারা কি পাপেতে বাঁচিবে হে ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হই
য়া লোকেরদিগকে অধঃপাতিত কর। [৮] আ

মার ভ্রমণ তুমি গণন করিতেছ আমার অশ্রু তো
মার পাত্রে রাখ তাহা কি তোমার পুস্তকে লিখি
ত নাই। [৯] আমি যখন নিবেদন করি তখন
আমার শত্রুরা পরাঙ্মুখ করা যাবে ইহা আমি
জানি কেননা ঈশ্বর আমার সহায়। [১০] ঈশ্বরে
আমি তাঁহার বাক্য স্তব করিব য়িহুহেতে আমি
তাঁহার বাক্য স্তব করিব। [১১] আমি ঈশ্বরে
বিশ্বাস করিব মানুষ যাহা আমাকে করিতে পারে
তাহাতে আমি ভয় করিবনা। [১২] হে ঈশ্বর
তোমার মানতে আমি ধারুয়া আছি আমি তো
মার স্তব করিব। [১৩] কেননা মৃত্যুহইতে তুমি
আমার প্রাণ উদ্ধার করিয়াছ তোমার গোচরে
জীবৎ লোকেরদের দীপ্তিতে আমার চলিবার
জন্যে তুমি কি পতনহইতে আমার পা রক্ষা
করিবা না।

৫৭ গীত।

শাউলের সম্মুখহইতে পলাইয়া যখন দাউদ
গহ্বরেতে গেল তখন অল্‌তশখিতে প্রধান বাদ্য
কারক যে জন তাহার জন্যে তাহার মিক্তাম এই।

[১] হে ঈশ্বর আমাকে দয়া কর আমাকে দ
য়া কর কেননা আমার প্রাণ তোমাতে ভরসা রা
খে ও এ সকল দুর্দ্দশা বহিয়া যাওনপর্য্যন্ত তো
মার পাখার ছায়ায় আমি আশ্রয় করিব। [২]
ঈশ্বর সর্ব্বাধ্যক্ষের প্রতি আমি মিনতি করিব যে প্র
ভু আমার কারণ সকল সিদ্ধ করেন তাঁহার প্রতি।
[৩] তিনি স্বর্গহইতে পাঠাইয়া যে জন আমাকে
খাইয়া ফেলিতে চাহে তাহার নিন্দাহইতে আ
মাকে ত্রাণ করিবেন। সেলা। ঈশ্বর আপন দয়া
ও সত্যতা পাঠাইবেন। [৪] আমার প্রাণ সিং
হেরদের মধ্যে আছে যাহারদের দন্তই বর্শী ও
বাণ ও জিহ্বাই তীক্ষ্ণ করবাল এমন প্রজ্বলিত ম
নুষ্যেরদের মধ্যে মনুষ্যের সন্তানেরদের মধ্যেই
আমি থাকি। [৫] হে ঈশ্বর স্বর্গের উর্দ্ধে আপ
নি উত্থিত হও তোমার মহিমা সকল পৃথিবীর উ
র্দ্ধে হউক। [৬] তাহারা আমার পা ধরিতে জা
ল পাতিয়াছে আমার প্রাণ হেঁট হইয়াছে তাহা
রা আমার আগে খাত করিয়াছে তাহারা তা
হার মধ্যে আপনারা পড়িয়াছে। সেলা। [৭]
হে ঈশ্বর আমার মন প্রস্তুত আছে আমার মন
প্রস্তুত আছে আমি গীত গাইব ও স্তব করিব।
[৮] হে আমার গৌরব জাগৃত হও হে নবল ও
বীণা জাগৃত হও আমি প্রত্যূষে জাগিব। [৯] হে
য়িহুহ লোকেরদের মধ্যে তোমার উদ্দেশে আমি
ধন্যবাদ করিব আমি অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে
গীত গাইব। [১০] কেননা তোমার কৃপা স্বর্গ
পর্য্যন্ত বড় তোমার সত্যতা আকাশ স্পর্শ করে।
[১১] আপনি স্বর্গের উর্দ্ধে উত্থিত হও আপনার
মহিমা সকল পৃথিবীর উর্দ্ধে উত্থিতা হউক।

৫৮ গীত।

আল্‌তাশ্‌খিতে প্রধান বাদ্যকারক যে জন তা
হার জন্যে দাউদের মিক্তাম এই।

[১] হে সভাস্থেরা তোমরা কি নিতান্ত প্রকৃত
কথা কহ হে মানুষেরদের সন্তানেরা তোমরা কি
নিশ্চয় প্রকৃত বিচার কর। [২] তোমরা অবশ্য
অন্তঃকরণে কুক্রিয়া কর তোমরা আপনারদের
হাতের কুক্রিয়ার উপায় পৃথিবীতে কর। [৩]
দুষ্টেরা গর্ভস্থ কালাবধি কাপুরুষ হয় তাহারা গ
র্ভস্থাবস্থাবধি মিথ্যা কথা কহিতে২ ধর্ম্মপথ ত্যাগ
করে। [৪] তাহারদের গরল সর্পের গরলের মত
সর্পের মন্ত্রপাঠকেরা অতিজ্ঞানপূর্ব্বক মন্ত্র পড়ি
লেও [৫] যে বধির বিষধর সর্প আপন কর্ণ মুদি
য়া তাহারদের কথা শুনে না তাহারা তাহারই
মত। [৬] হে ঈশ্বর তাহারদের মুখস্থ দন্ত ভাঙ্গি
য়া ফেল হে য়িহুহ সিংহের বাচ্চার কশের দন্ত
নষ্ট কর। [৭] নিত্য স্রোতোজলের মত তাহার
দের ব্যয় হউক সে যখন ধনুকে চাড়া দেয় তখন
বাণ কাটা বাণের মত হউক। [৮] সে শামূ
কের মত গলিয়া যাবে স্ত্রীলোকের গর্ভপাতের
মত তাহারা সূর্য্য দেখিতে না পাউক। [৯] তো
মারদের হাঁড়িতে কাঁটার তাপ লাগনের পূর্ব্বে
তিনি জীবদ্দশাতে ও আপন ক্রোধে তাহারদিগ
কে ঝড়ে লইয়া যাইবেন। [১০] ধার্ম্মিক লোক
সে প্রতিফল দেখিয়া আনন্দ করিবে তাহারা দু
রাচারের রক্তেতে পা ধুইবে। [১১] এবং
মানুষেরা বলিবে অবশ্য ধার্ম্মিকেরদের ক্রিয়ার
ফল আছে অবশ্য পৃথিবীতে বিচারকারি ঈশ্বর
আছেন।

৫৯ গীত।

শাউল লোক পাঠাইলে তাহারা দাউদকে বধ
করিতে যখন তাহার বাটিবেষ্টন করিল তখন
অল্‌তাশ্‌খিতে যে জন প্রধান বাদ্যকারক তাহার
জন্যে দাউদের মিক্তাম এই।

[১] হে আমার ঈশ্বর আমার শত্রুগণহইতে আ
মাকে উদ্ধার কর যাহারা আমার বিপরীতাচার
করে তাহারদিগহইতে আমাকে রক্ষা কর। [২]
কুক্রিয়াকর্ত্তারদেরহইতে আমাকে ত্রাণ কর ঘাত
কেরদেরহইতে আমাকে রক্ষা কর। [৩] দেখ
তাহারা আমার প্রাণ ধরিতে লুকাইয়া থাকে হে
য়িহুহ বলবান লোকেরা আমার বিরুদ্ধে একত্র
আসিয়াছে আমার দোষ ও আমার পাপহেতুক
নয়। [৪] তাহারা আমার দোষবিনা দৌড়িয়া
প্রস্তুত হয় আমার উপকারের জন্যে জাগৃত হও
দেখ। [৫] হে সৈন্যের য়িহুহ য়িশরাএলের
ঈশ্বর তুমি সকল অন্যদেশীয়েরদিগকে শাস্তি

ন্বার কারণ জাগৃত হও কুক্রিয়াকর্ত্তৃজনের কোন
অধর্ম্মে দয়া করিও না। সেলা। [৬] তাহারা
সন্ধ্যাকালে ফিরেও কুকুরের মত শব্দ করে ও নগ
রে ভ্রমণ করে। [৭] তাহারা আপনারদের মুখে
তে ঢেকুর তোলে তাহারদের ওষ্ঠাধরে করবাল
আছে কেননা কে শুনিবে এ কথা কহে। [৮] হে
য়িহুহ তুমি তাহারদিগকে পরিহাস করিবা তুমি
সকল অন্যদেশীয়েরদিগকে নিন্দ্য বস্তু করিবা।
[৯] তাহার বলপ্রযুক্ত আমি তোমার অপেক্ষা
করিব যেহেতুক ঈশ্বর আমার রক্ষক। [১০] আ
মার ক্ষমাকারি ঈশ্বর আমার অগ্রবর্ত্তী হইবেন
আমার শত্রুরদের উপর ঈশ্বর আমাকে দৃষ্টি ক
রিতে দিবেন। [১১] তাহারদিগকে বধ করিও
না পাছে আমার লোকেরা বিস্মরণ করে তো
মার বলে তাহারদিগকে ছিন্নভিন্ন কর এবং হে
ঈশ্বর আমার ঢাল তাহারদিগকে নত কর। [১২]
তাহারা নিজ মুখের পাপেতে ও নিজ ওষ্ঠাধ
রের কথাতে এবং তাহারদের শাপ ও মিথ্যা
কথনেতে আপনারদের অহঙ্কারে ধরা যাবে।
[১৩] আপনার ক্রোধে তাহারদের এমন সং
হার কর যে তাহারা না থাকে তাহারা জানুক
যে য়িহুহ য়আকুবের মধ্যে পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত
কর্ত্তৃত্ব করেন। সেলা। [১৪] পরে তাহারা
সন্ধ্যাকালে ফিরুক ও কুকুরের মত শব্দ করুক ও
নগরের চতুর্দ্দিগে যাউক। [১৫] তাহারা খা
দ্যের নিমিত্তে বেড়াইয়া যাউক এবং পরিতুষ্ট না
হওয়াতে কচকচি করুক। [১৬] কিন্তু আমি
তোমার পরাক্রমের কথা গাইব প্রাতে আমি উ
চ্চৈঃস্বরে তোমার দয়া গান করিব যেহেতুক আ
মার দুর্দ্দশাদিনে তুমি আমার রক্ষক ও আশ্রয়
ছিলা। [১৭] হে আমার বল তোমার উদ্দেশে
আমি গীত গাইব যেহেতুক ঈশ্বর আমার আ
শ্রয় ঈশ্বরই আমার দয়াকারী।

৬০ গীত।

অরামনহারায়িম ও অরামসোবহের সহিত দা
উদের যুদ্ধকরণকালে যখন য়োআব ফিরিল
এবং লবণ মাঠে দ্বাদশ সহস্র এদোমীয়েরদের
সংহার করিল তৎকালে শুশন এদূতে প্রধান বা
দ্যকারক যে জন তাহার কারণ মিক্তাম এই।

[১] হে ঈশ্বর আমারদিগকে তুমি ত্যাগ করি
য়াছ তুমি আমারদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ তুমি
ক্রুদ্ধ হইয়াছ আমারদের প্রতি পুনর্ব্বার ফিরি
য়া আইস। [২] তুমি দেশকে কম্পমান করি
য়াছ তুমি তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ তাহার ভাঙ্গা
সারো যেহেতুক তাহা লড়ে। [৩] আপনার
লোককে তুমি কঠিন কার্য্য দেখাইয়াছ তুমি
চমৎকাররূপ দ্রাক্ষারস আমারদিগকে পান করা
ইয়াছ। [৪] যাহারা তোমার নামে ভয় করে
সত্যতার নিমিত্তে স্থাপিত হইবার জন্যে তুমি তা
হারদিগকে পতাকা দিয়াছ। সেলা। [৫] তো
মার প্রিয়েরদের উদ্ধার করিবার কারণ তোমার
দক্ষিণ হাত দিয়া রক্ষা কর এবং আমার কথা
শুন। [৬] ঈশ্বর আপন ধর্ম্মে কহিয়াছেন আ
মি আনন্দ করিব আমি শিকেম ভাগ২ করিব আ
মি সুকোত মাঠ মাপিব। [৭] গিলিঅদ আ
মার এবং মনশেহ্ আমার এফরায়িম আমার
মস্তকের বল। [৮] য়িহুদাহ্ আমার ব্যবস্থাক
র্ত্তা মোআব আমার ডাবর এদোমের উপরে
আমি আপন পাদুকা ফেলিব পলশতি তুমি আ
মার উপরে জয়২ শব্দ কর। [৯] আমাকে দৃঢ়
নগরে কে আনিবে আমাকে এদোমে কে আনি
বে। [১০] হে ঈশ্বর আমারদিগকে ত্যাগ করি
য়াছিলা যে তুমি তুমি কি তাহা করিবা না।
[১১] হে ঈশ্বর আমারদের সেনাগণের সহিত
যাও নাই যে তুমি তুমি কি তাহা করিবা না। দুঃ
খহইতে উদ্ধার কর যেহেতুক মনুষ্যকর্ত্তৃক উপ
কার মিথ্যা। [১২] ঈশ্বরের দ্বারা আমরা বল
রূপে ক্রিয়া করিব যেহেতুক তিনি আমারদের
শত্রুরদিগকে দলিয়া ফেলিবেন।

৬১ গীত।

নিগীনোতের উপরে প্রধান বাদ্যকারকের
জন্যে দাউদের এক গীত।

[১] হে ঈশ্বর আমার কাকুতি শুন আমার নি
বেদনে অবধান কর। [২] পৃথিবীর সীমায়
থাকিয়া আমি তোমাকে ডাকিব আমার অন্তঃক
রণ দুর্ব্বল হইলে যে পর্ব্বত আমাহইতে উচ্চ সে
পর্ব্বতে আমাকে পথ দেখাও। [৩] যেহেতুক
তুমি আমার আশ্রয় এবং আমার শত্রুরদের
গোচরে আমার দৃঢ় দুর্গ ছিলা। [৪] আমি সদা
কাল তোমার পবিত্র স্থানে বাস করিব তোমার
পাখার ছায়ায় আমি ভরসা রাখি। সেলা। [৫]
কেননা হে য়িহুহ তুমি আমার মানত শুনিয়াছ
যাহারা তোমার নামে ভয় করে তাহারদিগকে
তুমি অধিকার দিয়াছ। [৬] রাজাকে তুমি দী
র্ঘায়ুঃ দিবা সর্ব্বপুরুষস্থিতিপর্য্যন্ত কালের মত তা
হার বৎসর হইবে। [৭] সে সদাকাল ঈশ্বরের
গোচরে থাকিবে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্যে
দয়া ও সত্যতা প্রস্তুত কর। [৮] সেহেতুক আ
মি নিত্য তোমার নামে স্তব গাইব দিনে দিনে আ
মার মানতও আমি পূর্ণ করিব।

৬২ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা য়িদুতূনের কারণ
দাউদের এক গীত।

[১] অবশ্য আমার মন নীরব হইয়া ঈশ্বরের

প্রতীক্ষা করে আমার নিস্তার তাঁহাহইতে হয় [২]
আমার পর্ব্বত এবং আমার নিস্তারক কেবল তি
নিই আমার আশ্রয় তিনিই আমি বহু চালিত হ
ইব না। [৩] তোমরা কত কাল মানুষের হিংসা
কল্পনা করিবা তোমরা সকলে বিনষ্ট হইবা তো
মরা পতনোম্মুখ ভিত্তির এবং ভগ্ন বেড়ের মত হই
বা। [৪] তাহারা যে রূপে তাহাকে আপন মহ
ত্বচ্যুত করিতে পারে কেবল এই পরামর্শ করে তা
হারা মিথ্যাকথনেচ্ছুক তাহারা মুখে আশীর্ব্বাদ
দেয় কিন্তু অন্তরে শাপ দেয়। সেলা। [৫] হে আ
মার মন কেবল ঈশ্বরের প্রতীক্ষা কর যেহেতুক
তাঁহাতেই আমার অপেক্ষা। [৬] আমার নিস্তা
রক কেবল তিনি আমার পর্ব্বত এবং আমার র
ক্ষক তিনিই আমি চালিত হইব না। [৭] ঈশ্বরই
আমার ত্রাণ তিনিই আমার মহিমা ও আমার
বলরূপ গিরি ঈশ্বরই আমার আশ্রয় হইয়াছেন।
[৮] হে লোকেরা তোমরা সর্ব্বকালে তাঁহাতে
ভরসা কর তোমারদের অন্তঃকরণ তাঁহার গো
চরে ঢালিয়া দেও যেহেতুক ঈশ্বরই আমারদের
আশ্রয়। সেলা। [৯] অবশ্য নীচ লোক কিছু নয়
ও বড় লোক মিথ্যা তাহারা তুলেতে স্থাপিত হই
লে সকলে একত্র শূন্যতাহইতেও লঘু হয়। [১০]
জোর করণেতে সাহস করিও না ও অপহরণেতে
নির্ভয় হইও না ধনবৃদ্ধি হইলেও তাহাতে অন্তঃ
করণ রাখিও না। [১১] ঈশ্বর একবার কহিয়া
ছেন পরাক্রম ঈশ্বরের ইহাই আমি দুইবারও শু
নিয়াছি। [১২] হে যিহুহ তুমি দয়াবান আছ
যেহেতুক তুমি প্রতিমানুষকে তাহার কর্ম্মানুযায়ি
ফল দিতেছ।

৬৩ গীত।

দাউদ যখন যিহুদাহ্‌দেশের অরণ্যে ছিল তৎ
কালে রচিত তাহার এক গীত এই।

[১] হে ঈশ্বর তুমি আমার প্রভু আমি প্রত্যূ
ষে তোমার অন্বেষণ করিব। [২] যেমন আমি
ধর্ম্মস্থানে দেখিয়াছি তেমন শুষ্ক ও জ্বলিত দে
শে থাকিয়া তোমার পরাক্রম ও গৌরব দেখি
তে তোমার নিমিত্তে আমার মন তৃষিত আছে
ও আমার শরীর সচেষ্ট আছে। [৩] তোমার
কৃপা জীবনহইতে বড় তদ্ধেতুক আমার ওষ্ঠাধর
তোমার স্তুতি করিবে। [৪] সে মত আমার প
রমায়ুঃ যাবৎ থাকে তাবৎ তোমাকে ধন্য২ কহিব
তোমার নামে আমি হাত তুলিব। [৫] শয্যার
উপরে যখন আমি তোমার স্মরণ করি এবং রা
ত্রিতে প্রহরে২ তোমার বিষয়ে মনে২ করি [৬]
তখন যেমন মজ্জা ও চরবিতে লোকেরা পরি
তুষ্ট হয় তদ্রূপ আমার মন পরিতুষ্ট হইবে তখন
আমার মুখ উল্লাসযুক্ত ওষ্ঠাধরেতে তোমার
স্তুতি করিবে। [৭] যেহেতুক তুমি আমার উপ
কারী অতএব তোমার পাখার ছায়ায় আমি আ
নন্দ করিব। [৮] আমার মন তোমার অনুগত
হয় তোমার দক্ষিণ হাত আমাকে রক্ষা করে।
[৯] যাহারা আমার প্রাণ নষ্ট করিতে চেষ্টা করে
তাহারা পৃথিবীর নীচ স্থানে যাইবেক। [১০]
তাহারা করবালের কোপে পড়িবে তাহারা শৃগা
লের অধিকার হইবে। [১১] কিন্তু ঈশ্বরে রা
জা আনন্দিত হইবে যাহারা তাঁহার নাম লইয়া
শপথ করে তাহারা সকল উল্লসিত হইবে কিন্তু
মিথ্যাবক্তারদের মুখ বন্ধ হইবে।

৬৪ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাউদের এক গীত
এই।

[১] হে ঈশ্বর আমার প্রার্থনাকালে আমার
কথা শুন। [২] শত্রুরদের ভয়হইতে আমার
প্রাণ রক্ষা কর। [৩] যাহারা আপন২ জিহ্বা
করবালের মত তীক্ষ্ণ করে এবং সাধুকে মারণার্থ
গুপ্ত কথা অর্থাৎ বাণরূপ কটু কথা এড়ায় সে দুষ্ট
লোকের নিভৃত পরামর্শ ও অধার্ম্মিক লোকের
দের ব্যতিক্রমকরণহইতে আমাকে রক্ষা কর।
[৪] তাহারা তাহার প্রতি অকস্মাৎ বাণ এড়ায়
ও ভয় করে না। [৫] তাহারা মন্দ ক্রিয়াকরণে
আপনারদিগকে আশ্বাস করে তাহারা গুপ্তে
ফাঁদপাতনের কথা কহে তাহারা বলে যে কে তা
হা দেখিবে। [৬] তাহারা অধর্ম্মানুসন্ধান করে
তাহারা একান্ত অনুসন্ধান করে তাহারদের প্র
ত্যেক মনুষ্যের অন্তর ও মন অতিগম্ভীর আছে।
[৭] ঈশ্বরও বাণ এড়াইয়া তাহারদিগকে ত্বরায়
মারিবেন তাহারা মারা পড়িবে। [৮] তাহারা
এমতে আপনারদের উপর আপনারদের জি
হ্বার কথা লাগাইবে যে যাহারা তাহারদিগকে
দেখে সে সকলে দূরে যাইবে। [৯] ও সকল
লোক ভয় করিবে এবং ঈশ্বরের কর্ম্ম প্রকাশ করি
বে যেহেতুক তাহারা সাবধান হইয়া তাঁহার কা
র্য্য বিবেচনা করিবে। [১০] ধার্ম্মিক লোকেরা
যিহুহেতে আনন্দিত হইবে ও তাঁহাতে ভরসা পা
ইবে সকল সদন্তঃকরণেরা উল্লসিত হইবে।

৬৫ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাউদের এক গীত
এই।

[১] হে ঈশ্বর সীওনে স্তব নীরব হইয়া তো
মার প্রতীক্ষা করে এবং মানত তোমার স্থানে
পূর্ণ করা যাইবে। [২] হে প্রার্থনাশ্রোতা তো
মার নিকট সকল প্রাণী আসিবে। [৩] কুকথা
আমাকে পরাভব করে তুমি আমারদের ঘাইট
মোচন করিবা। [৪] যাহাকে তুমি মনোনীত

করিয়া আপনার নিকটে আনাইতেছ সে জন
ধন্য সে তোমার উঠানে বাস করিবে আমরা
তোমার ঘরের অর্থাৎ তোমার ধর্ম্ম মন্দিরের
উত্তম বস্তুতে পরিতুষ্ট হইব। [৫] হে আমার
দের ত্রাণের ঈশ্বর ধর্ম্মে অতিশঙ্কনীয় ক্রিয়ার দ্বা
রা তুমি আমারদিগকে উত্তর দিবা তুমি পৃথিবীর
সীমার ভরসা এবং অতিদূরে সমুদ্রোপরিস্থ জ
নেরদেরও ভরসা। [৬] তিনি পরাক্রমেতে
পরিণদ্ধ হইয়া আপনার বলেতে পর্ব্বতকে স্থির
করেন। [৭] তিনি সমুদ্রের শব্দ অর্থাৎ ঢেউর
শব্দ ও লোকেরদের গোল নীরব করেন। [৮]
এবং পৃথিবীর সীমাতে যে প্রজাগণ তাহারা তো
মার লক্ষণ দেখিয়া ভয় করিবে তুমি প্রাতের ও
সন্ধ্যার নির্গমনকে আনন্দিত করিতেছ। [৯] তুমি
পৃথিবীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা জলেতে পরি
তুষ্টা করিয়াছ ঈশ্বরীয় জলপূর্ণ নদীতে তুমি তা
হাকে বড় ফলবতী করিয়াছ তুমি এমতে তাহা
যোগাইয়া তাহারদের শস্য যোগাইতেছ। [১০]
তাহার ক্ষেত্রে তুমি জল সেচিতেছ তাহার সীর
তুমি বসাইতেছ তুমি বৃষ্টিতে তাহা গলাইতেছ
তাহার তৃণবৃদ্ধির বর তুমি দিয়াছ। [১১] তুমি
আপনার দানেতে বৎসরের মাথায় মুকুট দিতে
ছ তোমার পথহইতে উত্তম বস্তু পড়ে [১২] তা
হা বনযুক্ত মাঠে পড়ে ও চতুর্দ্দিকস্থ গিরিগণ উল্ল
সিত হইবে। [১৩] ক্ষেত্র মেষেতে পূর্ণ হইবে
মাঠও শস্যেতে আচ্ছাদিত হইয়াছে তাহারা আ
নন্দেতে চেঁচায় তাহারা গান করে।

৬৬ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে গানার্থ এক গীত
এই।

[১] হে সকল দেশ সানন্দ হইয়া ঈশ্বরের প্র
তি উচ্চৈঃস্বর কর। [২] তাঁহার নামের মাহা
ত্ম্যের গান কর তাঁহার স্তব অতিশয়রূপে কর।
[৩] ঈশ্বরকে কহ তুমি আপন কার্য্যে কি ভয়
ঙ্কর তোমার অতিমহত্ত্বেতে তোমার শত্রুগণ
তোমার বশীভূত হইবে। [৪] সমস্ত পৃথিবী
তোমার ভজনা করিবে ও তোমার উদ্দেশে গীত
গাইবে তাহারা তোমার নামে গান করিবে।
সেলা। [৫] আইস ঈশ্বরের ক্রিয়া দেখ মানুষের
সন্তানেরদের প্রতি তিনি আপনার ক্রিয়াতে ভয়
ঙ্কর। [৬] তিনি সমুদ্রকে শুষ্কভূমি করেন তা
হারা অরণ্য দিয়া পদব্রজে গেল আমরা সেখা
নে তাঁহাতে আনন্দিত ছিলাম। [৭] তিনি আ
পনার পরাক্রমে সদাকাল রাজ্য করেন সর্ব্বদে
শীয়েরদের উপর তাঁহার চক্ষু দৃষ্টি করে হুজ্জতি
রা আত্মশ্লাঘা না করুক। সেলা। [৮] হে লো
কেরা আমারদের ঈশ্বরের প্রতি জয়২ শব্দ কর
তাঁহার স্তবের কথা শুনাও [৯] তিনি আমারদের
প্রাণ বাঁচান এবং আমারদের পদ চালিত হইতে
দেন না। [১০] হে ঈশ্বর তুমি আমারদের পরী
ক্ষা লইয়াছ তুমি আমারদিগকে রূপার মত পরী
ক্ষা করিয়াছ। [১১] তুমি আমারদিগকে জা
লের মধ্যে আনিয়াছ তুমি আমারদের কমরের
উপরে দুঃখের ভার দিয়াছ। [১২] তুমি মানু
ষেরদিগকে আমারদের মস্তকারোহণ করাইয়াছ
আমরা অগ্নি ও জল দিয়া গিয়াছি পরে আমার
দিগকে ফলবান্ স্থানে তুমি আনিয়াছ। [১৩]
আমি আহুতি লইয়া তোমার ঘরে প্রবেশ করিব
[১৪] যে মানত আমার ওষ্ঠাধর দুর্দ্দশাকালে
কহিয়াছে ও আমার মুখ বলিয়াছে তোমার নি
কটে আমি সে মানত পূর্ণ করিব। [১৫] আমি
দগ্ধ মেষের ধূঁয়ার সহিত চরবিযুক্ত আহুতি তো
মাকে দিব আমি গরু ও ছাগল নিবেদন করিব।
সেলা। [১৬] হে ঈশ্বরভয়কারিরা তোমরা সক
লে আইস ও শুন আমার প্রাণের জন্যে তিনি যা
হা করিয়াছেন তাহা আমি বলিব। [১৭] আ
মি মুখেতে প্রার্থনা করিলাম ও আমার জিহ্বায়
তাঁহাকে বড় করিলাম। [১৮] যদি আমি অন্তঃ
করণে অধর্ম্ম আদর করি তবে য়িহুহ আমার
কথা শুনিবেন না। [১৯] কিন্তু অবশ্য ঈশ্বর শু
নিয়াছেন তিনি আমার প্রার্থনাকথায় অবধান
করিয়াছেন। [২০] যিনি আমার প্রার্থনা ফি
রান নাই এবং আপন কৃপা আমাহইতেও ফি
রান নাই সে ঈশ্বর ধন্য।

৬৭ গীত।

নিগীনোতে প্রধান বাদ্যকারকের কারণ গা
নার্থ গীত এই।

[১] ঈশ্বর আমারদের উপর অনুগ্রহ করুন
এবং আমারদিগকে আশীর্ব্বাদ দিউন। [২] হে
ঈশ্বর পৃথিবীতে তোমার পথ এবং সকল দে
শীয় লোকেরদের মধ্যে তোমার ত্রাণ জানা যাও
নের জন্যে আপন মুখ আমারদের প্রতি প্রসন্ন
কর। সেলা। [৩] হে ঈশ্বর লোকেরা তোমার
প্রতি ধন্যবাদ করুক সকল লোকেরাই তোমার
প্রতি ধন্যবাদ করুক। [৪] সকল লোকেরা আ
নন্দিত হউক ও উল্লাসেতে গান করুক যেহেতুক
তুমি লোকেরদের প্রকৃত বিচার করিবা ও পৃথি
বীর সকল দেশীয়েরদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবা।
সেলা। [৫] হে ঈশ্বর লোকেরা তোমার প্রশংসা
করুক সকল লোকেরাই তোমার প্রশংসা করুক।
[৬] পৃথিবী ফল উৎপন্ন করিবে ঈশ্বর আমার
দের ঈশ্বরই আমারদিগকে আশীর্ব্বাদ দিবেন।
[৭] ঈশ্বর আমারদিগকে আশীর্ব্বাদ দিবেন ও
পৃথিবীর সকল সীমা তাঁহাকে স্তব করিবে।

৬৮ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্য গানার্থে দাউদের
এক গীত এই।

[১] ঈশ্বর উঠুন তাঁহার শত্রুরা ছিন্নভিন্ন হউক
যাহারা তাঁহাকে ঘৃণা করে তাহারা তাঁহার সম্মুখ
হইতে পলাউক। [২] যেমন ধূম বাতাসে উড়ে
তেমন তাহারদিগকে খেদাইয়া দেও যেমন মে
ম অগ্নিতে গলিয়া যায় তেমন ঈশ্বরের সম্মুখহই
তে কাপুরুষেরদের সংহার হউক। [৩] কিন্তু ধা
র্ম্মিক লোকেরা হৃষ্ট হউক তাহারা ঈশ্বরের গোচ
রে হৃষ্ট হউক তাহারা উল্লসিত হইয়া আনন্দ করু
ক। [৪] ঈশ্বরের নিকটে গীত গাও তাঁহার না
মের স্তব গাও। স্বর্গারূঢ়ের প্রশংসা কর তাঁহার
য়াহ নাম লইয়া তাঁহার গোচরে আনন্দিত হও।
[৫] আপন ধর্ম্মস্থানস্থ ঈশ্বরই পিতৃহীনেরদের পি
তা ও বিধবারদের বিচারকর্ত্তা। [৬] ঈশ্বর অনা
থেরদিগকে গৃহে বাস করান তিনি শৃঙ্খলে বদ্ধের
দিগকে মুক্ত করেন কিন্তু আজ্ঞাতিক্রামকেরদিগ
গে শুষ্কভূমিতে বাস করান। [৭] হে ঈশ্বর আ
পনি যখন আপনার লোকেরদের অগ্রে২ গিয়া
ছিলেন যখন কাননে গমন করিয়াছিলেন। সে
লা। [৮] তখন ঈশ্বরের গোচরে পৃথিবী কম্প
মানা ছিল স্বর্গ চুইয়া জল বর্ষিল সীনই পর্ব্বতই
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ চালিত হইল অর্থাৎ য়িশ্রাএ
লের ঈশ্বরের সাক্ষাৎ। [৯] হে ঈশ্বর তুমি আ
পনার অধিকারের উপরে উত্তম বৃষ্টি করিয়াছ
ও তাহা ম্লান হইলে বল দিয়াছ। [১০] তোমার
মণ্ডলী সেখানে বাস করে হে ঈশ্বর তুমি আপন
দয়াতে দরিদ্রেরদের কারণ সামগ্রী আয়োজন
করিয়াছ। [১১] য়িহুহ কথা দিলেন অনেকে তা
হা প্রকাশ করিল। [১২] সেনাপতিরা বেগে
পলাইল ও গৃহস্থিত স্ত্রীলোক লুঠ বাঁট করিয়া
লইল। [১৩] তোমরা চুলায় শুইলেও রূপ্যাচ্ছা
দিত পক্ষ ও হরিদ্রাবর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় পরবিশি
ষ্ট ঘুঘুর মত হইবা। [১৪] সর্ব্বশক্তিমান তা
হার মধ্যে রাজারদিগকে খেদাইয়া দেওনসময়ে
তাহা সলমোনের বরফের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইল।
[১৫] ঈশ্বরের পর্ব্বত বাশানপর্ব্বতের মত বাশা
নপর্ব্বত যেমন উচ্চ তেমন উচ্চ পর্ব্বত। [১৬] হে
উচ্চ পর্ব্বতেরা কেন মাৎসর্য্য করিয়া দৃষ্টি করি
তেছ এ পর্ব্বতে বাস করিতে ঈশ্বর ইচ্ছা করিয়া
ছেন য়িহুহ তাহাতে সদাকাল বাস করিবেন।
[১৭] ঈশ্বরের রথ কোটি২ অর্থাৎ সহস্র২ দূত
যেমন সীনই ধর্ম্মস্থানে পরমেশ্বর ছিলেন তেমন
তাহারদের মধ্যে আছেন। [১৮] তুমি ঊর্দ্ধগ
মন করিয়াছ তুমি বন্দিরদিগকে বন্দিরূপে লইয়া
গিয়াছ ভগবান ঈশ্বর তাহারদের মধ্যে বাস কর
ণের জন্যে তুমি মানুষেরদের আজ্ঞাতিক্রামকের
দেরই জন্যেও দান লইয়াছ। [১৯] দিনে২ আ
মারদের উপরে অনুগ্রহভারদাতা পরমেশ্বর আ
মারদের ত্রাণের ঈশ্বরই ধন্য। সেলা। [২০]
আমারদের প্রভু তারক প্রভুই মৃত্যুহইতে উপা
য়ের অধিকারী য়িহুহ পরমেশ্বরই। [২১] অব
শ্য ঈশ্বর আপন শত্রুরদের মস্তক বিদ্ধ করিবেন
ও পাপাচারি জনের সলোম মস্তকচর্ম্ম বিদ্ধি
বেন। [২২] য়িহুহ বলিলেন তোমার পদ
শত্রুর রক্তেতে ডুবিয়া যাইবার ও তোমার কুকু
রেরদের জিহ্বা তাহাতে রক্তবর্ণ হইবার কারণ।
[২৩] আমি বাশানহইতে পুনর্ব্বার আনিব আ
মি সমুদ্রের গভীর স্থানহইতে আপন লোকের
দিগকে ফিরিয়া আনিব। [২৪] তাহারা তোমার
গমন দেখিয়াছে হে আমার ঈশ্বর আমার রাজা
পবিত্র স্থানে তোমার গমন দেখিয়াছে। [২৫]
প্রথমে গায়ক তারপর বাদকেরা তারপর বীণা
বাদিকা কন্যারা। [২৬] মণ্ডলীতে ঈশ্বরের স্তব
কর পরমেশ্বরের স্তুতি য়িশ্রাএলের উনইহইতে
ও কর। [২৭] সেখানে তাহারদের কর্ত্তা ছোট
বেন্যামিন তাহারদের সভার সহিত য়িহুদাহের
অধ্যক্ষেরা জিবুলূন ও নপ্তালীর অধ্যক্ষেরা সে
খানে। [২৮] তোমার ঈশ্বর তোমার বল আ
জ্ঞা দিয়াছেন হে ঈশ্বর আমার কারণ তুমি যাহা
করিয়াছ তাহা স্থির কর। [২৯] তোমার য়িরু
শালমস্থ মন্দিরের কারণ রাজারা তোমাকে উপ
ঢৌকন দিবে। [৩০] নলবনের জন্তুরদিগকে
অনেক২ আঁড়িয়ারদিগকে লোকেরদের রূপাতে
ক্রীত বাছুরের সহিত ধমকাও যুদ্ধপ্রিয় লোকের
দিগকে ছড়াইয়া ফেল। [৩১] মিসরহইতে রাজা
রা আসিবে অল্পকাল পরে কূশদেশ ঈশ্বরের
প্রতি হাত বাড়াইবে। [৩২] হে পৃথিবীর রাজ্য
স্থেরা ঈশ্বরের নিকটে গীত গাও য়িহুহের স্থানে
গান কর। সেলা। [৩৩] যিনি পূর্ব্বকালাবধি
স্বর্গোপরিস্থ স্বর্গে আরোহণ করেন তাঁহার প্রতি
দেখ তিনি রব প্রকাশ করেন সেই মহারব।
[৩৪] পরাক্রমের প্রশংসা ঈশ্বরের নিকটে কর
তাঁহার মহত্ত্ব য়িশ্রাএলের উপরে তাঁহার পরা
ক্রম মেঘে আছে। [৩৫] হে ঈশ্বর তুমি আপ
নার ধর্ম্মস্থানহইতে ভয়ঙ্কর যিনি পরাক্রম ও বল
আপন লোককে দিতেছেন তিনি য়িশ্রাএলের
ঈশ্বর। ঈশ্বর ধন্য।

৬৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাউদের শোশ
নির বিষয়ে।

[১] হে ঈশ্বর আমাকে ত্রাণ কর যেহেতুক আ
মার প্রাণে জল প্রবেশ করিয়াছে। [২] যে গভীর

কর্দ্দমেতে দাঁড়াইবার স্থল নাই তাহাতে আমি
ডুবিয়া রহিয়াছি আমি গভীর জলে আসিয়াছি
এবং বন্যা আমাকে ঢাকিয়াছে । [৩] আমি
চেঁচাইতেং পরিশ্রান্ত হইয়াছি আমার নলি শুষ্ক
হইয়াছে ঈশ্বরের অপেক্ষাকরণেতে আমার চক্ষুঃ
ক্ষীণ হইয়াছে । [৪] যাহারা আমাকে অকারণ
ঘৃণা করে তাহারা আমার মাথার চুলহইতে অ
নেক যাহারা অকারণ আমার শত্রু হইয়া আমার
হিংসা চেষ্টা করে তাহারা বলবান তখন যাহা
আমি লইলাম না তাহা আমি ফিরিয়া দিলাম ।
[৫] হে ঈশ্বর তুমি আমার বাতুলতা জ্ঞাত আছ
ও আমার দোষ তোমার দৃষ্টিহইতে গুপ্ত নয় ।
[৬] হে সৈন্যের য়িহুহ পরমেশ্বর যাহারা তো
মার অপেক্ষা করে তাহারদিগকে আমার কারণে
লজ্জিত হইতে দিও না হে য়িশ্রাএলের ঈশ্বর যা
হারা তোমার অন্বেষণ করে তাহারদিগকে আ
মার কারণ ব্যাকুল হইতে দিও না । [৭] যেহে
তুক তোমার জন্যে আমি নিন্দাভোগ করিয়াছি
লজ্জা আমার মুখ ঢাকিয়াছে । [৮] আমি আ
পন ভ্রাতারদের প্রতি বিদেশির মত হইয়াছি
আমার মাতার পুত্রেরদের প্রতি আমি জাতি বহি
র্ভূতের মত হইয়াছি । [৯] যেহেতুক তোমার
মন্দিরনিমিত্তক উদ্যোগ আমাকে খাইয়া ফেলি
য়াছে তোমার নিন্দকেরদের ধমকান আমার
উপর পড়িল । [১০] যখন আমি ক্রন্দন করি
লাম এবং উপবাসেতে মন খাটো করিলাম তখ
ন তাহা আমার অপমানের বিষয় হইল । [১১]
আমি বস্ত্রার্থে চট পরিলাম আমি তাহারদের
কাহিনি ছিলাম । [১২] যাহারা দ্বারে বসে
তাহারা আমার বিষয়ে কথা কহে আমি মত্তের
দের গীতের বিষয় । [১৩] কিন্তু হে য়িহুহ
গ্রাহ্য কালে আমি তোমার স্থানে প্রার্থনা করি
হে ঈশ্বর তোমার অনেক কৃপাতে তোমার মুক্ত
করণ সত্যতায় আমার কথা শুন আমাকে কর্দ্দম
হইতে উদ্ধার কর আমাকে বিমগ্ন হইতে দিও
না । [১৪] যাহারা আমাকে ঘৃণা করে তা
হারদিগহইতে এবং গভীর জলহইতে আমার
উদ্ধার হউক । [১৫] বন্যা আমাকে গ্রাস না
করুক গভীর জল আমাকে খাইয়া না ফেলুক
খাত আমার উপরে মুখ রুদ্ধ না করুক । [১৬]
হে য়িহুহ আমার কথা শুন যেহেতুক তোমার
দয়া উত্তম তোমার অনেক কৃপানুসারে আমার
উপরে দৃষ্টি কর । [১৭] তোমার মুখ আপন
দাসহইতে গুপ্ত করিও না কেননা আমি দুঃখী
আমার কথা শীঘ্র শুন । [১৮] আমার আ
ত্মার নিকট হইয়া তাহা মুক্ত কর আমার শত্রুপ্র
যুক্ত আমাকে রক্ষা কর । [১৯] আমার ধমকান
ও লজ্জা ও অপমান তুমি জ্ঞাত আছ আমার স
কল শত্রু তোমার গোচরে আছে । [২০] ধম
কান আমার মন ভাঙ্গিয়াছে ও আমি উদ্বেগে
তে পূর্ণ আছি দয়াকারি কোন ব্যক্তিকে আমি
অন্বেষণ করিলাম কিন্তু কেহ ছিল না আমি সান্ত্ব
নাকারি কোন ব্যক্তির অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু
পাইলাম না । [২১] তাহারা আমাকে পিত্ত
খাইতে দিল ও আমি তৃষিত হইলে তাহারা আ
মাকে সির্কা পান করিতে দিল । [২২] তাহার
দের মেজ তাহারদের সম্মুখে ফাঁদ হবে যাহা তা
হারদের ভাগ্য হইত তাহা তাহারদের ধরিবার
কল হবে । [২৩] তাহারদের চক্ষু এমন অন্ধকার
হবে যে তাহারা দেখিতে না পায় তাহারদের
কমর তুমি নিত্য কম্পাও । [২৪] তুমি আপন
ক্রোধ তাহারদের উপর ঢালিয়া দেও তোমার
মহাকোপ তাহারদিগকে ধরিবে [২৫] তাহার
দের অট্টালিকা নরশূন্যা হইবে ও কেহ তাহার
দের তাম্বুতে বাস করিবে না । [২৬] যেহেতুক
যাহাকে তুমি মারিয়াছ তাহার বিপক্ষতা তাহা
রা করে ও যে লোকেরা তোমাকর্ত্তৃক প্রহৃত হয়
তাহারদের ব্যথা বাড়াইতে তাহারা কথা কহে ।
[২৭] তাহারদের অধর্ম্মের উপর অধর্ম্ম তুমি হি
সাবে ধরিবা তাহারা তোমার ধর্ম্মে প্রবেশ করি
তে পাইবে না । [২৮] তাহারদের নাম জীবিত
লোকের ফর্দ্দহইতে কাটা যাবে ধার্ম্মিকেরদের
সহিত তাহারা লেখা যাবে না । [২৯] কিন্তু আ
মি দুঃখী ও শোকান্বিত হে ঈশ্বর তোমাকর্ত্তৃক
উদ্ধার আমাকে উদ্ধার করুক । [৩০] আমি
গীত গানে ঈশ্বরের নামের স্তব করিব আমি ধন্য
বাদে তাঁহাকে বাড়াইব । [৩১] শৃঙ্গ ও খুরযুক্ত
গরু কিম্বা আঁড়িয়াহইতে য়িহুহের দৃষ্টিতে ইহা
তুষ্টিকর হইবে । [৩২] নম্র লোক তাহা দেখিবে
ও আনন্দ করিবে হে ঈশ্বরান্বেষকেরা তোমার
দের অন্তঃকরণ সদাকাল বাঁচিবে । [৩৩] যেহে
তুক য়িহুহ দরিদ্র লোকেরদের কথা শুনেন এবং
তাঁহার বন্দিরদিগকে তুচ্ছ করেন না । [৩৪]
স্বর্গ ও পৃথিবী তোমার স্তব করিবে সমুদ্র ও তা
হাতে যাহা চরে তাহারাও স্তব করিবে । [৩৫]
যেহেতুক ঈশ্বর সীওনকে ত্রাণ করিবেন তিনি য়ি
হুদাহের নগরসকল পত্তন করিবেন এবং তাহা
রা সে স্থানে বাস করিবে ও তাহা অধিকার করি
য়া লইবে । [৩৬] তাহার দাসেরদের সন্তানেরা
তাহা অধিকার করিয়া লইবে যাহারা তাঁহার
নামে প্রেম করে তাহারা তাহাতে বাস করিবে ।

৭০ গীত ।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে স্মরণার্থে দাউদের
এক গীত এই ।

[১] হে ঈশ্বর আমার উদ্ধারের নিমিত্তে শীঘ্র
আইস হে য়িহুহ আমার উপকার করিতে শীঘ্র
আইস। [২] যাহারা আমার প্রাণ লইতে চে
ষ্টা করে তাহারা লজ্জিত ও ব্যাকুলিত হইবে যা
হারা আমার মন্দ চেষ্টা করে তাহারা পরাবৃত্ত
হইয়া বিমুখ হইবে। [৩] যাহারা বলে আচ্ছা২
ভাল২ তাহারা আপনারদের লজ্জার ফলেতে
পরাবৃত্ত হইবে। [৪] যাহারা তোমার অন্বেষণ
করে তাহারা হৃষ্ট ও আনন্দিত হইবে যাহারা
তোমাকর্ত্তৃক ত্রাণ ভালবাসে তাহারা নিত্য কহুক
যে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য হউক। [৫] কিন্তু আমি
দুঃখী ও দীনহীন হে ঈশ্বর আমার উপকারী ও
তারক শীঘ্র আইস হে য়িহুহ বিলম্ব করিও না।

৭১ গীত।

[১] হে য়িহুহ তোমাতে আমি ভরসা রাখি ক
খন আমাকে লজ্জিত হইতে দিও না। [২] তো
মার ধর্ম্মেতে আমাকে নিস্তার কর এবং আ
মাকে বাঁচাও অবধান কর ও আমাকে রক্ষা
কর। [৩] আমার এমন শক্ত আশ্রয় হও যে আ
মি সতত তাহাতে আশ্রয় করিতে পারি তুমি আ
মাকে রক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়াছ যেহেতুক তু
মি আমার পর্ব্বত ও আমার গড়। [৪] হে আ
মার ঈশ্বর আমাকে দুরাচারিরদের হাতহইতে
এবং বলাৎকারির ও নির্দ্দয় মানুষের হাতহইতে
ত্রাণ কর। [৫] যেহেতুক হে পরমেশ্বর তুমি
আমার ভরসা হে য়িহুহ বালককালাবধি তুমি
আমার বিশ্বসনীয়। [৬] আমি উদরস্থ কালা
বধি তোমার উপর পড়িয়াছি মাতৃগর্ভহওয়াঅ
বধি তুমি আমার পালক আমি তোমার নিত্য
স্তব করিব। [৭] আমি অনেকের প্রতি অদ্ভুতের
মত ছিলাম কিন্তু তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয় [৮]
আমার মুখ সমস্ত দিন তোমার স্তবেতে ও তো
মার মাহাত্ম্যেতে পূর্ণ হইবে। [৯] বৃদ্ধকালে
আমাকে ত্যাগ করিও না আমি দুর্ব্বল হইলে
আমাকে ছাড়িয়া দিও না। [১০] যেহেতুক আ
মার শত্রুরা আমার বিষয়ে কথা কহে এবং যাহা
রা আমার প্রাণ ধরিবার নিমিত্তে লুকিয়া থাকে
তাহারা একত্র হইয়া পরামর্শ করিয়া কহে।
[১১] যে ঈশ্বর তাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন তাড়ি
য়া ধর কেননা রক্ষাকর্ত্তা নাই। [১২] হে ঈশ্বর
আমাহইতে দূর হইও না হে ঈশ্বর আমার
উপকার করিতে শীঘ্র আইস। [১৩] আমার
প্রাণের শত্রুরা লজ্জিত হবে ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ি
বে আমার হিংসেচ্ছুক জনেরা ভৎর্সনেতে ও
অপমানেতে আচ্ছাদিত হবে। [১৪] কিন্তু
আমি নিত্য ভরসা করিব এবং আর২ তোমার
স্তব করিব। [১৫] আমার মুখ তোমার ধর্ম্ম ও
উদ্ধারকরণের বাক্য সমস্ত দিন প্রকাশ করিবে যে
হেতুক তাহার সংখ্যাবিষয়ে আমি জ্ঞাত নই।
[১৬] আমি য়িহুহ পরমেশ্বরের বলে গমন
করিব আমি তোমার ধর্ম্মবিষয়ে কেবল তোমারি
বলিব। [১৭] হে ঈশ্বর তুমি আমাকে বালকক্কা
লাবধি শিক্ষা করাইয়াছ সেহেতুক এপর্য্যন্ত তো
মার আশ্চর্য্য ক্রিয়া আমি কহিয়াছি। [১৮] এ
তৎকালীন লোকেরদের কাছে তোমার হস্তকৃত
ও ভবিষ্যৎকালীন লোকেরদের কাছে তোমার
সামর্থ্যকৃত কর্ম্ম যেপর্য্যন্ত আমি সম্পূর্ণরূপে প্র
কাশ না করি সেপর্য্যন্ত আমি বৃদ্ধ ও পক্বকেশ
বিশিষ্ট হইলেও আমাকে ত্যাগ করিও না।
[১৯] হে ঈশ্বর তোমার ধর্ম্ম অতিশয় তুমি মহা
কার্য্য করিয়াছ হে ঈশ্বর তোমার তুল্য কে। [২০]
তুমি বড় ও কঠিন দুঃখ আমাকে দেখাইয়াছ তু
মি ফিরিয়া পৃথিবীর গভীর স্থানহইতে আমাকে
উদ্ধার করিবা তুমি আমার গৌরববৃদ্ধি করিবা
তুমি আমাকে সান্ত্বনাতে বেষ্টিত করিবা। [২১]
হে আমার ঈশ্বর আমি নেবেলবাদ্যেতে তোমার
সত্যতার প্রশংসা করিব [২২] হে য়িশ্রাএলের
ধর্ম্মস্বরূপ আমি তোমার নিকট বীণা বাজাইয়া
গাইব। [২৩] যখন তোমার নিকটে আমি গীত
গাই তৎকালে আমার ওষ্ঠাধর এবং আমার যে
প্রাণ তুমি উদ্ধার করিয়াছ তাহারা আনন্দ প্র
চার করিবে। [২৪] সমস্ত দিন আমার জিহ্বা
তোমার ধর্ম্ম কহিবে যেহেতুক তাহারা লজ্জিত
হইল তাহারাও ব্যাকুলিত হইল।

৭২ গীত।

শলমনের জন্যে এক গীত।

[১] হে ঈশ্বর তোমার দণ্ডনীতিবিদ্যা রাজা
কে দেহ তোমার ধর্ম্ম রাজপুত্রকেও দেও। [২]
তিনি ধর্ম্মে তোমার লোকেরদের উপর কর্ত্তৃত্ব
করিবেন ও তোমার দরিদ্র লোকেরদের উপর
দণ্ডনীতি মতে কর্ত্তৃত্ব করিবেন। [৩] লোকের
দের প্রতি পর্ব্বতেরা মঙ্গল উৎপন্ন করিবেক ও
গিরিগণ ধর্ম্মেতে উৎপন্ন করিবেক। [৪] তি
নি দুঃখী লোকেরদের বিচার করিবেন তিনি অ
কিঞ্চনেরদের সন্তানেরদিগকে রক্ষা করিবেন
এবং দুরাত্মারদিগকে চূর্ণ করিবেন। [৫] যা
বৎকাল সূর্য্য ও চন্দ্র থাকে তাবৎ পুরুষপুরুষা
নুক্রমে তাহারা তোমাতে ভয় করিবে। [৬]
যেমন বৃষ্টি তৃণোপরি যেমন ঝড় পৃথিব্যুপরি
তেমন তিনি পড়িবেন। [৭] তাহার কালে ধা
র্ম্মিকেরা বৃক্ষের ন্যায় বাড়িবে এবং চন্দ্র যত দিন
থাকে সেপর্য্যন্ত অনেক মঙ্গল হইবে। [৮] তিনি
সমুদ্রহইতে সমুদ্রপর্য্যন্ত ও নদীহইতে পৃথিবীর
সীমাপর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিবেন। [৯] কাননবাসিরা

তাঁহার গোচরে প্রণাম করিবে এবং তাঁহার
শত্রুগণ ধূলা চাটিবে। [১০] তার্শীশের ও উ
পদ্বীপের রাজারা উপঢৌকন আনিবে শিবার
ও সিবার রাজারা দান আনিবে। [১১] সকল
রাজারাই তাঁহার নিকটে প্রণাম করিবে সকল
দেশীয়েরা তাঁহার সেবা করিবে [১২] যেহেতুক
তিনি প্রার্থনাকারি দরিদ্র ও দুঃখি ও অনাথকে
উদ্ধার করিবেন। [১৩] তিনি দীন ও দরিদ্রের
দিগকে ক্ষমা করিবেন তিনি ধনহীনেরদের প্রাণ
রক্ষা করিবেন [১৪] তিনি তাহারদের প্রাণ ক
পট ও দৌরাত্ম্যহইতে রক্ষা করিবেন ও তাহার
দের রক্ত তাঁহার দৃষ্টিতে বহুমুল্য হইবে। [১৫]
তিনি সজীব থাকিবেন ও শিবার স্বর্ণ তাঁহাকে
দেওয়া যাইবে তাঁহার কারণ নিত্য প্রার্থনা করা
যাইবে ও প্রতিদিন তাঁহার ধন্যবাদ করা যাই
বে। [১৬] পৃথিবীতে পর্ব্বতের শৃঙ্গস্থ কিঞ্চিৎ
শস্য হইবে তাহার ফল লিবানোনের মত লড়ি
বে ও নগরনিবাসিরা পৃথিবীর তৃণের মত বাড়ি
বে। [১৭] তাঁহার নাম সদাকাল থাকিবে যা
বৎকাল সূর্য্য থাকে তাবৎ তাঁহার নাম থাকিবে
সকল লোকেরা তাঁহার আশ্রয়ে ধন্য হইবে ও
সর্ব্বদেশীয়েরা তাঁহাকে ধন্য করিয়া বলিবে।
[১৮] যে যিহুহ ঈশ্বর যিশ্রাএলের ঈশ্বরই বি
না কেহ আশ্চর্য্য ক্রিয়া করে না তিনি ধন্য [১৯]
তাঁহার তেজোময় নাম সদাকাল ধন্য হউক এবং
পৃথিবী তাঁহার মাহাত্ম্যেতে পূর্ণা হউক আ
মেন ও আমেন। [২০] যিশির পুত্র দাউদের
প্রার্থনা সমাপ্ত হইল।

৭৩ গীত।

আসাফের এক গীত।

[১] ঈশ্বর অবশ্য যিশ্রাএললোকেরদের
অর্থাৎ নির্ম্মলান্তঃকরণ লোকেরদের মঙ্গলকারী
আছেন। [২] কিন্তু আমার পদ স্খলিতপ্রায়
হইল আমার পাদবিন্যাস বিচলিতপ্রায় হইল।
[৩] যেহেতুক আমি দুষ্ট লোকেরদের মঙ্গল দে
খিয়া অজ্ঞানেরদের বিষয়ে ঈর্ষ্যেতে জ্বলিলাম।
[৪] যেহেতুক তাহারদের মরণে ক্লেশ নাই তা
হারদের বল পরিপূর্ণ। [৫] তাহারা অন্য লো
কেরদের মত ব্যামোহ পায় না তাহারা আর২
লোকেরদের মত দুঃখী নয়। [৬] সেহেতুক
অহঙ্কার হারের ন্যায় তাহারদিগকে বেষ্টন করে
তাহারা যেমন বস্ত্রেতে বস্ত্রান্বিত তেমনি দৌরা
ত্ম্যেতে। [৭] চর্ব্বির বাহুল্যেতে তাহারদের
চক্ষু উপরি উঠিয়া থাকে তাহারা অন্তঃকরণের
বাসনার অধিকও পায়। [৮] তাহারা নষ্ট ও
দৌরাত্ম্য করিতে কুপরামর্শ করে তাহারা দর্প
কথা কহে। [৯] তাহারা স্বর্গের বিপরীতে মুখ
রাখে তাহারদের জিহ্বা পৃথিবীর সীমাপর্য্যন্ত
বেড়াইয়া যায়। [১০] অতএব তাহার লোকে
রা ফিরিয়া এখানে আইসে ও পূর্ণ পেয়ালার
জল তাহারদের কাছে নিংড়ানযায়। [১১] তা
হারা বলে যে ঈশ্বর কেমন করিয়া জানেন সর্ব্বা
ধ্যক্ষের কি জ্ঞান আছে। [১২] দেখ দুষ্টেরা
এই ইহারদের সৌভাগ্য চিরকাল থাকে ও ই
হারদের সম্পত্তি বাড়ে। [১৩] অবশ্য আমি বৃথা
আপন মন পরিষ্কার করিয়াছি ও বৃথা নির্ম্মল
তায় হাত ধুইয়াছি। [১৪] আমি দিনে দিনে প্র
হারিত ছিলাম ও প্রতিপ্রাতে শাস্তি পাইলাম।
ইহা কহিব [১৫] এই কথা যদি আমি কহি তবে
দেখ তোমার লোকেরদের সন্তানেরদের প্রতি
বাধা জন্মাইব। [১৬] আমি ইহা জানিব এই ক
ল্পনা করিলে ঈশ্বরের ধর্ম্মস্থানে যাওনপর্য্যন্ত তা
হা আমার গোচরে শ্রমদায়ী ছিল [১৭] সেখা
নে গেলে আমি তাহারদের শেষাবস্থা বুঝিলাম।
[১৮] অবশ্য তুমি তাহারদিগকে পিচ্ছল স্থানে
রাখিয়াছ তুমি তাহারদিগকে সংহারে নিঃক্ষেপ
করিয়াছ। [১৯] যেমন এক নিমেষে পড়ে তেমন
তাহারা কিবা শীঘ্র সংহারে পতিত হয় তাহারা
শঙ্কাতে অত্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে। [২০] যেমন
জাগ্রতাবস্থাতে স্বপ্ন তুচ্ছ করা যায় তেমন হে যি
হুহ তুমি জাগরণকালে তাহারদের রূপ তুচ্ছ ক
রিবা। [২১] এমত আমার অন্তঃকরণ ব্যাকুল
ছিল ও আমি অন্তরে ব্যথিত ছিলাম। [২২]
আমি এমত উন্মত্ত ও অবোধ ছিলাম তোমার গো
চরে আমি পশুর মত ছিলাম। [২৩] কিন্তু আমি
নিত্য তোমার সহিত থাকি তুমি আমার দক্ষিণ
হাত ধরিয়া আমাকে রক্ষা করিয়াছ। [২৪]
তুমি আপনার পরামর্শের দ্বারা আমাকে পথ
দেখাইবা ও তৎপরে আমাকে স্বর্গসুখে গ্রহণ
করিবা। [২৫] স্বর্গে তোমাব্যতিরিক্ত আমার কে
আছে এবং পৃথিবীতে তোমাবিনা আমি কাহা
কে চাহি না। [২৬] আমার শরীর ও আমার
অন্তঃকরণ দুর্ব্বল আছে ঈশ্বর আপনি আমার
অন্তঃকরণের বল ও সদাকালের অংশ আছেন
[২৭] দেখ যাহারা তোমাহইতে দূর হয় তাহার
দের সংহার হইবে যাহারা ব্যভিচার করত তো
মাহইতে যায় তাহারদিগকে বিনাশ তুমি করি
বা। [২৮] কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে যাওয়াই আমার
ভাল তোমার সকল কার্য্যের কথা কহিবার জন্যে
আমি পরমেশ্বর যিহুহে ভরসা রাখিয়াছি।

৭৪ গীত।

জ্ঞানদানার্থে আসাফের এক গীত এই।

[১] হে ঈশ্বর তুমি কেন আসনাতন আমারদি
গকে ত্যাগ করিয়াছ তোমার ক্রোধের ধূম কেন

আপন মাঠের মেষের উপরে উঠে। [২] আপনার পূর্ব্বকালের ক্রীতা মণ্ডলীর স্মরণ কর। তোমাকর্ত্তৃক মুক্ত অধিকার ও এই যে সীওন পর্ব্বতে তুমি বাস করিয়াছ তাহা স্মরণ কর। [৩] ঐ নিত্য কাঁথড়ার প্রতি অর্থাৎ তোমার ধর্ম্মস্থানে যে সকল প্রকার কুক্রিয়া শত্রুরা করিয়াছে তাহার প্রতি যাইতে আপন পা উঠাও [৪] তোমার সভাস্থানে তোমার শত্রুরা গর্জ্জে তাহারা চিহ্নের জন্যে আপনারদের ধ্বজ উঠায়। [৫] পূর্ব্বে মানুষ নিবিড় বনে কুড়াল হাতে করিয়া তদুত্থানানুসারে খ্যাত হইয়াছিল। [৬] কিন্তু এখন তাহারা কুড়াল ও হাতুড়িতে এককালে তাহার খোদকারি কার্য্য ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। [৭] তাহারা অগ্নিতে তোমার ধর্ম্মস্থান পোড়াইয়াছে তাহারা তোমার নামের বসতি অশুচি করিয়া মৃত্তিকাতে ফেলিয়া দিয়াছে। [৮] তাহারা মনে২ বলিয়াছে যে আইস আমরা তাহারদিগকে সকলসুদ্ধ নষ্ট করি দেশে ঈশ্বরের যত সভাস্থান ছিল সে সকল তাহারা দগ্ধ করিয়াছে। [৯] আমরা আপনারদের চিহ্ন দেখি না আচার্য্য কেহ আর নাই ইহা কত কালপর্য্যন্ত হবে তাহা আমারদের মধ্যে কেহ জানে না। [১০] হে ঈশ্বর শত্রু কত কাল ভৎর্সনা করিবে শত্রু কি সদাকাল তোমার নামের নিন্দা করিবে। [১১] তোমার হাত অর্থাৎ তোমার দক্ষিণ হাত কেন ফিরাইতেছ তাহা আপন বক্ষঃস্থলহইতে বাহির কর। [১২] পৃথিবীর মধ্যে ত্রাণকারি ঈশ্বরই প্রথমাবধি আমার রাজা। [১৩] তুমি আপনার পরাক্রমেতে সমুদ্র দুই ভাগ করিয়াছ ও জলস্থ কুম্ভীরেরদের মাথা ভাঙ্গিয়াছ। [১৪] তুমি লিবিয়াতানের মস্তক চূর্ণ করিয়াছ তুমি খাইবার কারণ তাহাকে বনবাসি লোকেরদিগকে দিয়াছ। [১৫] তুমি উনই ও বন্যা দুই ভাগ করিয়াছ এবং বড় নদীরদিগকে শুষ্কা করিয়াছ। [১৬] দিন তোমার রাত্রিও তোমার তুমি আলো ও সূর্য্য প্রস্তুত করিয়াছ। [১৭] তুমি পৃথিবীর সকল সীমানিরূপণ করিয়াছ তুমি গ্রীষ্ম ও শীতকাল করিয়াছ। [১৮] হে যিহুহ স্মরণ কর যে শত্রু অপমান করিয়াছে এবং অজ্ঞান লোক তোমার নামের নিন্দা করিয়াছে। [১৯] তোমার ঘুঘুর প্রাণ বনপশুকে দিও না তোমার দরিদ্র লোকেরদিগকে সদাকাল বিস্মরণ করিও না। [২০] আপনার নিয়ম স্মরণ কর কেননা পৃথিবীর অন্ধকারময় স্থান নির্দ্দয় বসতিতে পূর্ণ আছে। [২১] অন্যায়গ্রস্তেরা লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া না যাউক দীন ও দরিদ্র তোমার নামের স্তব করুক। [২২] হে ঈশ্বর উঠ আপনার মোকদ্দমা আপনি কর স্মরণ কর যে অজ্ঞান লোকেরা সমস্ত দিন তোমার অপমান করে। [২৩] তোমার শত্রুরদের শব্দ বিস্মরণ করিও না যাহারা উঠিয়া তোমার বিপক্ষাচার করে তাহারদের ধ্বনি নিত্য বাড়িতেছে।

৭৫ গীত।

আল্‌তাশ্‌খিতে প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা আসাফের কারণ গাইবার এক গীত এই।

[১] হে ঈশ্বর আমরা তোমার স্তব করি আমরা তোমার স্তব করি যেহেতুক তোমার নাম নিকটবর্ত্তী ইহা তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে জানা যায়। [২] নিরূপিত সময় হইলে আমি প্রকৃত বিচার করিব। [৩] দেশ ও তাহার সকল নিবাসিরা গলিয়া যায় আমি তাহার স্তম্ভের ভার ধরিয়া রাখি। সেলা। [৪] আমি অজ্ঞান লোককে বলিলাম যে অজ্ঞান হইও না ও দুরাচারেরদিগকে বলিলাম যে তোমরা শৃঙ্গ বড় উচ্চ করিও না। [৫] শৃঙ্গ উচ্চ করিও না এবং অলড় গলায় কথা কহিও না। [৬] যেহেতুক পদবৃদ্ধি পূর্ব্বদিগহইতে নয় ও পশ্চিমদিগহইতে নয় ও পর্ব্বতস্থ কাননহইতেও নয়। [৭] কিন্তু ঈশ্বর বিচারকর্ত্তা তিনি কাহাকে ছোট করেন কাহাকে বড় করেন। [৮] কেননা যিহুহের হাতে এক পাত্র আছে তাহার মধ্যবর্ত্তি দ্রাক্ষারস রাঙ্গা তাহা সম্যক্ মিশ্রিত হইয়াছে তিনি তাহা ঢালেন কিন্তু পৃথিবীর সকল দুষ্টেরা তাহার গাদ নিংড়িয়া খাইবে। [৯] কিন্তু আমি নিত্য প্রকাশ করিব আমি য়আকুবের ঈশ্বরের প্রতি গীত গাইব। [১০] আমি দুরাচারেরদের সকল শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিব কিন্তু ধার্ম্মিকেরদের শৃঙ্গ উঠান যাইবে।

৭৬ গীত।

নিগীনোতে প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা আসাফের জন্যে গাইবার এক গীত এই।

[১] যিহুদাহেতে ঈশ্বর জানা জান যিশ্রাএলে তাঁহার নাম বড়। [২] শালমে তাঁহার আবাস সীওনে তাঁহার বাটী। [৩] সেখানে ধনুকের জ্বলন্ত বাণ ও ঢাল ও তলোয়ার ও সংগ্রাম তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সেলা। [৪] তুমি শিকারের পর্ব্বতহইতে মহিমাযুক্ত ও উত্তম। [৫] বলবদন্তঃকরণ লোকেরা নষ্ট হইয়াছে তাহারা নিদ্রা গিয়াছে সকল বলবান লোকেরদের মধ্যে কেহ হাত পাইল না। [৬] হে য়আকুবের ঈশ্বর তোমার ধমকানেতে রথ ও অশ্ব বড় নিদ্রায় পড়িয়াছে। [৭] তুমি তুমিই ভেতব্য তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার গোচরে কে দাঁড়াইতে পারে। [৮] স্বর্গহইতে তুমি আপন বিচার শুনাইয়াছ। [৯] হে ঈশ্বর পৃথিবীর বিচারকরণের নিমিত্তে ও পৃথিবীস্থ সকল নম্র লোকেরদিগকে রক্ষা

করিবার নিমিত্তে তুমি উঠিলে পৃথিবী ভয় করিল
ও অলড় থাকিল । সেলা । [১০] অবশ্য মানু
ষের ক্রোধ তোমার প্রশংসা করিবে অবশিষ্ট
ক্রোধ তুমি বারণ করিবা । [১১] তোমরা মা
নত কর এবং য়িহুহ ঈশ্বরের নিকটে মানত পূর্ণ
কর যিনি ভেতব্য তাঁহার চতুর্দ্দিক্স্থ লোকেরা
তাঁহাকে উপঢৌকন দিউক । [১২] তিনি অধ্য
ক্ষেরদের আত্মাকে ছেদন করিবেন তিনি পৃথি
বীর রাজারদের প্রতি ভয়ঙ্কর আছেন ।

৭৭ গীত ।

প্রধান বাদ্যকারকের কারণ য়িদূতুনের দ্বারা
আসাফের এক গীত ।

[১] আমি আপন স্বরেতে ঈশ্বরের কাছে কা
কুতি করিলাম আমি আপন রবেতে ঈশ্বরের কা
ছে কাকুতি করিলে তিনি আমার নিবেদনে অব
ধান করিলেন । [২] আমার দুর্দ্দশাকালে আ
মি পরমেশ্বরের অন্বেষণ করিলাম আমি রাত্রি
তে আপনার হস্তবিস্তার করিতে ছাড়িলাম না
আমার মন সান্ত্বিত হইতে অসম্মত ছিল । [৩]
আমি ঈশ্বরের স্মরণ করিয়া ভাবিত হইলাম আ
মি চিন্তা করিলাম এবং আমার মন বিমগ্ন হই
ল । সেলা । [৪] তুমি আমার চক্ষু জাগৃত রা
খিয়াছ আমি এমন দুঃখী আছি যে কথা কহিতে
পারি না । [৫] আমি পূর্ব্বকালের দিন স্মরণ
করিলাম পূর্ব্বপুরুষের কালের দিন স্মরণ করি
লাম । [৬] রাত্রিতে আমার গীত আমি স্মরণ
করিলাম আমি অন্তঃকরণে চিন্তা করিলাম ও
আমার আত্মা অনেক অনুসন্ধান করিল । [৭]
পরমেশ্বর কি সতত্ত্যাগ করিবেন তিনি কি আর
কৃপাবান হইবেন না । [৮] তাঁহার দয়া কি
এই মত সর্ব্বতোভাবে গিয়াছে যে আর কখন
হবে না তাঁহার প্রতিজ্ঞা কি পুরুষানুক্রমে ক্ষীণা
হইবে । [৯] প্রভু কি কৃপা করিতে বিস্মরণ করি
য়াছেন তিনি কি ক্রুদ্ধ হইয়া আপন দয়া বন্ধ করি
য়াছেন । সেলা । [১০] পরে আমি কহিলাম
এই আমার দুর্ব্বলতা কিন্তু সর্ব্বাধ্যক্ষের দক্ষিণ
হস্তের ক্রিয়ার কাল আমি স্মরণ করিব । [১১]
আমি য়িহুহের ক্রিয়া স্মরণ করিব অবশ্য আমি
তোমার পূর্ব্বাশ্চর্য্য ক্রিয়া স্মরণ করিব । [১২]
তোমার সকল কার্য্যে আমি ধ্যান করিব তোমার
ক্রিয়ার কথা আমি কহিব । [১৩] হে ঈশ্বর
ধর্ম্মস্থানে তোমার পথ আমারদের ঈশ্বরের মত
বড় কোন প্রভু আছে । [১৪] তুমি আশ্চর্য্যকা
রক প্রভু তুমি আপন পরাক্রম লোকেরদের প্রতি
জানাইয়াছ । [১৫] তুমি আপনার লোকেরদি
গকে অর্থাৎ য়আকুব ও যুসফের সন্তানেরদিগ
কে আপনার হাতেতে উদ্ধার করিয়াছ । সেলা ।
[১৬] হে ঈশ্বর জল তোমাকে দেখিল জল তো
মাকে দেখিয়া প্রসবব্যথা পাইল গভীর স্থল কাঁ
পিল । [১৭] মেঘেরা বর্ষিল আকাশ শব্দ
করিল তোমার বাণ চতুর্দ্দিগে প্রক্ষিপ্ত হইল ।
[১৮] তোমার মেঘের গর্জ্জন স্বর্গে শুনা গেল
বিদ্যুৎ ক্ষিতিতে আলো করিল পৃথিবী লড়িল
ও কাঁপিল । [১৯] সিন্ধুতে তোমার পথ মহা
জলে তোমার পথ তোমার পদচিহ্ন জানা যায়
না । [২০] তুমি আপন লোকেরদিগকে পা
লের মত মোশহ্ ও আহরোণের হাতে চরাই
য়াছ ।

৭৮ গীত ।

শিক্ষার জন্যে আসাফের এক গীত এই ।

[১] হে আমার লোক আমার শাস্ত্র শুন আ
মার মুখের কথায় অবধান কর । [২] আমি
উপদেশকথাকহাতে মুখ খুলিব [৩] আমরা যা
হা শুনিয়া জ্ঞাত হইয়াছি আমারদের পিতৃলো
কেরা যে পূর্ব্বকালের গূঢ় কথা আমারদিগকে
বলিয়াছে সেই কথা আমি প্রকাশ করিব । [৪]
ভবিষ্যল্লোকেরদের কাছে য়িহুহের স্তুতি এবং
তাঁহার পরাক্রম ও তিনি যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করি
য়াছেন তাহাও প্রকাশ করত আমরা তাহার
দের সন্তানেরদের কাছে তাহা গোপন করিব
না । [৫] ভাবি লোকেরদের সন্তানেরদের য়ি
হুহেতে ভরসা রাখনের এবং ঈশ্বরের ক্রিয়া
বিস্মরণ না করণের কিন্তু তাঁহার আজ্ঞা পালন
করণের । [৬] এবং আপনারদের পিতৃলোকে
রা যেমন বিপথগামী ও আজ্ঞাতিক্রামক এবং
উপযুক্ত ক্রিয়াতে অমনোযোগী এবং ঈশ্বরের
প্রতি চঞ্চলমনাঃ ছিল তেমন না হওনের কারণ
[৭] ঐ ভবিষ্যল্লোকেরদের অর্থাৎ যে সন্তানেরা
জন্মিবে তাহারদের তাহা জানিবার এবং উঠিয়া
আপনারদের সন্তানেরদের প্রতি তাহা জানাই
বার জন্যে [৮] তিনি য়আকুবের মধ্যে সাক্ষ্য
কথা স্থাপন করিলেন ও য়িশ্রাএলের মধ্যে ব্য
বস্থা নিরূপণ করিলেন । [৯] এফরায়িমের সন্তা
নেরা সসজ্জ ও ধনুর্দ্ধর হইয়া সংগ্রামদিনে ফি
রিল । [১০] তাহারা ঈশ্বরের নিয়ম পালন করিল
না এবং তাঁহার শাস্ত্রের পথে চলিতে অসম্মত
হইল । [১১] তাঁহার কৃত কর্ম্ম ও তিনি যে আ
শ্চর্য্য ক্রিয়া তাহারদিগকে দেখাইয়াছিলেন তা
হাও বিস্মৃত হইল । [১২] মিসরদেশে ও সো
আনমাঠে তাহারদের পিতৃলোকেরদের গোচ
রে তিনি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিলেন । [১৩] তিনি
সমুদ্র ভেদ করিয়া তাহার মধ্য দিয়া তাহারদিগ
কে গতি করাইলেন তিনি রাশির মত জল করি
লেন । [১৪] দিনে তিনি মেঘেতে এবং সমস্ত

রাত্রি অগ্নির আলোতে তাহারদিগকে পথ দেখা
ইলেন। [১৫] তিনি কাননে পর্ব্বত ফাটাই
য়া যেমন মহাগভীরহইতে পান করা যায় তেমন
তাহারদিগকে পান করিতে দিলেন। [১৬] তিনি
পর্ব্বতহইতে স্রোতো বাহির করিলেন ও নদীর
ন্যায় জল বহাইলেন। [১৭] তাহারা নির্জ্জন
বনে সর্ব্বাধ্যক্ষের ক্রোধ জ্বালানেতে আর২ অ
ধিক পাপ করিল। [১৮] তাহারা অন্তঃকরণে
আপনারদের ইষ্ট ভক্ষ্য চাহনেতে প্রভুর পরী
ক্ষা লইল। [১৯] তাহারা ঈশ্বরের বিপরীতে
কথা কহিল তাহারা বলিল ঈশ্বর কি অরণ্যে মেজ
সাজাইতে পারেন। [২০] দেখ তিনি পর্ব্বতে
বাড়ি মারিলে জল নিঃসরিল ও স্রোত উঠিল তি
নি কি অন্নও আপনার লোককে দিতে পারেন তি
নি কি মাংস দিতে পারেন। [২১] তৎকালে
যিহুহ তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন অতএব অগ্নি
য়াকুবে জ্বলিল এবং য়িশ্রাএলের উপর
ক্রোধ পড়িল। [২২] কেননা তিনি উপরিস্থ মে
ঘকে আজ্ঞা দিলে ও স্বর্গের দ্বার মুক্ত করিলে
[২৩] ও তাহারদের ভক্ষ্যার্থে মান্না বর্ষাইলে
ও স্বর্গীয় শস্য তাহারদিগকে দিলেও [২৪] তাহা
রা ঈশ্বরে আস্থা করিল না ও তাঁহার ত্রাণে বি
শ্বাস করিল না। [২৫] মনুষ্য পরাক্রান্তেরদের
খাদ্য খাইল এবং তিনি তৃপ্তিপর্য্যন্ত তাহারদিগ
কে খাইতে দিলেন। [২৬] তিনি পূর্ব্বীয় বাতাস
বহাইলেন এবং আপনার পরাক্রমে দক্ষিণা বা
য়ু বাহাইলেন। [২৭] এবং ধূলার ন্যায় মাংস
ও সমুদ্রের বালির ন্যায় সপক্ষ পক্ষী তাহারদের
উপরে বর্ষাইলেন। [২৮] ও তাহারদের ছাউ
নির মধ্যে তাহারদের বসতির চতুর্দ্দিগেতেই তাহা
ক্ষেপ করিলেন। [২৯] অতএব তাহারা খাইয়া
তৃপ্ত হইল যেহেতুক তিনি তাহারদের মনোরথ
পূর্ণ করিলেন। [৩০] তাহারা আপনারদের
লোভ ত্যাগ করিল না কিন্তু যে কালে তাহার
দের মুখে ভক্ষ্য ছিল। [৩১] সে কালে ঈশ্বরের
ক্রোধ তাহারদের উপর পড়িয়া তাহারদের হৃষ্ট
পুষ্ট লোকেরদিগকে হত্যা করিল এবং য়িশ্রাএ
লের মনোনীত লোকেরদিগকে সংহার করিল।
[৩২] তাহা হইলেও তাহারা আর২ পাপ
করিল ও তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় আস্থা করিল
না। [৩৩] অতএব তিনি শূন্যতায় তাহারদের
দিন ও ব্যামোহে তাহারদের বৎসর ক্ষেপ করা
ইলেন। [৩৪] তিনি তাহারদিগকে বধ করিলে
তাহারা তাঁহার অন্বেষণ করিল এবং ফিরিয়া প্র
ত্যূষে প্রভুর অন্বেষণ করিল। [৩৫] এবং স্মরণ
করিল যে ঈশ্বর তাহারদের পর্ব্বত ও সর্ব্বাধ্যক্ষ
প্রভু তাহারদের মুক্তিদ। [৩৬] কিন্তু তাহারা
মুখে তাঁহার স্তব করিল ও জিহ্বাতে তাঁহার স্থা
নে মিথ্যা কথা কহিল। [৩৭] যেহেতুক তাহার
দের অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি স্থির হইল না ও তা
হারা তাঁহার নিয়মে স্থির হইল না। [৩৮] কিন্তু
তিনি দয়াতে পূর্ণ হইয়া তাহারদের অধর্ম্মমোচন
করিলেন ও তাহারদিগকে সংহার করেন নাই
তিনি পুনঃ২ স্বক্রোধহইতে ফিরিলেন এবং আ
পন সকল ক্রোধ ঘোঁটাইলেন না। [৩৯] কেননা
তিনি স্মরণ করিরলন যে তাহারা মাংসবিশিষ্ট
এবং গমনানন্তর পুনরাগমনকারি বায়ুর ন্যায়
ছিল। [৪০] তাহারা বনে কতবার তাঁহাকে ক্রুদ্ধ
করিল ও নির্জ্জন স্থানে তাঁহার মন ক্ষুব্ধ করিল।
[৪১] তাহারা ফিরিল এবং প্রভুর পরীক্ষাও ল
ইল এবং য়িশ্রাএলের ধর্ম্মস্বরূপের পরাক্রমের
সীমা সেপর্য্যন্ত করিল। [৪২] তাঁহার হস্তকৃত
ক্রিয়া এবং তিনি যে বিষম দুর্গতিহইতে তাহার
দিগকে মুক্ত করিয়াছিলেন ইহা তাহারা স্মরণ ক
রিল না। [৪৩] তিনি তাহারদের নদীকে ও তা
হারদের স্রোতকে রক্ত করিলেন যে তাহারা
পান করিতে পারিল না। [৪৪] তিনি মিসরে যে
চিহ্ন এবং সোঅনের মাঠে যে অদ্ভুত ক্রিয়া করি
য়াছিলেন ইহাও তাহারা মনে করিল না। [৪৫]
তিনি নানাপ্রকার কীট প্রেরণ করিয়া তাহারদি
গকে খাওয়াইলেন ও তাহারদিগের নাশকারি
ভেকেরদিগকেও পাঠাইলেন। [৪৬] তাহার
দের দেশের উৎপন্ন দ্রব্য তিনি পোকারদিগকে
দিলেন ও তাহারদের পরিশ্রমের ফল পঙ্গপাল
ফড়িঙ্গেরদিগকে দিলেন। [৪৭] তিনি শিল বর্ষা
ইয়া তাহারদের দ্রাক্ষালতা মারিলেন ও হিমেতে
তাহারদের ডুম্বুরবৃক্ষের নাশ করিলেন। [৪৮]
তাহারদের পশু তিনি শিলাবৃষ্টিতে নষ্ট করি
লেন ও বজ্রাঘাতে তাহারদের পশুপাল নষ্ট করি
লেন। [৪৯] তিনি অনিষ্টকারি দূত তাহারদের
মধ্যে পাঠাইয়া ক্রোধ ও চণ্ডতা ও ঘোর কোপ
ও দুঃখ তাহারদের উপর ক্ষেপ করিলেন।
[৫০] তিনি আপন ক্রোধের পথ করিলেন ও
তাহারদের প্রাণ মৃত্যুহইতে রক্ষা করিলেন না
কিন্তু তাহারদের প্রাণ মড়কেতে দিলেন। [৫১]
মিসরে সকল প্রথমজাত এবং খামের বসতিতে
পরাক্রমের প্রধান লোকেরদিগকে তিনি মারি
লেন। [৫২] তিনি আপন লোককে মেষের
দের মত চালাইলেন তিনি বনে তাহারদিগকে
পালের ন্যায় চালাইলেন। [৫৩] তিনি নির্ভ
পদে তাহারদিগকে চালাইলেন তাহাতে তাহা
রা ভয় করিল না কিন্তু সমুদ্র তাহারদের শত্রুগ
ণকে ঢাকিল। [৫৪] তিনি আপনার ধর্ম্মস্থা
নের সীমাতে অর্থাৎ স্বদক্ষিণ হস্তেতে প্রাপ্ত পর্ব্ব

তে তাহারদিগকে আনিলেন। [৫৫] এবং তিনি
অন্যদেশীয়েরদিগকে তাহারদের সন্মুখহইতে
নিরাকৃত করিলেন ও তাহারদের অধিকার রসি
ফেলিয়া ভাগ২ করিয়া তাহারদিগকে দিলেন
এবং য়িশ্রাএলের গোষ্ঠীরদিগকে তাহারদের
বসতিতে বাস করাইলেন। [৫৬] তথাপি তা
হারা সর্ব্বাধ্যক্ষ ঈশ্বরের পরীক্ষা লইল ও তাঁহা
কে ক্রুদ্ধ করিল এবং তাঁহার সাক্ষ্য কথা মানিল
না। [৫৭] কিন্তু তাহারদের পিতৃলোকেরদের
মত ফিরিয়া অবিশ্বসনীয় ক্রিয়া করিল তাহারা
মন্দ ধনুকের মত আড়িয়া গেল। [৫৮] তাহা
রা আপনারদের উচ্চস্থানকরণেতে তাঁহাকে কু
পিত করিল এবং তাহারদের খোদকারি প্রতিমা
তে তাঁহাকে রোষান্বিত করিল। [৫৯] ঈশ্বর শু
নিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং য়িশ্রাএলকে বড় ঘৃণা
করিলেন। [৬০] তাহাতে শীলোহস্থ তাম্বু
অর্থাৎ যে তাম্বু আপনি মানুষেরদের মধ্যে স্থা
পন করিয়াছিলেন সে তাম্বু তিনি ত্যাগ করি
লেন। [৬১] সেহেতুক তিনি তাহার পরাক্রম
লুঠিতহওনার্থে দিলেন এবং বৈরির হাতে তা
হার মহিমা দিলেন। [৬২] তিনি আপন লো
ককে করবালের কোপের প্রতি দিলেন এবং আ
পনার অধিকারের উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। [৬৩]
তাহারদের শ্রেষ্ঠেরদিগকে অগ্নি খাইয়া ফেলিল
এবং তাহারদের কন্যারদের বিবাহ দেওয়া
গেল না। [৬৪] তাহারদের যাজকেরা কর
বালের কোপে পড়িল ও তাহারদের বিধবারা
ক্রন্দন করিল না। [৬৫] পরে য়িহুহ নিদ্রো
ত্থিতের মত ও দ্রাক্ষারসপানেতে শব্দকারি কা
হার মত জাগৃত হইলেন। [৬৬] এবং আ
পন শত্রুরদের পশ্চাদ্ভাগ মারিলেন ও নিত্য
অপমান তাহারদের উপর দিলেন। [৬৭] তি
নি যুসফের বসতি ঘৃণা করিলেন ও এফরায়ি
মের গোষ্ঠীকে মনোনীত করিলেন না। [৬৮]
কিন্তু য়িহুদাহের গোষ্ঠী অর্থাৎ আপন মনো
নীত সীওন পর্ব্বতকে মোনোনীত করিলেন।
[৬৯] এবং উচ্চ স্থানের মত এবং যে পৃথিবী
সদাকালথাকনের কারণ তিনি স্থির করিয়াছি
লেন তাহারি মত তাহা নির্ম্মাণ করিলেন। [৭০]
তিনি আপন দাস দাউদকে মনোনীত করিয়া
মেষখোঁয়াড়হইতে লইলেন। [৭১] ও আপন
লোক য়আকুব ও আপন অধিকার য়িশ্রাএল
কে চরাণের নিমিত্তে তাহাকে গাভিণ মেষীর
দের পশ্চাদ্গমনহইতে লইলেন। [৭২] অত
এব সে তাহারদিগকে আপনার অন্তঃকরণের স
রলতাতে চরাইল ও আপনার হাতের নৈপুণ্যে
তে তাহারদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিল।

৭৯ গীত।

আসাফের এক গীত।

[১] হে ঈশ্বর অন্যদেশীয়েরা তোমার অধি
কারে আসিয়াছে তাহারা তোমার ধর্ম্মমন্দির
অশুচি করিয়াছে তাহারা য়িরূশালমকে কাঁথড়া
করিয়াছে। [২] তাহারা তোমার দাসেরদের
মৃত শরীর শূন্যের পক্ষিরদের আহারার্থে দি
যাছে ও পুণ্যবানেরদের মাংস পৃথিবীর বন
পশুরদিগকে দিয়াছে। [৩] তাহারা তাহার
দের রক্ত য়িরূশালমের চতুর্দ্দিকে জলের মত পা
ত করিয়াছে ও তাহারদিগকে কবর দিতে কেহ
নাই। [৪] আমারদের প্রতিবাসিরদের কাছে
আমরা অপমানবস্তু হইয়াছি আমরা আপনার
দের চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরদের হাস্য ও তুচ্ছাস্পদ
হইয়াছি। [৫] হে য়িহুহ তুমি কতকাল ক্রুদ্ধ
থাকিবা কি সদাকাল তোমার সন্তাপ কি অগ্নির
ন্যায় জ্বলিবে। [৬] যে দেশীয় লোকেরা তো
মাকে জানে না ও যে রাজ্যস্থ লোকেরা তোমার
নামে নিবেদন করে না তাহারদের উপর তো
মার ক্রোধ ঢালিয়া ফেল। [৭] যেহেতুক তা
হারা য়আকুবকে খাইয়া ফেলিয়াছে ও তাহার
বসতি শূন্য করিয়াছে। [৮] আমারদের পূর্ব্ব
পাপ মনে রাখিও না তোমার দয়া শীঘ্র করিয়া
অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া আমারদিগকে রক্ষা করুক যে
হেতুক আমরা অতিক্ষুদ্র। [৯] হে আমারদের
ত্রাণের ঈশ্বর আপনার নামের মাহাত্ম্যপ্রযুক্ত
উপকার কর আমারদিগকে পরিত্রাণ কর আপন
নামহেতুক আমারদের পাপমোচন কর। [১০]
তাহারদের ঈশ্বর কোথায় ইহা দেবপূজকেরা
কেন বলিবে তোমারদাসেরদের বধের প্রতিফল
দানেতে তিনি অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে আমার
দের গোচরে প্রকাশিত হউন। [১১] বন্দুয়ানে
রদের আর্ত্তস্বর তোমার গোচরে পঁহুছুক তুমি
আপন হাতের গৌরবানুসারে মরিতে নিরূপি
তেরদিগকে রক্ষা কর। [১২] হে আমার পর
মেশ্বরআমারদের প্রতিবাসিরা যে অপমান তো
মাকে দিয়াছে তাহার সাতগুণ ফল তাহারদের
বক্ষঃস্থলে দেও। [১৩] তাহাতে তোমার লোক
ও মাঠস্থ মেষ আমরা সদাকাল তোমার নামের
প্রশংসা করিব আমরা তোমার স্তব পুরুষানুক্র
মে করিব।

৮০ গীত।

শোশানিম এদুতে প্রধান বাদ্যকারকের কারণ
আসাফের এক গীত এই।

[১] হে য়িশ্রাএলের রক্ষক অবধান কর হে
মেষপালচালানের মত য়আকুবের চালক হে ক্রি
রুবেরদের মধ্যস্থলস্থ তুমি প্রসন্ন হও। [২] এ

ফরায়িমের ও বেন্যামিনের ও মনশেহের গোচ
রে তোমার বল ঘোঁটাও এবং আসিয়া আমার
দিগকে ত্রাণ কর। [৩] হে ঈশ্বর আমারদিগকে
ফিরাও তোমার মুখ আমারদের উপর প্রসন্ন
হউক তাহা হইলে আমরা ত্রাণ পাইব।

[৪] হে য়িহুহ সৈন্যের ঈশ্বর তোমার লোকে
রদের নিবেদনেতে তুমি কতকাল ক্রুদ্ধ থাকিবা।
[৫] তুমি তাহারদিগকে অশ্রু আহার করাই
তেছ এবং পানার্থে অনেক অশ্রু তাহারদিগকে
দিয়াছ। [৬] আমারদের প্রতিবাসিরদের মধ্যে
আমারদিগকে তমি বিরোধাস্পদ করাইয়াছ
এবং আমারদের শত্রুগণ পরিহাস করে। [৭]
হে সৈন্যের ঈশ্বর আমারদিগকে ফিরাও তো
মার মুখ আমারদের উপর প্রসন্ন কর তাহাতে
আমরা ত্রাণ পাইব।

[৮] তুমি মিসরহইতে এক দ্রাক্ষালতা আনি
য়াছ তুমি অন্যদেশীয়েরদিগকে দূর করিয়া তাহা
রোপণ করিয়াছ। [৯] তুমি তাহার স্থান প্রস্তুত
করিয়াছ এবং তাহার শিকড় গাড়াইয়াছ ও তা
হাতে দেশ পূর্ণ হইল। [১০] তাহার ছায়াতে
পর্ব্বত আচ্ছন্ন হইল তাহার বড় শাখা আরেজ
বৃক্ষের ন্যায় ছিল। [১১] সে লতা আপন শা
খা সমুদ্রপর্য্যন্ত ও আপন পল্লব নদীপর্য্যন্ত বি
স্তার করিল। [১২] তবে তাহার বেড়া কেন ভা
ঙ্গিয়াছ যে সকল পথিকেরা তাহা ছিঁড়িয়া ফে
লে। [১৩] বন্য শূকর তাহা নষ্ট করে ও মা
ঠের বনপশু তাহা খাইয়া ফেলে। [১৪] হে
সৈন্যের ঈশ্বর আমরা তোমাকে প্রার্থনা করি
ফির স্বর্গহইতে দৃষ্টি করিয়া এ দ্রাক্ষালতা দেখ।
[১৫] ও যে দ্রাক্ষাক্ষেত্র তোমার নিজ দক্ষিণ
হাত রূপিয়াছে এবং যে শাখা তুমি আপনার
কারণ বলবতী করিয়াছ তুমি যাইয়া তাহা দেখ।
[১৬] তাহা অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে তাহা কাটা
গিয়াছে তাহারা তোমার মুখের ধমকানেতে বি
নষ্ট হইয়াছে। [১৭] আপনার দক্ষিণে স্থিত
মনুষ্যের উপরে অর্থাৎ মনুষ্যের যে সন্তানকে
তুমি আপনার কারণ বলবান করিয়াছ তাঁহার
উপরে তোমার হাত হউক। [১৮] তাহাতে
আমরা তোমাহইতে ফিরিয়া যাব না আমার
দিগকে সচেতন কর তাহা হইলে আমরা তো
মার নামে প্রার্থনা করিব। [১৯] হে য়িহুহ সৈ
ন্যের ঈশ্বর আমারদিগকে ফিরাও তোমার মুখ
প্রসন্ন হউক তাহা হইলে আমরা ত্রাণ পাইব।

৮১ গীত।

গিত্তীতে প্রধান বাদ্যকারকের কারণ আসা
ফের এক গীত এই।

[১] আমারদের পরাক্রমরূপ ঈশ্বরের নিক
টে উচ্চৈঃস্বরে গান কর য়াকুবের ঈশ্বরের কা
ছে আনন্দধ্বনি কর। [২] গানেতে প্রবৃত্ত হও
তবল ও আনন্দদায়িনী বীণা ও নেবেল আন।
[৩] অমাবস্যায় ও নিরূপিত কালে ও বড় পর্ব্বে
তূরী বাজাও। [৪] যেহেতুক য়িশ্রায়েলের জ
ন্যে এ এক বিধি ও য়াকুবের ঈশ্বরের এক ব্যব
স্থা। [৫] যেখানে আমি অবোধনীয় ভাষা শু
নিলাম এমন যে মিসর তাহাহইতে যখন যুসফ
যাত্রা করিল তখন তিনি সাক্ষির নিমিত্তে ইহা তা
হার মধ্যে রাখিলেন। [৬] আমি তাহার স্কন্ধ
হইতে ভার অপসরণ করিলাম ও হাঁড়ির যোগান
দেওয়াহইতে তাহার হাত মুক্ত করিলাম। [৭]
তুমি বিরুদ্ধদশাতে ডাকিলে আমি তোমাকে উ
দ্ধার করিলাম মেঘগর্জ্জনের অপ্রকাশ স্থানে তো
মার কথা আমি শুনিলাম মেরীবাহ্ জলের নিক
টে তোমার পরীক্ষা আমি লইলাম। সেলা। [৮]
হে আমার লোক শুন হে য়িশ্রাএল যদি আমার
কথা শুনিবা তবে তোমার বিষয়ে আমি সাক্ষ্য
দিব। [৯] তোমারদের মধ্যে দেবকে রাখিতে
হইবে না কোন দেবের কাছে তোমাকে প্রণাম
করিতে হইবে না। [১০] মিসরদেশহইতে তো
মাকে আনিলেন্ যে য়িহুহ তোমার ঈশ্বর আ
মিই তিনি তুমি আপন মুখ খুল এবং আমি তা
হা পূর্ণ করিব। [১১] কিন্তু আমার লোক আ
মার কথা শুনিতে চাহিল না য়িশ্রাএল আমাকে
ইচ্ছা করিল না [১২] সেহেতুক আমি তাহার
দিগকে আপনারদের একগুঁয়া মনেতে ছাড়িয়া
দিলাম ও তাহারা আপনারদের পরামর্শানুসা
রে চলিল। [১৩] আহা যদি আমার লোক আ
মার কথা শুনিত যদি য়িশ্রাএল আমার পথে
চলিত। [১৪] তবে তাহারদের শত্রুরদিগকে
আমি শীঘ্র পরাস্ত করিতাম এবং তাহারদের ব
হিরঙ্গেরদের উপরে আমার হাত ফিরাইতাম।
[১৫] য়িহুহঘৃণাকারিরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহার
বশীভূত হয় কিন্তু তাহারদের সময় নিত্য থা
কিত। [১৬] উত্তম শস্য দিয়া তিনি তাহারদিগ
কে প্রতিপালন করিতেন এবং পর্ব্বতোৎপন্ন মধু
তে আমি তোমাকে পরিতুষ্ট করিতাম।

৮২ গীত।

আসাফের এক গীত।

[১] পরাক্রান্তেরদের সভায় ঈশ্বর দাঁড়াইতে
ছেন তিনি কর্ত্তারদের মধ্যে বিচার করেন। [২]
তোমরা কতকালপর্য্যন্ত অপ্রকৃত বিচার ও দু
ষ্টেরদের মুখাপেক্ষা করিবা। [৩] সেলা। দরি
দ্রেরদের ও পিতৃহীনেরদের বিচার কর দুঃখী ও
দরিদ্রেরদের প্রকৃত বিচার কর। [৪] দীন ও দুঃ
খিরদিগকে নিস্তার কর তাহারদিগকে দুষ্ট জনের

হাতহইতে মুক্ত কর। [৫] তাহারা জানে না তা
হারা বুঝে না তাহারা অন্ধকারে চলিতেছে পৃথি
বীর ভিত্তিমূল অনিয়মিত। [৬] আমি বলিলাম
যে তোমরাই ঈশ্বর তোমরা সকলে সর্ব্বাধ্যক্ষের
সন্তান। [৭] কিন্তু তোমরা অবশ্য মানুষেরদের
মত মরিবা এবং কোন অধ্যক্ষের মত পড়িবা।
[৮] হে ঈশ্বর উঠ পৃথিবীর বিচার কর যেহেতুক
তুমি সকল দেশীয়েরদের অধিকারী হইবা।

৮৩ গীত।

গানের নিমিত্তে আসাফের এক গীত এই।

[১] হে ঈশ্বর নিঃশব্দ হইও না হে ঈশ্বর চুপ
করিও না অমনি থাকিও না। [২] কেননা দেখ
তোমার শত্রুরা বড় কলরব করিতেছে ও যাহা
রা তোমাকে ঘৃণা করে তাহারা মাথা উঠাইয়া
ছে। [৩] তাহারা তোমার লোকেরদের বিরু
দ্ধে লুকিয়া ধূর্ত্ততা করে এবং তোমার গুপ্ত লো
কেরদের বিপরীতে পরামর্শ করে। [৪] তাহারা
বলে যে আইস আমরা তাহারদিগকে এমন কা
টিয়া ফেলি যে তাহারা একদেশীয় লোকরূপে না
থাকে। আমরা তাহারদিগকে এমন কাটিয়া ফে
লি যে য়িশ্রাএলনাম স্মরণে আর না থাকে [৫]
যেহেতুক এদোম ও য়িশ্মাএলের বসতি ও মো
আব ও হাগরীরা [৬] ও গিবাল ও অমোন ও
অমালেক ও পলশ্তীয়েরা [৭] ও সূরবাসিরা
একপরামর্শ ও একনিয়ম হইল। [৮] আশূরও
তাহারদের সহায় এবং তাহারা লোটের সন্তা
নেরদের উপকার করিয়াছে। সেলা। [৯] তুমি
মিদিয়ানীয়েরদের প্রতি যেমন করিয়াছ তেমন তা
হারদের প্রতি কর। [১০] এনদোরে নষ্ট অথচ
ভূমির উপরের সারবর্দ্ধি সীসীরা ও য়াবিনের প্র
তি যেমত তুমি কীশোন নদীতে করিলা তেমন তা
হারদের প্রতি কর। [১১] তাহারদের অধ্যক্ষের
দিগকে ওরেব ও জিএবের মত করাও [১২] যে
জেবখ ও স্যালমুনা বলিল আইস আমরা ঈশ্বরের
বসতি আপনারদের কারণ আক্রমণ করি তাহার
দের সকল কুলীনেরদিগকে তাহারদের মত কর।
[১৩] হে আমার ঈশ্বর তাহারদিগকে চক্রের
মত কর ও বাতাসের সম্মুখস্থ ভুষির মত কর।
[১৪] যেমন অগ্নি কাষ্ঠকে খাইয়া ফেলে ও যে
মন শিখা পর্ব্বত পোড়ায় [১৫] তেমন তোমার
ঝড়ে তাহারদিগকে নিগ্রহ কর ও তোমার তর
ঙ্গে তাহারদিগকে ভয় দেখাও। [১৬] হে য়ি
হুহ তাহারদের মুখ এমন লজ্জাতে পূর্ণ কর যে
তাহারা তোমার নামানুসন্ধান করে। [১৭] যা
হাব্যতিরেকে কাহার নাম য়িহুহ নাই এমন
যে তুমি সকল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাধ্যক্ষ আছ
[১৮] ইহা লোকেরদের জানিবার কারণ তাহা
রা সর্ব্বদা ব্যাকুল ও হতজ্ঞান ও লজ্জিত ও বিনষ্ট
হউক।

৮৪ গীত।

গিতীতে প্রধান বাদ্যকারির দ্বারা কোরখের
সন্তানেরদের কারণ এক গীত এই।

[১] হে সৈন্যের য়িহুহ তোমার আবাস কিবা
সুন্দর। [২] য়িহুহের উঠানের নিমিত্তে আমার
মন লিপ্সা করে ও মূর্চ্ছিত হয় আমার অন্তঃকরণ
ও মাংস জীবৎ প্রভুর কারণ উচ্চৈঃস্বর করে। [৩]
চটকপক্ষী বাসা পাইয়াছে এবং তালচোঁচ আ
পন বাচ্চা রাখিবার স্থান পাইয়াছে হে সৈন্যে
র য়িহুহ আমার রাজা ও আমার ঈশ্বর তাহাই
তোমার যজ্ঞবেদি। [৪] তোমার গৃহস্থ লো
কেরা ধন্য তাহারা তোমার নিত্য স্তুতি করিবে।
সেলা। [৫] যে জনের বল তোমাতে আছে ও
যাহারদের মন বকামাঠ দিয়া যাইতে২ কূপ
খননকারিরদের পথেতে আসক্ত সে ধন্য। [৬]
পুষ্করিণীও বৃষ্টিতে পূর্ণা হয়। [৭] তাহারা
বলহইতে বলে যায় প্রত্যেক জন সীওনে ঈশ্ব
রের সাক্ষাৎ দেখা যায়। [৮] হে য়িহুহ সৈ
ন্যের ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুন হে য়ত্মাকুবের
ঈশ্বর অবধান কর। সেলা। [৯] হে ঈশ্বর আ
মারদের ঢাল তুমি দেখ আপনার অভিষিক্তের
মখের উপর দৃষ্টি কর। [১০] যেহেতুক তোমার
অঙ্গনেতে এক দিন থাকা সহস্র দিনহইতেও
ভাল আমার ঈশ্বরের ঘরের দ্বারিহওন দুষ্ট
তার বসতিতে থাকনহইতেও আমার বড় ইষ্ট।
[১১] যেহেতুক য়িহুহ ঈশ্বরই সূর্য্য ও ঢাল য়ি
হুহ কৃপা ও মোক্ষ দিবেন যাহারা সরল পথে
চলে তাহারদের কোন মঙ্গলাভাব হইবে না।
[১২] হে সৈন্যের ঈশ্বর যে জন তোমাতে ভর
সা রাখে সে জন ধন্য।

৮৫ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা কোরখের সন্তা
নেরদের জন্যে এক গীত এই।

[১] হে য়িহুহ তুমি আপনার দেশের উপর
কৃপা করিয়াছ তুমি য়ত্মাকুবের বন্দিরদিগকে
ফিরিয়া আনিয়াছ। [২] তুমি আপন লোকের
দের অধর্ম্মমোচন করিয়াছ তাহারদের সকল
পাপ তুমি ঢাকিয়াছ। সেলা। [৩] তুমি আপন
সকল ক্রোধ ছাড়িয়াছ তুমি আপন মহাকোপ
হইতে ফিরিয়াছ। [৪] হে আমারদের ত্রা
ণের ঈশ্বর আমারদিগকে ফিরাও এবং আমার
দের উপরিস্থ তোমার ক্রোধ নিবৃত্ত কর। [৫]
তুমি কি সদাকাল আমারদের উপর ক্রুদ্ধ থাকি
বা তুমি কি সর্ব্বপুরুষানুক্রমে আমারদের উপর
কোপ করিবা। [৬] তুমি কি আরবার ফিরিয়া

আমারদিগকে বাঁচাইবা না যে তোমার লোক
তোমাতে আনন্দ করে। [৭] হে য়িহুহ আমার
দের প্রতি তোমার অনুগ্রহ প্রকাশ কর এবং
তোমার ত্রাণ আমারদিগকে দেও। [৮] য়িহুহ
প্রভু যাহা কহিবেন তাহা আমি শুনিব যেহেতুক
তিনি আপন লোকেরদিগকে ও আপন পূণ্যবা
নেরদিগকে কুশলকথা কহিবেন কিন্তু তাহারা
অজ্ঞানক্রিয়া করিতে আর না ফিরুক। [৯] যা
হারা তাঁহাকে ভয় করে তাহারদের নিকট তৎক
র্ত্তৃক ত্রাণ অবশ্য আছে যে মাহাত্ম্য আমারদের
দেশে বাস করে। [১০] দয়া ও সত্যতার মি
লন হইয়াছে ধর্ম্ম ও কুশল পরস্পর চুম্বন করিয়া
ছে। [১১] সত্যতা পৃথিবীহইতে অঙ্কুরিত হই
বে এবং ধর্ম্ম স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত করিবে। [১২]
য়িহুহ কল্যাণ দিবেন এবং আমারদের দেশ
উপযুক্ত ফল উৎপন্ন করিবে। [১৩] ধর্ম্ম তাহার
অগ্রে যাইবে এবং তাঁহার পথে আমারদিগকে
গমন করাইবে।

৮৬ গীত।

[১] হে য়িহুহ অবধান করিয়া আমার কথা
শুন যেহেতুক আমি দুঃখী ও দরিদ্র। [২] আ
মার প্রাণ রক্ষা কর যেহেতুক তুমি দয়ালু হে আ
মার ঈশ্বর তোমাতে ভরসাকারি তোমার দাসের
ত্রাণ কর। [৩] হে য়িহুহ দয়া কর যেহে
তুক তোমার কাছে আমি দিনে২ মিনতি করি।
[৪] তোমার দাসের আত্মাকে হৃষ্ট কর কেননা
তোমার প্রতি আমি আপন মন তুলিব। [৫]
যেহেতক হে য়িহুহ তুমি দাতা ও দয়ালু যাহা
রা তোমার প্রতি প্রার্থনা করে সে সকলের প্রতি
অতিক্ষমাবান্। [৬] হে য়িহুহ আমার প্রার্থ
না শুন আমার কামনাকথায় অবধান কর। [৭]
আমার দুর্দ্দশাদিনে আমি তোমার স্থানে প্রার্থনা
করিব যেহেতুক তুমি আমার কথা শুনিবা। [৮]
হে য়িহুহ কর্ত্তারদের মধ্যে কেহ তোমার তুল্য
নয় কোন্ কাহার ক্রিয়া তোমার ক্রিয়ার মত নয়।
[৯] হে য়িহুহ তোমাতে সৃষ্ট সকল লোকেরা আ
সিবে ও তোমার সাক্ষাৎ প্রণাম করিবে ও তো
মার নামের প্রশংসা করিবে। [১০] যেহেতুক
তুমি মহান্ ও মহাশ্চর্য্যক্রিয়াকারী কেবল তুমিই
ঈশ্বর। [১১] হে য়িহুহ তোমার পথ আমাকে
দেখাও আমি তোমার সত্যতায় চলিব তোমার
নামে ভয়করণের কারণ আমার অন্তঃকরণ একভা
বী কর। [১২] হে য়িহুহ আমার ঈশ্বর আমার
সকল অন্তঃকরণেতে আমি তোমার স্তব করিব
এবং সদাকাল তোমার নামের প্রশংসা করিব
[১৩] যেহেতুক আমার প্রতি তোমার কৃপা বড়
ও তমি অতিঘোর নরকহইতে আমার আত্মার
পরিত্রাণ করিয়াছ। [১৪] হে ঈশ্বর অহঙ্কারি
রা আমার বিপরীতে উঠিয়াছে দূরাত্মা লোকের
দের সভা আমার প্রাণের অন্বেষণ করিয়াছে
এবং তোমাকে গোচরে রাখে নাই। [১৫]
কিন্তু হে য়িহুহ প্রভু তুমি দয়াময় ও প্রসাদকারী
তুমি বহুকাল সহিষ্ণু ও অতিদয়ালু ও সত্য।
[১৬] আমার উপর দৃষ্টি কর এবং আমাকে কৃ
পা কর তোমার সামর্থ্য তোমার দাসকে দেও
ও তোমার দাসীর পুত্রকে রক্ষা কর। [১৭]
মঙ্গলের নিমিত্তে কোন চিহ্ন আমাকে দেখাও যে
আমার ঘৃণাকারিরা তাহা দেখিয়া লজ্জিত হয়
যেহেতুক হে পরমেশ্বর তুমি আমার উপকারী
ও সান্ত্বনাকারী।

৮৭ গীত।

কোরখের সন্তানেরদের গাইবার এক গীত
এই।

[১] ধর্ম্মপর্ব্বতে তাহার ভিত্তিমূল আছে।
[২] য়িহুহ য়অকুবের সকল বসতিহইতে সীও
নের দ্বার অধিক ভাল বাসেন। [৩] হে ঈশ্ব
রের নগর তোমার বিষয়ে মাহাত্ম্যযুক্ত কথা
কথিত আছে। সেলা। [৪] যাহারা আমাকে
জানে তাহারদিগকে আমি রাখাব ও বাবেলের
কথা কহিব। [৫] পলশ্তীয়েরদিগকে ও সূরকে
ও কূশকে দেখ ইহার জন্ম সেখানে ছিল। [৬]
অমুক অমুকের জন্ম সীওনে ছিল তাহার বি
ষয়ে এ কথা কহা যাইবে স্বয়ং সর্ব্বাধ্যক্ষই তাহা
স্থির করিবেন। [৭] য়িহুহ লোকেরদের লেখ
নসময়ে গণন করিবেন যে এ জনের জন্ম সে
খানে। সেলা। [৮] গানকর্ত্তারা ও যন্ত্রবাদ
কেরা সেখানে আমার সকল উনই তোমাতে
আছে।

৮৮ গীত।

মখলত লিঅনোতে প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা
গান করিবার কারণ কোরখের সন্তানেরদের
জন্যে এজরাখী হিমানের মাস্কিল এই।

[১] হে য়িহুহ আমার ত্রাণের ঈশ্বর আমি
দিবারাত্রি তোমার প্রতি মিনতি করিয়াছি। [২]
আমার প্রার্থনা তোমার সাক্ষাৎ আইসুক [৩]
আমার বিনতিবাক্যেতে অবধান কর যেহেতুক আ
মার আত্মা দুঃখেতে পূর্ণ ও আমার প্রাণ উত্তর২
কবরের নৈকট্য পায়। [৪] যাহারা খাতে যায়
তাহারদের মধ্যে আমি গণিত আছি আমি বল
হীন মানুষের মত। [৫] যে হত লোকেরা কবরে
শোয় এবং আর তোমার মনে নাই ও তোমার
হাতহইতে কাটা গেল তাহারদের মত লোকের
মধ্যে আমি মেলা আছি। [৬] তুমি আমাকে
অতিনীচ খাতে অন্ধকারে ও গভীর স্থানে থুই

য়াছ। [৭] তোমার ক্রোধ আমার উপরে বড়
চাপে তোমার সমস্ত ঝড়েতে তুমি দুঃখ দিয়াছ।
[৮] তুমি আমার পরিচিত লোকেরদিগকে আ
মাহইতে দূর করিয়াছ তুমি আমাকে তাহার
দের ঘৃণাস্পদ করিয়াছ। [৯] আমি বদ্ধ হইয়া
বাহির হইতে পারি না আমার দুর্গতিতে আমার
চক্ষুঃ ক্রন্দন করিতেছে হে য়িহুহ আমি সমস্ত
দিন তোমার স্থানে নিবেদন করিয়াছি আমি তো
মার প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়াছি। [১০] তুমি
কি মৃতেরদের কাছে আশ্চর্য্য করিবা গলিত শব
কি পুনর্ব্বার উঠিবে তাহারা কি তোমার স্তুতি
করিবে। সেলা। [১১] তোমার স্নেহ কি
কবরে কহা যাবে কিম্বা সংহারে কি তোমার বি
শ্বাস্যতা কহা যাবে। [১২] তোমার আশ্চর্য্য কি
অন্ধকারে জানা যাবে এবং বিস্মৃত দেশে কি তো
মার কর্ম্ম জানা যাবে। [১৩] হে প্রভো আমি
তোমার প্রতি মিনতি করিয়াছি এবং প্রাতঃকালে
আমার নিবেদন তোমার নিকটে যাইবে। [১৪]
হে য়িহুহ আমার আত্মাকে কি কারণ দূর করি
তেছ তুমি কেন আমাহইতে মুখ লুকাইতেছ।
[১৫] আমি যৌবনকালাবধি দুঃখী ও মৃতপ্রায়
হইয়াছি তোমাকর্ত্তৃক ত্রস্ত হইয়া আমি মহাভা
বিত আছি। [১৬] তোমার ক্রোধ আমার উ
পরে পড়িয়াছে তোমাবিষয়ক শঙ্কা আমাকে কা
টিয়া ফেলিয়াছে। [১৭] তাহারা জলের মত
আমাকে বেড়িয়াছে তাহারা একত্র হইয়া আমা
কে নিত্য বেষ্টন করিয়াছে। [১৮] তুমি পাত্রমি
ত্রেরদিগকে আমাহইতে দূর করিয়াছ এবং আ
মার জ্ঞাতিরদিগকে অন্ধকারের মধ্যে থুইয়াছ।

৮৯ গীত।

এজরাখী এতানের মাস্কিল।

[১] আমি সদাকাল য়িহুহের দয়ার বিষয়ে গা
ইব আমি আপন মুখ দিয়া সর্ব্ব পুরুষানুক্রমে
তোমার বিশ্বাস্যতা জানাইব। [২] যেহেতুক
আমি কহিয়াছি যে দয়া সদাকালপর্য্যন্ত ভিত্তিবৎ
গাঁথা যাইবে তুমি আপন সত্যতা স্বর্গে স্থির ক
রিবা। [৩] তোমার সন্তানেরদিগকে আমি সদা
কালপর্য্যন্ত স্থির করিব আমি তোমার সিংহাসন
সর্ব্বপুরুষানুক্রমে স্থাপন করিব। [৪] এই কথা
কহিয়া আমি আপনার মনোনীতের সহিত নিয়ম
করিয়াছি আমি আপনার দাস দাউদের প্রতি
শপথ করিয়াছি। সেলা। [৫] হে য়িহুহ স্বর্গ
তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার প্রশংসা করিবে তো
মার বিশ্বাস্যতাও পুণ্যবানেরদের মণ্ডলীতে প্রশং
সিতা হইবে। [৬] যেহেতুক স্বর্গে য়িহুহের তুল্য
কে পরাক্রান্তেরদের সন্তানেরদের মধ্যে য়িহু
হের তুল্য কে। [৭] পুণ্যবানেরদের সভায় প্রভু
বড় ভেতব্য তিনি আপনার সকল চতুর্দ্দিক্স্থের
দের মধ্যে অতিমান্য। [৮] হে স্ববিশ্বাস্যতাতে বে
ষ্টিত য়িহুহ সৈন্যের ঈশ্বর তোমার মত শক্তিমান
য়িহুহ কে। [৯] তুমি সমুদ্রের গর্জ্জনের উপর
কর্ত্তৃত্ব করিতেছ বড় তরঙ্গ হইলে তুমি তাহা
স্থির করিতেছ। [১০] তুমি রাহাবকে হতের
দের মত ভাঙ্গিয়াছ তুমি আপন শক্ত হাত দিয়া
আপনার শত্রুরদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ। [১১]
স্বর্গ তোমার পৃথিবীও তোমার তুমি সংসার ও
তৎপূরক সামগ্রী স্থাপন করিয়াছ। [১২] তুমি
উত্তরের ও দক্ষিণের সৃষ্টি করিয়াছ তাবোর ও
খেরমোণ তোমার নামে আনন্দ করে। [১৩]
তোমার ভুজ পরাক্রান্ত তোমার হাত বড় বল
বান তোমার দক্ষিণ হাত উন্নত হইয়াছে।
[১৪] ধর্ম্ম ও বিচারই তোমার সিংহাসনের নি
বাসস্থান দয়া ও সত্যতা তোমার সম্মুখে গমন
করে। [১৫] আনন্দদায়ি শব্দজ্ঞানি লোকে
রা ধন্য হে য়িহুহ তাহারা তোমার মুখের প্রসন্ন
তাতে গমন করিবে। [১৬] তাহারা তোমার
নামে সমস্ত দিন উল্লসিত হইবে ও তোমার ধর্ম্মে
উর্দ্ধেতে স্থিত হইবে। [১৭] যেহেতুক তুমিই
তাহারদের বলের প্রাদুর্ভাব এবং তোমার অনু
গ্রহেতে আমারদের শৃঙ্গ উচ্চীকৃত হইবে। [১৮]
কেননা য়িহুহই আমারদের আবরণ এবং য়িশ
রাএলের ধর্ম্মস্বরূপই আমারদের রাজা। [১৯]
তৎকালে দর্শনে তুমি আপনার পুণ্যবানকে কহি
য়াছ ও বলিয়াছ যে আমি শক্তিমান এক জনের
উপর উপকারকরণভার থুইয়াছি লোকেরদের
মধ্যহইতে মনোনীত এক জনকে আমি উত্তম
পদেতে অর্পিত করিয়াছি। [২০] আমি আপন
দাস দাউদকে পাইয়াছি আমার পবিত্র তৈলে
তে আমি তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি। [২১]
তাহার সহিত আমার হাত স্থির থাকিবে আমার
ভুজ তাহাকে বলবান করিবে। [২২] শত্রু তা
হার উপরে জোর করিতে পাইবে না দুরাচারের
পুত্র তাহাকে দুঃখ দিতে পাইবে না। [২৩]
আমি তাহার সম্মুখে তাহার শত্রুরদিগকে চূর্ণ ক
রিব যাহারা তাহাকে ঘৃণা করে তাহারদিগকে
আমি যন্ত্রণা দিব। [২৪] কিন্তু আমার বিশ্বাস্য
তা ও আমার দয়া তাহার সহিত থাকিবে ও আ
মার নামে তাহার শৃঙ্গ উচ্চ করা যাইবে। [২৫]
আমি তাহার হাত সমুদ্রের উপরে করিব ও তা
হার দক্ষিণ হস্ত নদীতে স্থাপন করিব। [২৬]
সে আমাকে বলিবে যে তুমিই আমার পিতা
আমার ঈশ্বর ও আমার রক্ষাকারি পর্ব্বত।
[২৭] আমি তাহাকে প্রথমজাতত্ব দিব ও পৃথি
বীর রাজারদেরহইতে শ্রেষ্ঠ করিব। [২৮] তা

আমারদিগকে বাঁচাইবা না যে তোমার লোক
তোমাতে আনন্দ করে। [৭] হে য়িহুহ আমার
দের প্রতি তোমার অনুগ্রহ প্রকাশ কর এবং
তোমার ত্রাণ আমারদিগকে দেও। [৮] য়িহুহ
প্রভু যাহা কহিবেন তাহা আমি শুনিব যেহেতুক
তিনি আপন লোকেরদিগকে ও আপন পুণ্যবা
নেরদিগকে কুশলকথা কহিবেন কিন্তু তাহারা
অজ্ঞানক্রিয়া করিতে আর না ফিরুক। [৯] যা
হারা তাঁহাকে ভয় করে তাহারদের নিকট তৎক
র্ত্তৃক ত্রাণ অবশ্য আছে যে মাহাত্ম্য আমারদের
দেশে বাস করে। [১০] দয়া ও সত্যতার মি
লন হইয়াছে ধর্ম্ম ও কুশল পরস্পর চুম্বন করিয়া
ছে। [১১] সত্যতা পৃথিবীহইতে অঙ্কুরিত হই
বে এবং ধর্ম্ম স্বর্গহইতে দৃষ্টিপাত করিবে। [১২]
য়িহুহ কল্যাণ দিবেন এবং আমারদের দেশ
উপযুক্ত ফল উৎপন্ন করিবে। [১৩] ধর্ম্ম তাহার
অগ্রে যাইবে এবং তাঁহার পথে আমারদিগকে
গমন করাইবে।

৮৬ গীত।

[১] হে য়িহুহ অবধান করিয়া আমার কথা
শুন যেহেতুক আমি দুঃখী ও দরিদ্র। [২] আ
মার প্রাণ রক্ষা কর যেহেতুক তুমি দয়ালু হে আ
মার ঈশ্বর তোমাতে ভরসাকারি তোমার দাসের
ত্রাণ কর। [৩] হে য়িহুহ দয়া কর যেহে
তুক তোমার কাছে আমি দিনে২ মিনতি করি।
[৪] তোমার দাসের আত্মাকে হৃষ্ট কর কেননা
তোমার প্রতি আমি আপন মন তুলিব। [৫]
যেহেতক হে য়িহুহ তুমি দাতা ও দয়ালু যাহা
রা তোমার প্রতি প্রার্থনা করে সে সকলের প্রতি
অতিক্ষমাবান্। [৬] হে য়িহুহ আমার প্রার্থ
না শুন আমার কামনাকথায় অবধান কর। [৭]
আমার দুর্দ্দশাদিনে আমি তোমার স্থানে প্রার্থনা
করিব যেহেতুক তুমি আমার কথা শুনিবা। [৮]
হে য়িহুহ কর্ত্তারদের মধ্যে কেহ তোমার তুল্য
নয় কোন কাহার ক্রিয়া তোমার ক্রিয়ার মত নয়।
[৯] হে য়িহুহ তোমাতে সৃষ্ট সকল লোকেরা আ
সিবে ও তোমার সাক্ষাৎ প্রণাম করিবে ও তো
মার নামের প্রশংসা করিবে। [১০] যেহেতুক
তুমি মহান ও মহাশ্চর্য্যক্রিয়াকারী কেবল তুমিই
ঈশ্বর। [১১] হে য়িহুহ তোমার পথ আমাকে
দেখাও আমি তোমার সত্যতায় চলিব তোমার
নামে ভয়করণের কারণ আমার অন্তঃকরণ একভা
বী কর। [১২] হে য়িহুহ আমার ঈশ্বর আমার
সকল অন্তঃকরণেতে আমি তোমার স্তব করিব
এবং সদাকাল তোমার নামের প্রশংসা করিব
[১৩] যেহেতুক আমার প্রতি তোমার কৃপা বড়
ও তুমি অতিঘোর নরকহইতে আমার আত্মার
পরিত্রাণ করিয়াছ। [১৪] হে ঈশ্বর অহঙ্কারি
রা আমার বিপরীতে উঠিয়াছে দুরাত্মা লোকের
দের সভা আমার প্রাণের অন্বেষণ করিয়াছে
এবং তোমাকে গোচরে রাখে নাই। [১৫]
কিন্তু হে য়িহুহ প্রভু তুমি দয়াময় ও প্রসাদকারী
তুমি বহুকাল সহিষ্ণু ও অতিদয়ালু ও সত্য।
[১৬] আমার উপর দৃষ্টি কর এবং আমাকে কৃ
পা কর তোমার সামর্থ্য তোমার দাসকে দেও
ও তোমার দাসীর পুত্রকে রক্ষা কর। [১৭]
মঙ্গলের নিমিত্তে কোন চিহ্ন আমাকে দেখাও যে
আমার ঘৃণাকারিরা তাহা দেখিয়া লজ্জিত হয়
যেহেতুক হে পরমেশ্বর তুমি আমার উপকারী
ও সান্ত্বনাকারী।

৮৭ গীত।

কোরখের সন্তানেরদের গাইবার এক গীত
এই।

[১] ধর্ম্মপর্ব্বতে তাহার ভিত্তিমূল আছে।
[২] য়িহুহ য়অ্যাকুবের সকল বসতিহইতে সীও
নের দ্বার অধিক ভাল বাসেন। [৩] হে ঈশ্ব
রের নগর তোমার বিষয়ে মাহাত্ম্যযুক্ত কথা
কথিত আছে। সেলা। [৪] যাহারা আমাকে
জানে তাহারদিগকে আমি রাখাব ও বাবেলের
কথা কহিব। [৫] পলশ্তীয়েরদিগকে ও সূরকে
ও কূশকে দেখ ইহার জন্ম সেখানে ছিল। [৬]
অমুক অমুকের জন্ম সীওনে ছিল তাহার বি
ষয়ে এ কথা কহা যাইবে স্বয়ং সর্ব্বাধ্যক্ষই তাহা
স্থির করিবেন। [৭] য়িহুহ লোকেরদের লেখ
নসময়ে গণন করিবেন যে এ জনের জন্ম সে
খানে। সেলা। [৮] গানকর্ত্তারা ও যন্ত্রবাদ
কেরা সেখানে আমার সকল উনই তোমাতে
আছে।

৮৮ গীত।

মখলত লিঅনোতে প্রধান বাদ্যকারকের দ্বারা
গান করিবার কারণ কোরখের সন্তানেরদের
জন্যে এজরাখী হিমানের মাস্কিল এই।

[১] হে য়িহুহ আমার ত্রাণের ঈশ্বর আমি
দিবারাত্রি তোমার প্রতি মিনতি করিয়াছি। [২]
আমার প্রার্থনা তোমার সাক্ষাৎ আইসুক [৩]
আমার বিনতিবাক্যেতে অবধান কর যেহেতুক আ
মার আত্মা দুঃখেতে পূর্ণ ও আমার প্রাণ উত্তর২
কবরের নৈকট্য পায়। [৪] যাহারা খাতে যায়
তাহারদের মধ্যে আমি গণিত আছি আমি বল
হীন মানুষের মত। [৫] যে হত লোকেরা কবরে
শোয় এবং আর তোমার মনে নাই ও তোমার
হাতহইতে কাটা গেল তাহারদের মত লোকের
মধ্যে আমি মেলা আছি। [৬] তুমি আমাকে
অতিনীচ খাতে অন্ধকারে ও গভীর স্থানে থুই

য়াছ। [৭] তোমার ক্রোধ আমার উপরে বড়
চাপে তোমার সমস্ত ঝড়েতে তুমি দুঃখ দিয়াছ।
[৮] তুমি আমার পরিচিত লোকেরদিগকে আ
মাহইতে দূর করিয়াছ তুমি আমাকে তাহার
দের ঘৃণাস্পদ করিয়াছ। [৯] আমি বদ্ধ হইয়া
বাহির হইতে পারি না আমার দুর্গতিতে আমার
চক্ষুঃ ক্রন্দন করিতেছে হে য়িহুহ আমি সমস্ত
দিন তোমার স্থানে নিবেদন করিয়াছি আমি তো
মার প্রতি হস্ত বিস্তার করিয়াছি। [১০] তুমি
কি মৃতেরদের কাছে আশ্চর্য্য করিবা গলিত শব
কি পুনর্ব্বার উঠিবে তাহারা কি তোমার স্তুতি
করিবে। সেলা। [১১] তোমার স্নেহ কি
কবরে কহা যাবে কিম্বা সংহারে কি তোমার বি
শ্বাস্যতা কহা যাবে। [১২] তোমার আশ্চর্য্য কি
অন্ধকারে জানা যাবে এবং বিস্মৃত দেশে কি তো
মার কর্ম্ম জানা যাবে। [১৩] হে প্রভো আমি
তোমার প্রতি মিনতি করিয়াছি এবং প্রাতঃকালে
আমার নিবেদন তোমার নিকটে যাইবে। [১৪]
হে য়িহুহ আমার আত্মাকে কি কারণ দূর করি
তেছ তুমি কেন আমাহইতে মুখ লুকাইতেছ।
[১৫] আমি যৌবনকালাবধি দুঃখী ও মৃতপ্রায়
হইয়াছি তোমাকর্ত্তৃক ত্রস্ত হইয়া আমি মহাভা
বিত আছি। [১৬] তোমার ক্রোধ আমার উ
পরে পড়িয়াছে তোমাবিষয়ক শঙ্কা আমাকে কা
টিয়া ফেলিয়াছে। [১৭] তাহারা জলের মত
আমাকে বেড়িয়াছে তাহারা একত্র হইয়া আমা
কে নিত্য বেষ্টন করিয়াছে। [১৮] তুমি পাত্রমি
ত্রেরদিগকে আমাহইতে দূর করিয়াছ এবং আ
মার জ্ঞাতিরদিগকে অন্ধকারের মধ্যে থুইয়াছ।

৮৯ গীত।

এজরাখী এতানের মাস্কিল।

[১] আমি সদাকাল য়িহুহের দয়ার বিষয়ে গা
ইব আমি আপন মুখ দিয়া সর্ব্ব পুরুষানুক্রমে
তোমার বিশ্বাস্যতা জানাইব। [২] যেহেতুক
আমি কহিয়াছি যে দয়া সদাকালপর্য্যন্ত ভিত্তিবৎ
গাঁথা যাইবে তুমি আপন সত্যতা স্বর্গে স্থির ক
রিবা। [৩] তোমার সন্তানেরদিগকে আমি সদা
কালপর্য্যন্ত স্থির করিব আমি তোমার সিংহাসন
সর্ব্বপুরুষানুক্রমে স্থাপন করিব। [৪] এই কথা
কহিয়া আমি আপনার মনোনীতের সহিত নিয়ম
করিয়াছি আমি আপনার দাস দাউদের প্রতি
শপথ করিয়াছি। সেলা। [৫] হে য়িহুহ স্বর্গ
তোমার আশ্চর্য্য ক্রিয়ার প্রশংসা করিবে তো
মার বিশ্বাস্যতাও পুণ্যবানেরদের মণ্ডলীতে প্রশং
সিতা হইবে। [৬] যেহেতুক স্বর্গে য়িহুহের তুল্য
কে পরাক্রান্তেরদের সন্তানেরদের মধ্যে য়িহু
হের তুল্য কে। [৭] পুণ্যবানেরদের সভায় প্রভু
বড় ভেতব্য তিনি আপনার সকল চতুর্দ্দিক্স্থের
দের মধ্যে অতিমান্য। [৮] হে স্ববিশ্বাস্যতাতে বে
ষ্টিত য়িহুহ সৈন্যের ঈশ্বর তোমার মত শক্তিমান
য়িহুহ কে। [৯] তুমি সমুদ্রের গর্জ্জনের উপর
কর্ত্তৃত্ব করিতেছ বড় তরঙ্গ হইলে তুমি তাহা
স্থির করিতেছ। [১০] তুমি রাহাবকে হতের
দের মত ভাঙ্গিয়াছ তুমি আপন শক্ত হাত দিয়া
আপনার শত্রুরদিগকে ছিন্নভিন্ন করিয়াছ। [১১]
স্বর্গ তোমার পৃথিবীও তোমার তুমি সংসার ও
তৎপূরক সামগ্রী স্থাপন করিয়াছ। [১২] তুমি
উত্তরের ও দক্ষিণের সৃষ্টি করিয়াছ তাবোর ও
খেরমোণ তোমার নামে আনন্দ করে। [১৩]
তোমার ভুজ পরাক্রান্ত তোমার হাত বড় বল
বান তোমার দক্ষিণ হাত উদ্ধৃত হইয়াছে।
[১৪] ধর্ম্ম ও বিচারই তোমার সিংহাসনের নি
বাসস্থান দয়া ও সত্যতা তোমার সম্মুখে গমন
করে। [১৫] আনন্দদায়ি শব্দজ্ঞানি লোকে
রা ধন্য হে য়িহুহ তাহারা তোমার মুখের প্রসন্ন
তাতে গমন করিবে। [১৬] তাহারা তোমার
নামে সমস্ত দিন উল্লসিত হইবে ও তোমার ধর্ম্মে
উর্দ্ধেতে স্থিত হইবে। [১৭] যেহেতুক তুমিই
তাহারদের বলের প্রাদুর্ভাব এবং তোমার অনু
গ্রহেতে আমারদের শৃঙ্গ উচ্চীকৃত হইবে। [১৮]
কেননা য়িহুহই আমারদের আবরণ এবং য়িশ
রাএলের ধর্ম্মস্বরূপই আমারদের রাজা। [১৯]
তৎকালে দর্শনে তুমি আপনার পুণ্যবানকে কহি
য়াছ ও বলিয়াছ যে আমি শক্তিমান এক জনের
উপর উপকারকরণভার থুইয়াছি লোকেরদের
মধ্যহইতে মনোনীত এক জনকে আমি উত্তম
পদেতে অর্পিত করিয়াছি। [২০] আমি আপন
দাস দাউদকে পাইয়াছি আমার পবিত্র তৈলে
তে আমি তাহাকে অভিষিক্ত করিয়াছি। [২১]
তাহার সহিত আমার হাত স্থির থাকিবে আমার
ভুজ তাহাকে বলবান করিবে। [২২] শত্রু তা
হার উপরে জোর করিতে পাইবে না দুরাচারের
পুত্র তাহাকে দুঃখ দিতে পাইবে না। [২৩]
আমি তাহার সম্মুখে তাহার শত্রুরদিগকে চূর্ণ ক
রিব যাহারা তাহাকে ঘৃণা করে তাহারদিগকে
আমি যন্ত্রণা দিব। [২৪] কিন্তু আমার বিশ্বাস্য
তা ও আমার দয়া তাহার সহিত থাকিবে ও আ
মার নামে তাহার শৃঙ্গ উচ্চ করা যাইবে। [২৫]
আমি তাহার হাত সমুদ্রের উপরে করিব ও তা
হার দক্ষিণ হস্ত নদীতে স্থাপন করিব। [২৬]
সে আমাকে বলিবে যে তুমিই আমার পিতা
আমার ঈশ্বর ও আমার রক্ষাকারি পর্ব্বত।
[২৭] আমি তাহাকে প্রথমজাতত্ব দিব ও পৃথি
বীর রাজারদেরহইতে শ্রেষ্ঠ করিব। [২৮] তা

হার সহিত আমি আপন দয়া সর্ব্বকাল রাখিব
ও আমার নিয়ম তাহার সহিত স্থির থাকিবে।
[২৯] আমি সদাকাল তাহার সন্তানেরদের রক্ষা
করিব ও তাহার সিংহাসন স্বর্গের কালের মত
স্থির করিব। [৩০] যদি তাহার সন্তানেরা আ
মার শাস্ত্র ত্যাগ করে এবং আমার দণ্ডনীতিশা
স্ত্রানুসারে না চলে [৩১] যদি তাহারা আমার ব্য
বস্থা ও আমার আজ্ঞা না মানে [৩২] তবে তা
হারদের অপরাধের দণ্ড আমি প্রহারেতে ও তাহা
রদের অধর্ম্মের প্রতিফল প্রহারেতে দিব। [৩৩]
কিন্তু তাহার নিকটহইতে আমি আপন দয়া স
র্ব্বতোভাবে অপহরণ করিব না ও আমার সত্য
তা নিরর্থক করিব না। [৩৪] আমি আপন নি
য়ম ভঙ্গ করিব না এবং যাহা আমার ওষ্ঠাধরের
দ্বারা নির্গত হইয়াছে তাহা ফিরাইব না। [৩৫]
অবশ্য আমি দাঊদকে মিথ্যা কহিব না এ শপথ
আমি আপন ধর্ম্ম লইয়া একবার করিয়াছি।
[৩৬] তাহার সন্তান সদাকাল থাকিবে ও তাহার
সিংহাসন আমার সম্মুখস্থ সূর্য্যের মত থাকিবে।
[৩৭] তাহা চন্দ্রের মত স্থির করা যাইবে ও স্বর্গস্থ
বিশ্বস্ত সাক্ষির মত হইবে। সেলা।
[৩৮] কিন্তু তুমি ত্যাগ করিয়া ঘৃণা করিয়াছ
এবং আপনার অভিষিক্তের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ
[৩৯] তুমি আপনার দাসের নিয়ম বৃথা করিয়াছ
তাহার মুকুট তুমি পৃথিবীতে ফেলিয়া নষ্ট করি
য়াছ। [৪০] তাহার সমস্ত বেড়া তুমি ভাঙ্গিয়া
ছ তাহার গড় তুমি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ। [৪১]
সেখানকার পথিকেরা তাহাকে লুঠিয়া লয় সে
আপনার প্রতিবাসিরদের অপমানাস্পদ আছে।
[৪২] তুমি তাহার শত্রুরদের দক্ষিণ হস্ত উচ্চ
করিয়াছ ও তাহার সকল বহিঃশত্রুরদিগকে হৃষ্ট
করিয়াছ। [৪৩] তুমি তাহার করবালের ধার
ভোঁতা করিয়াছ ও সংগ্রামে তাহাকে স্থির কর
নাই। [৪৪] তুমি তাহার সম্ভ্রমের শেষ করিয়াছ
তাহার সিংহাসন মৃত্তিকাতে ফেলিয়াছ। [৪৫]
তাহার যুবাকাল তুমি খাটো করিয়াছ ও তাহা
কে লজ্জাতে আচ্ছাদিত করিয়াছ। সেলা। [৪৬]
হে যিহুহ কতকালপর্য্যন্ত আপনি লুকিয়া থাকি
বা কি সদাকাল তোমার ক্রোধ কি অগ্নির মত
জ্বলিবে। [৪৭] আমার কি অল্পায়ুঃ ইহা মনে
কর তুমি সকল মনুষ্যেরদিগকে কেন বৃথা সৃষ্টি
করিয়াছ। [৪৮] এমন জীবৎ লোক কে আছে
যে মৃত্যুকে দেখিবে না কেহ কি আপনার আ
ত্মা পরলোকের হাতহইতে মুক্ত করিতে পারি
বে। সেলা। [৪৯] হে পরমেশ্বর তুমি আপন
কার যে পূর্ব্বকালীন অনুগ্রহ আপনার সত্যতায়
দাঊদের প্রতি শপথ করিয়াছ তাহা কোথায়।
[৫০] হে পরমেশ্বর তোমার দাসেরা যে অপ
মান পায় তাহা মনে কর হে যিহুহ যে অপমা
নেতে তোমার শত্রুরা নিন্দা করিয়াছে [৫১] যা
হাতে তাহারা তোমার অভিষিক্তের পদচিহ্ন নি
ন্দা করিয়াছে সকল বড় লোকেতে কৃত সে অপ
মান আমি আপন বক্ষঃস্থলে বহিতেছি। [৫২]
যিহুহ সদাকাল ধন্য হউন। আমিন ও আমিন।

৯০ গীত।

ঈশ্বরের মানুষ মোশহের এক প্রার্থনা।

[১] হে পরমেশ্বর সর্ব্বপুরুষানুক্রমে তুমি
আমারদের নিবাস হইল। [২] পর্ব্বতগণের জ
ন্মের পূর্ব্বে ও তোমার পৃথিবী ও সংসারনির্ম্মাণ
করণের পূর্ব্বে আদ্যাবধি শেষপর্য্যন্ত তুমিই প্রভু।
[৩] তুমি মনুষ্যজাতির পরিণাম করিয়া তাহার
বিনাশ করিতেছ পরে কহিতেছ হে মানুষেরদের
সন্তানেরা ফির। [৪] যেহেতুক তোমার দৃষ্টি
তে সহস্র বৎসরই গত কল্যের মত ও যেমন রা
ত্রির এক প্রহর তেমন। [৫] তুমি তাহারদিগ
কে ভাসাইয়া ফেলিতেছ তাহারা নিদ্রার মত
হয়। [৬] তাহারা প্রাতের তৃণের মত তাজা হয়
প্রাতঃকালে তাজা হইয়া বাড়ে সন্ধ্যাকালে তাহা
কাটা যায় ও শুষ্ক হইয়া যায়। [৭] যেহেতুক তো
মার ক্রোধেতে আমরা নষ্ট হই ও তোমার কো
পে গহ ত্রস্ত হই। [৮] তুমি আমারদের অধ
র্ম্ম আপন গোচরে রাখিয়াছ ও আমারদের গুপ্ত
পাপ তোমার চক্ষুর গোচরে। [৯] যেহেতুক
আমারদের সর্ব্ব দিন তোমার ক্রোধে বহিয়া যা
ইতেছে আমারদের বৎসর কাহিনির মত ব্যয়িত
হয়। [১০] আমারদের পরমায়ুঃ সত্তর বৎসর
যদি বলেতে কদাচিৎ আশী বৎসর হয় তথাপি
তাহার শেষাবস্থা দুঃখ ও দুর্ব্বলতা যেহেতুক তা
হা শীঘ্র কাটা গেলে আমরা উড়িয়া যাই।
[১১] তোমার ক্রোধের শক্তি কে জানে যেমন
তোমার ভয় তেমন তোমার ক্রোধ। [১২]
আমারদের দিনের গণনাকরণজ্ঞান আমারদিগ
কে দেও যে আমরা আপনারদের অন্তঃকরণকে
জ্ঞানেতে উদ্যুক্ত করি। [১৩] হে যিহুহ তুমি
ফির কতকাল আপনার দাসেরদের বিষয়ে পরা
মনন কর। [১৪] তুমি প্রত্যূষে আপন কৃপাতে
আমারদিগকে পরিতৃপ্ত কর যে আমরা আপনার
দের সকল পরমায়ুতে উল্লসিত হই ও আনন্দ
করি। [১৫] তুমি যত দিন দুঃখ দিয়াছ তত দিন
আমারদিগকে হৃষ্ট কর এবং আমরা যত ক্লেশ
যুক্ত বৎসর দেখিয়াছি তত কাল সুখ দেও।
[১৬] তুমি আপন ক্রিয়া আপন সেবকেরদিগকে
দেখাও ও তোমার মাহাত্ম্য তাহারদের সন্তা
নেরদিগকে দেখাও। [১৭] আমারদের ঈশ্বর

য়িহুহের সন্তোষ আমারদের প্রতি হউক আমার
দের হাতের কার্য্য আমারদের জন্যে স্থির কর আ
মারদের হাতের কার্য্যেই স্থির কর।

৯১ গীত।

[১] সর্ব্বাধ্যক্ষের গুপ্তস্থাননিবাসি জন সর্ব্ব
শক্তিমানের ছায়ায় বসতি করিবে। [২] আমি
য়িহুহকে কহিব যে তুমি আমার আশ্রয় ও আ
মার গড় ও আমার ঈশ্বর আমি তাঁহাতে ভরসা
করিব। [৩] অবশ্য তিনি শিকারির ফাঁদহইতে
এবং নাশক মড়কহইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন।
[৪] তিনি আপন পাখার ছায়ায় তোমাকে রা
খিবেন এবং তোমার ভরসা তাঁহার পক্ষের নী
চে হইবে তাঁহার সত্যতাই তোমার ঢালাদি হই
বে। [৫] রাত্রির ভয়েতে কিম্বা দিনে উড্ডীয়মান
বাণেতে [৬] কিম্বা অন্ধকারগামি মড়কেতে কিম্বা
মধ্যাহ্নে ক্ষয়কারি নাশকেতে তুমি ভীত হইবা
না। [৭] তোমার পার্শ্বে সহস্র লোক পড়িবে ও
অযুত লোক তোমার দক্ষিণে পড়িবে কিন্তু তাহা
তোমার নিকটে আসিবে না। [৮] তুমি কেবল
আপন চক্ষুতে দৃষ্টি করিবা ও দুষ্ট লোকেরদের
প্রতিফল দেখিবা। [৯] তুমি আমার ভরসা
পাত্র য়িহুহ সর্ব্বাধ্যক্ষকে আপন নিবাসস্থান
করিয়াছ। [১০] অতএব কোন আপদ্ তোমার
উপর পড়িবে না এবং মড়ক তোমার বসতির
নিকটে আসিবে না। [১১] যেহেতুক তোমার
সকল গমনাগমনেতে তোমাকে রক্ষা করিতে
তিনি আপনার দূতেরদিগকে তোমার বিষয়ে আ
জ্ঞা দিবেন। [১২] তাহারা হাতে করিয়া তোমা
কে বহিবে যে তোমার পা প্রস্তরে না লাগে।
[১৩] সিংহ ও কেউটিয়া সর্পের উপর তুমি পা
দিবা ক্ষুদ্র সিংহ ও নাগকে তুমি দলিয়া ফেলিবা।
[১৪] তিনি আমার প্রতি মনোযুক্ত আছেন সে
হেতুক তাহাকে আমি পরিত্রাণ করিব আমি
তাহাকে ঊর্দ্ধে বসাইব যেহেতুক সে আমার
নাম জানে। [১৫] সে আমার নিকটে নিবেদন
করিবে ও আমি তাহার কথা শুনিব আমি দুঃখে
তাহার সঙ্গী হইব আমি তাহাকে উদ্ধার করিব
ও সম্ভ্রান্ত করিব। [১৬] দীর্ঘায়ুতে আমি তাহা
কে পরিতুষ্ট করিব এবং আমাকর্ত্তৃক ত্রাণ তাহা
কে দেখাইব।

৯২ গীত।

শাবত দিনের নিমিত্তে গাইবার এক গীত এই।
[১] য়িহুহের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা
ভাল এবং হে সের্ব্বাধ্যক্ষ তোমার নামে গান ক
রা উত্তম। [২] দশতার যন্ত্র ও নেবেলবাদ্যেতে
ও গম্ভীর শব্দকারি বীণায় [৩] প্রাতে তোমার
দয়া ও রাত্রিতে তোমার বিশ্বাস্যতা প্রকাশকরণ
ভাল। [৪] যেহেতুক হে য়িহুহ তুমি আপন
ক্রিয়াতে আমাকে হৃষ্ট করিয়াছ তোমার হস্তের
কর্ম্মে আমি উল্লসিত হইব। [৫] হে য়িহুহ তো
মার ক্রিয়া কিবা বড় তোমার মানস অতিগভীর।
[৬] মুর্খ মানুষ ইহা জানে না ও অজ্ঞান ইহা
বুঝে না। [৭] দুরাচারেরদের তৃণের মত বাড়ন
এবং সকল দুষ্কর্ম্মকারকেরদের বর্দ্ধিষ্ণুহওন তা
হারদের সর্ব্বতোভাবে উৎপাটনের কারণ। [৮]
কিন্তু হে য়িহুহ তুমি সদাকাল অতিবড়। [৯]
যেহেতুক হে য়িহুহ দেখ তোমার শত্রুরা বিনষ্ট
হইবে দেখ তোমার শত্রুরা বিনষ্ট হইবে সকল
কুক্রিয়াকর্ত্তারা ছিন্নভিন্ন হইবে। [১০] কিন্তু আ
মার শৃঙ্গ গণ্ডারের খড্গের মত তুমি উঠাইবা
আমি সদ্যঃ তৈলেতে লিপ্ত হইব। [১১] এবং
আমার চক্ষু আমার শত্রুরদের উপরে দৃষ্টি করি
বে ও যাহারা আমার বিপরীতে উঠে সে দুরাচা
রেরদের বিনাশের কথা আমার কর্ণ শুনিবে।
[১২] ধার্ম্মিকেরা তালবৃক্ষের মত বাড়িবে তাহা
রা লিবানোনের আরেজ বৃক্ষের ন্যায় বাড়িবে।
[১৩] যাহারা য়িহুহের গৃহে রোপিত হয় তাহা
রা আমারদের ঈশ্বরের উঠানে বাড়িবে। [১৪]
য়িহুহ ঋজু ইহা প্রকাশ করিবার কারণ তাহারা
বার্দ্ধক্যাবস্থায় ফলবান হইবে তাহারা সতেজ ও
সবুজ হইবে তিনিই আমার পর্ব্বত তাঁহার অধর্ম্ম
নাই।

৯৩ গীত।

[১] য়িহুহ কর্ত্তৃত্ব করেন তিনি মহত্ত্বাবৃত আ
ছেন। য়িহুহ স্ববেষ্টিত পরাক্রমেতে আবৃত হই
য়াছেন তিনি পৃথিবীকেও এমত স্থির করিয়াছেন
যে তাহা লাড়া যাইতে পারে না। [২] তো
মার সিংহাসন পূর্ব্বাবধি স্থির আছে তুমি অনা
দিকালাবধি আছ। [৩] হে য়িহুহ বন্যা উঠি
য়াছে বন্যা আপনারদের শব্দ উঠাইয়াছে বন্যা
বড়ই ঢেউ করিয়াছে। [৪] অনেক জলের শব্দ
ও সমুদ্রের মহাঝড়হইতে বলবান য়িহুহ সর্ব্বা
ধ্যক্ষ। [৫] তোমার সাক্ষ্য কথা অতিসত্য হে
য়িহুহ তোমার গৃহে ধর্ম্ম সদাসর্ব্বক্ষণে শোভা
পায়।

৯৪ গীত।

[১] হে য়িহুহ প্রভু প্রতিফলদানাধিকারি হে
প্রভু প্রতিফলদানাধিকারি প্রসন্ন হও। [২] হে
পৃথিবীর বিচারকর্ত্তা উঠ অহঙ্কারি লোকেরদিগ
কে প্রতিফল দেও। [৩] হে য়িহুহ দুরাচার
লোকেরা কতকাল থাকিবে দুষ্টেরা কতকাল দম্ভ
করিবে। [৪] তাহারা কি কঠিন কথা উচ্চারণ
করিবে ও কহিবে কুকর্ত্তারা সকলে আপনারদের
বিষয়ে দর্প কথা কহে। [৫] হে য়িহুহ তাহা

রা তোমার লোকেরদিগকে ভাঙ্গিয়া ফেলে ও
তোমার অধিকারকে দুঃখ দেয়। [৬] তাহারা
বিধবা ও বিদেশিরদিগকে হত্যা করে ও পিতৃহী
নেরদিগকে বধ করে। [৭] কিন্তু তাহারা বলে
য়িহুহ দেখেন না য়অ্যাকুবের ঈশ্বর বুঝেন না।
[৮] হে লোকেরদের মধ্যে মূর্খেরা তোমরা বুঝ
হে অজ্ঞানেরা তোমরা কখন জ্ঞানবান হইবা!
[৯] যিনি কর্ণ রুপিলেন তিনি কি শুনেন না যি
নি চক্ষুঃ সৃষ্টি করিলেন তিনি কি দেখেন না।
[১০] যিনি অন্যদেশীয়েরদের শাসক তিনি কি
শাস্তি দিবেন না যিনি মানুষেরদের শিক্ষক তি
নি কি জানেন না। [১১] য়িহুহ জানেন যে মা
নুষের মানস কিছু নয়। [১২] হে য়িহুহ দুরাচা
রেরদিগকে ধরণের জন্যে খাত খোদা যাওনপ
র্য্যন্ত [১৩] যে জনকে দুঃখের দিনে সুখ দেওনের
নিমিত্তে তুমি শাস্তি দিতেছ ও আপনার শাস্ত্রজ্ঞান
দিতেছ সেই জন ধন্য। [১৪] যেহেতুক য়িহুহ
নিজ লোকেরদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না ও আ
পনার অধিকার ত্যাগ করিবেন না। [১৫] কিন্তু
দণ্ডদেওয়া ধর্ম্মের প্রতি ফিরিবে ও সকল সরলা
ন্তঃকরণেরা তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইবে। [১৬]
আমার পক্ষে হিংসুকেরদের বিপরীতে কে উঠি
বে আমার সহিত অধর্ম্মাচারিরদের বিপরীতে
কে দাঁড়াইবে। [১৭] য়িহুহ যদি আমার উপ
কারী না হইতেন তবে আমার প্রাণ প্রায় চুপ
করিয়া বাস করিত। [১৮] আমার পা পিছলি
য়া পড়ে আমি এ কথা কহিবামাত্রে হে য়িহুহ
তোমার দয়া আমাকে রক্ষা করিল। [১৯]
যখন আমার অন্তরে অনেক ভাবনা হয় তখন
তোমাকর্ত্তৃক সান্ত্বনা আমার মনকে হৃষ্ট করে।
[২০] ব্যবস্থাপূর্ব্বক দোষ নির্দ্দিষ্টকারি অধর্ম্মরূপ
সিংহাসন কি তোমার সহিত সম্প্রীতি করিবে।
[২১] তাহারা ধার্ম্মিকের প্রাণের উপর দৌড়ে
ও নির্দ্দোষিকে দোষী করে। [২২] য়িহুহ আ
মার রক্ষক আমার ঈশ্বর আমার আশ্রয়রূপ পর্ব্ব
তই আছেন। [২৩] তাহারদের অধর্ম্মাচরণের
ফল তিনি তাহারদের উপর দিবেন তিনি তাহার
দের পাপে তাহারদিগকে ছেদন করিবেন য়ি
হুহ আমারদের ঈশ্বর তাহারদিগকে কাটিয়া
ফেলিবেন।

৯৫ গীত।

[১] আইস আমরা য়িহুহের উদ্দেশে গীত
গাই আমরা আপনারদের ত্রাণরূপ পর্ব্বতকে
উদ্দেশ করিয়া হৃষ্ট হই। [২] আমরা ধন্যবাদ
করিতে২ তাঁহার সাক্ষাৎ যাই [৩] আমরা গীত
গাইতে২ তাঁহার নিকটে আনন্দধ্বনি করি। [৪]
যেহেতুক য়িহুহ মহাপ্রভু ও সকল কর্ত্তারদের
উপর মহারাজ। [৫] পৃথিবীর সকল গুপ্ত স্থান
তাঁহার হস্তস্থ এবং পর্ব্বতের শৃঙ্গও তাঁহার।
[৬] সমুদ্র তাঁহার তিনি তাহার সৃষ্টি করিলেন
তাঁহার হাত শুষ্ক ভূমি নির্ম্মাণ করিল। আইস
আমরা ভজনা করি ও প্রণাম করি ও য়িহুহ আ
মারদের সৃষ্টিকর্ত্তার সাক্ষাৎ হাঁটু গাড়ি। [৭]
যেহেতুক তিনি আমারদের ঈশ্বর এবং আমরা
তাঁহার হস্তকৃত লোক ও তাঁহার মাঠের মেষ।
[৮] অদ্য যদি তাঁহার কথা শুনিতে চাহ তবে
তোমারদের পিতৃরা যে সময়ে আমার পরীক্ষা
লইল [৯] ও আমার বিচার করিল ও আমার
ক্রিয়া দেখিল সে সময়ে অরণ্যস্থ মিরিবাহের ও
মসাহের দিনে যেমন তাহারা করিল তেমন আ
পনারদের অন্তঃকরণ কঠিন করিও না। [১০]
চল্লিশ বৎসর আমি এ পুরুষসমূহকে সহিলাম ও
বলিলাম ইহারাই অন্তঃকরণে নিত্য ভ্রামক আ
মার পথানভিজ্ঞ লোক। [১১] অতএব আমি
ক্রুদ্ধ হইয়া তাহারদের প্রতি এ দিব্য করিলাম যে
তাহারা আমার বিশ্রাম স্থানে প্রবেশ করিবে
না।

৯৬ গীত।

[১] য়িহুহের উদ্দেশে নূতন গীত গাও হে
সমস্ত জগন্নিবাসিরা য়িহুহের উদ্দেশে গীত গাও।
[২] য়িহুহের উদ্দেশে গান কর তাঁহার নামের
ধন্যবাদ কর দিনে২ তাঁহার ত্রাণ প্রকাশ কর।
[৩] অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে তাঁহার মাহাত্ম্য
কহ তাঁহার আশ্চর্য্য ক্রিয়াও সকল লোকেরদিগ
কে কহ। [৪] যেহেতুক য়িহুহ মহান ও অতি
স্তব্য তিনি সকল দেবেরদেরহইতে ভেতব্য [৫]
লোকেরদের সকল দেবতা শূন্যতামাত্র কিন্তু য়ি
হুহ স্বর্গ নির্ম্মাণ করিলেন [৬] মর্য্যাদা ও সম্ভ্রম
তাঁহার গোচরে বল ও সৌন্দর্য্য তাঁহার ধর্ম্মস্থানে
থাকে। [৭] হে লৌকিক বংশেরা য়িহুহকে মা
হাত্ম্যময় ও বলময় জ্ঞান করিয়া মান। [৮] য়ি
হুহের নামের মাহাত্ম্যের প্রশংসা তাঁহার প্রতি
নিবেদন কর। [৯] নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার
উঠানে প্রবেশ কর ধর্ম্মের সৌন্দর্য্যেতে য়িহুহের
নিকটে প্রণাম কর হে সমস্ত পৃথিবীস্থেরা তাঁহার
সাক্ষাৎ ভয় কর। [১০] য়িহুহ রাজত্ব করেন
এই কথা সকল দেশীয়েরদের মধ্যে কহ। তিনি
জগৎ এমত স্থির করিয়াছেন যে তাহা নড়ে না
তিনি লোকেরদের প্রকৃত বিচার করিবেন। [১১]
য়িহুহের সম্মুখে স্বর্গ আনন্দ করুক পৃথিবী হৃষ্টা
হউক। [১২] সমুদ্র এবং তন্মধ্যস্থ সকল গর্জ্জুক
ক্ষেত্র ও তাহার মধ্যে যে সকল তাহারা আহ্লা
দিত হউক। তখন বনের সকল বৃক্ষ পুলকিত
হইবে যেহেতক তিনি আসিতেছেন। [১৩] পৃথি

বীর বিচারকরণের নিমিত্তে তিনি আসিতেছেন তিনি ধর্ম্মেতে সংসারের বিচার করিবেন ও লোকেরদের বিচার আপন সত্যতাতে করিবেন।

৯৭ গীত।

[১] য়িহুহ কর্ত্তৃত্ব করেন পৃথিবী আনন্দিতা হউক উপদ্বীপ সকল উল্লসিত হউক। [২] তাহার চতুর্দ্দিকে মেঘ ও অন্ধকার তাঁহার সিংহাসনের স্থানই ধর্ম্ম ও দণ্ডনীতি। [৩] অগ্নি তাঁহার অগ্রগামী হইয়াছে ও তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ শত্রুর দিগকে খাইয়া ফেলে। [৪] তাঁহার বিদ্যুৎ জগৎকে দীপ্তিময় করিল পৃথিবী তাহা দেখিয়া কাঁপিল। [৫] য়িহুহের বিদ্যমানে পর্ব্বতসকল মোমের মত গলিয়া গেল সমস্ত পৃথিবী পরমেশ্বরের বিদ্যমানেই গলিয়া গেল। [৬] স্বর্গেরা তাঁহার ধর্ম্মের প্রকাশ করে ও সমস্ত লোক তাঁহার মাহাত্ম্য দেখে। [৭] শূন্যতায় দর্পিত খোদা প্রতিমাপূজক লোকেরা লজ্জিত হবে হে সকল কর্ত্তারা তাঁহার কাছে প্রণাম কর। [৮] হে য়িহুহ সীওন শুনিয়া তোমার দণ্ডনীতিতে হৃষ্ট ছিল ও য়িহুদাহের কন্যা উল্লসিতা ছিল। [৯] যেহেতুক হে য়িহুহ তুমি সকল পৃথিবীর অধ্যক্ষ সকল দেবতারদেরহইতে তুমি অতিবড়। [১০] হে য়িহুহপ্রেমকারিরা তোমরা কুক্রিয়া ঘৃণা কর তিনি আপন পুণ্যবানেরদের প্রাণ রক্ষা করেন তিনি তাহারদিগকে দুষ্টেরদের হাতহইতে নিস্তার করেন। [১১] ধার্ম্মিকেরদের কারণ আলো ও সরলান্তঃকরণেরদের কারণ আহ্লাদ বুনা গিয়াছে। [১২] হে ধার্ম্মিক লোকেরা য়িহুহেতে আনন্দ কর ও তাঁহার ধর্ম্মস্মরণেতে ধন্যবাদ কর।

৯৮ গীত।

এক গীত এই।

[১] য়িহুহের উদ্দেশে নূতন এক গীত গাও যেহেতুক তিনি আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিয়াছেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ও ধর্ম্মরূপ ভুজ ত্রাণসিদ্ধি করিয়াছে। [২] য়িহুহ আত্মকর্ত্তৃক ত্রাণ জানাইয়াছেন তিনি অন্যদেশীয় লোকেরদের দৃষ্টিতে নিজ ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন। [৩] য়িশরাএলের বংশের প্রতি তাঁহার যে দয়া ও সত্যতা তাহা তিনি স্মরণ করিয়াছেন পৃথিবীর সকল সীমা আমারদের ঈশ্বরকর্ত্তৃক ত্রাণ দেখিয়াছে। [৪] হে সকল পৃথিবীস্থেরা তোমরা য়িহুহে আনন্দ কর উচ্চৈঃস্বর কর স্তব কর ও গীত গাও [৫] বীণা লইয়া য়িহুহের নিকটে গীত গাও বীণা বাজাইয়া ও গান করিয়া [৬] ও ভেরী ও তুরী বাজাইয়া য়িহুহ রাজার বিদ্যমানে আনন্দিত হও। [৭] য়িহুহের সম্মুখে সমুদ্র ও তচ্চরেরা শব্দ করুক সংসার ও তন্নিবাসিরা শব্দ করুক। [৮] জলাশয়েরা করতালি দিউক পর্ব্বতেরা এককালে উল্লসিত হউক। [৯] যেহেতুক তিনি পৃথিবীর বিচার করিতে আসিতেছেন তিনি ধর্ম্মেতে জগতের বিচার করিবেন ও প্রকৃত মত লোকেরদের বিচার করিবেন।

৯৯ গীত।

[১] য়িহুহ রাজত্ব করেন লোকেরা কাঁপুক তিনি কিরূবেরদের মধ্যস্থানে বসেন পৃথিবী চালিতা হউক। [২] সীওনের মধ্যে বড় য়িহুহ ও তিনি সকল লোকেরদেরহইতে বড়। [৩] তাহারা তোমার বড় ও ভেতব্য নামের স্তুতি করিবে যেহেতুক তাহাই ধর্ম্ম। [৪] রাজার বল বিচারানুরক্ত আছে তুমি যাথার্থ্য স্থির করিয়াছ তুমি য়আকুবে দণ্ডনীতি ও ধর্ম্মাচরণ করিয়াছ। [৫] য়িহুহ আমারদের ঈশ্বরকে বড় করিয়া মান তাঁহার পাদপীঠের কাছে প্রণাম কর তিনিই ধর্ম্ম। [৬] তাঁহার যাজকেরদের মধ্যে মোশহ্ ও আহরোণ যাহারা তাঁহার নামে নিবেদন করে তাহারদের মধ্যে শিমূএল ইহারা য়িহুহের প্রতি নিবেদন করিল ও তিনি তাহারদের কথা শুনিলেন। [৭] তিনি মেঘস্তম্ভে থাকিয়া তাহারদের সহিত কথা কহিলেন তাঁহার সাক্ষ্য ও যে ব্যবস্থা তিনি তাহারদিগকে দিয়াছিলেন তাহা তাহারা পালন করিল। [৮] হে য়িহুহ আমারদের ঈশ্বর তুমি তাহারদের কথা শুনিয়াছ তুমি তাহারদের প্রতি ক্ষমাবান ও তাহারদের কল্পনার দণ্ডকারী ছিলা। [৯] য়িহুহ আমারদের ঈশ্বরকে বড় করিয়া মান তোমরা তাঁহার ধর্ম্ম পর্ব্বতের কাছে ভজনা কর যেহেতুক য়িহুহ আমারদের ঈশ্বরই ধর্ম্মস্বরূপ।

১০০ গীত।

স্তবার্থে এক গীত এই।

[১] হে সকল পৃথিবীস্থেরা য়িহুহের নিকটে আনন্দিত হও। [২] হৃষ্ট মনে য়িহুহের সেবা কর উল্লসিত হইয়া তাঁহার সাক্ষাৎ আইস। [৩] জান যে য়িহুহই ঈশ্বর তিনি আমারদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও আমরা স্বতঃসৃষ্ট নই আমরা তাঁহার লোক ও তাঁহার মাঠের মেষ। [৪] কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে২ তাঁহার দ্বারে প্রবেশ কর ও স্তুতি করিতে২ তাঁহার উঠানে প্রবেশ কর তাঁহার উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর ও তাঁহার নামের ধন্যবাদ কর। [৫] যেহেতুক য়িহুহ দাতা তাঁহার দয়া নিত্যা ও তাঁহার সত্যতা সর্ব্বপুরুষানুক্রমে।

১০১ গীত।

দাউদের এক গীত এই।

[১] আমি দয়া ও দণ্ডনীতির বিষয়ে গান করিব হে য়িহুহ তোমার নিকটে গান করিব। [২]

আমি বিবেচনা করিয়া সরল পথে চলিব আমার
কাছে তুমি কখন আসিবা আমি আপন গৃহেতে
সরলান্তঃকরণে আচার করিব। [৩] কোন কুস
স্থান আমি আপন দৃষ্টিতে রাখিব না আমি প্র
তারণা ঘৃণা করি তাহা আমার সহিত থাকিবে
না। [৪] দুষ্ট অন্তঃকরণ আমাহইতে দূর যাই
বেক আমি কদাচার লোককে জানিব না। [৫]
যে জন গুপ্তে আপনার বন্ধুর দুর্নাম করে তাহা
কে আমি মারিয়া ফেলিব যাহার অহঙ্কারপূ
র্ব্বক দৃষ্টি ও গর্ব্বিত অন্তঃকরণ সে জনকে আমি
সহিব না। [৬] দেশের বিশ্বস্ত লোকেরদের
উপর আমার দৃষ্টি থাকিবে আমি তাহারদিগ
কে আপনার সহিত বসিতে দিব। যে জন সরল
পথে চলে তাহাকে আমার কার্য্যে আমি নিযুক্ত
করিব। [৭] যে জন কপট করে সে আমার
গৃহে থাকিবে না মিথ্যাবাদিকে আমার সাক্ষাৎ
থাকিতে দিব না। [৮] সকল কুকর্ম্মকর্ত্তারদিগ
কে য়িহুহের নগরহইতে বিনাশ করিবার নিমি
ত্তে আমি দেশের সকল দুষ্ট লোকেরদিগকে
শীঘ্র উচ্ছেদন করিব।

১০২ গীত।

দুর্দ্দশাকালে দুঃখি লোকের দুঃখাপন্নাবিত
হইয়া য়িহুহের নিকটে কামনা করণকালে তাহা
রি প্রার্থনা এই।

[১] হে য়িহুহ আমার প্রার্থনা শুন আমার
নিবেদন তোমার কাছে পঁহুছুক। [২] আমার
দুঃখের দিনে তুমি আপন মুখ আমাহইতে গুপ্ত
রাখিও না আমার কথা শুন যে দিনে আমি নি
বেদন করি সে দিনে শীঘ্র করিয়া আমার কথা
তে অবধান কর। [৩] যেহেতুক আমার দিন
ধূমের মত বহিয়া গেল এবং আমার অস্থি চুলার
মত পুড়িয়া গেল। [৪] আমার অন্তঃকরণ তৃ
ণের মত ম্লান হইয়াছে আমার হৃদয়ও শুষ্ক হ
ইয়াছে সেহেতুক আহার করিতে বিস্মৃত হইয়া
ছি। [৫] আমার কোঁকানশব্দেতে আমার অস্থি
চর্ম্মে লাগিয়া থাকে। [৬] আমি অরণ্যস্থ পা
নিভেলা পক্ষির মত ও নিরালয় স্থানস্থ ভূতম পেঁ
চার ন্যায় হইয়াছি। [৭] আমি জাগৃত থাকি
লাম আমি ছাতের উপরিস্থ চটকের ন্যায় হইয়া
ছি। [৮] আমার শত্রু সমস্ত দিন আমাকে নি
ন্দা করিতেছে যাহারা আমার হিংসার্থে মত্ত তা
হারা আমার বিপরীতে শপথ করিয়াছে। [৯]
যেমন রুটি খায় তেমন আমি তোমার চণ্ডতা ও
ক্রোধপ্রযুক্ত ছাই খাইয়াছি। [১০] ও আমার
পানীয়ের সহিত ক্রন্দন মিশাইয়াছি যেহেতুক
তুমি আমাকে তুলিয়াছ ও নীচে ফেলিয়াছ।
[১১] আমার দিন ছায়ার মত বহিয়া যায় আমি
তৃণের মত শুকিয়া যাইতেছি। [১২] কিন্তু হে
য়িহুহ তুমি নিত্যস্থায়ী তোমাবিষয়ক স্মরণ পু
রুষপুরুষানুক্রমে থাকে। [১৩] তুমি উঠিয়া সী
ওনের উপর দয়া করিবা যেহেতুক তাহার উপর
দয়া করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে নিরূপিত
কালই উপস্থিত হইয়াছে। [১৪] যেহেতুক
তোমার দাসেরা তাহার পাথর আদর করিতে
ছে ও তাহার ধূলার প্রতি অনুগ্রহ করিতেছে।
[১৫] ইহাতে অন্যদেশীয়েরা য়িহুহের নামে
ভয় করিবে এবং পৃথিবীর সকল রাজারা তো
মার মাহাত্ম্যে ভয় করিবে। [১৬] যেহেতুক
য়িহুহ সীওনকে গাঁথিবেন তিনি আপনার মাহা
ত্ম্যেতে প্রকাশিত হইবেন। [১৭] তিনি অনা
থেরদের প্রার্থনা শুনিবেন ও তাহারদের নিবে
দন তুচ্ছ করিবেন না। [১৮] ভবিষ্যল্লোকের
দের কারণ ইহা লিখিত হইবে ও যাহারদের সৃষ্টি
হইবে তাহারা য়িহুহের স্তব করিবে। [১৯] যে
হেতুক বন্দিরদের কোঁকানশ্রবণের নিমিত্তে ও
বধ্যেরদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্তে। [২০] এবং
য়িহুহের সেবাকরণের কারণ লোকেরদের ও
অন্যদেশীয়েরদের একত্রহওনের সময়ে [২১] সী
ওনে য়িহুহের নাম ও য়িরুশালমে তাঁহার স্তুতি
প্রকাশ করিতে [২২] য়িহুহ স্বর্গে থাকিয়া দৃষ্টি
করিলেন তিনি আপনার ধর্ম্ম স্থানের উচ্চতাতে
থাকিয়া দৃষ্টি করিলেন। [২৩] তুমি পথে আ
মার বল ন্যূন করিয়াছ ও আমার দিন খাটো
করিয়াছ। [২৪] আমি কহিয়াছি হে আমার
ঈশ্বর আয়ুর মধ্যে আমার শেষ করিও না তো
মার বৎসর সর্ব্বপুরুষানুক্রমে থাকে। [২৫]
তুমি পূর্ব্বে পৃথিবী স্থাপন করিয়াছ এবং স্বর্গ
তোমার হস্তকৃত। [২৬] তাহারদের ক্ষয় হইবে
কিন্তু তুমি থাকিবা তাহারা বস্ত্রের ন্যায় জীর্ণ
হইয়া যাবে ও বস্ত্রের ন্যায় তুমি তাহারদের বি
কার করিবা ও তাহারা বিকৃত হইবে। [২৭]
কিন্তু তুমি অবিকার্য্য ও তোমার বৎসরের শেষ
হইবে না। [২৮] তোমার দাসের সন্তানেরা স্থি
তি করিবে তাহারদের সন্তানেরা তোমার গোচ
রে স্থির হইবে।

১০৩ গীত।

[১] হে আমার মন য়িহুহের প্রতি ধন্যবাদ
কর এবং হে আমার অন্তরস্থ সকল তাঁহার পবি
ত্র নামের স্তুতি কর। [২] হে আমার মন তো
মার সকল পাপমোচনকারি তোমার সকল রো
গদূরকারি [৩] তোমার প্রাণকে বিনাশহইতে
মুক্তকারি তোমাকে স্নেহ ও কৃপারূপ মুকুটে
ভূষিতকারি। [৪] তোমার যুবাকাল উৎক্রোশ
পক্ষির মত পুনর্ব্বার নূতন হওনার্থে উত্তম বস্ত

তে তোমার মুখ তৃপ্তকারি [৫] য়িহুহের প্রতি ধন্য
বাদ কর তিনি যে সকল মঙ্গল করিয়াছেন তাহা
ও বিস্মৃত হইও না। [৬] সকল উপদ্রুত লোকের
দের জন্যে য়িহুহ ন্যায় ও বিচার নিষ্পন্ন করি
তেছেন। [৭] তিনি মোশহ্‌কে আপনার পথ
ও য়িশ্‌রাএলের সন্তানেরদিগকে আপন ক্রিয়া
জানাইলেন। [৮] য়িহুহ দয়ালু ও অনুগ্রাহক
ক্রোধ করিতে ধীর ও বহুকৃপাবান। [৯] তি
নি সর্ব্বদা ভৎর্সনা করিবেন না তিনি সর্ব্বদা কোপ
করিবেন না। [১০] তিনি আমারদের পাপানু
যায়ি ফল আমারদিগকে দেন নাই এবং আমার
দের অধর্ম্মের প্রতিফল আমারদিগকে দেন নাই।
[১১] যেহেতুক যেমন স্বর্গ পৃথিবীহইতে উচ্চ
তেমন যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তাহারদের
প্রতি তাঁহার দয়া বড়। [১২] যেমন পশ্চিমহই
তে পূর্ব্ব দূর তেমন দূর তিনি আমারদের দোষ
আমারদিগহইতে করিয়াছেন। [১৩] যেমত
পিতা আপনার পুত্রকে দয়া করে তেমন যাহারা
য়িহুহকে ভয় করে তাহারদিগকে তিনি দয়া ক
রেন। [১৪] যেহেতুক আমারদের আকার তি
নি জানেন আমরা যে ধূলামাত্র ইহা তাঁহার
স্মরণে আছে। [১৫] মানুষের দিন তৃণমাত্র
সে ক্ষেত্রের ফুলের মত প্রফুল্ল। [১৬] তাহার
উপর বায়ু বহিলে তাহা থাকে না এবং তাহার
স্থান আর তাহাকে চিনিবে না। [১৭] কিন্তু
যাহারা য়িহুহকে ভয় করে তাহারদের প্রতি তাঁ
হার কৃপা সদা থাকে এবং তাঁহার ধর্ম্ম সন্তান
পরম্পরাপর্য্যন্ত থাকে। [১৮] অর্থাৎ যাহারা
তাঁহার নিয়ম পালন করে ও তাহা করিবার নি
মিত্তে তাঁহার আজ্ঞা মনে রাখে তাহারদের উপ
রে। [১৯] স্বর্গে য়িহুহ আপনার সিংহাসন প্র
স্তুত করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজ্য সকলের উপর
কর্ত্তৃত্ত্ব করে। [২০] হে তাঁহার কথা শুনিয়া
তাঁহার আজ্ঞাপালক অতিশক্তিমান দূত তোমরা
সকল য়িহুহের ধন্যবাদ কর। [২১] হে তাঁহার
সকল সৈন্য তাঁহার ইষ্টকর্ম্মকারি সেবকেরা তো
মরা য়িহুহের প্রতি ধন্যবাদ কর। [২২] হে তাঁ
হার রাজ্যের প্রতিস্থানীয় তাঁহার সকল সৃষ্ট বস্তু
তোমরা য়িহুহের প্রতি ধন্যবাদ কর হে আমার
মন য়িহুহের প্রতি ধন্যবাদ কর।

১০৪ গীত।

[১] হে আমার মন য়িহুহের প্রতি ধন্যবাদ
কর হে য়িহুহ আমার ঈশ্বর তোমার অতিমহত্ত্ব
আছে তুমি গৌরব ও সৌন্দর্য্যেতে আচ্ছাদিত
আছ। [২] যেমন বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত হয় তে
মন তুমি কিরণাচ্ছাদিত আছ তুমি চন্দ্রাতপের
মত স্বর্গ মেলিয়াছ। [৩] তিনি আপন অট্টালি
কার আড়কাট জলে বসান তিনি মেঘকে আ
পন রথ করেন ও বায়ুর পাখার উপরে গতি ক
রেন। [৪] তিনি আপনার দূতেরদিগকে আত্মা
করেন তাঁহার সেবকেরদিগকে অগ্নিশিক্ষা ক
রেন। [৫] তিনি পৃথিবীর মূল এমন স্থাপন
করিয়াছেন যে কোন কালে তাহা চালিত না
হয়। [৬] যেমন বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত হয় তে
মন তুমি তাহা গাম্ভীর্য্যেতে আচ্ছাদিত করিয়াছ
পর্ব্বতের উপরে জল থাকে। [৭] তাহা তোমার
ধম্‌কানে পলাইয়া যায় তোমার মেঘগর্জ্জনেতে
তাহা বেগে উড়িয়া যায়। [৮] তাহা পর্ব্বতের
উপর দিয়া যায় পরে মাঠে নামে যে স্থান তুমি
তাহার কারণ প্রস্তুত করিয়াছ সে স্থানে যায়।
[৯] তাহা পৃথিবী ঢাকিতে আর না ফিরিবার জ
ন্যে তুমি তাহার সীমা এমন করিয়াছ যে তাহা
লঙ্ঘন না করে। [১০] তিনি মাঠে উনই পাঠা
ইয়াছেন তাহা পর্ব্বতের মাঝে২ ভ্রমণ করিয়া
যায়। [১১] মাঠের সকল জন্তু তাঁহার নিকটে
আইসে ও বনগাধারা আপনারদের তৃষ্ণা ভা
ঙ্গে। [১২] শূন্যের পক্ষিরা তাঁহার নিকটে বা
সা করে ও ডালে থাকিয়া সুনাদ করে। [১৩]
তিনি আপন উপরিস্থ আবাসে থাকিয়া পর্ব্বতের
উপরে জল সেঁচেন তোমার কার্য্যের ফলেতে পৃ
থিবী পরিতুষ্টা আছে। [১৪] তিনি খাদ্যদ্রব্য
উৎপন্ন করিবার কারণ পশুরদের নিমিত্তে তৃণ ও
মনুষ্যেরদের প্রয়োজনের কারণ শাক [১৫] ও
মনুষ্যের হৃদয়তুষ্টিকারি দ্রাক্ষারস এবং তাহার
মুখ তেজস্কারি তৈল ও মনুষ্যের হৃদয় সবলকা
রক ভক্ষ্য পৃথিবীহইতে জন্মান। [১৬] য়িহুহের
বৃক্ষ অর্থাৎ তৎকর্ত্তৃক লিবানোনে রোপিত আ
রেজ বৃক্ষ রসেতে পূর্ণ আছে। [১৭] সেখানে
পক্ষিরা বাস করে বকেরদের বাসা বরোশ বৃক্ষে
আছে। [১৮] উচ্চ পর্ব্বতই বন্য ছাগলের আ
লয় ও পাষাণস্থল শাফানপশুর আশ্রয়। [১৯]
তিনি নিরূপিত কালের কারণ চন্দ্র সৃষ্টি করিয়া
ছেন এবং সূর্য্য আপন অস্তযাওনকাল জানে।
[২০] তুমি অন্ধকার করিলে রাত্রি হয় তাহাতে
সকল বন্য জন্তু বাহিরে যায়। [২১] যুবা সিং
হেরা গর্জ্জিতে২ শিকার করিয়া আপন২ আহার
প্রভুহইতে চাহে। [২২] সূর্য্য উঠিলে তাহারা
একত্র হইয়া আপন২ বাসায় শুইয়া থাকে।
[২৩] মানুষ সায়ংকালপর্য্যন্ত আপন কার্য্য ও
ব্যবসায় করিতে যায়। [২৪] হে ঈশ্বর তোমার
নানাবিধ ক্রিয়া কত তুমি জ্ঞানেতে সে সকল করি
য়াছ পৃথিবী তোমার ধনেতে পূর্ণা আছে।
[২৫] অগণনীয় উরগ এবং বড় ও ক্ষুদ্র জন্তুধারি
এই বড় ও প্রশস্ত সমুদ্রও সেমত। [২৬] সে

খানে জাহাজ যায় তুমি তাহাতে খেলিবার নি
মিত্তে যে লিবিয়াতান সৃষ্টি করিয়াছ সেও সেখা
নে। [২৭] এ সকলে তোমাতে ভরসা রাখে
যে তুমি উচিত কালে তাহারদের ভক্ষ্য দিবা।
[২৮] তুমি তাহারদিগকে যাহা দিতেছ তাহারা
তাহা সংগ্রহ করে তুমি আপন হস্ত খুলিলে তা
হারা উত্তম বস্তুতে পরিতুষ্ট হয়। [২৯] তুমি
আপন মুখ লুকাইলে তাহারদের দুঃখ হয়
তুমি তাহারদের শ্বাস অপহরণ করিলে তাহারা
মরে ও নিজ ধূলায় ফিরিয়া যায। [৩০] তুমি আ
পনার আত্মা পাঠাইলে তাহারা সৃষ্ট হয় ও ভূ
মির মুখ তুমি নূতন করিতেছ। [৩১] য়িহুহের
মাহাত্ম্য সদাকাল হইবে য়িহুহ আপন কর্ম্মে হৃষ্ট
হইবেন। [৩২] তিনি পৃথিবীতে দৃষ্টি করিলে
তাহা কাঁপে তিনি পর্ব্বতেরদিগকে স্পর্শ করিলে
তাহারা ধূমযুক্ত হয়। [৩৩] আমি যতকাল
বাঁচি ততকাল য়িহুহের উদ্দেশে গীত গাইব
যাবৎকাল আমার পরমায়ুঃ তাবৎকাল আমার
ঈশ্বরের উদ্দেশে আমি স্তব গাইব। [৩৪]
তদ্বিষয়ক আমার ধ্যান মিষ্ট হইবে আমি য়িহু
হে হৃষ্ট হইব। [৩৫] পৃথিবীহইতে পাপি লো
কেরদের বিনাশ হইবে দুষ্টেরা আর থাকিবে না
হে আমার মন ঈশ্বরের প্রতি ধন্যবাদ কর। হা
লিলুয়াহ্।

১০৫ গীত।

[১] য়িহুহের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর
তাঁহার ক্রিয়া প্রকাশ কর। [২] তাঁহার উদ্দে
শে গীত গাও তাঁহার উদ্দেশে স্তব গান কর তাঁ
হার সকল আশ্চর্য্য কহ। [৩] তাঁহার পবিত্র
নামে দর্পকথা কহ যাহারা য়িহুহের অন্বেষণ
করে তাহারদের হৃদয় সানন্দ হউক। [৪] য়িহু
হের ও তাঁহার বলের অন্বেষণ কর তাঁহার মুখ
নিত্য অন্বেষণ কর। [৫] হে তাঁহার সেবক অব্
রাহামের সন্তানেরা হে তাঁহার মনোনীত য়অা
কুবের সন্তানেরা। [৬] তাঁহাতে কৃত আশ্চর্য্য
ক্রিয়া ও তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়া ও তাঁহার মুখের
নীতি স্মরণ কর। [৭] তিনিই য়িহুহ আমার
দের ঈশ্বর সকল পৃথিবীতে তাঁহার নীতি আছে।
[৮] তিনি আপনার যে নিয়ম অর্থাৎ তিনি যে
কথা লোকেরদের সহস্র পুরুষপরম্পরাকে আ
জ্ঞা দিলেন। [৯] ও যাহা অবরাহামের সহিত
করিলেন সে নিয়ম ও যে শপথ তিনি য়িস্হাকের
সহিত করিলেন তাহা নিত্য স্মরণ করেন। [১০]
তাহারা যখন অল্প লোক অত্যল্পই এবং তা
হারাই তথাতে প্রবাসিমাত্র [১১] তখন কনআন
দেশ অর্থাৎ তোমার অধিকারের অংশ তোমাকে
দিব [১২] এই কথা কহিয়া তিনি ব্যবস্থার নিমিত্তে
তাহা য়অাকুবের সহিত স্থির করিলেন ও নিত্য
নিয়মের নিমিত্তে য়িশরাএলের সহিত স্থির করি
লেন। [১৩] যখন তাহারা দেশহইতে দেশান্তরে
এবং এক রাজ্য ছাড়িয়া অন্য লোকের কাছে ভ্র
মণ করিল [১৪] তখন তিনি কাহাকেও তাহার
দের উপদ্রব করিতে দিলেন না। [১৫] আমার
অভিষিক্তকে ছুইও না আমার আচার্য্যেরদিগ
কে হিংসা করিও না এ কথা কহিয়া তিনি বরং
তাহারদের নিমিত্তে রাজারদিগকেও ধমকাই
লেন। [১৬] দেশে আকাল হইবার জন্যে তি
নি তাহা ডাকিলেন ও খাদ্যরূপ অবলম্বন ভাঙ্গি
লেন। [১৭] তিনি তাহারদের অগ্রে এক জন
কে পাঠাইলেন অর্থাৎ দাস হইবার কারণ বি
ক্রীত যুসফকে। [১৮] তাহারা বেড়ি দিয়া
তাহার পায়ে দুঃখ দিল লোহা তাহার প্রাণে প্র
বিষ্ট হইল। [১৯] তাহার কথার আইসনকা
লপর্য্যন্ত য়িহুহের বাক্য তাহার পরীক্ষা লইল।
[২০] রাজা লোক পাঠাইয়া তাহাকে মুক্ত করিল
নৃপতি তাহাকে উদ্ধার করিল। [২১] আপন
অধ্যক্ষেরদিগকে তাহার ইচ্ছাক্রমে বাঁধিতে
ও আপন মন্ত্রিরদিগকে জ্ঞানদান করিতে [২২]
তিনি তাহাকে আপন গৃহকর্ত্তা ও আপন সকল
সম্পদের অধিপতি করিয়া নিযুক্ত করিলেন।
[২৩] য়িশরাএল মিসরে গেল য়অাকুব খামদে
শে প্রবাস করিল। [২৪] তিনি আপনার লোক
কে অতিফলবান করিলেন এবং তাহারদিগকে
তাহারদের শত্রুহইতে বলবত্তর করিলেন। [২৫]
তিনি আপন লোকেরদিগকে ঘৃণা করিতে ও আ
পনার দাসেরদের উপর কুজ্ঞানাচার করিতে তা
হারদের অন্তঃকরণ ফিরাইলেন। [২৬] তিনি
আপন সেবক মোশহ্কে ও আপন মনোনীত
আহরোণকে পাঠাইলেন। [২৭] তাহারা তা
হারদের মধ্যে তাঁহার চিহ্ন প্রকাশ করিল এবং
খামদেশে আশ্চর্য্য ক্রিয়া করিল। [২৮] তিনি
অন্ধকার পাঠাইয়া অন্ধতমঃ করিলেন। তাহা
তাঁহার কথার অননুবর্ত্তী হইল না। [২৯] তিনি
তাহারদের জলকে রক্ত করিলেন ও তাহারদের
মৎস্যেরদিগকে মারিলেন। [৩০] তাহারদের
দেশে তিনি বিস্তর ভেকোৎপন্ন করিলেন তাহার
দের রাজার অট্টালিকায়ও তাহারা থাকিল।
[৩১] তিনি কথা কহিলে কীটপতঙ্গেরা এবং উকু
নেরা তাহারদের সকল সীমায় আইল। [৩২]
তিনি তাহারদের বৃষ্টির স্থানে শীল এবং তা
হারদের দেশে অগ্নিশিখা বর্ষাইলেন। [৩৩]
তিনি তাহারদের দ্রাক্ষা ও ডুম্বুর গাছ মারিলেন
ও তাহারদের সীমাস্থ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।
[৩৪] তিনি কহিবামাত্র পঙ্গপাল ফড়িঙ্গ ও

অসংখ্য পোকা আইল। [৩৫] তাহারা তা
হারদের দেশের সকল তৃণ খাইল ও তাহার
দের ভূমির সকল ফল খাইয়া ফেলিল [৩৬]
তিনি তাহারদের স্বদেশীয় প্রথমজাত অর্থাৎ
তাহারদের সকল বলের উত্তমতাকে মারিলেন।
[৩৭] ও রূপাস্বর্ণবিশিষ্ট তাহারদিগকে বাহির
করিলেন তাহারদের গোষ্ঠীতে দুর্ব্বল এক জনও
ছিল না। [৩৮] তাহারদের প্রস্থান করণকালে
মিসর হৃষ্ট হইল যেহেতুক তাহারদের ভয় তা
হারদের উপরে পড়িল। [৩৯] তিনি আচ্ছা
দনের জন্যে তাহারদের উপরে মেঘ ছাওয়াই
লেন এবং আলোকরণের জন্যে রাত্রিতে অগ্নি
দিলেন। [৪০] তাহারা চাহিলে তিনি ভাটুই
পক্ষিরদিগকে আনিলেন এবং স্বর্গীয় ভক্ষ্যেতে
তাহারদিগকে তৃপ্ত করিলেন। [৪১] তিনি
শৈল ফাটাইলে জল বাহির হইল তাহা শুষ্ক
ভূমিতে নদীর মত বহিল। [৪২] যেহেতুক
তিনি আপন ধর্ম্মপ্রতিজ্ঞা এবং আপন সেবক অব্
রাহামকে স্মরণ করিলেন। [৪৩] এবং আপন
লোকেরদিগকে হৃষ্টচিত্ততাতে এবং আপন মনো
নীতেরদিগকে উল্লাসেতে বাহির করিলেন।
[৪৪] এবং তিনি প্রতিমাপূজকেরদের দেশ তা
হারদিগকে দিলেন তাহারা লোকেরদের পরিশ্র
মের ফলাধিকারপ্রাপ্ত হইল। [৪৫] যে তাহারা
তাঁহার ব্যবস্থা পালন করে ও তাঁহার আজ্ঞা মা
নে। হালিলুয়াহ্।

১০৬ গীত।

[১] য়িহুহের স্তব কর য়িহুহের উদ্দেশে কৃত
জ্ঞতাস্বীকার কর যেহেতুক তিনি শ্রেষ্ঠ এবং তাঁ
হার কৃপা সদাকাল থাকে। [২] য়িহুহের পরা
ক্রমজা ক্রিয়া কে কহিতে পারে তাঁহার সকল স্তব
কে প্রকাশ করিতে পারে। [৩] যাহারা বিচারের
কথা মানে তাহারা ও যে জন নিত্য ধর্ম্মক্রিয়া করে
সেও ধন্য। [৪] হে য়িহুহ তুমি আপনার লো
কেরদের উপর যে অনুগ্রহ করিতেছ তদনুসারে
আমাকে স্মরণ কর তোমার উদ্ধারকরণক আ
মার প্রতি দৃষ্টি কর। [৫] যে আমি তোমার মনো
নীতেরদের মঙ্গল দেখিতে পাই এবং তোমার
লোকেরদের আনন্দে আনন্দ করি এবং তোমার
অধিকারের সহিত হৃষ্ট হই। [৬] আমারদের
পিতৃগণসুদ্ধ আমরা পাপ করিয়াছি আমরা কুক্রি
য়া করিয়াছি আমরা অপকর্ম্ম করিয়াছি। [৭] মি
সরে আমারদের পিতৃলোকেরা তোমার আশ্চ
র্য্য ক্রিয়া বুঝিল না তাহারা তোমার কৃপাবাহু
ল্য মনে রাখিল না কিন্তু সমুদ্রের নিকটে অর্থাৎ
অরাবি সমুদ্রের নিকটে কোপ জন্মাইল। [৮]
কিন্তু আপনার নামহেতুক আপন মহাপরাক্রম
জানাইবার জন্যে তিনি তাহারদিগকে ত্রাণ করি
লেন। [৯] তিনি অরাবি সমুদ্রকে ধমকাইলেন
ও তাহা শুকিয়া গেল পরে যেমন বনে যায়
তেমন তিনি গভীর স্থান দিয়া তাহারদিগকে
চালাইলেন। [১০] তিনি তাহারদের বহির
ঙ্গের হাতহইতে তাহারদিগকে রক্ষা করিলেন ও
শত্রুর হাতহইতে তাহারদিগকে মুক্ত করিলেন।
[১১] তাহারদের শত্রুরদিগকে জলে ঢাকিল তা
হারদের এক জনও অবশিষ্ট রহিল না। [১২]
তখন তাহারা তাঁহার কথাতে প্রত্যয় করিল তা
হারা তাঁহার স্তবগান করিল। [১৩] তাহারা
তাঁহার ক্রিয়া শীঘ্র বিস্মরণ করিল তাঁহার পরা
মর্শ লইতে তাহারা প্রতীক্ষা করিল না। [১৪]
তাহারা বনে বড় লিপ্সা করিল ও কাননে প্রভুর
পরীক্ষা লইল [১৫] তাহারদের অভিলষিত
তিনি তাহারদিগকে দিলেন কিন্তু তাহারদের
মনেও রোগ দিলেন। [১৬] ছাউনিতে তাহা
রা মোশহ্‌কে ও য়িহুহের পবিত্র লোক আহরো
ণকেও দ্বেষ করিল। [১৭] পৃথিবী ফাটিয়া দা
তানকে গ্রাস করিল ও আবীরামের মণ্ডলীকে
ঢাকিল। [১৮] তাহারদের মণ্ডলীতে অগ্নি প্র
জ্বলিত হইল শিখা দুরাচারেরদিগকে খাইয়া
ফেলিল। [১৯] তাহারা খোরেবে এক বাছুর
নির্ম্মাণ করিল পরে সে ঢালা প্রতিমার নিকটে প্র
ণাম করিল। [২০] এমন তাহারা আপনারদের
গৌরব একটা তৃণখাদক গরুর আকারে পরি
বর্ত্তন করিল। [২১] মিসরে বড় কার্য্য ও খাম
দেশে আশ্চর্য্য ক্রিয়া ও অরাবি সমুদ্রে ভয়ঙ্কর
ক্রিয়া করিয়াছিলেন [২২] যে প্রভু তাহারদের
ত্রাণকর্ত্তা তাঁহাকে তাহারা বিস্মরণ করিল। [২৩]
অতএব আমি তাহারদিগকে নষ্ট করিব এই ক
থা কহিয়া তাঁহার সেবক মোশহ্ তাঁহার ক্রোধ
ফিরাইবার নিমিত্তে ভাঙ্গা বেড়ার মধ্যে তাঁহার
সম্মুখে না দাঁড়াইলে তিনি তাহা করিতেন।
[২৪] তাহারা সে ভাল দেশ হেলন করিল এবং
তাঁহার কথায় আস্থা করিল না। [২৫] বরং
আপন২ তাম্বুতে কচকচি করিল তাহারা য়িহু
হের কথায় অবধান করিল না। [২৬] অতএব তা
হারদিগকে কাননে বধ করিতে [২৭] এবং তাহা
রদের সন্তানেরদিগকে অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে
ফেলিয়া দিতে এবং দেশে২ তাহারদিগকে ছড়ি
য়া ফেলাইতে তিনি তাহারদের প্রতিকূলে হাত
বাড়াইলেন। [২৮] তাহারা বাআলফিওরের
সহিত যুক্ত ছিল ও মৃতেরদের বলি খাইল।
[২৯] তাহারা এমতে আপনারদের ক্রিয়াতে
তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিল সেহেতুক তাহারদের মধ্যে
মড়ক হইল। [৩০] তখন ফিনিখাস্ দাঁড়াইয়া

উচিত দণ্ড করিল তাহাতে মড়ক নিবৃত্ত হইল।
[৩১] তাহা পুরুষপুরুষানুক্রমে সদাসর্ব্বক্ষণে
ধর্ম্মের কারণ তাহার প্রতি গণ্য গেল। [৩২] তা
হারা মিরিবাহ্ জলের কাছে তাঁহাকে এমত ক্রুদ্ধ
করিল যে তাহারদের জন্যে মোশহের ক্ষতি হ
ইল। [৩৩] যেহেতুক তাহার আত্মাকে তাহারা
এমত কুপিত করিল যে তাহাতে তাহার বাক্যস্খ
লন হইল। [৩৪] য়িহুহ যে লোকেরদের বিষয়ে
তাহারদিগকে কহিয়াছিলেন তাহারা সে লো
কেরদিগকে বিনাশ করিল না। [৩৫] তাহারা অ
ন্যদেশীয়েরদের সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল এবং
তাহারদের ব্যবহার শিক্ষিল। [৩৬] ও তাহার
দের প্রতিমার সেবা করিল সে সেবা তাহারদের
এক ফাঁদ হইল। [৩৭] অপর তাহারা দেবতার
দের উদ্দেশে আপনারদের পুত্রকন্যারদিগকে ব
লিদান করিল এবং অহিংসকেরদের রক্ত অর্থাৎ
আপনারদের পুত্রকন্যারদের রক্তপাত করিল।
[৩৮] তাহারদিগকে তাহারা কনআনের দেবের
দের উদ্দেশে বলি দিল তাহাতে দেশ রক্তেতে অশু
চি হইল। [৩৯] তাহারা আপনারদের ক্রিয়াতে
অশুচি হইল এবং আপনারদের মনের কল্প
নার সহিত ব্যভিচার করিল। [৪০] অতএব এমত
য়িহুহের ক্রোধ আপনার লোকের উপরে প্রজ্ব
লিত হইল যে তিনি আপনার অধিকার ঘৃণা করি
লেন। [৪১] এবং তিনি অন্যদেশীয়েরদের
হাতে তাহারদিগকে দিলেন ও যাহারা তাহার
দিগকে ঘৃণা করিল তাহারা তাহারদের উপরে
কর্ত্তৃত্ব করিল। [৪২] তাহারদের শত্রুরা তাহার
দের উপদ্রব করিল এবং তাহারা তাহারদের অ
ধীন হইল। [৪৩] তিনি বার২ তাহারদিগকে নি
স্তার করিলেন তথাচ তাহারা আপনারদের পরা
মর্শেতে তাঁহাকে ক্রুদ্ধ করিল এবং আপনারদের
অধর্ম্মেতে নীচে পড়িল। [৪৪] কিন্তু তিনি তাহার
দের নিবেদনশ্রবণকালে তাহারদের দুঃখ দেখি
লেন। [৪৫] এবং আপন নিয়ম তাহারদের
নিমিত্তে স্মরণ করিলেন এবং আপন দয়ার
বাহুল্যানুসারে পরামনন করিলেন। [৪৬] এবং
যাহারা তাহারদিগকে বিদেশে লইয়া গেল তা
হারদের গোচরে তাহারদিগকে কৃপাপ্রাপ্ত করি
লেন।
[৪৭] হে য়িহুহ আমারদের ঈশ্বর আমারদি
গকে রক্ষা কর এবং তোমার পবিত্র নামের উদ্দে
শে কৃতজ্ঞতাস্বীকারকরণের জন্যে এবং তোমার
স্তবকরণেতে দর্প কথাকথনের জন্যে অন্যদেশী
য়েরদেরহইতে আমারদিগকে একত্র কর। [৪৮]
য়িহুহ য়িশরাএলের ঈশ্বর সদাসর্ব্বক্ষণ ধন্য সকল
লোক আমিন কহুক। হালিলুয়াহ্।

১০৭ গীত।

[১] য়িহুহের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকার কর যেহে
তুক তিনি ভদ্র তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। [২]
য়িহুহের যে লোকেরদিগকে তিনি শত্রুরদের হস্ত
হইতে মুক্ত করিয়াছেন। [৩] এবং অন্য দেশ
হইতে অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণদিগহ
ইতে তাহারদিগকে একত্র করিয়াছেন তাহারা
এমত কহুক। [৪] তাহারা নিরালয় পথে
বনের মধ্যে বেড়াইল তাহারা বাস করিবার নগ
র পাইল না। [৫] তাহারা ক্ষুধিত ও তৃষিত
হইয়া প্রাণে ক্লান্ত হইল। [৬] তাহারদের দুর্দ্দ
শায় তাহারা য়িহুহের প্রতি মিনতি করিল তিনি
তাহারদের দুঃখহইতে তাহারদিগকে উদ্ধার করি
লেন। [৭] এবং তিনি বসতির নগরে যাওনের স
রল পথ তাহারদিগকে দেখাইলেন। [৮] আহা
য়িহুহের যে কৃপা এবং তিনি যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া
মানুষের সন্তানেরদের প্রতি করিয়াছেন তৎপ্র
যুক্ত লোকেরা যে তাঁহার স্তুতি করে। [৯] যেহে
তুক তিনি আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট প্রাণকে পরিতুষ্ট ক
রেন ও ক্ষুধিত প্রাণকে উত্তম দ্রব্যেতে পূর্ণ করেন।
[১০] প্রভুর আজ্ঞাতিক্রমকরণ এবং সর্ব্বাধ্য
ক্ষের পরামর্শ তুচ্ছকরণহেতুক [১১] যাহারা
দুঃখ ও লৌহেতে বদ্ধ হইয়া অন্ধকার ও মৃত্যুর ছা
য়ায় বাস করে। [১২] এবং তৎপ্রযুক্ত তিনি তাহা
রদের অন্তঃকরণ শ্রমেতে হ্রস্ব করিলেন তাহারা
পড়িল এবং উপকারী কেহ ছিল না। [১৩] তৎ
কালে তাহারাই দুর্দ্দশাকালে য়িহুহের প্রতি বিন
তি করিল এবং তিনি তাহারদের দুঃখহইতে তা
হারদিগকে ত্রাণ করিলেন। [১৪] তিনি অন্ধকার
এবং মৃত্যুর ছায়াহইতে তাহারদিগকে উদ্ধার
করিলেন এবং তাহারদের জিঞ্জির ভাঙ্গিয়া ফে
লিলেন। [১৫] আহা য়িহুহের যে কৃপা এবং
তিনি যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া মানুষের সন্তানেরদের
প্রতি করিয়াছেন তদ্ধেতুক যদি লোকেরা কৃতজ্ঞ
তাস্বীকার করে। [১৬] যেহেতুক তিনি পিত্ত
লের কপাট ভাঙ্গিয়াছেন এবং লৌহময় হুড়কা
কাটিয়া ফেলিয়াছেন।
[১৭] অজ্ঞান লোকেরা আপনারদের ঘাইট
ও অধর্ম্মপ্রযুক্ত দুঃখ পায় [১৮] তাহারদের প্রাণ
সকল প্রকার ভক্ষ্য ঘৃণা করে তাহারা মৃত্যুর দ্বারে
র নিকটে থাকে। [১৯] তখন আপনারদের
দুরবস্থায় তাহারা য়িহুহের প্রতি মিনতি করে ও
তিনি তাহারদের দুঃখহইতে তাহারদিগকে উদ্ধা
র করেন। [২০] তিনি আপন কথা পাঠাইয়া
তাহারদিগকে সুস্থ করিলেন এবং তাহারদের
দুঃখহইতে উদ্ধার করিলেন। [২১] আহা য়িহু
হের যে দয়া এবং তিনি যে২ আশ্চর্য্য ক্রিয়া মনু

ষ্যের সন্তানেরদের প্রতি করিয়াছেন তন্মেতুক
যে লোকেরা কৃতজ্ঞতাস্বীকার করে। [২২] ও
স্তবরূপ বলিদান করে ও উল্লসিত হইয়া তাঁহার
ক্রিয়া প্রকাশ করে।

[২৩] যাহারা সমুদ্রে জাহাজের ব্যবসার করে
ও বড় জলাশয়ে কার্য্য করে। [২৪] য়িহুহের যে
ক্রিয়া এবং গভীরস্থলে যে২ আশ্চর্য্য হয় তাহা
রা তাহা দেখে। [২৫] যেহেতুক তাঁহার আজ্ঞায়
বায়ু বহিয়া ঝড় হয় এবং তাঁহার ঢেউ বড় উঠা
য়। [২৬] তাহারা স্বর্গে উঠে তাহারা গভীরে না
মে আপদেতে তাহারদের প্রাণ গলিয়া যায়।
[২৭] তাহারা মত্ত লোকেরদের মত দুলিয়া২
যায় এবং হতবুদ্ধি হয়। [২৮] তখন তাহারা
দুঃখে য়িহুহের প্রতি মিনতি করে ও তাহারদিগ
কে তিনি তাহারদের দুঃখহইতে উদ্ধার করেন।
[২৯] তিনি ঝড় শান্ত করেন এবং ঢেউ নিরস্ত
হয়। [৩০] তখন শান্তহওয়াতে তাহারা আ
নন্দ করে পরে তাহারদের ইষ্ট ঘাটে তিনি তা
হারদিগকে আনেন। [৩১] আহা য়িহুহের যে
দয়া ও যে আশ্চর্য্য ক্রিয়া তিনি মনুষ্যের সন্তা
নেরদের প্রতি করিয়াছেন তন্মেতুক লোকেরা
স্তুতি করে। [৩২] ও তাঁহাকেই লোকেরদের
মণ্ডলীতে বড় করিয়া মানে এবং প্রাচীনেরদের
সভায় তাঁহাকে স্তব করে।

[৩৩] তিনি নদীকে বন করেন এবং উনইকে
শুষ্ক ভূমি করেন। [৩৪] সে দেশের প্রজারদের
অপরাধপ্রযুক্ত তিনি ফলপূর্ণ দেশকে মরু ক
রেন। [৩৫] তিনি বনকে জলের পুষ্করিণীযুক্ত
স্থান করেন এবং শুষ্ক ভূমিকে জলের উনই ক
রেন। [৩৬] সেখানে তিনি ক্ষুধিতেরদিগকে বাস
করান ও তাহারা বসতির নগরের পত্তন করে।
[৩৭] ও ক্ষেত্র করে ও দ্রাক্ষা লতা রোপে ও ফল
উৎপন্ন করায়। [৩৮] এবং তিনি তাহারদিগকে
বর দেন যে তাহাতে তাহারা অতিবর্দ্ধিত হয় ও
তাহারদের পশুরদের হ্রাস নাই। [৩৯] পরে
অন্যায় ও দুর্ভাগ্য ও দুঃখেতে তাহারা হ্রস্ব ও
নীচ হইয়া যায়। [৪০] তিনি অধ্যক্ষেরদিগকে
নিন্দা করেন ও অপথ অরণ্যে তাহারদিগকে ভ্র
মণ করান। [৪১] তিনি দরিদ্রেরদিগকে দুঃখ
হইতে মুক্ত করেন এবং তাহারদিগকে পালের
ন্যায় পরিজনবিশিষ্ট করেন। [৪২] পবিত্র লো
কেরা হৃষ্ট হইবে ও অধর্ম্ম চুপ করিয়া থাকিবে।
[৪৩] যে২ ব্যক্তি জ্ঞানবান হইয়া তাহা মনে করি
বে তাহারা য়িহুহের অনুগ্রহ বুঝিবে।

১০৮ গীত।

গাইবার কারণ দাউদের এক গীত।

[১] হে ঈশ্বর আমার মন প্রস্তুত আছে আমি
আপন মাহাত্ম্যেতে গান করিব ও গীত গাইব।
[২] হে নেবেল ও বীণে তোমরা জাগ আমি প্রত্যু
যে জাগৃত হইব। [৩] হে য়িহুহ লোকেরদের
মধ্যে আমি তোমার স্তব করিব অন্যদেশীয়ের
দের মধ্যে আমি তোমার উদ্দেশে গান করিব।
[৪] যেহেতুক তোমার দয়া স্বর্গহইতে বড় ও তো
মার সত্যতা আকাশস্পর্শী। [৫] হে ঈশ্বর স্ব
র্গের উপরে উত্থিত হও এবং সকল পৃথিবীর উপ
রে তোমার মাহাত্ম্য উত্থিত হউক। [৬] তো
মার প্রেমির উদ্ধার হওনের জন্যে তোমার দক্ষি
ণ হাত দিয়া ত্রাণ কর এবং আমাকে উত্তর দেও
[৭] ঈশ্বর আপন ধর্ম্মে কহিয়াছেন আমি আ
নন্দ করিয়া শিকেমকে ভাগ২ করিব ও সুকো
তের মাঠ মাপিব। [৮] গিলিআদ আমার মন
শেহ্ আমার এফরায়িম আমার মাথার বল য়ি
হুদাহ্ আমার ব্যবস্থাকর্ত্তা। [৯] মোআব আ
মার ধুইবার পাত্র এদোমের উপরে আমার পা
দুকা আমি ফেলিয়া দিব পলশ্তীয়ের উপরে
আমি জয়২ শব্দ করিব। [১০] আমাকে দৃঢ় নগ
রে কে আনিবে আমাকে এদোমে কে আনি
বে। [১১] হে ঈশ্বর আমারদিগকে ত্যাগ করি
য়াছ যে তুমি তুমি কি তাহা করিবা না [১২] হে
ঈশ্বর আমারদের সৈনেরদের সহিত তুমি কি যা
ইবা না। [১৩] দুর্দ্দশাকালে আমারদের উপ
কার কর যেহেতুক মনুষ্যকর্ত্তৃক রক্ষা মিথ্যা।
[১৪] ঈশ্বরের শরণেতে আমরা বীরবৎ ক্রিয়া ক
রিব তিনিই আমারদের শত্রুরদিগকে মর্দ্দন করি
বেন

১০৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাউদের এক
গীত এই।

[১] হে আমার স্তবনীয় ঈশ্বর তুমি নীরব থা
কিও না। [২] যেহেতুক দুরাচার ও প্রতারক
লোক আমার উপর মুখ মেলিয়াছে তাহারা মি
থ্যাবাদিনী জিহ্বাতে আমার বিপরীতে কথা ক
হিয়াছে। [৩] তাহারা শত্রুতারূপ কথাতে আ
মাকে বেষ্টন করিয়াছে এবং অকারণ আমার
সহিত যুদ্ধ করিয়াছে। [৪] আমার প্রেমপ্রযুক্ত
তাহারা আমার শত্রু হইয়াছে কিন্তু আমি প্রার্থ
না করি। [৫] তাহারা ভাল ক্রিয়ার পরিবর্ত্তে
আমার প্রতি মন্দ ক্রিয়া করিয়াছে এবং আমার
প্রীতির পরিবর্ত্তে ঘৃণা করিয়াছে। [৬] তুমি
কোন দুষ্ট ব্যক্তিকে তাহার উপর নিযুক্ত করিবা
এবং শয়তান তাহার দক্ষিণে দাঁড়াইবে। [৭]
বিচারসময়ে সে দোষগ্রস্ত হইবে ও তাহার নি
বেদনই পাপ হইবে। [৮] তাহার দিন সংক্ষিপ্ত
হইবে এবং অন্য কেহ তাহার পদ গ্রহণ করি

যে। [৯] তাহার সন্তানেরা পিতৃহীন ও তাহার
জায়া বিধবা হইবে। [১০] তাহার সন্তানে
রা ভিক্ষা করত ভ্রমণ করিবে তাহারা নিরালয়
স্থানে তাহা চেষ্টা করিবে। [১১] ঠগ তাহার
সকল সম্পদ লইবে বিদেশীয়েরা তাহার পরিশ্র
মের সকল ফল নষ্ট করিবে। [১২] তাহার প্র
তি কৃপাকারী কেহ থাকিবে না ও তাহার পিতৃ
হীন সন্তানেরদের উপর দয়াকারী কেহ হইবে
না। [১৩] তাহার বংশ উচ্ছিন্ন হইবে এবং
তাহারদের নাম ভবিষ্যৎ পুরুষের কালে কাটা
যাইবে। [১৪] তাহার পিতার অধর্ম্ম য়িহুহের
মনে আসিবে এবং তাহার মাতৃপাপ মোচন হ
ইবে না। [১৫] তাহা নিত্য য়িহুহের গোচরে থা
কিবে এবং তিনি পৃথিবীহইতে তাহারদের নাম
কাটিয়া ফেলিবেন। [১৬] যেহেতুক দয়া করিতে
তাহার মনে ছিল না এবং সে দুঃখী ও তম্নাস্থিক
মনুষ্যের বিপক্ষতা করিল ও চূর্ণান্তঃকরণকে বধ
করিল। [১৭] সে শাপাভিলাষী ছিল অতএব
তাহা তাহার উপর আসিবে সে বরদানে সম্মত
ছিল না অতএব তাহাহইতে তাহা দূর হইবে।
[১৮] সে বস্ত্রের ন্যায় অভিশাপ পরিধান করিল
অতএব তাহা জলের মত তাহার অন্তরে এবং
তৈলের মত তাহার অস্থিতে প্রবেশ করিবে।
[১৯] তাহার পরিধেয় বস্ত্রের মত ও তাহার যে
পটুকাতে আপনার কমর নিত্য বাঁধে তাহার
মত তাহা হইবে। [২০] আমার শত্রুরদের এই
ফল য়িহুহহইতে হইবে এবং আমার প্রাণের বি
পরীতে কুমন্ত্রণাকারিরদের এই২ ফল হইবে।
[২১] কিন্তু হে য়িহুহ ঈশ্বর তুমি আপন নামহে
তুক আমার বিচার কর আমার পরিত্রাণ কর যে
হেতুক তোমার দয়া উত্তম। [২২] আমি দুঃখী
এবং দীন ও আমার অন্তরস্থ হৃদয় বিদ্ধ আছে।
[২৩] আমি অপগামি ছায়ার মত ক্ষীণ হই আ
মি পঙ্গপাল ফড়িঙ্গের মত বিক্ষিপ্ত হইয়াছি।
[২৪] উপবাসেতে আমার হাঁটু দুর্ব্বল হইয়াছে
এবং আমার মাংস মেদের অভাবেতে কৃশ
হয়। [২৫] আমি তাহারদের অপমানাস্পদ হই
লাম লোকেরা আমাকে দেখিয়া মাথা লড়ায়।
[২৬] হে য়িহুহ আমার ঈশ্বর আমার উপকার
কর তোমার দয়ানুসারে আমাকে রক্ষা কর।
[২৭] যেতাহারা জানে যে এ তোমার হাত এবং
হে য়িহুহ যে তুমি তাহা করিয়াছ। [২৮] তাহা
রা শাপ দিউক কিন্তু তুমি আশীর্ব্বাদ কর তাহা
রা উঠিয়া লজ্জিত হইবে কিন্তু তোমার দাস আন
ন্দিত হইবে। [২৯] আমার শত্রুরা লজ্জাতে আ
চ্ছন্ন হইবে এবং যেমন উড়নিতে আচ্ছন্ন তেমন
আপনার অপমানেতে আচ্ছন্ন হইবে। [৩০]
আমি আপন মুখেতে য়িহুহের বড় স্তব করিব
জনতার মধ্যে আমি তাঁহার স্তব করিব। [৩১]
যেহেতুক দরিদ্রের আত্মার দোষদায়িহইতে
তাহাকে ত্রাণ করিতে তিনি তাহার দক্ষিণে দণ্ডা
য়মান হইবেন।

১১০ গীত।

দাউদের এক গীত।

[১] য়িহুহ আমার পরমেশ্বরকে কহিলেন যে
তোমার শত্রুরদিগকে যেপর্য্যন্ত তোমার পাদ
পীঠ আমি না করি সেপর্য্যন্ত আমার দক্ষিণে
বস। [২] সীওনহইতে তোমার পরাক্রমরূপ দণ্ড
য়িহুহ পাঠাইবেন তুমি আপনার শত্রুরদের মধ্যে
সাম্রাজ্য কর। [৩] তোমার বিক্রমের দিনে ধ
র্ম্মের সৌন্দর্য্যে তোমার লোকেরা ইচ্ছুক হইবে
প্রাতঃকালের গর্ভে যত শিশিরের কণা জন্মে ততো
ধিক তোমার সন্তান হবে। [৪] য়িহুহ দিব্য করি
য়াছেন ও তদন্যথা করিবেন না তুমি মেল্কিসে
দেকের পদানুসারে সদাকাল পুরোহিত আছ।
[৫] তোমার দক্ষিণস্থিত পরমেশ্বর আপন ক্রোধ
দিনে রাজারদিগকে বিক্ষিয়া ফেলিবেন [৬] তিনি
অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে বিচার করিবেন তিনি
মৃত শরীরেতে ভূমি পূর্ণ করিবেন তিনি অনেক
দেশের অধ্যক্ষেরদিগকে বিক্ষিয়া ফেলিবেন।
[৭] তিনি পথে নদীর জল পান করিবেন সেহে
তুক মাথা উঠাইবেন।

১১১ গীত।

[১] য়িহুহের স্তুতি কর। পবিত্র লোকেরদের
সভা ও মণ্ডলীতে আমি য়িহুহের নিকট সর্ব্বান্তঃ
করণের সহিত ধন্যবাদ করিব। [২] য়িহুহের
ক্রিয়া বড় তাহাতে মনোযুক্ত লোককর্ত্তৃক তাহা
বিবেচিত হয়। [৩] তাঁহার ক্রিয়া মাহাত্ম্য ও তে
জোযুক্ত এবং তাঁহার ধর্ম্ম নিত থাকে। [৪]
তিনি স্মরণে রাখিবার জন্যে আপন আশ্চর্য্য ক্রি
য়া করিয়াছেন য়িহুহ কৃপাবান ও দয়ালু। [৫]
যাহারা তাঁহাকে ভয় করে তাহারদিগকে তিনি
ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়াছেন তিনি আপন নিয়ম সদা
কাল মনে রাখেন। [৬] অন্যদেশীয়েরদের
অধিকার আপন লোকেরদিগকে দিবার জন্যে
তিনি তাহারদিগকে আপন ক্রিয়ার বিক্রম দেখা
ইয়াছেন। [৭] তাঁহার হস্তকৃত কার্য্য সত্যতা ও
বিচার তাহার সকল আজ্ঞা বিশ্বসনীয়া। [৮]
সেই সকল আজ্ঞা নিত্যস্থায়িনী এবং ধর্ম্মে ও স
ত্যতাতে কৃত। [৯] তিনি আপন লোকেরদের
নিকটে উদ্ধার পাঠাইয়াছেন তিনি আপন নি
য়ম সদাকালের নিমিত্তে আজ্ঞা করিয়াছেন তাঁ
হার নাম ধর্ম্ম ও ভেতব্য। [১০] য়িহুহকে ভয়
করাই জ্ঞানের আরম্ভ যাহারা তাঁহার সকল আ

জ্ঞা পালন করে তাহারদের উত্তম জ্ঞান হয় তাঁ
হার স্তব সদাকাল থাকে।

১১২ গীত।

[১] য়িহুহের স্তুতি কর যে জন য়িহুহকে ভয়
করে ও তাঁহার আজ্ঞায় যাহার বড় তুষ্টি সে জন
ধন্য। [২] তাহার সন্তান পৃথিবীতে বিক্রান্ত হই
বে পবিত্র লোকেরদের বংশ ধন্য হইবে। [৩]
কল্যাণ ও ধন তাহার ঘরে থাকিবে তাহার ধর্ম্ম
ও সর্ব্বদা থাকে। [৪] সরল লোকেরদের জন্যে
অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তির উদয় হইয়াছে সে
অনুগ্রাহক ও দয়ালু ও ধার্ম্মিক। [৫] উত্তম মা
নুষই দয়ালু ও ঋণদাতা সে বিচার করিয়া কার্য্য
করিবে। [৬] সে জন কখন চালিত হইবে না
ধার্ম্মিকের নিত্য যশঃ হইবে। [৭] সে জন কুস
মাচারেতে ভয় করিবে না তাহার মন য়িহুহে
তে বিশ্বাস করত নির্ভয় আছে। [৮] তাহার
অন্তঃকরণ স্থির আছে সে জন আপন শত্রুরদের
উপর অবলোকন না করিয়া ভয় করিবে না।
[৯] সে ছড়িয়া দিয়াছে সে দরিদ্রেরদিগকে দি
য়াছে তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বদা থাকে তাহার শৃঙ্গ মর্য্যা
দাতে উঠান যাইবে। [১০] দুরাচারেরা তাহা
দেখিয়া শোকান্বিত হইবে ও দন্ত কিড়িমিড়ি করি
য়া গলিয়া যাবে দুরাচারের মনোরথের সংহার
হইবে।

১১৩ গীত।

[১] য়িহুহের স্তুতি কর হে য়িহুহের সেবকে
রা স্তুতি কর য়িহুহের নামের প্রশংসা কর। [২]
এ অবধি সদাকালপর্য্যন্ত য়িহুহের নাম ধন্য হ
উক। [৩] সূর্য্যোদয়স্থানহইতে অস্তযাওনস্থান
পর্য্যন্ত য়িহুহের নাম স্তবনীয় আছে। [৪] য়ি
হুহ সকল দেশীয়েরদের অধ্যক্ষ তাঁহার মাহা
ত্ম্য স্বর্গের উপরে আছে। [৫] স্বর্গ ও পৃথিবীর
ক্রিয়া দেখিবার জন্যে আপনাকে নম্রকারি [৬]
সর্ব্বোপরি নিবাসি য়িহুহ আমারদের ঈশ্বরের
তুল্য কে। [৭] তিনি ধনহীনকে ধূলাহইতে
উঠান এবং দরিদ্রকে অধ্যক্ষেরদের সহিত [৮]
অর্থাৎ নিজ লোকের অধ্যক্ষেরদের সহিত বসা
ইবার জন্যে তাহাকে সারকুড়হইতে উদ্ধার ক
রেন। [৯] তিনি বন্ধ্যা স্ত্রীকে গৃহের কর্ত্রী করেন
এবং বালকেরদের আনন্দিতা মাতা করেন।
হালিলুয়াহ্।

১১৪ গীত।

[১] যখন য়িশ্রাএল মিসর হইতে নির্গত হই
ল ও য়আকুবের বংশ কদর্য্যভাষি লোকেরদের
মধ্যহইতে গেল। [২] তখন য়িহুদাহ্ তাঁহার
পবিত্র স্থান ও য়িশ্রাএল তাঁহার রাজ্য ছিল।
[৩] সমুদ্র তাহা দেখিয়া পলাইল য়রদন ফি
রিয়া দৌড়িল। [৪] পর্ব্বতেরা মেষেরদের মত
ও ছোট পর্ব্বতেরা মেষেরদের বাচ্চার মত লাফ
দিল। [৫] হে সমুদ্র তোমার পলায়নের কারণ
কি হে য়রদন তুমি কি দেখিয়া পশ্চাৎ দৌড়ি
লা। [৬] হে পর্ব্বতেরা তোমরা কিহেতুক মে
ষেরদের মত নৃত্য করিলা হে ছোট পর্ব্বতেরা
তোমরা মেষের বাচ্চারদের মত কেন নৃত্য করি
লা। [৭] হে পৃথিবি পাথরকে পুষ্করিণীকারি ও
চকমকি পাথরকে উনইকারি য়িহুহের সাক্ষাৎ
[৮] অর্থাৎ য়আকুবের ঈশ্বরের সাক্ষাৎই কম্প
মানা হও।

১১৫ গীত।

[১] হে য়িহুহ আমারদের উদ্দেশে নয় আ
মারদের উদ্দেশে নয় কিন্তু তোমার দয়া ও সত্য
তাহেতুক তোমার নামের উদ্দেশে মাহাত্ম্যের
প্রশংসা হউক। [২] দেবপূজকেরা কেন বলিবে
যে এখন তাহারদের ঈশ্বর কোথায়। [৩] আ
মারদের ঈশ্বর স্বর্গে তিনি যাহা ইচ্ছা করেন সে
সকল করেন। [৪] তাহারদের ঠাকুরেরা রূপা
ও স্বর্ণই মানুষেরদের হস্তকৃত। [৫] তাহারদের
মুখ আছে কিন্তু কথা কহে না তাহারদের চক্ষু
আছে কিন্তু দেখিতে পায় না [৬] তাহারদের
কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পায় না তাহারদের
নাসিকা আছে কিন্তু গন্ধ পায় না [৭] তাহার
দের হাত আছে কিন্তু ধরে না তাহারদের পা
আছে কিন্তু চলে না এবং তাহারদের নলি দিয়া
বাক্য বাহির হয় না। [৮] তাহারদের ন্যায় তা
হারদের সৃষ্টিকর্ত্তারা এবং তাহারদের উপরে
বিশ্বাসকারি সকলেও তেমন। [৯] হে য়িশ্রা
এল তুমি য়িহুহেতে বিশ্বাস কর তিনি তাহারদের
উপকারী ও ঢাল। [১০] হে আহরোণের বংশ
য়িহুহেতে বিশ্বাস কর তিনি তাহারদের উপকা
রী ও ঢাল। [১১] হে য়িহুহেতে ভয়কারিরা
তোমরা য়িহুহেতে বিশ্বাস কর তিনি তাহারদের
উপকারী ও ঢাল। [১২] য়িহুহ আমারদিগকে
মনে রাখেন তিনি আশীর্ব্বাদ দিবেন তিনি য়িশ্
রাএলের বংশকে অশীর্ব্বাদ দিবেন তিনি আহ
রোণের বংশকে আশীর্ব্বাদ দিবেন। [১৩] ছোট
বড় যাহারা য়িহুহকে ভয় করে তাহারদিগকে ও
তিনি আশীর্ব্বাদ দিবেন। [১৪] য়িহুহ তোমার
দিগকে অর্থাৎ তোমারদিগকে ও তোমারদের
সন্তানেরদিগকে বর্দ্ধিষ্ণু করিবেন। [১৫] স্বর্গ ও
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা য়িহুহের আশিঃপ্রাপ্ত তোম
রা। [১৬] স্বর্গ অর্থাৎ স্বর্গেরদের স্বর্গই য়িহু
হের কিন্তু মানুষের সন্তানেরদিগকে তিনি পৃথি
বী দিয়াছেন। [১৭] মৃতেরা য়িহুহের স্তব করে
না যাহারা নিঃশব্দস্থানে নামে তাহারাও স্তব

করে না [১৮] কিন্তু এখন অবধি সদাকালপ
র্য্যন্ত আমরা য়িহুহের ধন্যবাদ করিব। হালি
লুয়াহ্।

১১৬ গীত।

[১] আমি য়িহুহকে প্রেম করি যেহেতুক তিনি
আমার প্রার্থনাশব্দ শুনিয়াছেন। [২] তিনি আ
মার কথায় অবধান করিয়াছেন সেহেতুক আ
মার যাবজ্জীবন আমি প্রার্থনা করিব। [৩] মৃ
ত্যুর ব্যথা আমার চতুর্দ্দিগে থাকিল এবং নর
কের যন্ত্রণা আমাকে ধরিল আমি দুঃখ ও শোক
পাইলাম [৪] তখন য়িহুহের নামে আমি প্রার্থ
না করিয়া কহিলাম হে য়িহুহ আমি মিনতি করি
যে আমার প্রাণ নিস্তার কর। [৫] য়িহুহ কৃপা
বান এবং ধর্ম্মস্বরূপ ও আমারদের ঈশ্বর দয়ালু।
[৬] য়িহুহ অবিচারক লোকেরদিগকে রক্ষা ক
রেন আমি দীন ছিলাম ও তিনি আমাকে রক্ষা
করিলেন। [৭] হে আমার মন আপন বিশ্রাম
স্থানে ফিরিয়া আইস যেহেতুক য়িহুহ তোমাকে
ফল দিয়াছেন। [৮] তুমি মৃত্যুহইতে আমার
প্রাণ ও অশ্রুপতনহইতে আমার চক্ষু ও পতন
হইতে আমার পা রক্ষা করিয়াছ। [৯] আমি
জীবৎ লোকেরদের দেশে য়িহুহের গোচরে গম
নাগমন করিব। [১০] আমি বিশ্বাস করিলাম সে
প্রযুক্ত কহিলায় আমি অতিদুঃখী ছিলাম [১১]
আমি সত্বর হইয়া বলিলাম যে সকল লোক মি
থ্যাবাদী। [১২] য়িহুহ যে সকল দান আমাকে
দিয়াছেন তদ্ধেতুক আমি তাঁহাকে কি প্রতিদান
করিব। [১৩] আমি ত্রাণের বাটী লইব ও য়ি
হুহের নামে প্রার্থনা করিব। [১৪] এখন তাঁ
হার সকল লোকের সাক্ষাৎ আমি য়িহুহের উদ্দে
শে আপনার মানত পূর্ণ করিব। [১৫] য়িহু
হের পবিত্র লোকেরদের মরণই তাঁহার দৃষ্টিতে
বহুমূল্য। [১৬] হে য়িহুহ্ আমিই তোমার
দাস আমিই তোমার দাস অর্থাৎ তোমার
দাসীপুত্র আমার বন্ধন তুমি মোচন করিয়াছ।
[১৭] তোমার নিকটে আমি ধন্যবাদনৈবেদ্য
করিব। [১৮] আমি এই সময়ে য়িহুহের সকল
লোকেরদের সাক্ষাৎ য়িহুহের গৃহের উঠানে
[১৯] হে য়িরূশালম তোমার মধ্যে য়িহুহের নি
কটে আপনার মানত পূর্ণ করিব। হালিলুয়াহ্।

১১৭ গীত।

[১] হে সর্ব্বদেশীয় লোকেরা য়িহুহের স্তব
কর হে সকল লোকেরা তাঁহার স্তুতি কর। [২]
যেহেতুক আমারদের প্রতি তাঁহার দয়া বড় এবং
য়িহুহের সত্যতা সদাকাল থাকে। হালিলুয়াহ্।

১১৮ গীত।

[১] য়িহুহের উদ্দেশে ধন্যবাদ কর যেহেতুক
তিনি ভদ্র ও তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। [২]
য়িশ্রাএল এখন কহুক যে তাঁহার দয়া সদাকাল
থাকে। [৩] এখন আহরোণের বংশ কহুক
যে তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। [৪] যাহারা
য়িহুহকে ভয় করে তাহারা এখন কহুক যে তাঁ
হার দয়া সদাকাল থাকে। [৫] আমি দুর্দ্দশা
কালে য়িহুহের নিকটে প্রার্থনা করিলাম য়িহুহ
বিস্তারিত করিয়া আমাকে উত্তর করিলেন। [৬]
য়িহুহ আমার পক্ষে আমি ভয় করিব না মানুষ
আমার কি করিতে পারে। [৭] যাহারা আমার
উপকারী তাহারদের সহিত য়িহুহ আমার পক্ষে
আছেন তদ্ধেতুক যাহারা আমাকে ঘৃণা করে
তাহারদের উপর আমি অবলোকন করিব।
[৮] য়িহুহেতে বিশ্বাসকরণ মানুষে বিশ্বাসকরণ
হইতে ভাল। [৯] য়িহুহেতে বিশ্বাসকরণ অ
ধ্যক্ষেতে বিশ্বাসকরণহইতে ভাল। [১০] সর্ব্ব
দেশীয় লোকেরা আমাকে বেষ্টন করিয়াছে কি
ন্তু য়িহুহের নামে তাহারদিগকে নষ্ট করিয়াছি।
[১১] তাহারা আমাকে বেষ্টন করিল পুনর্ব্বার
ও বেষ্টন করিল কিন্তু য়িহুহের নামে আমি তা
হারদিগকে নষ্ট করিয়াছি। [১২] তাহারা মধু
মক্ষিকার ন্যায় আমাকে বেষ্টন করিল তাহারা
কাঁটার অগ্নির ন্যায় নির্ব্বাণ হইল যেহেতুক য়িহু
হের নামে আমি তাহারদিগকে নষ্ট করিয়াছি।
[১৩] তুমি আমাকে এমন ঠেলিয়াছ যে আমি
তাহাতে পড়ি কিন্তু য়িহুহ আমার সাহায্য করি
লেন। [১৪] য়িহুহ আমার বল ও আমার গী
তবিষয় তিনি আমার ত্রাণকর্ত্তা। [১৫] পবিত্র
লোকেরদের বসতিতে স্তব ও ত্রাণের সুনাদ শুনা
যায়। য়িহুহের দক্ষিণ হস্ত বলবতী ক্রিয়া করে।
[১৬] য়িহুহের দক্ষিণ হস্ত বড় য়িহুহের দক্ষিণ
হস্ত বলবতী ক্রিয়া করে। [১৭] আমি মরিব
না কিন্তু বাঁচিব ও য়িহুহের ক্রিয়া প্রকাশ করিব।
[১৮] য়িহুহ বড় শাস্তি দিয়াছেন বটে কিন্তু আ
মাকে মরিতে দেন নাই। [১৯] ধর্ম্মদ্বার আমার
আগে খোল আমি তাহাতে প্রবেশ করিয়া য়িহু
হের উদ্দেশে স্তব করি। [২০] য়িহুহের দ্বার এই
ধার্ম্মিকেরা তাহা দিয়া প্রবেশ করে। [২১] আ
মি তোমার স্তব করিব যেহেতুক তুমি আমার
কথা শুনিয়াছ ও আমার ত্রাণস্বরূপ হইয়াছে।
[২২] যে পাথর রাজেরা তুচ্ছ করিল তাহা কো
ণের প্রধান হইয়াছে। [২৩] এই য়িহুহের ক্রিয়া
এবং আমারদের দৃষ্টিতে আশ্চর্য্য। [২৪] এই
য়িহুহের নিরূপিত দিন আমরা তাহাতে হৃষ্ট হ
ইব এবং আনন্দ করিব। [২৫] হে য়িহুহ এখন
ত্রাণ কর আমি এই মিনতি করি এখন মঙ্গল
দেও। [২৬] যে জন য়িহুহের নামে আইসে সে

ধন্য আমরা য়িহুহের মন্দিরে থাকিয়া তোমার
দিগকে আশীর্ব্বাদ দিয়াছি। [২৭] য়িহুহই
ঈশ্বর তিনি আমারদিগকে আলো দেখাইয়াছেন
হবনীয় বস্তু যজ্ঞবেদীর শৃঙ্গেতে রজ্জুকর্ত্তৃক বদ্ধ
কর। [২৮] তুমি আমার প্রভু আমি তোমার
প্রতি ধন্যবাদ করিব তুমি আমার ঈশ্বর আমি
তোমার প্রশংসা করিব। [২৯] য়িহুহের উদ্দে
শে ধন্যবাদ কর যেহেতুক তিনি উত্তম ও তাঁহার
দয়া সর্ব্বদা থাকে।

১১৯ গীত।

[১] য়িহুহের পথেতে নির্ম্মল অথচ তাঁহার
শাস্ত্রে গমনকারিরা ধন্য। [২] যাহারা তাঁহার
সাক্ষ্যকথা পালন করে যাহারা সর্ব্বান্তঃকরণের
সহিত তাঁহাকে চেষ্টা করে তাহারা ধন্য। [৩]
ইহারা কুক্রিয়া করে না ইহারা তাঁহার পথে গ
তি করে। [৪] তোমার আজ্ঞা যত্নপূর্ব্বক পা
লন করিতে তুমি আমারদিগকে আজ্ঞা দিয়াছ।
[৫] আহা যদি তোমার শাস্ত্র পালন করিতে আ
মার গতি অভিমুখ হইত। [৬] তোমার সকল
আজ্ঞা মাননকালে আমার লজ্জা হইবে না।
[৭] আমি তোমার ধর্ম্মবিচার শিক্ষা করিয়া
অন্তঃকরণের সরলতাতে তোমার স্তব করিব। [৮]
তোমার শাস্ত্র আমি পালন করিব আমাকে সর্ব্ব
থা ত্যাগ করিও না।

*[৯] যুবা মানুষ আপন পথ পরিষ্কার কিরূপে
করিবে তাহাতে তোমার কথানুসারে সাবধান
হওয়াতে করিতে পারে। [১০] আমি সকল
অন্তঃকরণের সহিত তোমার অন্বেষণ করিয়াছি
আমাকে তোমার আজ্ঞা ছাড়িয়া ভ্রমণ করিতে
দিও না। [১১] আমি তোমার কথা মনে গুপ্ত
রাখিয়াছি যে তোমার বিপরীতে পাপ না করি।
[১২] হে য়িহুহ তুমি ধন্য আমাকে তোমার শাস্ত্র
শিক্ষা করাও। [১৩] আমি আপন ওষ্ঠাধর
দিয়া তোমার মুখের সকল বিচার প্রকাশ করিয়া
ছি। [১৪] সকল ধনে লোকেরা যে আনন্দ
পায় ততোধিক আনন্দ আমি তোমার সাক্ষ্যক
থার পথে পাইয়াছি। [১৫] আমি তোমার আ
জ্ঞায় ধ্যান করিব আমি তোমার পথ মানিব।
[১৬] তোমার শাস্ত্রে আমি বড় সন্তোষ করিব
তোমার কথাও বিস্মরণ করিব না।

[১৭] তুমি আপন দাসকে অনুগ্রহ কর যে
আমি বাঁচি ও তোমার কথা প্রতিপালন করি।
[১৮] আমার চক্ষু খুল যে আমি তোমার শাস্ত্রে
আশ্চর্য্য কথা দেখি। [১৯] আমি পৃথিবীতে
বিদেশী তোমার আজ্ঞা আমাহইতে গুপ্ত রাখি
ও না। [২০] তোমার বিচারকথা নিত্য ইচ্ছা
করাতে আমার প্রাণ চূর্ণ হয়। [২১] যে অহ
ঙ্কারি শাপগ্রস্ত লোকেরা তোমার আজ্ঞা ছাড়ি
য়া ভ্রমণ করে তাহারদিগকে তুমি অনুযোগ ক
রিয়াছ। [২২] লজ্জা ও নিন্দা আমাহইতে
দূর কর যেহেতুক তোমার সাক্ষ্যকথা আমি পা
লন করিয়াছি। [২৩] অধ্যক্ষেরা বসিয়া আ
মার বিপরীতে কথা কহিল তোমার দাস তোমার
শাস্ত্রে ধ্যান করিয়াছে। [২৪] তোমার সাক্ষ্য
বাক্য আমার সন্তোষ ও আমার মন্ত্রী।

[২৫] আমার মন ধূলায় লাগিয়া থাকে তো
মার কথানুসারে আমাকে বাঁচাও। [২৬] আ
মি আপনার পথের কথা বিশেষ করিয়া কহিয়া
ছি তুমি আমার কথা শুনিয়াছ তোমার শাস্ত্র
আমাকে শিক্ষা করাও। [২৭] তোমার আজ্ঞার
পথ আমাকে বুঝাও তাহাতে আমি তোমার
আশ্চর্য্য ক্রিয়াতে ধ্যান করিব। [২৮] শোক ক
রিতে২ আমার প্রাণ গলিয়া যায় তোমার কথা
নুসারে আমাকে স্থির কর। [২৯] আমাহইতে
মিথ্যা কহা ব্যবসায় দূর কর এবং তোমার শাস্ত্র
আমাকে শিক্ষা করাও। [৩০] আমি সত্যতার
পথ মনোনীত করিয়াছি তোমার বিচারকথা
আমি আপন সম্মুখে থুইয়াছি। [৩১] আমি তো
মার সাক্ষ্যকথাতে যড়িয়া লাগিয়াছি হে য়িহুহ
যাহাতে আমার উপর লজ্জা না হয় তাহা কর।
[৩২] তুমি আমার মনঃ প্রশস্ত করিলে আমি
তোমার আজ্ঞার পথে দৌড়িব।

[৩৩] হে য়িহুহ তোমার শাস্ত্রের পথ আমা
কে শিক্ষা করাও তাহাতে শেষপর্য্যন্ত আমি তা
হা পালন করিব। [৩৪] আমাকে জ্ঞান দেও
এবং আমি তোমার শাস্ত্র পালন করিব আমি
সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহা প্রতিপালন করিব।
[৩৫] তোমার আজ্ঞাপথে আমাকে গমন করা
ও যেহেতুক তাহাতে আমার তুষ্টি আছে। [৩৬]
তোমার সাক্ষ্যকথার প্রতি আমার অন্তঃকরণ ফি
রাও ও লোভের প্রতি নয়। [৩৭] শূন্যতার দে
খাহইতে আমার চক্ষু ফিরাও তোমার পথে আ
মাকে বাঁচাও। [৩৮] তোমার যে দাস তোমার
ভয়েতে মনোনিবিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতি তো
মার কথা স্থির কর। [৩৯] আমি যে অপমানের
ভয় করি তাহা ফিরাও যেহেতুক তোমার বিচার
ভাল। [৪০] দেখ তোমার আজ্ঞা আমি ইচ্ছা
করিয়াছি তোমার ধর্ম্মে আমাকে জীয়াও।

[৪১] হে য়িহুহ তোমার দয়া অর্থাৎ তোমার
কথানুসারি ত্রাণ আমাতে আইসুক। [৪২] তা
হা হইলে যে জন আমাকে নিন্দা করে তাহার ক
থায় আমি প্রত্যুত্তর করিতে পারিব যেহেতুক
আমি তোমার কথায় ভরসা রাখিয়াছি। [৪৩]
সত্যতাস্বরূপ কথা আমার মুখহইতে সর্ব্বথা লই

ও না যেহেতুক তোমার বিচারের অপেক্ষা আ
মি করিয়াছি। [৪৪] না লইলে আমি ক্ষণে২
নিত্য তোমার শাস্ত্র মানিব। [৪৫] আমি মেলা
চলিব যেহেতুক তোমার আজ্ঞানুসন্ধান করি।
[৪৬] আমি তোমার সাক্ষ্যকথা রাজারদের সা
ক্ষাৎ কহিব ও লজ্জিত হইব না। [৪৭] তোমার
যে আজ্ঞা আমি ইচ্ছা করিয়াছি তাহাতে আমার
সন্তোষ হইবে। [৪৮] আমার ইষ্টতম যে
তোমার শাস্ত্র তাহার প্রতি আমি উর্দ্ধবাহু হইব
ও তোমার শাস্ত্রে ধ্যান করিব। [৪৯] তোমার
যে কথাতে তুমি আমাকে প্রত্যাশান্বিত করিয়াছ
তুমি আপন দাসের প্রতি সে কথা মনে কর।
[৫০] তোমার কথা আমাকে জীবন দিয়াছে আ
মার দুঃখে তাহা আমার সান্ত্বনা। [৫১] অহ
ঙ্কারি লোকেরা আমাকে অনেক নিন্দা করিয়া
ছে কিন্তু তোমার শাস্ত্র আমি ছাড়ি নাই। [৫২]
হে য়িহুহ তোমার পূর্ব্বকালের বিচার আমি স্ম
রণ করি তাহাতেও সান্ত্বিত হই। [৫৩] তোমার
শাস্ত্রপরাঙ্মুখ দুরাচারহেতুক ভয় আমাকে ধ
রিয়াছে। [৫৪] আমার যাত্রিক বাসায় তোমার
শাস্ত্র আমার গীতবাক্য হইয়াছে। [৫৫] হে য়ি
হুহ তোমার নাম আমি রাত্রিতে স্মরণ করিয়াছি
এবং তোমার শাস্ত্রপালন করিয়াছি। [৫৬]
তোমার আজ্ঞাপালনেতে আমি এই ফল পাই
য়াছি।

[৫৭] হে য়িহুহ তুমি আমার অধিকারস্বরূপ
আমি তোমার কথাপালন করিয়াছি। [৫৮]
সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তোমার অনুগ্রহ প্রার্থনা ক
রিয়াছি তোমার কথানুসারে আমাকে দয়া কর।
[৫৯] আমি আপন পথে ধ্যান রাখিয়া তো
মার সাক্ষ্যকথার প্রতি পা ফিরাইয়াছি। [৬০]
আমি তোমার আজ্ঞাপালন করিতে শীঘ্রকারী
এবং অবিলম্বী হইলাম। [৬১] দুরাচার
লোকেরদের সৈন্য আমার দ্রব্য লুঠিয়াছে তো
মার শাস্ত্র আমি বিস্মরণ করি নাই। [৬২] তো
মার ধর্ম্মবিচারেতে আমি অর্দ্ধরাত্রিতে তোমার
প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বীকারকরণের নিমিত্তে উঠিব।
[৬৩] যাহারা তোমাকে ভয় করে ও তোমার
আজ্ঞাপালন করে আমি তাহারদের সঙ্গী।
[৬৪] হে য়িহুহ পৃথিবী তোমার দয়াতে পূর্ণা
তোমার শাস্ত্র আমাকে শিক্ষা করাও।

[৬৫] হে য়িহুহ আপনার কথানুসারে আপন
ভৃত্যের মঙ্গল তুমি করিয়াছ। [৬৬] উত্তম বিচার
ও বুদ্ধি আমাকে শিক্ষা করাও যেহেতুক আমি
তোমার আজ্ঞায় আস্থা করিয়াছি। [৬৭] আমার
দুঃখপাওনের পূর্ব্বে আমি বিপথে ভ্রমণ করিয়া
ছিলাম কিন্তু এখন তোমার কথাপালন করিয়া
ছি। [৬৮] তুমি উত্তম ও ভদ্রদ আমাকে তোমার
শাস্ত্র শিক্ষা করাও। [৬৯] অহঙ্কারিরা আমার
বিপরীতে মিথ্যা কথা সৃষ্টি করিল আমি সর্ব্বান্তঃ
করণে তোমার আজ্ঞাপালন করিব। [৭০]
তাহারদের অন্তঃকরণ চরবির মত চিক্কণ কিন্তু
তোমার শাস্ত্রেতে আমার তুষ্টি আছে। [৭১]
তোমার শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্যে যে আমি দুঃখ
পাইয়াছি ইহাই আমার কল্যাণ। [৭২] তো
মার মুখপ্রকাশিত শাস্ত্র সহস্র২ স্বর্ণ ও রূপাহই
তেও আমার ভাল।

[৭৩] তোমার হাত আমাকে নির্ম্মাণ ও রূপ
বান করিয়াছে আমাকে বুদ্ধি দেও দিলে তো
মার আজ্ঞাপালন করিব। [৭৪] যাহারা তো
মাকে ভয় করে তাহারা আমাকে দেখিয়া আন
ন্দিত হইবে যেহেতুক আমি তোমার কথায় ভর
সা করিয়াছি। [৭৫] হে য়িহুহ আমি জানি যে
তোমার বিচার প্রকৃত ও তুমি বিশ্বস্ততাপ্রযুক্ত আ
মাকে দুঃখ দিয়াছ। [৭৬] যে কথা তুমি আপন
দাসের প্রতি কহিয়াছ তদনুসারে তোমার দয়া
আমার সান্ত্বনাকারিণী হউক। [৭৭] তোমার
দয়া আমার উপর হউক যে আমি বাঁচি যেহে
তুক তোমার শাস্ত্রেতে আমার সন্তোষ। [৭৮]
অহঙ্কারি লোকেরদের লজ্জা হউক যেহেতুক
তাহারা অকারণ আমার বিরুদ্ধাচার করিয়াছে
কিন্তু আমি তোমার আজ্ঞায় ধ্যান করিব। [৭৯]
যাহারা তোমাকে ভয় করে ও তোমার সাক্ষ্য
কথা জানে তাহারা আমার প্রতি ফিরুক। [৮০]
আমার অন্তঃকরণ তোমার শাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে
থাকুক যে আমি লজ্জিত না হই।

[৮১] তোমাকর্ত্তৃক ত্রাণপ্রতীক্ষাতে আমার
মনঃ ক্ষীণ হইয়াছে কিন্তু আমি তোমার কথায়
ভরসা রাখি। [৮২] আমাকে তুমি কখন সা
ন্ত্বনা করিবা ইহা কহিতে২ তোমার কথার প্রতী
ক্ষাতে আমার চক্ষু ঠিকরিয়া যায়। [৮৩] যেহে
তুক আমি ধূমার মধ্যস্থিত কূপার মত তথাচ তো
মার শাস্ত্রবিস্মরণ করি নাই। [৮৪] তোমার
দাসের কত আয়ুঃ যাহারা আমার বিপক্ষতাচর
ণ করে তুমি তাহারদিগকে কখন শাস্তি দিবা।
[৮৫] অহঙ্কারিরা আমার কারণ খাত খুদিয়াছে
তাহা তোমার শাস্ত্রানুযায়ী নয়। [৮৬] তোমার
সকল আজ্ঞা সত্যতাস্বরূপ তাহারা অকারণে
আমার বিপক্ষতা করে আমার উপকার কর।
[৮৭] পৃথিবীতে আমাকে তাহারা প্রায় বিনষ্ট
করিয়াছিল তথাচ তোমার আজ্ঞা ত্যাগ করি
নাই। [৮৮] তোমার দয়ানুসারে আমাকে সজী
ব কর তাহা হইলে আমি তোমার মুখের সাক্ষ্য
কথা পালন করিব।

[৮৯] হে যিহুহ তোমার কথা স্বর্গে সদাকাল স্থির আছে [৯০] তোমার সত্যতা পুরুষানুক্রমে থাকে তুমি পৃথিবী এমন স্থির করিয়াছ যে তাহা থাকে। [৯১] তোমার শাস্ত্রানুসারে তাহা অদ্য পর্য্যন্তও স্থির আছে যেহেতুক সকলেই তোমার দাস। [৯২] যদি তোমার শাস্ত্রেতে আমার সন্তোষ না হইত তবে আমার দুঃখে আমি তখন বিনষ্ট হইতাম। [৯৩] আমি তোমার আজ্ঞা কখন বিস্মরণ করিব না যেহেতুক তাহাতে তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ। [৯৪] আমিই তোমার আমাকে রক্ষা কর যেহেতুক তোমার আজ্ঞানুসন্ধান করিয়াছি। [৯৫] দুষ্ট লোকেরা আমাকে নষ্ট করিবার অপেক্ষায় থাকিল আমি তোমার সাক্ষ্য কথায় ভাবি। [৯৬] আমি সকল সম্পূর্ণতার শেষ দেখিয়াছি তোমার আজ্ঞা অতি বড় প্রশস্তা আছে।

[৯৭] আহা তোমার শাস্ত্রে আমার কিবা প্রেম তাহা আমার সমস্ত দিনের চিন্তনীয়। [৯৮] তোমার আজ্ঞাদ্বারা আমার শত্রুরদের জ্ঞানহইতে আমার অধিক জ্ঞান হইয়াছে যেহেতুক তাহা নিত্য আমার সঙ্গে আছে। [৯৯] আমার সকল গুরুহইতে আমি অধিক বুঝি যেহেতুক তোমার সাক্ষ্য কথা আমার চিন্তনীয়া আছে। [১০০] আমি তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছি তাহাতেই আমি বৃদ্ধ লোকহইতে বুদ্ধিমান। [১০১] তোমার কথা পালনকরণের কারণ আমি আপনার পা প্রতিকুপথহইতে নিষেধ করিয়াছি। [১০২] তোমার বিচারহইতে আমি ফিরি নাই যেহেতুক তুমি আমাকে শিখাইয়াছ। [১০৩] আমার মখে তোমার কথা কি মিষ্ট সে আমার মুখে মধুহইতেও মিষ্ট। [১০৪] তোমার আজ্ঞায় আমি বুদ্ধি পাই সেকারণে প্রত্যেক মিথ্যা পথ ঘৃণা করি।

[১০৫] তোমার কথা আমার পায়ের প্রদীপ ও আমার পথের আলো। [১০৬] তোমার ধর্ম্মবিচার পালন করিব ইহাতে আমি দিব্য করিয়াছি এবং অবশ্য তাহা করিব। [১০৭] আমি অতিদুঃখী হে যিহুহ তোমার কথানুযায়ী আমাকে জীয়াও। [১০৮] হে যিহুহ আমি মিনতি করি আমার মুখের ইচ্ছাপূর্ব্বক নৈবেদ্য গ্রহণ কর এবং তোমার বিচার আমাকে শিক্ষা করাও। [১০৯] আমার প্রাণ আমার হাতে নিত্য থাকে তথাচ তোমার শাস্ত্র আমি বিস্মরণ করি নাই। [১১০] দুষ্ট লোকেরা আমার কারণ ফাঁদ পাতিয়াছে কিন্তু তোমার আজ্ঞা আমি ছাড়ি নাই। [১১১] তোমার সাক্ষ্য কথা আমি সদাকালীন আধিকারের ন্যায় লইয়াছি যেহেতুক তাহাই আমার মনের আনন্দ [১১২] আমি তোমার ব্যবস্থা নিত্য অর্থাৎ শেষপর্য্যন্ত পালন করিবার নিমিত্তে আপনার অন্তঃকরণ উদ্যুক্ত করিয়াছি।

[১১৩] আমি অনর্থক মানস ঘৃণা করিয়াছি কিন্তু তোমার শাস্ত্রে প্রেম করি। [১১৪] তুমি আমার লুকাইবার স্থান ও আমার ঢাল আমি তোমার কথায় ভরসা রাখি। [১১৫] হে দুষ্টেরা তোমরা আমার নিকটহইতে যাও আমার ঈশ্বরের আজ্ঞা আমি পালন করিব। [১১৬] তুমি আপন কথানুসারে আমাকে রক্ষা কর যে আমি বাঁচি ও আপন ভরসাতে লজ্জিত না হই। [১১৭] আমাকে ধর তাহা হইলে আমার রক্ষা হইবে এবং আমি তোমার ব্যবস্থা নিত্য মানিব। [১১৮] যাহারা তোমার ব্যবস্থা ছাড়িয়া যায় তাহারদিগকে তুমি দলাইয়াছ যেহেতুক তাহারদের প্রতারণাই মিথ্যাত্ব। [১১৯] তুমি পৃথিবীর দুষ্টেরদিগকে খাইদের মত দূর করিতেছ সেহেতুক তোমার সাক্ষ্যকথাতে আমি প্রেম করিয়াছি। [১২০] তোমার ভয়েতে আমার শরীর কাঁপে এবং তোমার দণ্ডনীতিতে ভয় করি।

[১২১] আমি বিচার ও ধর্ম্ম করিয়াছি আমার উপদ্রবকর্ত্তারদের হস্তে আমাকে ছাড়িও না। [১২২] তুমি মঙ্গলের কারণ আপন দাসের জামিন হও যে অহঙ্কারিরা আমার উপদ্রব করিতে না পায়। [১২৩] তোমাকর্ত্তৃক ত্রাণ এবং তোমার ধর্ম্মকথার অপেক্ষাতে আমার চক্ষু ঠিকরিয়া গেল। [১২৪] তুমি আপন দাসের প্রতি আপন দয়ানুসারেই কর ও তোমার ব্যবস্থা আমাকে শিক্ষা করাও। [১২৫] আমি তোমার দাস আমাকে বুদ্ধি দেও তাহা হইলে তোমার সাক্ষ্য কথা জানিব। [১২৬] হে যিহুহ তোমার কর্ম্মকরণের উচিত সময় হইয়াছে যেহেতুক লোকেরা তোমার শাস্ত্র নিরর্থক করিয়াছে। [১২৭] স্বর্ণহইতে এবং নিভাঁজ স্বর্ণহইতেও অধিক তোমার আজ্ঞাতে আমি প্রেম করি [১২৮] সেপ্রযুক্ত আমি তোমার আজ্ঞা সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত বুঝি আমি প্রতিমিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

[১২৯] তোমার সাক্ষ্যকথা আশ্চর্য্য সেহেতুক আমার মন তাহা প্রতিপালন করে। [১৩০] তোমার কথার প্রকাশ আলো করে ও অবোধ লোককে বুদ্ধি দেয়। [১৩১] তোমার আজ্ঞার ইচ্ছাকরণেতে আমি মুখ খুলিয়া হাঁপাইলাম। [১৩২] যাহারা তোমার নামে প্রেম করে তাহারদের প্রতি তোমার যে ব্যবহার তদনুসারে আমার উপর দৃষ্টি করিয়া দয়া কর। [১৩৩] তুমি আপন কথার পথে আমার গমন করাও সে

কোন দুষ্টতা আমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পা
য়। [১৩৪] আমাকে মনুষ্যের উপদ্রবহইতে
মুক্ত কর তাহাতে তোমার আজ্ঞা আমি পালন
করিব। [১৩৫] তোমার দাসের উপর তোমার
মুখ প্রসন্ন কর এবং তোমার ব্যবস্থা আমাকে
শিক্ষা করাও। [১৩৬] লোকেরদের তোমার
শাস্ত্র না পালনেতে আমার চক্ষু দিয়া জলের
নদী বহিয়া যায়।

[১৩৭] হে য়িহুহ তুমি ধর্ম্মস্বরূপ তোমার বি
চার যথার্থ [১৩৮] তুমি যে২ সাক্ষ্যকথা আজ্ঞা
করিয়াছ সে২ কথা ধর্ম্ম ও অতিবিশ্বসনীয়। [১৩৯]
আমার উদ্যোগ আমাকে খাইয়া ফেলিয়াছে
যেহেতুক আমার শত্রুরা তোমার কথা বিস্মরণ ক
রিয়াছে। [১৪০] তোমার কথা অতিনির্ম্মলা সে
হেতুক তোমার দাস তাহা ভাল বাসে। [১৪১]
আমি ছোট ও নিন্দিত তথাপি তোমার আজ্ঞা বি
স্মরণ করি নাই। [১৪২] তোমার ধর্ম্মই নিত্য
ধর্ম্ম ও তোমার শাস্ত্র সত্য। [১৪৩] দুঃখ ও ব্যথা
আমাকে ধরিয়াছে তোমার আজ্ঞাই আমার স
ন্তোষ। [১৪৪] তোমার সাক্ষ্যকথার ধর্ম্ম অনন্ত
আমাকে জ্ঞান দেও তাহাতে আমি বাঁচিব।

[১৪৫] আমি সর্ব্বান্তঃকরণেতে মিনতি করিয়া
ছি হে য়িহুহ আমার কথা শুন আমি তোমার
ব্যবস্থা পালন করিব। [১৪৬] তোমার নিকটে
আমি প্রার্থনা করিয়াছি আমাকে রক্ষা কর এ
বং আমি তোমার সাক্ষ্যকথা পালন করিব।
[১৪৭] আমি প্রত্যূষের পূর্ব্বে প্রার্থনা করিয়াছি
ও তোমার কথায় ভরসা রাখিয়াছি। [১৪৮]
তোমার কথায় ধ্যান করিবার কারণ আমার চক্ষু
রাত্রির প্রহরের অগ্রসর হইয়াছে। [১৪৯] তো
মার দয়ানুসারে আমার কথা শুন হে য়িহুহ তো
মার বিচারানুসারে আমাকে জীয়াও। [১৫০]
কুক্রিয়ানুগতেরা আমার নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তা
হারা তোমার শাস্ত্রহইতে দূর হইতেছে। [১৫১]
হে য়িহুহ তুমি নিকটবর্ত্তী এবং তোমার সকল
আজ্ঞা সত্য। [১৫২] তোমার সাক্ষ্যকথার বিষ
য়ে আমি পূর্ব্বে জ্ঞাত হইলাম যে তুমি সর্ব্বকা
লের জন্যে তাহা স্থির করিয়াছ।

[১৫৩] আমার দুঃখের উপরে দৃষ্টি করিয়া
আমাকে উদ্ধার কর যেহেতুক তোমার শাস্ত্র আ
মি বিস্মরণ করি নাই। [১৫৪] আমার মোকদ্দ
মায় উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আমাকে মুক্ত কর তো
মার বাক্যেতে আমাকে জীয়াও। [১৫৫] দুষ্ট
লোকেরদেরহইতে পরিত্রাণ দূর আছে যেহে
তুক তাহারা তোমার ব্যবস্থানুসন্ধান করে না।
[১৫৬] হে য়িহুহ তোমার দয়া অনেক তোমার
বিচারানুসারে আমাকে জীয়াও। [১৫৭] আ
মার শত্রুরা ও নিগ্রহকারিরা অনেক তথাপি তো
মার সাক্ষ্যকথাহইতে আমি ফিরি নাই।
[১৫৮] আমি অতিক্রামকেরদিগকে দেখিয়া
শোকান্বিত হইলাম যেহেতুক তাহারা তোমার
কথা পালন করিল না। [১৫৯] দেখ আমি
তোমার আজ্ঞায় কিবা প্রেম করি হে য়িহুহ তো
মার দয়ানুসারে আমাকে জীয়াও। [১৬০]
তোমার কথা প্রথমাবধি সত্য তোমার সকল ধর্ম্ম
নীতি সর্ব্বদাস্থায়ী।

[১৬১] রাজারা আমাকে অকারণ নিগ্রহ করি
য়াছে কিন্তু আমার মন তোমার কথাতে ভীত
হইল। [১৬২] কেহ অনেক লুণ্ঠিত ধন পাই
য়া যেমন আনন্দ করে তেমন আমি তোমার ক
থায় আনন্দ করি। [১৬৩] আমি মিথ্যা কথা
ন্যক্কার ও ঘৃণা করি আমি তোমার শাস্ত্রে প্রেম
করি। [১৬৪] তোমার প্রকৃত বিচারপ্রযুক্ত আ
মি দিনে সাতবার তোমার স্তব করি। [১৬৫]
যাহারা তোমার শাস্ত্রে প্রেম করে তাহারদের
বড় শান্তি হয় এবং তাহারদের হিংসা হইবে
না। [১৬৬] হে য়িহুহ তোমাকর্ত্তৃক ত্রাণে আ
মি ভরসা রাখিয়াছি ও তোমার আজ্ঞা পালন
করিয়াছি [১৬৭] আমার মন তোমার সাক্ষ্যকথা
পালন করিয়াছে ও আমি তাহাতে বড় প্রেম করি।
[১৬৮] তোমার আজ্ঞা ও তোমার শাক্ষ্যকথা
আমি পালন করিয়াছি যেহেতুক আমার সকল
গতি তোমার গোচরে।

[১৬৯] হে য়িহুহ আমার প্রার্থনা তোমার
গোচরে আইসুক তোমার বাক্যানুসারে আমা
কে বুদ্ধি দেও। [১৭০] আমার প্রার্থনা তো
মার সাক্ষাৎ যাউক তোমার বাক্যানুসারে আ
মাকে উদ্ধার কর। [১৭১] তুমি আপন ব্যবস্থা
আমাকে শিক্ষাইলে আমার ওষ্ঠাধর তোমার
স্তব প্রকাশ করিবে। [১৭২] আমার জিহ্বা তো
মার কথা প্রকাশ করিবে যেহেতুক তোমার স
কল আজ্ঞা ধর্ম্মই। [১৭৩] তোমার হস্ত আমার
উপকার করুক যে আমি তোমার আজ্ঞা মনো
নীত করি। [১৭৪] হে য়িহুহ আমি তোমাক
র্ত্তৃক ত্রাণের ইচ্ছা করিয়াছি এবং তোমার শাস্ত্র
আমার তুষ্টিকর হইয়াছে। [১৭৫] আমার
প্রাণ বাঁচুক ও তোমার স্তব করুক ও তোমার বি
চার আমার উপকার করুক। [১৭৬] আমি
হারাণ মেষের মত বেড়াইয়াছি তুমি আপন দা
সের অন্বেষণ কর যেহেতুক তোমার আজ্ঞা আ
মি বিস্মরণ করি নাই।

১২০ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] আমি আপন দুঃখের সময়ে য়িহুহের

প্রতি প্রার্থনা করিলাম ও তিনি আমার কথা শুনিলেন। [২] হে য়িহুহ মিথ্যাবাদি ওষ্ঠাধর ও প্রতারক জিহ্বাহইতে আমার আত্মাকে রক্ষা কর। [৩] হে মিথ্যাবাদিনি জিহ্বে তোমাকে কি দিতে হইবেক এবং কি করিতে হইবে। [৪] কি বলবানের তীক্ষ্ণ বাণ ও রতম বৃক্ষের অঙ্গার। [৫] আহা আমি দুঃখী কেননা মেশেকে প্রবাস করি ও কেদারের বসতিতে বাস করি। [৬] আমার প্রাণ শান্তিঘৃণাকারিরদের সহিত অনেক কাল বাস করিয়াছে। [৭] আমি শান্তি চাহি কিন্তু কথা কহিলে তাহারা যুদ্ধার্থে উদ্যত হয়।

১২১ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] যে পর্ব্বতহইতে আমার উপকার হয় সে পর্ব্বতের প্রতি আমি দৃষ্টি করিব। [২] আমার উপকার স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা য়িহুহহইতে হয়। [৩] তিনি তোমার পা পিছলিয়া পড়িতে দিবেন না তোমার রক্ষক নিদ্রা যান না। [৪] দেখ য়িশ্রাএলের রক্ষক তন্দ্রা ও নিদ্রা যান না। [৫] য়িহুহ তোমার রক্ষক য়িহুহ তোমার দক্ষিণ হস্তের নিকটস্থ ছায়া। [৬] দিনে সূর্য্য কিম্বা রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে আঘাত করিবে না। [৭] য়িহুহ সকল আপদহইতে তোমাকে রক্ষা করিবেন তিনি তোমার প্রাণরক্ষা করিবেন। [৮] এখনঅবধি সদাকালপর্য্যন্ত য়িহুহ তোমার বহির্গমন ও ভিতরে আইসন রক্ষা করিবেন।

১২২ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার দাউদের এক গীত।

[১] আইস আমরা য়িহুহের গৃহে যাই লোকেরদের আমাকে এ কথাকথনেতে আমি আনন্দিত হইলাম। [২] হে য়িরূশালম আমারদের পা তোমার দ্বারে তিষ্ঠিবে। [৩] য়িরূশালম নিবিড় বসতি এক নগরের মত নির্ম্মিত আছে। [৪] গোষ্ঠীরা অর্থাৎ য়িহুহের গোষ্ঠীগণ য়িশ্রাএলের সাক্ষিস্থানে য়িহুহের নামে কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিতে সেখানে যায়। [৫] সেখানে বিচারাসন অর্থাৎ দাউদের ঘরের সিংহাসন স্থাপিত আছে। [৬] য়িরূশালমের মঙ্গল প্রার্থনা কর যাহারা তোমাকে প্রেম করে তাহারদের শান্তি হইবে। [৭] তোমার প্রাচীরের ভিতরে শান্তি হউক এবং তোমার অট্টালিকায় সৌভাগ্য হউক। [৮] আমার ভ্রাতারদের ও সখারদের কারণে আমি সম্প্রতি কহিব যে তোমার কুশল হউক। [৯] য়িহুহের অথচ আমারদের ঈশ্বরের ঘরের কারণ তোমার মঙ্গল আমি চেষ্টা করিব।

১২৩ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] হে স্বর্গোপবিষ্ট তোমার প্রতি আমি দৃষ্টি করি। [২] দেখ যেমন দাসেরদের দৃষ্টি তাহারদের মনিবেরদের হাতের প্রতি ও যেমন দাসীর দৃষ্টি তাহার কর্ত্রীর হাতের প্রতি তেমন যেপর্য্যন্ত তিনি আমারদিগকে দয়া না করেন সেইপর্য্যন্ত আমারদের দৃষ্টি আমারদের ঈশ্বর য়িহুহের প্রতি। [৩] হে য়িহুহ আমারদিগকে দয়া কর আমারদের উপরে দয়া কর যেহেতুক আমরা নিন্দাতে পরিপূর্ণ হইয়াছি। [৪] আমারদের প্রাণ ধনেতে সুখি লোকেরদের পরিহাসেতে ও অহঙ্কারিরদের তাচ্ছীল্যেতে পরিপূর্ণ আছে।

১২৪ গীত।

দাউদের নিমিত্তে সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] য়িশ্রাএল এখন কহিতে পারে যে যদি য়িহুহ আমারদের পক্ষে না হইতেন। [২] যখন মানুষেরা আমারদের বিপরীতে উঠিল তখন যদি য়িহুহ আপনি আমারদের পক্ষে না হইতেন। [৩] তবে তাহারা আমারদের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া জীবৎ আমারদিগকে গ্রাস করিত। [৪] তবে জলে আমারদিগকে ঢাকিয়া ফেলিত স্রোত আমারদের প্রাণের উপর যাইত। [৫] বর্দ্ধমান জল আমারদের প্রাণকে আপ্লাবিত করিত। [৬] তাহারদের দন্তের শিকারহওয়ার কারণ আমারদিগকে দেন নাই যে য়িহুহ তিনি ধন্য। [৭] যেমন পক্ষী ব্যাধের ফাঁদহইতে পলাইয়া বাঁচে তেমন আমারদের প্রাণ বাঁচিয়াছে ফাঁদ ছিঁড়িয়াছে ও আমরা পলাইয়াছি। [৮] স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা য়িহুহের নামে আমারদের উপকার হয়।

১২৫ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] যাহারা য়িহুহেতে বিশ্বাস করে তাহারা অলড় অথচ সদা স্থির সীওনপর্ব্বতের মত হবে। [২] যেমন য়িরূশালমের চতুর্দ্দিগে পর্ব্বত থাকে তেমন এখনঅবধি ও সদাকালপর্য্যন্ত য়িহুহ আপন লোকেরদের চতুর্দ্দিগে আছেন। [৩] দুষ্টতারূপ দণ্ড ধার্ম্মিকেরদের অধিকারে থাকিবে না পাছে ধার্ম্মিকেরা অধর্ম্মকরণের নিমিত্তে হাত বাড়ায়। [৪] হে য়িহুহ ভদ্র ও সরলান্তঃকরণেরদের মঙ্গল কর। [৫] যাহারা আপনারদের বক্র পথে ফিরে য়িহুহ তাহারদিগকে অধর্ম্মকারকেরদের সহিত চালাইবেন য়িশ্রাএলের কুশল হইবে।

১২৬ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] যখন য়িহুহ সীওনের বন্দ্যাবস্থা ফিরাই
লেন তখন আমরা স্বপ্নদর্শিরদের মত ছিলাম।
[২] তখন আমারদের মুখ হাস্যেতে ও আমা
রদের জিহ্বা গানেতে পূর্ণ হইল তখন তাহা
রা অন্যদেশীয়েরদের মধ্যে কহিল যে য়িহুহ
তাহারদের কারণ বড় কার্য্য করিয়াছেন। [৩]
য়িহুহ বড় কার্য্য আমারদের কারণ করিয়াছেন
বটে তাহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি। [৪]
যেমন জলের স্রোতঃ দক্ষিণ দেশে ফিরে তেমন
আমারদের বন্দ্যাবস্থা ফিরাও। [৫] যাহারা
কাঁদিতে২ বীজ বুনে তাহারা আনন্দ করিতে২
ফসল কাটিবে। [৬] যে জন ক্রন্দন করিতে২ বু
নিবার বীজ বহিয়া যায় সে জন আপন আটি
সঙ্গে করিয়া অবশ্য আনন্দ করিতে২ আসিবে।

১২৭ গীত।

শলমনের নিমিত্তে সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] য়িহুহ যদি গৃহনির্ম্মাণ না করেন তবে সে
গাঁথনিতে গুন্থনকর্ত্তারদের শ্রম বৃথা যদি য়িহুহ
নগররক্ষা না করেন তবে চৌকিদারেরা বৃথা জা
গৃত থাকে। [২] তোমারদের প্রত্যূষে উঠন ও বি
লম্ব শয়ন ও ক্ষুণ্ন মনে খাওন বৃথা যেহেতুক তি
নি আপনার প্রিয়কে উপযুক্ত নিদ্রা দেন। [৩]
দেখ বালকেরা য়িহুহেতে দত্ত অধিকার ও গর্ভ
ফল তদ্দত্ত বেতন। [৪] যেমন বলবান মানুষের
হাতে বাণ তেমন যুবা শিশুরা। [৫] যাহার তূণ
তাহাতে পূর্ণ সে জন ধন্য সে লোকেরা দ্বারে শ
ত্রুগণের সহিত কথা কথনকালে লজ্জিত হইবে না।

১২৮ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] যে প্রত্তিজন য়িহুহকে ভয় করে ও তাঁ
হার পথে যায় সে ধন্য। [২] তুমি আপন হা
তের শ্রমের ফল ভোগ করিবা ভাগ্যবান তুমি
তোমার মঙ্গলও হইবে। [৩] যেমন ফলবতী দ্রা
ক্ষালতা তোমার ঘরের গায় তেমন তোমার ভা
র্য্যা যেমন জিতবৃক্ষ তেমন তোমার মেজের চতু
র্দ্দিতে তোমার শিশুরা। [৪] দেখ যে জন য়ি
হুহকে ভয় করে সে জন এমত আশীঃপ্রাপ্ত।
[৫] য়িহুহ সীওনহইতে তোমাকে বর দিবেন
এবং তোমার সকল পরমায়ুঃপর্য্যন্ত তুমি য়িরু
শালমের মঙ্গল দেখিবা। [৬] তুমি আপন পু
ত্রের সন্তানেরদিগকে ও য়িশ্রাএলের মঙ্গল দে
খিতে পাইবা।

১২৯ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] সম্প্রতি য়িশ্রাএল কহিতে পারে যে বা
লককালাবধি তাহারা বার২ আমাকে দুঃখ দি
য়াছে [২] বালককালাবধি তাহারা বার২ দুঃখ
দিয়াছে বটে কিন্তু আমাকে পরাস্ত করিতে পা
রে নাই। [৩] কৃষকেরা আমার পিঠের উপর
হাল বহিল এবং লম্বা সীতা করিল। [৪] ধর্ম্মস্ব
রূপ য়িহুহ দুষ্টেরদের দড়ি ছেদন করিয়াছেন।
[৫] সীওনঘৃণাকারি সকলে লজ্জিত হবে ও ফি
রিয়া পড়িবে। [৬] ঘরের চালের উপরে যে
ঘাস বড় হওনের পূর্ব্বে শুকিয়া যায়। [৭] যা
হাতে দাওয়ালি হাত পূর্ণ করে না এবং আটি
বন্ধক আঁকাড়ী পূর্ণ করে না। [৮] ও তৎপথ
গামিরা বলে না যে য়িহুহকর্ত্তৃক মঙ্গল তোমার
দের উপরে হউক আমরা য়িহুহের নামে তো
মারদিগকে আশীর্ব্বাদ দি তাহারা সে ঘাসের
মত হউক।

১৩০ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] হে য়িহুহ আমি গম্ভীরে থাকিয়া তোমার
প্রতি প্রার্থনা করিয়াছি [২] হে পরমেশ্বর আমার
কথা শুন তোমার কর্ণ আমার প্রার্থনারবে অব
ধান করুক। [৩] হে য়িহুহ যদি তুমি অধর্ম্ম ল
ক্ষিত কর তবে হে প্রভো কে স্থির হইবে। [৪]
কিন্তু লোকেরদের তোমাকে ভয় করণের নিমি
ত্তে তোমার নিকটে ক্ষমা আছে। [৫] আমি
য়িহুহের প্রতীক্ষা করি আমার মন প্রতীক্ষা করে
এবং তাঁহার বাক্যে আমি ভরসা রাখি। [৬]
চৌকিদারেরদের প্রাতঃকাল প্রতীক্ষাধিক আ
মার প্রাণ য়িহুহের প্রতীক্ষা করে যে লোকেরা
প্রাতঃকাল প্রতীক্ষা করে তাহারদেরহইতেও অ
ধিক। [৭] য়িশ্রাএল য়িহুহের প্রতীক্ষা করুক
যেহেতুক য়িহুহের নিকটে দয়া এবং অনেক
মুক্তি আছে ও তিনি সকল অধর্ম্মহইতে য়িশ্রা
এলকে মুক্ত করিবেন।

১৩১ গীত।

দাউদের জন্যে সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] হে য়িহুহ আমার অন্তঃকরণ অহঙ্কারী
নয় আমার চক্ষু গর্ব্বিত নয় যে কার্য্য আমার
জ্ঞানাপেক্ষা অধিক আমি এমন বড় কার্য্যাচারী
নই। [২] যেমন মাতার স্তনপানত্যাগি বা
লক তেমন আমি অবশ্য আপন মনকে শান্ত ও
রাগরহিত করিয়াছি আমার মন স্তনপানত্যাগি
বালকের ন্যায়। [৩] হে য়িশ্রাএল এইঅবধি
ও সদাকালপর্য্যন্ত য়িহুহের প্রতীক্ষা কর।

১৩২ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] হে য়িহুহ দাউদকে ও তাহার সকল দুর্গ
তি স্মরণ কর। [২] যে সে য়িহুহের নিকটে

এই শপথ করিল ও য়অ্যাকুবের পরাক্রান্ত ঈশ্ব
রের কাছে এই মানত করিয়া কহিল। [৩] যে
আমি যেপর্য্যন্ত য়িহুহের কারণ স্থান না পাই ও
য়অ্যাকুবের পরাক্রান্ত ঈশ্বরের কারণ বসতি না
পাই [৪] সেপর্য্যন্ত কদাচ আমি আপন গৃহরূপ
তাম্বুতে প্রবেশ করিব না ও আপন শয্যার উপ
রে যাইব না। [৫] আমি আপন চক্ষু নিদ্রা যা
ইতে কিম্বা আমার চক্ষুর পাতা ঘুমাইতে দিব
না। [৬] দেখ আমরা তাহার সমাচার এফ
রাতায় শুনিলাম ও বনের মাঠে তাহা পাইলাম।
[৭] আমরা তাঁহার তাম্বুতে প্রবেশ করিব ও তাঁ
হার পাদপীঠের নিকটে ভজনা করিব। [৮]
হে য়িহুহ তুমি আপনার বিশ্রামকরণস্থানে উঠ
অর্থাৎ তুমি ও তোমার বিক্রমের পবিত্র সিন্দু
ক। [৯] তোমার পুরোহিতেরা ধর্ম্মেতে বস্ত্রা
ন্বিত হউক এবং তোমার সাধু লোকেরা উল্ল
সিত হউক। [১০] তোমার দাস দাউদহেতুক
তোমার অভিষিক্তের মুখ ফিরাইও না। [১১]
য়িহুহ ইহা কহিয়া দাউদের প্রতি সত্য শপথ
করিলেন তিনি তাহার অন্যথা করিবেন না তো
মার সিংহাসনের উপর তোমার বংশ্যকে আ
মি বসাইব। [১২] আমার নিয়ম ও আমার
যে সাক্ষ্যকথা তোমার সন্তানেরদিগকে আমি শি
ক্ষা করাইব যদি তাহারা সে কথা পালন করে
তবে তাহারদের সন্তানেরাও সদা তোমার সিং
হাসনের উপরে বসিবে। [১৩] যেহেতুক য়ি
হুহ সীওনকে মনোনীত করিয়াছেন তিনি তা
হা আপনার বসতির কারণ ইচ্ছা করিয়াছেন।
[১৪] এই আমার নিত্য বিশ্রামস্থান এখানে আ
মি বসতি করিব যেহেতুক আমি তাহা ভাল বা
সিয়াছি। [১৫] আমি অবশ্য তাহার ভক্ষ্যেতে
আশীর্ব্বাদ দিব এবং তাহার দরিদ্র লোকেরদি
গকে খাদ্যেতে পরিতুষ্ট করিব। [১৬] তাহার
পুরোহিতেরদিগকে আমি ত্রাণেতে আবৃত করি
ব তাহার সাধু লোকেরা অত্যুল্লাসেতে উচ্চৈঃ
স্বর করিবে। [১৭] সেখানে আমি দাউদের
শৃঙ্গ বাড়াইব আমি আপন অভিষিক্তের কারণ
প্রদীপ নিরূপণ করিয়াছি। [১৮] তাহার শত্রু
গণকে লজ্জাচ্ছাদিত করিব কিন্তু তাহার উপর
তাহার মুকুট শোভা পাইবে।

১৩৩ গীত।

দাউদের নিমিত্তে সোপানারূঢ় হওয়ার গীত।

[১] দেখ ভ্রাতারদের একশীলতাতে বাসক
রা কি ভাল ও হর্ষদ। মাথার উপরি দত্ত যে উ
ত্তম তৈল দাড়িতে নামিল অর্থাৎ আহরোণের
দাড়িতে এবং তাহার বস্ত্রের আঁচলপর্য্যন্তও
নামিয়া পড়িল তাহাই তাহার মত। [২] খে
রমোণের এবং সীওন পর্ব্বতের উপর যে শিশি
র নামিল তাহারি মত। [৩] যেহেতুক সেখা
নে য়িহুহ আশিস্ আজ্ঞা করিলেন অর্থাৎ অ
নন্ত পরমায়ুঃ।

১৩৪ গীত।

সোপানারূঢ়হওয়ার গীত।

[১] হে য়িহুহের সকল সেবকেরা রাত্রিতে য়ি
হুহের গৃহে দণ্ডায়মানেরা তোমরা দেখ য়িহু
হের প্রতি ধন্যবাদ কর [২] তোমারদের হাত
পবিত্র স্থানের দিগে উঠাইয়া য়িহুহের উদ্দেশে
ধন্যবাদ কর। [৩] স্বর্গ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা
য়িহুহ সীওনে থাকিয়া আশীর্ব্বাদ দিবেন।

১৩৫ গীত।

[১] হালিলুয়াহ্। য়িহুহের নামের উদ্দেশে
স্তব কর। হে য়িহুহের সেবকেরা স্তব কর। [২]
হে য়িহুহের গৃহে অর্থাৎ আমারদের ঈশ্বরের উ
ঠানে দণ্ডায়মানেরা [৩] তোমরা য়িহুহের স্তব
কর যেহেতুক য়িহুহ ভদ্রদ তোমরা তাঁহার নামে
গান কর কেননা তাহা আনন্দদায়ী। [৪] যেহে
তুক য়িহুহ য়অ্যাকুবকে আপনার কারণ এবং য়ি
শ্রাএলকে আপন বিশেষ ধনের কারণ মনো
নীত করিয়াছেন। [৫] আমি জানি যে য়িহুহ ম
হান্ ও আমারদের পরমেশ্বর সকল দেবহইতে
বড়। [৬] য়িহুহ যাহা ইচ্ছা করিয়াছেন সে সকল
স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও সমুদ্রে ও সকল গভীর স্থা
নে করিয়াছেন। [৭] তিনি পৃথিবীর সীমাবধি কু
জ্ঝটি উঠান তিনি বৃষ্টির জন্যে বিদ্যুৎ করেন এ
বং আপন ভাণ্ডারহইতে বায়ু বাহির করেন।
[৮] মানুষ ও পশু মিস্রীয়েরদের এই দুয়ের প্রথ
মজাতকে তিনি মারিলেন। [৯] হে মিস্র তিনি
তোমার মধ্যে ফরওহ্ ও তাহার সকল দাসের
দের উপরে চিহ্ন ও আশ্চর্য্য পাঠাইলেন। [১০]
তিনি অনেক বড়২ দেশ নষ্ট করিলেন এবং শ
ক্তিমান রাজারদিগকে বধ করিলেন। [১১] অ
র্থাৎ অমোরীয়েরদের সীখোনরাজকে এবং
বাশানের ওগরাজকে ও কনআনের সকল রা
জাকে। [১২] এবং তাহারদের দেশ অধি
কারের জন্যে দিলেন অর্থাৎ আপন য়িশ্রাএল
লোকেরদের অধিকারের নিমিত্তে দিলেন। [১৩]
হে য়িহুহ তোমার নাম সদাস্থায়ী হে য়িহুহ
তোমার স্মরণ সর্ব্বপুরুষপর্য্যন্ত। [১৪] যেহে
তুক য়িহুহ আপন লোকেরদের বিচার করিবেন
ও আপন লোকেরদের বিষয়ে পরামনন করি
বেন। [১৫] অন্যদেশীয়েরদের প্রতিমা সোণা
রূপামাত্র মানুষের হস্তকৃত। [১৬] তাহারদের
মুখ আছে কিন্তু কথা কহে না তাহারদের চক্ষু
আছে কিন্তু দেখিতে পায় না। [১৭] তাহার

দের কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পায় না ও তাহার
দের মুখে শ্বাস নাই। [১৮] যেমন তাহারা তে
মন তাহারদের সৃষ্টিকর্ত্তারা ও তেমন তাহার
দের সকল শরণাগতেরা। [১৯] হে য়িশ্রাএ
লের বংশ য়িহুহের প্রতি ধন্যবাদ কর হে আহ
রোণের বংশ য়িহুহের প্রতি ধন্যবাদ কর।
[২০] হে লেবির বংশ য়িহুহের প্রতি ধন্যবাদ
কর হে য়িহুহেতে ভয়কারিরা তোমরা য়িহুহের
প্রতি ধন্যবাদ কর। [২১] য়িরূশালমবাসি য়িহু
হের উদ্দেশে ধন্যবাদ সীওনহইতে হউক। হা
লিলুয়াহ্।

১৩৬ গীত।

[১] য়িহুহের উদ্দেশে ধন্যবাদ কর যেহেতুক
তিনি ভদ্রুদ তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে [২] ঈ
শ্বরেরদের ঈশ্বরের উদ্দেশে ধন্যবাদ কর যেহে
তুক তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। [৩] প্রভুরদের
প্রভুর প্রতি ধন্যবাদ কর যেহেতুক তাঁহার দয়া
সর্ব্বকাল থাকে। [৪] যদ্ব্যতিরেকে কেহ মহা
শ্চর্য্য করে না তাঁহার প্রতি যেহেতুক তাঁহার
দয়া সর্ব্বকাল থাকে। [৫] যিনি জ্ঞানেতে স্ব
র্গের সৃষ্টি করিলেন তাঁহার প্রতি যেহেতুক তাঁ
হার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। [৬] যিনি পৃথিবী
জলের উপরে বিস্তার করিয়াছেন তাঁহার প্রতি
যেহেতুক তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। [৭]
যিনি বড় জ্যোতির সৃষ্টি করিলেন তাঁহার প্রতি
যেহেতুক তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। [৮]
অর্থাৎ দিনে কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্যে সূর্য্যের সৃষ্টি
কেনন৷ তাঁহার দয়া সর্ব্বদা থাকে। [৯] এবং র
াত্রিতে কর্ত্তৃত্ব করিবার নিমিত্তে চন্দ্র ও নক্ষত্রের
যেহেতুক তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। [১০]
যিনি তাহারদের প্রথমজাত নাশদ্বারা মিস্
রকে মারিলেন তাঁহার প্রতি যেহেতুক তাঁহার
দয়া সদাকাল থাকে। [১১] ও য়িশ্রাএলকে
তাহারদের মধ্যহইতে বাহির করিলেন তাঁহার
প্রতি যেহেতুক তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে।
[১২] সবল হাত ও বিস্তারিত ভুজ দিয়া যেহে
তুক তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে। [১৩] যিনি
অরাবি সমুদ্রকে দুই ভাগ করিলেন তাঁহার প্র
তি যেহেতুক তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে।
[১৪] ও য়িশ্রাএলকে তাহার মধ্য দিয়া গতি
করাইলেন তাঁহার প্রতি যেহেতুক তাঁহার দয়া
সদাকাল থাকে। [১৫] ও ফরওহ্কে ও তা
হার সৈন্যকে অরাবি সমুদ্রে ধ্বংস করিলেন তাঁ
হার প্রতি যেহেতক তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থা
কে। [১৬] যিনি আপনার লোকেরদিগকে ব
নে পথ দেখাইলেন তাঁহার প্রতি যেহেতুক তাঁ
হার দয়া সদাকাল থাকে। [১৭] যিনি মহা
রাজেরদিগকে বধ করিলেন তাঁহার প্রতি যেহে
তুক তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। [১৮] ও
পরাক্রান্ত রাজারদিগকে মারিয়া ফেলিলেন তাঁ
হার প্রতি যেহেতুক তাঁহার দয়া সদাকাল থা
কে। [১৯] বিশেষতঃ অমোরীয়েরদের সীহো
নরাজকে যেহেতুক তাঁহার দয়া সদাকাল থা
কে। [২০] ও বাশানের ওগরাজকেও মারিয়া
ফেলিলেন তাঁহার প্রতি যেহেতুক তাঁহার দয়া
সদাকাল থাকে। [২১] এবং তাহারদের দে
শের অধিকার দিলেন যেহেতুক তাঁহার দয়া স
দাকাল থাকে। [২২] অর্থাৎ আপন য়িশ্রাএ
ল দাসের অধিকারের জন্যে তাহা দিলেন যেহে
তক তাঁহার দয়া সদাকাল থাকে। [২৩] যিনি
আমারদের দৈন্যদশাতে আমারদিগকে মনে ক
রিলেন [২৪] তাঁহার প্রতি যেহেতুক তাঁহার দয়া
সদাকাল থাকে। [২৫] ও আমারদিগকে আ
মারদের শত্রুরদের হাতহইতে মুক্ত করিলেন তাঁ
হার প্রতি যেহেতুক তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থা
কে। [২৬] যিনি সকল জীবের আহার দেন
তাঁহার প্রতি যেহেতুক তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থা
কে। স্বর্গের প্রভুর প্রতি ধন্যবাদ কর যেহেতুক
তাঁহার দয়া সর্ব্বকাল থাকে।

১৩৭ গীত।

[১] আমরা বাবেলের নদীর তীরে বসিলাম
এবং সেখানে সীওনকে স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করি
লাম। [২] সেখানকার বাইসি বৃক্ষের উপরে
আমরা বীণা টাঙ্গাইলাম যেহেতুক সেখানে
যাহারা আমারদিগকে বন্দি করিয়া লইয়া গেল
তাহারা আমারদের গান শুনিতে চাহিল [৩] ও
যাহারা আমারদিগকে নষ্ট করিল তাহারা আ
মারদের প্রতি আনন্দসূচকস্বর চাহিয়া কহিল সী
ওনের এক গীত গান কর। [৪] আমরা বিদে
শে থাকিয়া য়িহুহের গীত কেমনে গাইব। [৫]
হে য়িরূশালম আমি যদি তোমাকে বিস্মরণ করি
তবে আমার দক্ষিণ হস্তও বিস্মৃত হউক। [৬]
যদি তোমাকে মনে না করি আমার শ্রেষ্ঠ আ
নন্দহইতেও বড় করিয়া যদি য়িরূশালমকে না মা
নি তবে আমার জিহ্বা আমার মুখের তালুয়ায়
লাগিয়া থাকুক। [৭] ধ্বংস কর মূলসুদ্ধ তাহা
ধ্বংস কর য়িরূশালমের দুঃখের দিনে এ কথা ক
হিল যে এদোমের সন্তানেরা হে য়িহুহ তাহা
তাহারদের বিষয়ে মনে কর। [৮] হে বাবে
লের নাশনীয় কন্যে যেমন আমারদের প্রতি
তুমি করিয়াছ তদনুরূপ ফল যে জন তোমাকে
দেয় সে জন ধন্য। [৯] যে জন তোমার বাল
কেরদিগকে ধরিয়া পাথরের উপর আছড়ায়
সেই ধন্য।

১৩৮ গীত।

দাউদের এক গত।

[১] আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তোমার প্র
তি ধন্যবাদ করিব দেবেরদের গোচরে আমি
তোমার উদ্দেশে গীত গাইব। [২] আমি তো
মার পবিত্র মন্দিরের অভিমুখ হইয়া ভজনা ক
রিব ও তোমার দয়া ও সত্যতাতে তোমার না
মের স্তব করিব যেহেতুক তুমি আপন সমুদায়
নামহইতে আপন কথার বড় সম্মান করিয়াছ।
[৩] যে দিনে আমি প্রার্থনা করিলাম সে দিনে
তুমি আমার কথা শুনিয়াছ এবং আমার আত্মা
য় বল দিয়া আমাকে বলবান করিয়াছ। [৪]
হে য়িহুহ পৃথিবীর সকল রাজারা তোমার মু
খের কথা শুনিয়া তোমার প্রতি ধন্যবাদ করিবে
[৫] তাহারা য়িহুহের পথে গান করিবে যে
হেতুক য়িহুহের মাহাত্ম্য বড়। [৬] য়িহুহ ম
হান বটেন কিন্তু তথাপি ছোট লোকেরদিগের
প্রতি অবলোকন করেন এবং দর্পিরদিগকে অ
তিদূরহইতে জানেন। [৭] আমি দুঃখে চলি
লেও তুমি আমাকে সজীব করিবা তুমি আমার
শত্রুরদের ক্রোধের উপর হাত বিস্তার করিবা এ
বং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে রক্ষা করিবে।
[৮] য়িহুহ আমার বিষয় সম্পূর্ণ করিবেন হে য়ি
হুহ তোমার দয়া অনন্ত আপন হস্তকৃত ক্রিয়া
ত্যাগ করিও না।

১৩৯ গীত।

প্রধান বাদ্যকারকের জন্যে দাউদের এক গীত
এই।

[১] হে য়িহুহ তুমি আমার বিচার করিয়াছ
এবং আমাকে জানিয়াছ [২] আমার বসা উঠা
তুমি জ্ঞাত আছ আমার মানস তুমি অতিদূরে থা
কিয়া বুঝিয়াছ। [৩] আমার গমনাগমন ও আ
মার শয়ন তুমি বিবেচনা করিয়াছ ও আমার সকল
পথজ্ঞ আছ। [৪] যেহেতুক হে য়িহুহ দেখ
তোমাতে অজ্ঞাত এক কথাও আমার জিহ্বায়
নাই। [৫] তুমি আগে পাছে আমাকে নির্ম্মাণ
করিয়াছ ও আপন হস্ত আমার উপর দিয়াছ।
[৬] এ জ্ঞান এমন অত্যাশ্চর্য্য যে তাহা আমার
দুর্গ্রাহ্য তাহা বড় তাহাই আমার অপ্রাপ্য।
[৭] আমি তোমার আত্মাহইতে কোথায় যা
ইব তোমার সাক্ষাৎহইতে কোথায় পলাইব।
[৮] স্বর্গারোহণ করিলে সেখানে তুমি নরকে বি
ছানা করিলেও সেখানে তুমি। [৯] প্রাতঃকা
লের পাখা লইয়া যদি সমুদ্রের অন্তে বাস করি
[১০] সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে ধরিয়া
চালাইবে এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে
ধরিয়া রাখিবে। [১১] যদি আমি বলি অবশ্য
অন্ধকারে আমাকে ঢাকিবে তবে আমার চতু
র্দ্দিগে রাত্রিও দীপ্তিমান হইবে। [১২] অন্ধ
কার তোমাহইতে গুপ্ত করে না কিন্তু রাত্রি দি
নের তুল্য দীপ্তিমান যেমন অন্ধকার তেমন আ
লো। [১৩] তুমি আমার অন্তরের কর্ত্তা আ
মার মাতার গর্ভে তুমি আমাকে ঢাকিয়াছ।
[১৪] আমি তোমার প্রতি ধন্যবাদ করিব যেহে
তুক আমি ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্যরূপে নির্ম্মিত আ
ছি তোমার ক্রিয়া আশ্চর্য্য তাহাই আমার মনে
বড় প্রমাণ আছে। [১৫] যখন গোপনে আমি
নির্ম্মিত ও পৃথিবীর গভীরে বিচিত্ররূপে রচিত
ছিলাম তখন আমার শারীরিক দ্রব্য তোমাহই
তে গুপ্ত ছিল না। [১৬] আমার আকার পিণ্ড
বৎ হইলেও তোমার চক্ষু আমাকে দেখিল ও
আমার যে অঙ্গ দিনে২ ক্রমে২ নির্ম্মিত হইল
তাহার একটাও বর্ত্তমান না হইলে আমার সে
সকল অঙ্গ তোমার পুস্তকে লিখিত ছিল। [১৭]
হে প্রভো আমার প্রতি তোমার মানস কিবা মহ
মূল্য তাহারদের একুন কিবা বড়। [১৮] সে স
কল যদি আমি গণনা করিতে চাহি তবে তাহা বা
লীহইতেও অনেক যখন আমি জাগি তখনও তো
মার নিকটে থাকি। [১৯] হে ঈশ্বর দুষ্টেরদিগ
কে তুমি অবশ্য হত্যা করিবা হে খুনি লোকেরা
আমার নিকটহইতে দূর হও। [২০] তাহারা
তোমার বিষয়ে কুকথা কহে এবং তোমার শত্রু
গণ অকারণ তোমার নাম লয়। [২১] যাহারা
তোমাকে ঘৃণা করে হে য়িহুহ আমি কি তাহার
দিগকে ঘৃণা করি না যাহারা তোমার বিপরীতে
উঠে তাহারদের বিষয়ে কি আমার ব্যামোহ
নয়। [২২] আমি তাহারদিগকে সম্পূর্ণ ঘৃণাতে
ঘৃণা করি আমি তাহারদিগকে আমার নিজ শত্রু
রূপে বোধ করি। [২৩] হে প্রভো আমার বি
চার কর ও আমার অন্তঃকরণ জান [২৪] অনুস
ন্ধান করিয়া আমার মনের সংকল্প জান এবং
দেখ আমার কুপথগামিত্ব থাকে বা না থাকে
এবং নিত্য পথে আমাকে চালাও।

১৪০ গীত।

প্রধান বাদ্যকারির নিমিত্তে দাউদের এক
গীত।

[১] হে য়িহুহ দুষ্ট লোকেরদেরহইতে আ
মাকে উদ্ধার কর যাহারা আপনারদের অন্তঃক
রণে হিংসা জন্মায় এমন দুরাত্মা লোকহইতে
আমাকে রক্ষা কর। [২] তাহারা যুদ্ধ করিতে স
তত একত্র হইয়াছে। [৩] তাহারা সর্পের ন্যা
য় জিহ্বা তীক্ষ্ণ করে তাহারদের ওষ্ঠাধরের নীচে
কালসর্পের গরল আছে। সেলা। [৪] হে
য়িহুহ দুর্জ্জনেরদের হাতহইতে আমাকে রক্ষা

রক্ষ যাহারা আমার পা ঠেলিয়া দিতে কল্পনা
করিয়াছে সে দুরাত্মা লোকহইতে আমাকে র
ক্ষা কর। [৫] অহঙ্কারিরা আমার কারণ ফাঁদ
ও দড়ি গুপ্তে পাতিয়াছে তাহারা পথের নিকটে
জাল পাতিয়াছে তাহারা আমাকে ধরিবার কা
রণ কল পাতিয়াছে। সেলা। [৬] আমি কহি
য়াছি হে য়িহুহ তুমি আমার ঈশ্বর হে য়িহুহ
আমার প্রার্থনারব শুন। [৭] হে য়িহুহ পর
মেশ্বর আমার ত্রাণরূপ বল তুমি যুদ্ধদিনে আ
মার মাথা ঢাকিয়াছ। [৮] হে য়িহুহ দুষ্টের
অভিলষিত দিও না তাহার কুমন্ত্রণা সিদ্ধ ক
রিও না যে তাহারা আপনারদিগকে বড় করিয়া
না মানে। সেলা। [৯] আমার চতুর্দ্দিকস্থ
লোকেরদের মাথার এই হইবে তাহারদের নি
জ ওষ্ঠাধরের দোষ তাহারদিগকে ঢাকিবে।
[১০] জ্বলন্ত অঙ্গার তাহারদের উপর পড়িবে
তাহারা অগ্নিতে পড়িবে তাহারা গভীর খাতে
ও পড়িবে এবং আর উঠিবে না। [১১] মুখর
মানুষ পৃথিবীতে স্থির হইবে না সংহারপর্য্যন্ত
দুরাত্মা লোককে আপদ মৃগয়া করিবে। [১২]
আমি জানি যে য়িহুহ দরিদ্রের মোকদ্দমা ও
দীন লোকেরদের বিচার করিবেন। [১৩] অ
বশ্য ধার্ম্মিক লোকেরা তোমার নামে ধন্যবাদ
করিবে সাধু লোকেরা তোমার সাক্ষাৎ বাস ক
রিবে।

১৪১ গীত।

দাঊদের এক গীত।

[১] হে য়িহুহ তোমার প্রতি আমি মিনতি ক
রি আমার নিকটে শীঘ্র আইস যখন তোমার
নিকটে আমি মিনতি করি তখন আমার কথা
শুন। [২] সুগন্ধি দ্রব্যের ন্যায় আমার নিবে
দন তোমার সাক্ষাৎ করা যাউক আমার হস্তত্তো
লন সন্ধ্যাকালীন উৎসর্গের মত হউক। [৩]
হে য়িহুহ আমার মুখের উপরে চৌকি দেও
আমার ওষ্ঠাধরের দ্বার রক্ষা কর। [৪] কুকা
র্য্যের প্রতি কুকর্ম্মকর্ত্তারদের সহিত আচরণ করি
তে আমার অন্তঃকরণ আকর্ষণ করিও না তাহার
দের সুভক্ষ্যও আমাকে খাইতে দিও না। [৫]
ধার্ম্মিকেরা আমাকে মারুক তাহা আমার প্রতি
প্রীতিস্বরূপ তাহারা আমাকে অনুযোগ করুক তা
হাই আমার প্রতি উত্তম তৈল সে তৈল আমার
মাথা ভাঙ্গিবে না যেহেতুক এখনও তাহারদের
দুঃখে আমি প্রার্থনা করিব। [৬] তাহারদের
বিচারকর্ত্তারা পাষাণস্থলে অধঃপাতিত হইয়া
আমার কথা শুনিবে যেহেতুক তাহা মধুর। [৭]
কেহ পৃথিবীর উপর কাষ্ঠচ্ছেদন করিলে ও চিরি
লে যেমন তেমন আমারদের অস্থি কবরের মু
খে ছড়িয়া পড়িয়াছে। [৮] কিন্তু হে য়িহুহ প
রমেশ্বর আমার চক্ষু তোমার প্রতি তাকাইয়া থা
কে তোমাতে আমি ভরসা রাখিয়াছি আমার
প্রাণ মঙ্গলহীন করিও না। [৯] যে ফাঁদ তা
হারা আমার কারণ পাতিয়াছে তাহাহইতে ও
কুকর্ত্তারদের কলহইতে আমাকে রক্ষা কর।
[১০] দুষ্টেরা আপনারদের জালে পড়ুক যে
আমি সে জাল লঙ্ঘিয়া বাঁচি।

১৪২ গীত।

দাঊদের মাস্কিল সে যে কালে গহ্বরে ছিল
তৎকালীন প্রার্থনা এই।

[১] আমি আপন কথাতে য়িহুহের নিকটে
মিনতি করিলাম য়িহুহের উদ্দেশে আমি আপন
রবেতে প্রার্থনা করিলাম [২] তাঁহার সাক্ষাৎ
আমি আপন মানস প্রকাশ করিলাম তাঁহার নি
কটে আমি আপন দুঃখ জানাইলাম। [৩] আমার
আত্মা যখন আমার মধ্যে দুঃখাপ্লাবিত ছিল
তখন তুমি আমার পথজ্ঞ ছিলা যে পথে আমি
চলিলাম সে পথে আমার জন্যে তাহারা গুপ্তে
ফাঁদ পাতিল। [৪] আমি দক্ষিণদিগে দৃষ্টি ক
রিলেও দেখ কেহ আমাকে জানিল না আমি
নিরাশ্রয় আমার প্রাণের বিষয়ে কেহ ভাবে না।
[৫] তোমার প্রতি আমি মিনতি করিয়া কহিলাম
হে য়িহুহ জীবৎ লোকেরদের দেশে তুমি আ
মার ভরসা ও আমার অধিকার। [৬] আমার
শব্দ শুন যেহেতুক আমি অতিদীন হইয়াছি আ
মার বিপক্ষেরদেরহইতে আমাকে উদ্ধার কর
যেহেতুক তাহারা আমাহইতে বলবান। [৭]
কারাগারহইতে আমার প্রাণ মুক্ত কর যে আ
মি তোমার নামের স্তব করি তখন ধার্ম্মিকেরা
আমার চতুর্দ্দিগে আসিবে যেহেতুক তুমি আ
মার মঙ্গল করিবা।

১৪৩ গীত।

[১] হে য়িহুহ আমার প্রার্থনা শুন আমার
মিনতিতে অবধান কর তোমার বিশ্বস্ততায় ও
তোমার ধর্ম্মে আমাকে উত্তর দেও। [২] এবং
আপন দাসের সহিত মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হইও
না যেহেতুক তোমার সাক্ষাৎ জীবৎ কেহ নি
র্দ্দোষী হইবে না। [৩] যেহেতুক শত্রু আমার
প্রাণ নিগ্রহ করিয়াছে সে আমার জীবন মৃত্তিকা
তে দলাইয়াছে যাহারা অনেক কালাবধি মৃত
তাহারদের ন্যায় সে আমাকে অন্ধকারে বাস
করাইয়াছে। [৪] সেহেতুক আমার আত্মা
আমার মধ্যে থাকিয়া ভাবিত আছে আমার ম
ধ্যস্থিত হৃদয় শূন্য হইয়াছে। [৫] আমি পূ
র্ব্বকালের দিন মনে করিয়াছি আমি তোমার
সকল কার্য্যে ধ্যান করি তোমার হস্তের ক্রিয়া আ